

কমরেড লেনিন

অমল দাশগুপ্ত

লেখাপড়া। কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৬৭

প্রকাশক
রাখাল সেন
১৮বি, শ্যামাচরণ দে '
কলকাতা-১২

মুদ্রাকর
বীরেন্দ্রমোহন বসাক
শ্রীদুর্গা প্রিন্টিং হাউস
১০ ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রীট
কলকাতা-৯

কয়েকটি প্রচলিত ইংরেজি বই অবলম্বনে ও অনুসরণে বইটি লেখা, লেখকের মৌলিক কৃতিত্ব কিছু নেই। শুরুর গল্পের কাঠামোটি নেওয়া হয়েছে ডেভিড শুবের বই থেকে। বাকি অংশের প্রধান অবলম্বন ক্রুপ্‌সকায়ার 'লেনিনের স্মৃতি', মস্কো থেকে প্রকাশিত লেনিনের জীবনী ও লেনিন-সম্পর্কিত কয়েকটি বই, 'সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস', স্তালিনের 'লেনিনবাদের সমস্যা' ও লেনিনের 'নির্বাচিত রচনাবলী'। চেষ্টা করা হয়েছে লেনিনের রাজনৈতিক জীবন ও ব্যক্তিগত জীবনকে সমানভাবে তুলে ধরতে। ইংরেজি বই পড়ে লেনিন সম্পর্কে জানার সুযোগ যাঁদের নেই, বইটি লেখার সময়ে বিশেষ করে তাঁদের কথা মনে রাখা হয়েছে। লেনিন সম্পর্কে নতুন কোনো আলোকপাত করা লেখকের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য সীমিত পৃষ্ঠসংখ্যার মধ্যে সাধারণ বাঙালী পাঠকের সামনে যতোখানি সম্ভব পূর্ণাঙ্গ চেহারায় লেনিনকে উপস্থিত করা। কিন্তু পরিসর এত কম যে কোনো কোনো জায়গায়, বিশেষ করে শেষ দুটি অধ্যায়ে, দৃশ্যতই ছোট মাপের মধ্যে ধরাবার চেষ্টা করতে হয়েছে। পৃষ্ঠা বাড়লে দাম বাড়ে, এই অমোঘ নিয়মকে মেনে নিয়ে কোথাও কোথাও একটু আঁটোসাঁটো চেহারাতেই লেনিনকে উপস্থিত করতে হল।

আজকের দিনের রাজনীতি যাঁরা বুঝতে চান, লেনিনের জীবন ও চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁদের অবশ্যই পরিচিত হতে হবে। এই বইটি তার কিছু সূত্র যদি ধরিয়ে দিতে পারে তাহলেই লেখকের শ্রম সার্থক।

লেখক

COMRADE LENIN

By Amal Dasgupta

নিজেদের জীবন দিয়ে
অক্‌টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বাণী
মজুর-চাষীর ঘরে ঘরে যাঁরা পৌঁছে দিয়ে গেছেন
সেই অমর শহীদদের উদ্দেশে

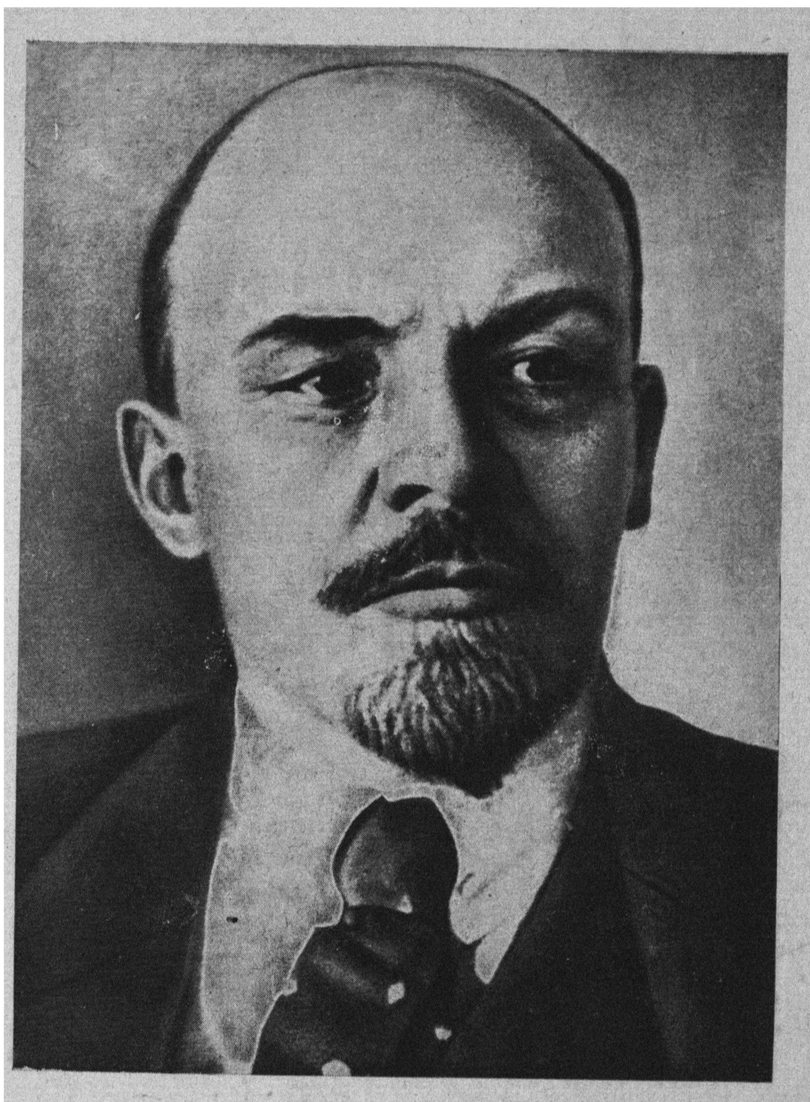
হে শ্রমিক এগিয়ে চলো!
তোমার সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে চলেছে
স্বাধীন শ্রমের জন্যে।
তাদের দৃষ্টি চলছে ভয়াল।
আকাশ কাঁপিয়ে বাজাও শ্রমের মৃত্যুঞ্জয়ী ঘণ্টা!
আঘাত করো, হাতুড়ি, আঘাত করো অবিরাম!
অন্ন! অন্ন! অন্ন!

এগিয়ে চলো এগিয়ে চলো, কৃষকরা!
জমি ছাড়া তোমরা বাঁচতে পারো না।
প্রভুরা কি তোমাদের শোষণ করবে এখনও,
তারা কি তোমাদের করবে পীড়ন এখনও অনেককাল ,
এগিয়ে চলো এগিয়ে চলো, ছাত্রেরা!
তোমাদের অনেকে ধ্বংস হবে সংগ্রামে ।
লাল ফিতে জড়িয়ে রাখবে
নিহতদের শবাধার!

এগিয়ে চলো এগিয়ে চলো, ক্ষুধিতেরা!
এগিয়ে চলো, নির্যাতিতেরা!
এগিয়ে চলো অপমানিতেরা
মুক্ত জীবনের দিকে!

এসো ভেঙে ফেলি দাসত্ব,
গোলামির লজ্জা ভেঙে ফেলি।
হে মুক্তি, তুমি আমাদের দাও
পৃথিবী আর স্বাধীনতা!

লেনিন একটিমাত্র কবিতা লিখেছেন। কবিতাটি দীর্ঘ। অনুবাদ করেছেন অরুণ মিত্র। ওপরের উদ্ধৃতিতে এই কবিতারই শেষের দিকের কয়েকটি স্তবক।





উলিয়ানফ পরিবার

মারিয়া আলেক্‌সান্দ্রোভনা, ইলিয়া নিকোলায়েভিচ ও তাঁদের ছেলেমেয়েরা

ওল্‌গা, মারিয়া, আলেক্‌সান্দর, দ্‌মিত্রি, আনা, ভ্‌লাদিমির

(১৮৭৯)



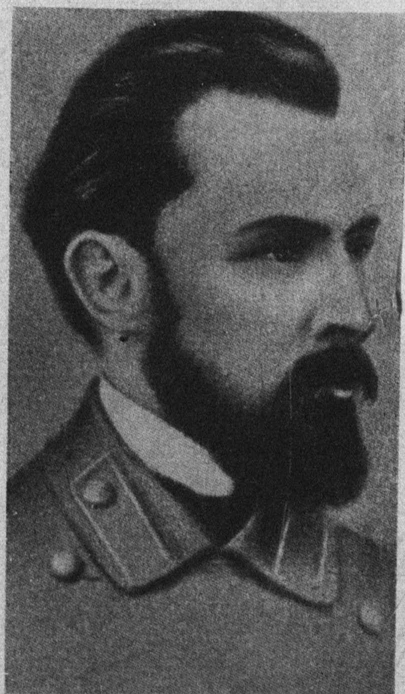
লেনিন

(স্কুল থেকে পাস করার সময়ে)

(১৮৮৭)



আলেক্‌সান্দর ইলিচ



দ্‌মিত্রি ইলিচ



লেনিন (বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র)

(১৮৯১)



নাদেঝ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনোভনা ক্রুপ্‌সকায়া
(১৮৯৫)

'মা! মা!'

অসময়ে স্কুল থেকে ফিরে এসেছে সতেরো বছরের ছেলে ভ্লাদিমির, সারাটা পথ ছুটতে ছুটতে। হাঁপাচ্ছে।

'কী হয়েছে!' মায়ের গলায় উদ্বেগ।

'আলেকসান্দর!' ভ্লাদিমির দম নেবার জন্যে থামল।

'কী হয়েছে বলবি তো?' মারিয়া আলেকসান্দ্রোভনা ধমক দিয়ে উঠলেন।

'আলেকসান্দরকে পুলিস ধরে নিয়ে গেছে।' এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলল ভ্লাদিমির।

'পুলিস ধরে নিয়ে গেছে!' মারিয়া আলেকসান্দ্রোভনা যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারছেন না, 'কেন?'

'ও নাকি জারকে খুন করবার চক্রান্ত করেছিল।'

'তোকে কে বললে?'

'কাশ্কাদোমোভা।'

ভ্লাদিমির যে স্কুলে পড়ে সেই স্কুলেরই শিক্ষিকা কাশ্কাদোমোভা। মারিয়ার সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয়। এক বছর হল মারিয়ার স্বামী ইলিয়া উলিয়ানফ মারা গিয়েছেন, তারও আগে থেকে। কাশ্কাদোমোভাকে বলা চলে উলিয়ানফ পরিবারের হিতৈষিণী। অবশ্য এই মফস্বল শহর সিমবির্স্কে উলিয়ানফ পরিবারের হিতৈষী-হিতৈষিণীর সংখ্যা বড়ো কম নয়। যে কারণে ছ'টি ছেলেমেয়ে নিয়ে বিধবা মারিয়া আলেকসান্দ্রোভনা একদিনের জন্যেও অসহায় বোধ করেন নি। তাঁর স্বামী ছিলেন এ-অঞ্চলের একজন সম্মানীয়

ব্যক্তি। তখন থেকেই শহরের মানুষের কাছে উলিয়ানফ পরিবারের সম্মানের আসন। কাজেই এই বিধবা মা ও তাঁর ছ'টি ছেলেমেয়ের খোঁজখবর নেবার লোকের কোনো অভাব ছিল না। বড়ো মেয়ে আনা ও বড়ো ছেলে আলেকসান্দর গিয়েছিল ইউনিভার্সিটির পড়া পড়বার জন্যে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে। ছেলেমেয়ে যদি কখনো চিঠি বন্ধ করত তাহলেও উদ্বেগ বোধ করার কোনো কারণ ঘটত না। কেননা আনা ও আলেকসান্দরের খবর সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে লেখা আরো অনেকের চিঠিতেই পাওয়া যেত। তাই বলে অন্যের লেখা চিঠির মারফত এমন ভয়ানক একটা খবর পেতে হবে তা তিনি ভাবতে পারেন নি।

মারিয়া আলেকসান্দ্রোভনা স্থির করলেন পরের দিনই সেণ্ট পিটার্সবুর্গে রওনা হবেন। ব্যাপারটা সহজ ছিল না। সিমবির্স্ক মফস্বল শহর বটে কিন্তু রেললাইন থেকে দূরে। পাশেই ভল্‌গা নদী, কিন্তু এই মার্চ মাসে নদীর জল জমে বরফ, জাহাজ চলাচল বন্ধ। এখন সেণ্ট পিটার্সবুর্গে যেতে হলে কিছুটা পথ ঘোড়ার পিঠেই সওয়ার হতে হবে, অন্তত সামনের রেলস্টেশন পর্যন্ত। জমে-যাওয়া নদীই এখন রাজপথের সামিল।

মারিয়া আলেকসান্দ্রোভনা ভেবেছিলেন, যে উলিয়ানফ পরিবারকে সারা শহরের মানুষ এতখানি সম্মানের চোখে দেখে, এই বিপদের দিনে তাঁদের কেউ না কেউ সেণ্ট পিটার্সবুর্গ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গী হবেন। কিন্তু তাঁকে হতাশ হতে হল। ছেলে যার জারকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং বর্তমানে পুলিসের হেফাজতে, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখার সাহস শহরের একজনেরও ছিল না।

তিনি একাই রওনা হয়ে গেলেন। সেণ্ট পিটার্সবুর্গে যাবার ট্রেন পাওয়া গেল সিজরান-এ। অনেকটা রাস্তা। শীতকালে একা এতটা পথ পাড়ি দেবার কথা ভাবলেই মন দমে যায়। কিন্তু মারিয়া আলেকসান্দ্রোভনার তখন অন্য কোনো দিকে হুঁশ ছিল না। তিনি শুধু ভাবছিলেন আলেকসান্দরের কথা। এইটিই তাঁর বড়ো ছেলে, আদর করে সবাই ডাকে 'সাশা', বয়স একুশ। কোনোদিন ভাবতে পারেন নি যে সাশা শেষকালে বিপ্লবী দলে যোগ দেবে ও জারকে খুন করতে চাইবে। গত গ্রীষ্মের ছুটিতেও তো এসেছিল সিমবির্স্কে। নিজের পড়াশুনো নিয়েই থাকত। ওর মনে মনে যে এত, তার আভাসটুকুও পাওয়া যায় নি। এমনকি দাদার একান্ত অনুগত ভাই ভ্লাদিমিরও অন্য রকম ধারণা করে বসেছিল। দাদাকে দেখে তার মনে হত,

কৃতিত্বের সঙ্গে পরীক্ষায় পাস করে অধ্যাপক হয়ে বসাটাই তার জীবনের লক্ষ্য। এত অল্প বয়সেই প্রাণিবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যায় তার গবেষণা বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ার সময়ে সে যে নিবন্ধ রচনা করেছিল তা লাভ করেছে স্বর্ণ-পদক। এখন সে ব্যস্ত তার থিসিস রচনার কাজে। সিমবির্স্কে পুরো গ্রীষ্মের ছুটিটা কাটিয়ে গেল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দিকে চোখ রেখে। পড়াশুনোর বিষয় নিয়ে যে এতখানি মত্ত তার মাথায় কখনো অন্য চিন্তা ঢোকে না। আলেকসান্দর সম্পর্কে ভ্লাদিমির ও তার মায়ের এই ধারণাই হয়েছিল।

তারপরে কয়েক মাসও পার হয় নি। সেই আলেকসান্দরকেই দেখা গেল অণুবীক্ষণ যন্ত্র ফেলে রেখে বোমা তৈরির কাজে হাত লাগাতে। বিপ্লবী পার্টি 'নারোদ্নায়া ভলিয়া'র (জনগণের ইচ্ছা) সদস্য সে, সেণ্ট পিটার্সবুর্গের একদল ছাত্র সন্ত্রাসবাদীর নেতা। দলের এক গোপন সভায় পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, ১৮৮৭ সালের ১লা মার্চ তারিখে রাশিয়ার জার তৃতীয় আলেকসান্দরকে খুন করা হবে, ছ-বছর আগে যেমন খুন করা হয়েছিল তৃতীয় আলেকসান্দরের পিতা দ্বিতীয় আলেকসান্দরকে। এমনকি জারকে খুন করার পরে রুশ জনগণের উদ্দেশে যে ইস্তাহারটি প্রচার করা হবে তারও একটি খসড়া তৈরি করে রাখা হল।

কিন্তু ১লা মার্চ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারা গেল না। জার নাকি তার আগেই সেণ্ট পিটার্সবুর্গ ছেড়ে ক্রিমিয়ার গ্রীষ্মনিবাসে চলে যাচ্ছেন। তখন নির্ধারিত তারিখটিকে আরো কয়েকটা দিন এগিয়ে আনতে হল। তবুও, পাকাপাকি খবর থাকা সত্ত্বেও, নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে জারের দেখা পাওয়া গেল না। একদিন নয় দুদিন। গোয়েন্দা পুলিস সম্ভবত এই ষড়যন্ত্রের আঁচ পেয়ে গিয়েছিল। জার তাই আর শীতপ্রাসাদ ছেড়ে বাইরে বেরোন নি।

গোয়েন্দা পুলিস যে আঁচ পেয়ে গিয়েছে তা বোঝা উচিত ছিল ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে। বিপ্লবীদের কাছে খবর ছিল, সেদিন জার যাবেন গির্জায় তাঁর পিতার উদ্দেশে আয়োজিত একটি উপাসনায় যোগ দিতে। যাবার রাস্তা নেভ্স্কি প্রস্পেক্ট। সারাটি দিন ধরে বিপ্লবীরা ওত পেতে রইল, কিন্তু জারের দেখা মিলল না। হতাশ হয়ে তারা ফিরে গেল তাদের মূল ঘাঁটিতে—একটি সরাইখানায়। প্রায় পিছনে পিছনে হাজির পুলিসের দল। নিশ্চয়ই দলের কারও ওপরে নজর ছিল, তাকে অনুসরণ করে এসেছে।

পুরো দলটিই প্রায় ধরা পড়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে এল আলেকসান্দর, সারাদিন অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করার পরে খবর নিতে। সেও ধরা পড়ল।

আলেকসান্দরের পকেটে ছিল একটি নোটবুক, যাতে সাংকেতিক ভাষায় অনেক নাম-ঠিকানা লেখা। নোটবুকটা পুলিসের হাতে পড়ল। যারা ধরা পড়েছিল তাদেরই একজন পুলিসের অত্যাচারে ফাঁস করে দিল সাংকেতিক ভাষার সূত্র। ফলে বহু বিপ্লবীর নাম-ঠিকানা হাতে পেয়ে গেল পুলিস। শুরু হল ধরপাকড়। তাদেরই মধ্যে থেকে মাথাগোছের পনেরো জনকে বেছে নিয়ে আদালতে উপস্থিত করা হল জারকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে।

সাতদিন পরে মারিয়া আলেকসান্দ্রোভনা এসে পৌঁছলেন সেণ্ট পিটার্সবুর্গে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছেলের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি পেলেন না। তদবির তদারক করতে করতে সপ্তাহ কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত আবেদন করলেন স্বয়ং জারের কাছে।

এবারে অনুমতি পেলেন। ছেলের সঙ্গে দেখা হল মারিয়া আলেকসান্দ্রোভনার।

'মা!'

মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদল আলেকসান্দর। সেই গ্রীষ্মের ছুটির দিনে দেশের বাড়ির দিনগুলির কথা হয়তো মনে পড়েছিল।

মারিয়া আলেকসান্দ্রোভনা ছেলের গায়ে হাত বুলোতে লাগলেন।

'তোমার খুব কষ্ট হয়েছে, না মা!'

আলেকসান্দর হয়তো জিজ্ঞেস করেছে পথের কষ্টের কথা। এ-সময়ে সিমবির্স্ক থেকে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে আসাটা অবশ্যই কষ্টকর। কিন্তু বুকের ভিতরে যে-কষ্টটাকে চেপে রাখতে হয়েছে তার কাছে বাইরের কষ্ট কতটুকু! একটা ঢোঁক গিলে সেই কষ্টটাকেই যেন বুকের ভিতরে গোপন করতে চাইলেন।

'তুমি কিছু ভেবো না মা, আমি যা করেছি জনগণের মুক্তির জন্যে করেছি। আমাকে করতেই হত। এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই মা।'

'কিন্তু এ যে বড়ো ভয়ংকর পথ রে!' মারিয়া আলেকসান্দ্রোভনা ফিসফিস করে বললেন।

'তবুও!'

বিচারে গোড়ার দিকে আলেকসান্দর মুখ বুজে রইল। একটি কথাও

কেউ তাকে দিয়ে বলাতে পারল না। পরে সে যখন বুঝতে পারল বিচারে অনেক কমরেডেরই প্রাণদণ্ড হতে চলেছে তখন ঠিক করল সবকিছুর প্রধান দায়িত্ব স্বীকার করে নেবে।

সেণ্ট পিটার্সবুর্গের আদালতে সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। চারদিকে কড়া পাহারা, বিচারকের সামনে সেনেটের এক বিশেষ প্যানেল—রাশিয়ার যা সর্বোচ্চ ট্রাইবুনাল, আর একুশ বছরের একটি ছেলে বিপুল আত্মবিশ্বাসে নিজের সওয়াল নিজেই করছে, যদি অবশ্য সওয়াল বলতে হয়। কেননা আলেকসান্দর কোনো কিছুই অপ্রমাণ করার চেষ্টা করছে না, সমস্ত দায়িত্বই তার। এমন সব কাজের দায়িত্বও আলেকসান্দর স্বীকার করে নিল যে-সম্পর্কে আগে সে কিছুই জানত না।

'আমার ওপরে সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিও।' পাশের কমরেডকে বার-কয়েক ফিসফিস করে বলেছিল আলেকসান্দর।

এ এক আশ্চর্য সওয়াল। অভিযুক্তই যেন অভিযোক্তা। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শেষ যে বক্তৃতা দিয়েছিল আলেকসান্দর তার শেষ কথাগুলো ছিল এই: 'আমার উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়ার অভাগা জনগণের মুক্তিলাভে সাহায্য করা। যে ব্যবস্থায় কথা বলার স্বাধীনতা নেই, জনগণের মঙ্গলের জন্যে তাদের চেতনার উন্নতির জন্যে বৈধ উপায়ে কিছু করতে গেলেও যে-ব্যবস্থা পিষে মেরে ফেলতে চায়, সেখানে একমাত্র যে হাতিয়ারটি হাতে থাকে তা হচ্ছে সন্ত্রাস। সামনাসামনি যুদ্ধ চালিয়ে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই চালানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কেননা এই ব্যবস্থা শক্তভাবে এঁটে বসেছে আর এই ব্যবস্থার আছে প্রচণ্ড নির্যাতন চালাবার ক্ষমতা। কাজেই অন্যায় যে সহ্য করতে পারে না তাকে সন্ত্রাসের আশ্রয় নিতেই হবে। রাষ্ট্রের হিংস্রতার জবাব দিই আমরা সন্ত্রাস দিয়ে। এই হচ্ছে একমাত্র পথ, যে-পথে উৎপীড়ক শাসনব্যবস্থাকে বাধ্য করা চলে জনগণকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিতে।'

মারিয়া আলেকসান্দ্রোভনা নিশ্বাস বন্ধ করে শুনেছিলেন। বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, এই তাঁর বড়ো ছেলে যাকে কেউ কোনোদিন রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে শোনে নি। এতখানি প্রত্যয় কোথা থেকে পেল সে! ও তো সত্যি কথাই বলছে, কিন্তু ও যে এমনভাবে বলতে পারে তা জানা ছিল না। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে মারিয়া আলেকসান্দ্রোভনার। কিছুতেই আর তিনি স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছেন না। বুকের ভিতরের সেই কষ্টটা

গলার কাছে উঠে এসে দম বন্ধ করে দিতে চাইছে যেন। মারিয়া আলেক-সান্দ্রোভনা বুক চেপে বেরিয়ে এলেন আদালতের কক্ষ থেকে। বাতাস কোথায়, বাতাস!

'আমরা মরতে ভয় পাই না।' নিজের পক্ষ থেকে ও কমরেডদের পক্ষ থেকে ঘোষণা করল আলেকসান্দর, 'সাধারণের মঙ্গলের জন্যে মৃত্যু—এর চেয়ে সম্মানের মৃত্যু আর কি হতে পারে।'

মারিয়া আলেকসান্দ্রোভনা পরে নিজের মেয়ে আনার কাছে বলেছিলেন, 'নিজের কানে না শুনলে আমি বিশ্বাস করতেই পারতাম না যে সাশা এত সুন্দরভাবে কথা বলতে পারে। আমার যে কী রকম লাগছিল। আমি শেষ পর্যন্ত থাকতে পারি নি।'

বিচারকরা ফাঁসির হুকুম দিলেন, ঢালাওভাবে। বিচারকদের রায় যে এই হবে, তা বোঝা যাচ্ছিল। মারিয়া আলেকসান্দ্রোভনাও বুঝেছিলেন। কিন্তু নিজের পেটের ছেলে আলেকসান্দরকে বুঝতে তখনো তাঁর কিছুটা বাকি ছিল। সম্রাটের কাছে মার্জনা ও প্রাণভিক্ষা চেয়ে একটি আবেদন করার কথা আলেকসান্দরকে বলতে গিয়েছিলেন। কিছুতেই রাজী করাতে পারলেন না।

নিজের প্রাণটাই যে দিতে তৈরি তার বোধহয় আর কিছুই চাইবার নেই। কিন্তু ছিল। আলেকসান্দরের শেষ চাওয়াটি ছিল হাইনের কবিতার বই।

১৮৮৭ সালের ৮ই মে তারিখে ভোরবেলা শ্লুসেলবুর্গ দুর্গের আঙিনায় ফাঁসি দেওয়া হল আলেকসান্দর ও তার চারজন কমরেডকে।

ছোটভাই ভ্লাদিমির উলিয়ানফ তখন সিমবির্স্কে। সেণ্ট পিটার্সবুর্গের খবরের কাগজ সিমবির্স্কে পৌছতে খবরটা জানতে পারল সে। খবরটা একেবারে আচমকা নয়, ফাঁসির হুকুম হয়ে যাবার পর থেকেই এজন্যে তৈরি হয়ে থাকা উচিত ছিল। তবুও খবরটা পড়ার পর সতেরো বছরের দাদা-অন্ত-প্রাণ ভাইটির চোখের সামনে থেকে পৃথিবীর আলো মুছে গেল যেন, মুখে কথা নেই, বোবা।

তারপরে কাগজটা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চাপা স্বরে বলল, 'আমি শোধ নেব, নেবই।'

একজন প্রতিবেশিনী ছিল পাশে, শুনতে পেল কথাটা।

'বলছিস কি তুই! কার ওপরে শোধ নিবি?'

'আমি জানি কার ওপরে।'

সতেরো বছরের ছেলেটি জানত কার ওপরে শোধ নিতে হবে। আরো জানত কিভাবে শোধ নিতে হবে।

'না, এ-পথ নয়, এ-পথে আমরা যাব না।' কথাটা নিজেই নিজেকে শুনিয়েছিল।

তাহলে কোন্ পথে? বিপ্লবের পথ অবশ্যই। কিন্তু তার রূপটি কেমন? জিজ্ঞেস করলে সেই মুহূর্তে হয়তো পরিষ্কার বলতে পারত না। কিন্তু তারপরে মাত্র তিরিশটি বছরের মধ্যে এই ছেলেটি শুধু যে এই পথের একটি নির্ভুল হদিস উপস্থিত করেছিল তাই নয়, নিজে আগে আগে থেকে একটা গোটা দেশের মানুষকে সেই পথটি পার করে নিয়ে গিয়েছিল।

ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানফ নামের এই কিশোরটিই আমাদের লেনিন।

ছেলেবেলায়

লেনিন নাম নিয়েছিলেন অনেক পরে, ছদ্মনামে লিখতে গিয়ে। ১৮৭০ সালের ১০ই এপ্রিল (২২শে এপ্রিল)* যে শিশুটির জন্ম তার নাম ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানফ। ডাকনাম ভোলোদিয়া।

বাবার নাম ইলিয়া নিকোলায়েভিচ উলিয়ানফ। বছরখানেক হল তিনি স্কুলের ইন্‌সপেক্টর হয়েছেন। উঠে এসেছেন সিমবির্স্কের একটি ভাড়া-বাড়িতে। আগে ছিলেন পেন্‌জা ও নিঝনি নভগোরদের মাধ্যমিক স্কুলের মাস্টার, রুশিয়ার নিম্নমধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী। লেখাপড়া শিখেছিলেন অতি কষ্টে, অভাব অনটনের মধ্যে। সাধারণ ঘরের ছেলেদের পক্ষে লেখাপড়া শেখাটা যে কী কষ্টকর তা বুঝেছিলেন ভালোভাবেই। কিন্তু হাল ছাড়েন নি, লেগে ছিলেন। এই গুণটি ছিল বলেই শেষপর্যন্ত কাজান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। বাপের এই গুণ ছেলেমেয়েরাও পেয়েছিল।

মা মারিয়া আলেকসান্দ্রোভনা গ্রামের মেয়ে। মারিয়ার বাবা ছিলেন ডাক্তার কিন্তু তাঁর অবস্থা বিশেষ সচ্ছল ছিল না, আর পরিবারটিও ছিল বৃহৎ। স্কুলে-কলেজে লেখাপড়া শেখার সুযোগ মারিয়া পান নি, যতোটুকু লেখাপড়া নিজে নিজে। বিশেষ করে আয়ত্ত করেছিলেন কয়েকটি বিদেশী ভাষা: জার্মান, ফরাসী ও ইংরেজি। জার্মান শেখাটা তাঁর পক্ষে অবশ্য খুব একটা শক্ত ব্যাপার ছিল না, কেননা তাঁর মা ছিলেন জার্মান, আর তাই মানুষও হয়েছিলেন খানিকটা জার্মান ঐতিহ্যে। পরবর্তীকালে আত্মনির্ভরশীলতার যে পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন, তার গোড়াপত্তন এই জার্মান মায়ের শিক্ষায়।

---

* বিপ্লবের আগে পর্যন্ত রুশদেশে সিজারীয় ক্যালেণ্ডার চলছিল। তাই তৎকালীন রুশদেশের ইতিহাসের সমস্ত ঘটনাই সিজারীয় ক্যালেণ্ডারের তারিখ অনুযায়ী। অক্টোবর বিপ্লব পর্যন্ত (তৎকালীন রুশদেশের ক্যালেণ্ডারে এই বিপ্লবের তারিখ ২৫শে অক্টোবর, কিন্তু গ্রেগরীয় ক্যালেণ্ডারের হিসেবে অর্থাৎ যে ক্যালেণ্ডার আমরা মেনে চলি তার হিসেবে ৭ই নভেম্বর) আমরা তৎকালীন তারিখই ব্যবহার করব এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে ব্র্যাকেটে গ্রেগরীয় ক্যালেণ্ডারের তারিখ উল্লেখ করে যাব। তার মানে আমরা এখন যে ক্যালেণ্ডার মানি তার হিসেবে লেনিনের জন্ম ২২শে এপ্রিল তারিখে।

গানবাজনা খুব ভালোবাসতেন, ভালো পিয়ানো বাজাতে শিখেছিলেন। বইও পড়তেন প্রচুর। সমস্ত দিক থেকে মারিয়া আলেকসান্দ্রোভনা ছিলেন গুণবতী মহিলা। সব মায়ের সব ছেলেই লেনিন হয় না, কিন্তু লেনিনের মতো ছেলের মায়েরা এমনটিই হয়ে থাকেন।

ছ'টি ভাইবোন আর বাবা-মা—এই আটজনকে নিয়ে উলিয়ানফ পরিবার। ভাইবোনদের মধ্যে সকলের বড়ো আনা, সকলের আদরের দিদি। তারপরে আলেকসান্দর। এই আলেকসান্দর আর আনা একই সময়ে গিয়েছিল সেণ্ট পিটার্সবুর্গে পড়তে। আনাও ছিল বিপ্লবী। আলেকসান্দর ও আনা, দুজনকেই পুলিস গ্রেপ্তার করেছিল। পরে অবশ্য আনা ছাড়া পেয়ে যায়। লেনিনের জীবনের কিছু কথা এই আনার মুখ থেকে আমাদের শুনতে হবে।

আলেকসান্দরের পরে ভ্‌লাদিমির, পরবর্তীকালের লেনিন। ডাকনাম ভোলোদিয়া। তারপরে ওল্‌গা, প্রায় পিঠোপিঠি ভাইবোন। ওল্‌গার পরে আরো একটি ভাই, দ্মিত্রি। তারপরে আরো একটি বোন, মারিয়া।

ভোলোদিয়া হাঁটতে শিখেছিল একটু বেশি বয়সে। ওর মাথাটা ছিল শরীরের তুলনায় বেশি ভারী। দু-পায়ের ওপরে ভর রেখে শরীরটাকে ঠিক সিধে খাড়া রাখতে পারত না। অনবরত মুখ থুবড়ে পড়ত। আর চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুলত।

মা বলতেন, 'ওর মাথাটা নিয়েই হয়েছে মুশকিল। ঠিকমতো বইতে পারে না। অনবরত ঢিপঢিপ করে পড়ে। কোনদিন না মাথার খুলিটুলি ফাটিয়ে বসে!' তিনি আশঙ্কা করতেন, ছেলেটা হয়তো ঠিক পুরোপুরি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হতে পারবে না।

ভোলোদিয়ার চোখদুটো ছিল বাদামী আর দুষ্টুমিভরা। একমুহূর্ত স্থির হয়ে থাকতে পারত না। সকলের ভালোবাসা কাড়তে পারত। ছ'টি ভাইবোনের মধ্যে ওর দিকেই নজর পড়ত সকলের আগে। টলমল করে হাঁটত, দৌড়ত, হৈ-চৈ করত, ও যে আছে তা টের পেতে হত সকলকে।

ছোটবোন ওল্‌গা ছিল ওর খেলার সাথী। খেলাটা হত ঠিক সমানে সমানে নয়, ভোলোদিয়ার হুকুমমাফিক। হয়তো লুকোচুরি খেলা হচ্ছে। ভোলোদিয়ার হুকুম হত, 'ওল্‌গা, যা খাটের নিচে লুকো গিয়ে।' ওল্‌গাকে খাটের নিচে লুকোতে হত। 'ওল্‌গা, বেরিয়ে আয়।' ওল্‌গাকে বেরিয়ে আসতে হত। খেলতে খেলতে মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ঝগড়া বেধে যেত দুই

ভাইবোনের মধ্যে। মা ছুটে আসতেন, ঝগড়া থামাতে না পারলে দুজনকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রেখে আসতেন বাবার লাইব্রেরি ঘরে কালো চেয়ারের ওপরে।

'থাক্ বসে! নড়বি নে খবরদার!'

শান্তশিষ্ট হয়ে বসে থাকতে হত. দুজনকে, যতোক্ষণ না মা এসে মুক্তি দিতেন।

পাঁচ বছর বয়স হতে ভ্লাদিমিরকে ডেকে মারিয়া আলেকসান্দর বললেন, 'আমি তোকে পিয়ানো বাজাতে শেখাব।'

মারিয়া আলেকসান্দ্রোভনা ভালো পিয়ানো বাজাতে পারতেন। পিয়ানোর রীড টিপলেই সুরেলা শব্দ হয় বটে কিন্তু পিয়ানোর রীড টিপে টিপে ঠিকমতো সুরটি তোলা খুব শক্ত ব্যাপার। সেজন্যে চাই অনেক অনুশীলন—চর্চা। আর তা শুরু হওয়া দরকার একেবারে শিশুবয়স থেকেই। মারিয়া আলেকসান্দ্রোভনা সম্ভবত চোখ রেখেছিলেন। ছ'টি ছেলেমেয়ের মধ্যে সম্ভবত ভ্লাদিমিরকে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, ও পারবে। খানিকটা পেরেও ছিল। বছর তিনেকের মধ্যেই বেশ শক্তগোছের সুর ঝঙ্কার সমেত তুলতে পারত, মায়ের সঙ্গে সঙ্গে বাজাতে পারত। কিন্তু পরের বছর স্কুলে ঢোকার পর থেকেই পিয়ানোর চর্চা ছেড়ে দিয়েছিল, বলত, 'ছেলেরা আবার পিয়ানো বাজাবে কি!' বাড়িতে মা-কে দেখে সম্ভবত ধারণা হয়েছিল পিয়ানো বাজানোটা মেয়েদের ব্যাপার, এটা ছেলেদের ঠিক সাজে না।

ছেলেদের কি সাজে, তারা কেমনভাবে চলবে, এমনকি কী খাবে কী পরবে, চোখের সামনে তার আদর্শ ছিল বড়োভাই আলেকসান্দর।

'ভোলোদিয়া, খেলতে যাবি?' কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করেছে।

ভ্লাদিমির সরাসরি জবাব দিত না, আগে তাকাত আলেকসান্দরের মুখের দিকে। ভাবখানা এই যে আলেকসান্দর যদি খেলতে যায় বা আলেকসান্দরের যদি সায় থাকে তাহলেই সে খেলতে যেতে পারে।

এমনি প্রত্যেকটি ব্যাপারে। বেড়াতে যাবে কিনা জিজ্ঞেস করলে, এমনকি কী খাবে জিজ্ঞেস করলেও জবাব দেবার আগে তাকাত আলেকসান্দরের মুখের দিকে। শেষকালে বলত, 'সাশা যা করবে আমিও তাই করবো।'

শুধু খেলা বা খাওয়ার ব্যাপারে নয়, প্রত্যেকটি ব্যাপারে ভ্লাদিমির হতে চাইত আলেকসান্দরের মতো, করতে চাইত আলেকসান্দর যা করে ঠিক তাই।

বয়স যতো বাড়ল ততো যেন আরো বেশি হয়ে উঠল আলেকসান্দর-অন্ত প্রাণ। সম্পর্কটা আরো যেন গভীরতা পেল, আরও তাৎপর্য। এই আলেকসান্দরের কাছেই ভ্লাদিমির সর্বপ্রথম মার্কসবাদী সাহিত্যের কথা শোনে। এই আলেকসান্দরের হাতেই ভ্লাদিমির সর্বপ্রথম মার্কসের 'ক্যাপিটাল' বইটি দেখে।

আর আলেকসান্দরও নিতান্ত সাধারণ ছেলে ছিল না। অনেক গুণ ছিল তার। বিশেষ করে চোখে পড়ত প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও ভালো মন্দ সম্পর্কে প্রখর জ্ঞান। আনা লিখেছে, "আলেকসান্দরের অসাধারণ গুণ ছিল এই যে সে কোনোকিছু হালকাভাবে নিত না, গভীরভাবে ভাবত আর তার ছিল প্রখর কর্তব্যবোধ। শুধু যে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারত তাই নয়, দাঁড়াত ন্যায়ের পক্ষে। আর তার মনটা ছিল নরম, অল্পতেই নাড়া খেত। বাচ্চারা তাকে পছন্দ করত। ভ্লাদিমির চেষ্টা করত দাদাকে অনুকরণ করে চলতে…"

ভ্লাদিমির ছিল একেবারে লক্ষ্মণ ভাইটি। কিংবা তার চেয়েও বেশি। দাদা ছাড়া আর কিছু জানত না। অন্যরা এই নিয়ে তার পিছনে লাগত। কিন্তু ভ্লাদিমির নির্বিকার, তেমনি আবার বলত, 'সাশা যা করবে আমিও তাই করব।'

ফলে দু-ভাইয়ের পড়াশুনো খেলাধুলো সবই চলত একসঙ্গে। একসঙ্গে দাবা নিয়ে বসত, শীতকাল এলে একসঙ্গে যেত স্কি ও স্কেটিং করতে, গরমকাল এলে মাছ ধরতে ও সাঁতার কাটতে। আর আলেকসান্দরের স্বভাবটাই ছিল এমন যে কোনো কিছু হাল্‌কাভাবে নিতে পারত না। দেখাদেখি ভ্লাদিমিরও একই স্বভাব পেয়েছিল। দাবা খেলা শুরু হল তো সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল যতো রাজ্যের বই পড়ে দাবাখেলার কায়দাকানুন রপ্ত করা। এই বই পড়া বিদ্যের জোরে মাঝে মাঝে বাবাকে পর্যন্ত দাবাখেলায় হারিয়ে দিত, যিনি নিজেকে মনে করতেন দাবাখেলার একজন পাকা খেলোয়াড়।

স্কুলের লেখাপড়ায় ভ্লাদিমির ছিল একান্ত মনোযোগী ছাত্র। মনোযোগী ও পরিশ্রমী। পড়া তৈরি করত নিখুঁতভাবে। বাবা ছিলেন স্কুলের ইনস্‌পেক্টর, কিভাবে ছাত্রদের পড়া ধরতে হয় ভালোভাবেই জানতেন। তিনি মাঝে মাঝে পড়া ধরতেন ভ্লাদিমিরের। কিন্তু দেখা যেত পড়ার বিষয়ে যে-কোনো প্রশ্নের জবাব ভ্লাদিমিরের জানা। ভ্লাদিমির কি-ভাবে স্কুলের রচনা তৈরি করত তার একটি বিবরণ দ্মিত্রি দিয়েছে।

"সব ছাত্রই রচনা লিখতে শুরু করে, রচনা যেদিন দেবার কথা তার আগের দিন। ও (ভ্লাদিমির) তেমনভাবে লিখত না। ও রচনা লিখতে শুরু করে দিত সঙ্গে সঙ্গে; ক্লাসে যেদিন রচনা লেখার কথা বলা হত সেদিনই। প্রথমে নিত একটা কোয়ার্টার কাগজ। তাতে লিখত রচনার একটি কাঠামো, ভূমিকা ও উপসংহার-সমেত। তারপরে আরেক শীট কাগজ নিয়ে দু-ভাঁজ করত। বাঁ দিকে লিখত রচনার মোটামুটি একটা খসড়া, কাঠামো অনুসরণ করে। ডানদিক বা মার্জিনের দিক থাকত পরিষ্কার। এদিকে সে লিখত সংযোজনী, ব্যাখ্যা, সংশোধনী এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎসের নির্দেশ, যেমন—অমুক অমুক জায়গায় অমুক অমুক পৃষ্ঠায় দেখ, ইত্যাদি। যত দিন যেত পৃষ্ঠার ডানদিক ভরে যেত অনেক সব নোট, বিকল্প লাইন, উদ্ধৃতি ইত্যাদিতে। তারপরে রচনা যেদিন দেবার কথা তার অল্প আগে কয়েক শীট পরিষ্কার কাগজে রচনাটি লিখে ফেলত, নোট ও বিভিন্ন উৎসের নির্দেশ অনুযায়ী। এটিও কিন্তু পাকাপাকি লেখা নয়।"

এ থেকে ভবিষ্যৎ মানুষটির খানিকটা পরিচয় যেন পাওয়া যাচ্ছে। এমন একজন মানুষ যাঁর কাজের মধ্যে যেমন শৃঙ্খলা তেমনি পরিকল্পনা।

আর অখণ্ড মনোযোগ। পড়ার সময়ে কেউ বিরক্ত করলে বা স্কুলের বন্ধুরা এসে ডাকাডাকি করলে হাতজোড় করে বলত, 'আমি তোমাদের কাছে একটা ভিক্ষে চাইছি, দেবে?'

'কী?'

'এখানে তোমাদের অনুপস্থিতি।'

ন-বছর বয়সে সিমবির্স্কের জিমন্যাসিয়ামে (মাধ্যমিক স্কুলে) ভর্তি হয়েছিল, সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ একাদিক্রমে আট বছর পড়েছিল এই স্কুলে। একটি দিনের জন্যেও প্রাত্যহিক রুটিনের একচুল এদিক-ওদিক হয় নি। ঘুম ভাঙত সকাল সাতটায়, কাউকে ডাকাডাকি করতে হত না, নিজের থেকেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পড়ত। তারপর সোজা যেত বাথরুমে। গা খালি করে হাতমুখ ধুয়ে নিত, প্রায় স্নান করার মতো করে। প্রাতরাশের আগেই স্কুলের পড়াগুলো ঝালিয়ে নিতে পারত আরেকবার। সাড়ে-আটটায় স্কুল, বেশ খানিকটা হাঁটতে হত সেজন্যে। এই ছিল রুটিন, স্কুলে পড়ার পুরো আটটি বছর ধরে।

এতগুলো গুণের সমাবেশ যার মধ্যে—শৃঙ্খলা, পরিকল্পনা, মনোযোগ,

নিয়মানুবর্তিতা, অধ্যবসায়—সে যদি স্কুলের সেরা ছাত্র হয় তাহলে অবাক হবার কিছু নেই। ভ্লাদিমিরও তাই হয়েছিল। শুধু লেখাপড়ায় নয়, স্বভাবে ও চালচলনেও। কোনো কাজে হার মানত না, সহপাঠীদের সঙ্গে ব্যবহার ছিল সরল ও আন্তরিক, পড়ার ব্যাপারে সবাইকে সাহায্য করত, যতোই শক্ত পড়া হোক জলের মতো সহজ করে বুঝিয়ে দিতে পারত। অন্যদিকে স্কেটিং, সাঁতার ও দাবা খেলাতেও যথেষ্ট সুনাম। আদর্শ ছাত্র বলতে যা বোঝায় সঠিক অর্থেই সে তাই, স্কুলের গর্ব।

তাই বলে 'ভালো ছেলে' বলতে যে একধরনের মিনমিনে, মেরুদণ্ডহীন, পড়ার বইয়ের বাইরের জগৎ সম্পর্কে নিস্পৃহ, গোবেচারা ধরনের জীবকে আমরা বুঝে থাকি, ভ্লাদিমির কোনোক্রমেই সেই দলের নয়। প্রথমত বই পড়ত প্রচুর, পড়ার বইয়ের বাইরেও। দ্বিতীয়ত বাইরের জগৎ সম্পর্কে ছিল অতিমাত্রায় সচেতন, যা শুধু তার ভাবনা-জগৎকেই আলোড়িত করত না, কর্মেও তাকে করত উদ্বুদ্ধ।)

সেই অল্প বয়সেই, যখন বেশির ভাগ ছেলের জগৎ বলতে শুধু বাড়ি স্কুল আর খেলার মাঠ, ভ্লাদিমির ছিল চোখে পড়ার মতো ব্যতিক্রম। চারপাশের জীবনটাকেও সে খুঁটিয়ে জানতে চাইত ও বুঝতে চেষ্টা করত। মানুষকে যে কী গরীব অবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে হয়, শ্রমিক ও কৃষকদের ওপরে যে কী শোষণ ও নির্যাতন চলে তা দেখার মতো চোখ ছিল তার। বাবার কাছে গল্প শুনত গ্রামের মানুষ কী ভীষণ অজ্ঞতা ও দুর্দশার মধ্যে দিন কাটায়, কী প্রচণ্ড শোষণের মধ্যে। শুনত, গ্রামের দিকে নতুন একটি স্কুল খুলতে গেলেও কতখানি বাধা পেতে হয়। দেখে ও শুনে সেই অল্প বয়সেই ভ্লাদিমিরের ধারণা হয়েছিল, অধিকাংশ মানুষকে গরীব করে রাখাটা ও লেখাপড়া না শিখিয়ে রাখাটা ঘটছে অন্য একদল মানুষের স্বার্থে। আর সেই অল্প বয়সেই চাইত, এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যে একটা কিছু করে। বিশেষ করে চোখে পড়ত, জাতীয়তার দিক থেকে যারা অ-রুশী, যেমন চুভাস, মর্দভিনীয়, তাতার, উদমুর্ত—তাদের ওপরে জারের অত্যাচার যেন সীমাহীন। মানুষগুলো ছিল সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত।

এই মানুষগুলোর প্রতি ভ্লাদিমিরের গভীর সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় ছোট একটি ঘটনা থেকে। সে যখন স্কুলের উঁচুক্লাসের ছাত্র, এন আখোত্নিকভ নামে একজন চুভাস স্কুল-শিক্ষককে সপ্তাহে তিনদিন করে

পড়াত। এজন্যে কোনো পারিশ্রমিক নিত না। চুভাস শিক্ষকটির খুব ইচ্ছে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন কিন্তু সেজন্যে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাস করে বেরিয়ে আসার দরকার ছিল। গণিতে মোটামুটি ভালো ছিলেন কিন্তু ঠেকতেন গিয়ে প্রাচীন সাহিত্যে। অথচ বেতন দিয়ে শিক্ষকের কাছে পড়বেন সে সামর্থ্য ছিল না। ভ্লাদিমির এই শিক্ষকটিকে পুরো আঠারো মাস পড়িয়েছিল, বিনা পারিশ্রমিকে। আখোত্নিকভ সসম্মানে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাস করেছিলেন ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন।

ভ্লাদিমিরের বয়স যখন মাত্র ষোল, তাকে পেতে হল জীবনের প্রথম বড়ো আঘাত। ১৮৮৬ সালের জানুয়ারি মাসে মাত্র চুয়ান্ন বছর বয়সে ভ্লাদিমিরের বাবা মারা গেলেন। এই আঘাত সামলে উঠতে না উঠতেই ১৮৮৭ সালের ১লা মার্চ তারিখে জার তৃতীয় আলেকসান্দরকে হত্যার চেষ্টার জন্যে সেন্ট পিটার্সবুর্গে গ্রেপ্তার হল আলেকসান্দর। অল্প কিছুকাল পরে আনাও।

আলেকসান্দরের গ্রেপ্তারের খবর সিমবির্স্কে ছড়িয়ে পড়েছিল অল্প সময়ের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে উলিয়ানফ পরিবার সিমবির্স্কে প্রায় একঘরে হয়ে গেল। শহরের লিবার‍্যাল সমাজ তথা ভদ্দরলোকেরা ভয়ে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিল উলিয়ানফ পরিবারের সঙ্গে। এমনকি ভ্লাদিমিরের মাকে সেন্ট পিটার্সবুর্গে নিয়ে যাবার মতো একজন সঙ্গী পর্যন্ত পাওয়া গেল না। একজন বৃদ্ধ শিক্ষক প্রতিদিন সন্ধ্যায় উলিয়ানফদের বাড়িতে দাবা খেলতে আসতেন, তিনি পর্যন্ত আসা বন্ধ করলেন। ভদ্দরলোকেরা যে কত ভীরু, এই একটি ঘটনা থেকে ভ্লাদিমিরের তা বুঝতে বাকি রইল না। তার ছেলেবেলার জীবনে তাকে সবচেয়ে নাড়া দিয়েছিল এই ঘটনাটি।

১৮৮৭ সালের ৮ই মে তারিখে জারের জল্লাদদের হাতে আলেকসান্দরকে প্রাণ দিতে হল। এই ঘটনা স্মরণ করতে গিয়ে আনা লিখেছে, "আলেকসান্দর উলিয়ানফ বীরের মৃত্যু বরণ করল আর বিপ্লবী শহীদের আত্মদানের জ্যোতিতে আলোকিত হল তার ছোটভাই ভ্লাদিমিরের পথ।"

ভ্লাদিমির ভেঙে পড়ে নি। বাবার মৃত্যুতে নয়, যে দাদা ছিল সব ব্যাপারে তার কাছে আদর্শ তার মৃত্যুতে নয়। দুটি মর্মান্তিক আঘাতের পরেও সতেরো বছরের বালকটি প্রমাণ দিতে পারল আত্মবিশ্বাসে সে স্থির, লক্ষ্যপথে সে অবিচল। ঝড়ঝাপটায় কাবু হবে এমন ধাতুতে সে গড়া নয়।

দাদার মৃত্যুর একমাস পরে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় বসতে হয়েছিল

ভ্লাদিমিরকে। দু-দুটি মৃত্যুর স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে পরীক্ষা দিয়েও সে পাস করল সেরা নম্বর পেয়ে। পরীক্ষায় একমাত্র সে-ই পেল সোনার মেডেল, যদিও বয়সে ক্লাসের ছাত্রদের মধ্যে সে ছিল সবচেয়ে ছোট। স্কুলের কর্তৃপক্ষ কিন্তু একটু ইতস্তত করেছিলেন। রাষ্ট্রদ্রোহীর ভাইকে সোনার মেডেল দেওয়াটা ঠিক হবে কিনা সে-বিষয়ে মনস্থির করতে তাঁদের সময় লেগেছিল। কিন্তু সমস্ত বিষয়ে ভ্লাদিমিরের জ্ঞান ছিল এত গভীর, দক্ষতা ছিল এত উঁচুমাত্রার যে তাকে বাদ দেওয়াও সম্ভব ছিল না। হেডমাস্টারমশাই তাঁর দেওয়া সার্টিফিকেটে ভ্লাদিমির সম্পর্কে লিখেছিলেন, "অত্যন্ত দক্ষ, পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু। অগ্রগতি বিকাশ ও আচরণের দিক থেকে সবচেয়ে যোগ্য ছাত্র বিবেচিত হওয়ায় স্কুলের পড়া শেষ করার পরে স্বর্ণপদক দেওয়া হল।"

১৮৮৭ সালের জুন মাসের শেষ দিকে উলিয়ানফ পরিবার সিমবির্স্ক ছাড়ল। প্রথমে গেল দু-মাসের জন্যে একটা গ্রামে যার নাম কোকুশ্‌কিনো (এখনকার নাম 'লেনিনো'), পরে কাজানে। ভ্লাদিমির ভর্তি হল কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের ক্লাসে। তার মতে, বৈপ্লবিক সংগ্রামে যে নিজেকে উৎসর্গ করতে চায় তাকে আইন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান অবশ্যই পড়তে হবে।

তবে কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে বেগ পেতে হয়েছিল। পরীক্ষার ফল যতো ভালোই হোক, রাষ্ট্রদ্রোহীর ভাইকে এককথায় ভর্তি করে নিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সাহস হয় নি।

শেষ পর্যন্ত ভর্তি হতে পেরেছিল সিমবির্স্ক স্কুলের হেডমাস্টারের সার্টিফিকেটের জোরে। তিনি লিখেছিলেন, "স্কুলের ভিতরে বা বাইরে এমন ঘটনা একটিও ঘটে নি যখন উলিয়ানফ কথায় বা কাজে তার শিক্ষকদের বা স্কুলের কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হয়েছে।"

সিমবির্স্ক জিমন্যাসিয়ামের এই যে হেডমাস্টারমশাই, যাঁর সার্টিফিকেটের জোরে ভ্লাদিমির কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারল, তাঁর নাম ফিয়োদর কেরেনস্কি। তিনি ছিলেন ভ্লাদিমিরের বাবার মৃত্যুর পরে এই পরিবারের অভিভাবকের মতো। আলেকসান্দর কেরেনস্কি—১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরে রাশিয়ার অস্থায়ী গভর্নমেণ্টের প্রধান—তাঁরই ছেলে। এই আলেকসান্দর কেরেনস্কির গভর্নমেণ্টকে উৎখাত করবার জন্যে লেনিন নভেম্বর বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন।

ভ্লাদিমির যে সবদিক থেকে কত ভালো ছেলে সে-সম্পর্কে ধারণা দেবার

জন্যে ফিয়োদর কেরেনস্কি আরো লিখেছিলেন, "ওর (ভ্লাদিমিরের) মানসিক ও নৈতিক শিক্ষায় কোনো ত্রুটি ঘটে নি, এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ সজাগ দৃষ্টি ছিল গোড়ার দিকে ওর বাবা-মায়ের, বাবার মৃত্যুর পরে মায়ের। পরিবারের ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়েছে ধর্ম ও শৃঙ্খলার ভিত্তিতে। উলিয়ানফের আচরণ, যা অন্যদের কাছে আদর্শ স্বরূপ, মায়ের এই শিক্ষারই ফল।"

ফিয়োদর কেরেনস্কি যে-সময়ে এই সার্টিফিকেটটি লিখে পাঠিয়েছিলেন, ভ্লাদিমির কিন্তু তার আগে থেকেই পুরোপুরি নাস্তিক। পরবর্তী জীবনে ভ্লাদিমির যখন বলশেভিকদের নেতা লেনিন রূপে পরিচিত সে-সময়ে তাঁকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'আপনি কবে থেকে নাস্তিক হয়েছেন?' লেনিন জবাব দিয়েছিলেন, 'ষোল বছর বয়স থেকে।'

তখনো বাবা বেঁচে। পরিচিত এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছিলেন ভ্লাদিমিরের বাবা ইলিয়া উলিয়ানফের সঙ্গে। কথায় কথায় উলিয়ানফ তাঁকে বললেন, 'আমার ছেলেমেয়েরা গির্জায় বড়ো একটা যেতে চায় না।' ভদ্রলোক বললেন, 'বেত লাগান, ঠিক হয়ে যাবে।' কথাটা বললেন ভ্লাদিমিরের দিকে তাকিয়ে। ভ্লাদিমিরের হল প্রচণ্ড রাগ, ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে, গলায় তখনো ক্রশ ঝুলছিল, টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিল ধর্মীয় বিশ্বাসের সেই প্রতীকটি। ঈশ্বরের সঙ্গে ও ধর্মের সঙ্গে সেদিন থেকেই ষোল বছরের বালকটির সমস্ত সম্পর্ক শেষ।

বাবার বন্ধুর কথাটা উপলক্ষ ছিল মাত্র। ঘটনাটা ঘটেছিল এমন এক সময়ে যখন ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে সে একটা নিঃসংশয় সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছে। এজন্যে প্রচুর পড়াশুনো করতে হয়েছে তাকে। তার প্রিয় লেখকদের মধ্যে ছিলেন পুশকিন, লেরমনতফ, গোগোল, তুর্গেনেফ, নেক্রাসফ, সাল্তিকভ-শেচ্রিন ও তলস্তয়। বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল বেলিন্স্কি, হের্ৎসেন, চের্নিশেভস্কি, দোব্রোল্যুবফ ও পিসারেফের লেখা পড়ে। শেষোক্তদের মধ্যে চের্নিশেভস্কি ছিলেন তার সবচেয়ে প্রিয় লেখক। এই বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের লেখা পড়ে জারের রাশিয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র একটি ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছিল তার মনে, যে ঘৃণা মানুষকে বিপ্লবী করে তোলে। ষোল বছরের বালকটিও পাকাপাকিভাবে বিপ্লবের পাঠ নিল।

এমনি যার মনোভাব সে কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে ভালো ছেলের মতো শুধু পড়াশুনো নিয়ে থাকবে তা হবার নয়। ভ্লাদিমির সহজেই ছাত্র-

আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল। জারের রাশিয়ায় ছাত্রদের সংগঠন করাটা বেআইনী ছিল। কোনো ছাত্র যদি বেআইনী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুসারে তাকে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। পুলিসী নির্যাতন বন্ধ করা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বাতিল করার দাবি নিয়ে বিপ্লবী ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করেছিল। ভ্‌লাদিমির ঝাঁপিয়ে পড়ল এই আন্দোলনের মধ্যে। ১৮৮৭ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের হলঘরে সভা ডাকল ছাত্ররা। সভায় দাবি তোলা হল: ছাত্রদের সংগঠন করার অনুমতি দিতে হবে, বহিষ্কৃত ছাত্রদের ফিরিয়ে নিতে হবে, বহিষ্কারের আদেশ যারা দিয়েছে তাদের শাস্তি দিতে হবে।

ভ্‌লাদিমিরকে দেখতে পাওয়া গেল এই সভার একেবারে সামনের সারিতে, উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে, মুষ্টিবদ্ধ হাত। আর সেই রাত্রিতেই আরো চল্লিশজন ছাত্রের সঙ্গে ভ্‌লাদিমিরও গ্রেপ্তার হল। কাজান থেকে বহিষ্কারের আদেশ হল তার ওপরে।

যে পুলিস অফিসারটি তাকে শহরের বাইরে বার করে দিতে যাচ্ছিল, সে হঠাৎ ভ্‌লাদিমিরের কচি মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, 'বাপু হে, কী লাভ বলো তো এই বিদ্রোহ করে? তোমরা কি বুঝতে পার না, সামনে পাঁচিল খাড়া রয়েছে?'

ভ্‌লাদিমির জবাব দেয়, 'হ্যাঁ, পাঁচিল বটে, তবে জীর্ণ পাঁচিল, একটা লাথি মারলেই চুরচুর হয়ে ভেঙে পড়বে।'

ভ্‌লাদিমিরকে অন্তরীণ করা হল কোকুশ্‌কিনো নামে একটি গাঁয়ে, কড়া পুলিস নজরে। সতেরো বছর যার বয়স তাকে তখনো বালক বলা চলে, কিন্তু পুলিস বিভাগের খোদ অধিকর্তা পর্যন্ত এই বালকটিকে ভয় করতে শুরু করেছিলেন, কাজান পুলিসের প্রধানের কাছে এই মর্মে হুকুম পাঠিয়েছিলেন যে কোকুশ্‌কিনো গ্রামে নির্বাসিত ভ্‌লাদিমির উলিয়ানফের ওপরে যেন গোপনে কড়া নজর রাখা হয়।

এই ভয় অমূলক ছিল না। ভ্‌লাদিমির ইলিচ উলিয়ানফ, পরবর্তীকালের লেনিন, সতেরো বছর বয়সেই প্রমাণ দিয়েছিল বিপ্লবী হিসেবে সে কড়া ধাতুতে গড়া।

কোকুশ্‌কিনোয় অন্তরীণের জীবন প্রায় একবছরের। পুরো সময়টা ভ্‌লাদিমির কাটাল পড়াশুনোয় ডুবে থেকে। বইয়ের অভাব ছিল না, যে

২

বাড়িতে তারা থাকত সেখানেও ছিল, কাজানের লাইব্রেরি থেকেও প্রচুর আনানো যেত। তবে বাইরের জগতের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। সঙ্গী বলতে মা, দিদি ও ছোট ভাইবোন। ভ্‌লাদিমিরের সঙ্গে সঙ্গে পুরো পরিবারটি নির্বাসিতের জীবন কাটাল। শীতকালে ভাইবোনে স্কি করতে বেরুত, মাঝে মাঝে শিকারে। বিপ্লবের লক্ষ্য যার এত স্থির তার কিন্তু বন্দুকের লক্ষ্য বড়ো সুবিধের ছিল না। একটা খরগোশ হয়তো সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে, আনা হেসে বলত, 'চিনতে পারলি? এই খরগোশটাকেই তুই সারা শীতকাল শিকার করেছিস!'

আর বই পড়ত এলোমেলোভাবে নয়, সুশৃঙ্খল একটি পদ্ধতি অনুসারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া, সাময়িক পত্রিকা, দৈনিক পত্রিকা ও সাহিত্য, বিশেষ করে নেক্রাসফের রচনাবলী—এগুলো সে পড়ত নিয়ম করে ভোর থেকে শুরু করে অনেক রাত পর্যন্ত। পরবর্তীকালের লেনিন স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'কাজান থেকে গ্রামে বহিষ্কৃত হয়ে আমি যতো পড়েছি, মনে হয় না জীবনে আর কখনো এত বেশি পড়তে পেরেছি। পড়তাম প্রচুর পরিমাণে, ভোর থেকে অনেক রাত পর্যন্ত।' এই পাঠ্যতালিকায় অবশ্যই ছিল তার সবচেয়ে প্রিয় দুজন লেখক: চের্নিশেভস্কি ও দোব্রোল্যুবফ। চের্নিশেভস্কি ছিলেন বিপ্লবী ডেমোক্রাট। তাঁর লেখায় থাকত কৃষক বিপ্লবের কথা, স্বৈরতন্ত্র ও দাসতন্ত্র উচ্ছেদের সংগ্রামের কথা, বস্তুবাদী দার্শনিক মতামত ও সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা। আর চের্নিশেভস্কির সমস্ত লেখার মধ্যে বার বার করে পড়ত সে একটি উপন্যাস: 'হোয়াট ইজ্‌ টু বি ডান?' (কী করতে হবে?) এই উপন্যাসটি তার দাদা আলেকসান্দ্রেরও খুব প্রিয় ছিল। ১৮৮৮ সালের গ্রীষ্মের কয়েকটি সপ্তাহে ভ্‌লাদিমির চারবার কি পাঁচবার পড়েছিল এই একটি উপন্যাস। যতোবার পড়ত ততোবারই খুঁজে পেত নতুন নতুন অর্থ, নতুন নতুন চিন্তা। স্মৃতিকথায় লেনিন বলেছেন, চাষ দেবার সময়ে জমি যেমন নাড়া খায় তেমনি নাড়া তাঁকে দিয়েছেন চের্নিশেভস্কি। তাঁর মতে, চের্নিশেভস্কিই প্রথম রুশ লেখক যিনি বিপ্লবের কথা বলেছেন, জনগণের স্বাধীনতা ও সুখী জীবনের কথা বলেছেন। সব সময়ে খোলাখুলি বলতে পেরেছেন তা নয়, আইন বাঁচিয়ে লিখতে হত, কিন্তু এমনভাবে লিখতেন যে কোনো কথাই গোপন থাকত না।

প্রায় এক বছর অন্তরীণ থাকার পরে ১৮৮৮ সালের শরৎকালে কাজানে ফিরে আসার অনুমতি পেল ভ্‌লাদিমির। কাজানে ফিরে এল বটে কিন্তু

বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন করে ভর্তি হয়ে পড়াশুনো করার সুযোগটি আর পেল না। কর্তৃপক্ষ তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরিয়ে নিতে অস্বীকার করলেন, কেননা তাঁদের মতে সে অতি বিপজ্জনক, উপরন্তু আলেকসান্দর উলিয়ানফের ভাই, সিমবির্স্ক জিমন্যাসিয়ামের প্রাক্তন ছাত্র! অনেক চেষ্টা করেও কর্তৃপক্ষের মন গলানো গেল না। ভ্লাদিমির তখন পড়াশুনো করার জন্যে বিদেশে যাবার অনুমতি চাইল। পুলিস বিভাগ তাতেও নারাজ। কাজানের গভর্নরের কাছে পুলিস বিভাগের কড়া হুকুম 'এল—ভ্লাদিমির উলিয়ানফকে' যেন কোনোক্রমেই বিদেশে যাবার পাসপোর্ট না দেওয়া হয়।

কাজানে ফিরে এসে উলিয়ানফ পরিবার এবারে যে-বাড়িটি ভাড়া নিয়েছে সেটি দোতলা, ব্যালকনি-যুক্ত, সামনে একটু বাগান। বাড়িতে আছে একটি বাড়তি কিচেন বা রান্নাঘর। ভ্লাদিমির এই ঘরটি ব্যবহার করতে লাগল পড়বার ঘর হিসেবে। এমনি একটি ঘরই সে চেয়েছিল যেখানে কেউ তাকে বিরক্ত করবে না, কোনো গোলমাল নেই। মনের মতো ঘরটি পেয়ে ভ্লাদিমির ডুব দিল তার পড়াশুনোর মধ্যে। এবারে বিশেষ করে পড়তে লাগল মার্কস ও এঙ্গেলস-এর বই। আঠারো বছর বয়স তার তখন।

মার্কস ও এঙ্গেলস-এর বই সে-সময়ে শুধু কাজানে নয়, গোটা রাশিয়ায় বেআইনী ছিল। গোপনে দু-এক কপি পাচার করে নিয়ে আসা হত, বেআইনীভাবে ছাপা হত বা কপি করে নেওয়া হত। এই বই বা পাণ্ডুলিপি-গুলোই বিপ্লবীদের হাতে হাতে ঘুরত। আবার বিপ্লবীরা তো আর রাস্তার ধারে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে বিপ্লবী দল গড়ত না, তাদের কার্যকলাপও ছিল অতি গোপন। এমনি কোনো একটি বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে না এলে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর বই যোগাড় করাটা কারও পক্ষেই সম্ভব হত না।

কাজানে সে-সময়ে এমনি গোপন বিপ্লবী দল ছিল একাধিক। বেআইনী বই বা পাণ্ডুলিপি পড়ে তারা মার্কসবাদ চর্চা করত। উত্তেজিত তর্কবিতর্ক করত নারোদনিকদের বিরুদ্ধে প্লেখানফের লেখা নিয়ে।

সে-সময়ে বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবীদের ওপরে নারোদবাদের প্রভাব ছিল খুব বেশি। রুশভাষায় 'নারোদ' শব্দের অর্থ জনগণ বা জনতা। নারোদনিকদের বলা চলে জনতাপন্থী। নারোদবাদ হচ্ছে জনতাবাদ। কী বক্তব্য ছিল এই জনতাপন্থীদের? লেনিনের জীবন অনুসরণ করতে হলে বিষয়টি জানা দরকার। সেই সঙ্গে রুশদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক পটভূমিও।

রুশদেশের বিপ্লবী আন্দোলন

রুশদেশের বিপ্লবী আন্দোলনের শুরু বলতে গেলে, উনিশ শতকের শুরু থেকে। তখন নেপোলিয়নীয় যুগের শেষ, ফরাসী বিপ্লব অনেক আগেই ঘটে গিয়েছে। এই ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব পড়েছিল পশ্চিম ইউরোপ ফেরত রুশ সেনাবাহিনীর অফিসারদের ওপরে। ফরাসী বিপ্লবের ধ্যানধারণায় তাঁরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। প্রধানত তাঁদের নিয়েই রুশদেশে গড়ে উঠেছিল গোপন বিপ্লবী দল। এমনি একদল অফিসারই প্রথম প্রকাশ্যে স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। এই দলটিকে বলা হয় 'ডিসেমব্রিস্ট': ঘটনাটি ঘটেছিল ১৮২৫ সালের ২৬শে ডিসেম্বর। ঐ দিনটি ছিল জার প্রথম আলেকসান্দরের মৃত্যুর পরে গ্র্যাণ্ড ডিউক নিকোলাসের সিংহাসনে অভিষেকের দিন। রক্ষীবাহিনীর একটি রেজিমেণ্ট ও রাজকীয় নৌবাহিনীর কয়েকটি কোম্পানী মার্চ করে হাজির হল সেণ্ট পিটার্সবুর্গের সেনেট স্কোয়ারে। নিকোলাসের প্রতি আনুগত্য নিতে তারা অস্বীকার করল, ঘোষণা করল যে জার প্রথম আলেকসান্দরের ভাই কনস্টানটিন হচ্ছেন বৈধ সম্রাট এবং দাবি তুলল রুশ সংবিধানের। নিকোলাস দূত পাঠালেন বিদ্রোহী নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার জন্যে। বিদ্রোহীরা জবাব দিল গুলিবর্ষণ করে। ইতিমধ্যে রাজধানীর জনগণও এসে যোগ দিচ্ছিল বিদ্রোহীদের সঙ্গে। কিন্তু এই বিদ্রোহ ভালো করে দানা বাঁধবার আগেই নিকোলাস গুলি চালাবার হুকুম দিলেন। ডিসেমব্রিস্টরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, বহু হতাহত পড়ে রইল রাজধানীর রাস্তায়। পাঁচজন নেতার ফাঁসি হল, একত্রিশজনের দীর্ঘমেয়াদী সশ্রম কারাদণ্ড, বাদবাকিদের সাইবেরিয়ায় নির্বাসন।

ডিসেমব্রিস্ট বিদ্রোহের সময়ে রাশিয়া ছিল কৃষিনির্ভর দেশ। অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল দাসতন্ত্র। অর্থাৎ, কৃষকরা জমির মালিক নয়, জমির মালিক যারা তাদের দাস। দু-একটি শিল্প সবেমাত্র গড়ে উঠতে শুরু করেছে, অর্থাৎ পুঁজিতন্ত্রের সূচনা হচ্ছে মাত্র। দাস-কৃষকদের ওপরে চরম নির্যাতন চলত আর নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে দাসদের ঘৃণাও মাঝে মাঝে চরম আকার নিয়ে বিদ্রোহে ফেটে পড়ত। রুশদেশের সতেরো ও আঠারো শতকের ইতিহাস

এমনি কয়েকটি কৃষক-বিদ্রোহের রক্তরেখায় চিহ্নিত। কিন্তু প্রত্যেকটি বিদ্রোহ অত্যন্ত নৃশংসভাবে দমন করা হয়েছে, দাসদের ওপরে প্রভুদের অত্যাচারের মাত্রা আরো বেড়েছে, কৃষকরা বাধ্য হয়েছে প্রভুর পায়ের নিচে পশুরও অধম জীবন কাটাতে।

উনিশ শতকের গোড়ায় এসে দেখা যাচ্ছে, গোটা রাশিয়া দুই বিরোধী শিবিরে বিভক্ত। একদিকে জারের গভর্নমেণ্ট, তার শক্তিশালী আমলাতন্ত্র ও অভিজাত সম্প্রদায়, অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ পদদলিত কৃষক।

তারপরে একটু একটু করে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার হতে লাগল। সেই সঙ্গে দেখা দিল বণিক ও শিল্পোদ্যোগীদের নতুন একটি শ্রেণী। এরা এসেছিল প্রধানত বিত্তবান সম্প্রদায় থেকে।

১৮৩০ সালের ফরাসী বিপ্লব রুশদেশে নতুন করে বৈপ্লবিক প্রেরণা সৃষ্টি করল। সেণ্ট পিটার্সবুর্গে, মস্কোয় ও অন্যান্য বড়ো বড়ো শহরে গড়ে উঠল গোপন বিপ্লবী চক্র। এসব চক্রের সদস্যরা গোপনে মিলিত হতেন এবং রাজনীতি সাহিত্য ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। সদস্যদের অধিকাংশই ছিলেন অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক, অধ্যাপক, লেখক ও ছাত্র। তাঁদের মধ্যে সে-সময়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন আলেকসান্দর হের্ত্সেন। তিনি চাইতেন দাসতন্ত্র ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অবসান। তবে তিনি বিশ্বাস করতেন না যে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন যে বুর্জোয়াশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটছে তারা কখনো রাজনৈতিক স্বাধীনতার ধারক ও বাহক হতে পারে। তিনি যেমন ছিলেন দাসতন্ত্রের বিরুদ্ধে, যেমন ছিলেন স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে, তেমনি ছিলেন পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে।

১৮৪৮ সালের ইউরোপীয় বিপ্লব রুশ বুদ্ধিজীবীদের মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলল। কিন্তু বিপ্লব ব্যর্থ হবার পরে তেমনি আবার হতাশা। বুর্জোয়াশ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে আরো গভীর অনাস্থা। রুশদেশে তখনো শ্রমিকশ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না কিন্তু কৃষকদের ছিল কমিউন। হের্ত্সেন ঘোষণা করলেন, এই কমিউনের মাধ্যমে কোনো রকম বিপর্যয় ছাড়াই রুশদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

বলা বাহুল্য, জারের সেন্সরব্যবস্থা নিষ্ক্রিয় ছিল না। রাজনৈতিক চিন্তা যতোই বিভিন্ন ধারায় প্রকাশ পেতে লাগল ততোই কঠোর হয়ে উঠল এই সেন্সরব্যবস্থা। তুর্গেনেফের মতো সাহিত্যিক পর্যন্ত রেহাই পেলেন না,

১৮৫২ সালে গ্রেপ্তার হলেন। রাজনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়াটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

জার প্রথম নিকোলাস ১৮৫৫ সালে মারা গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে নীতিগত কোনো পরিবর্তন ঘটল না। কিন্তু ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পরে জার দ্বিতীয় আলেকসান্দর বাধ্য হলেন কিছু কিছু সংস্কারে সম্মতি দিতে। শুধু তাই নয়, অবিরাম প্রচারের মুখে নতি স্বীকার করলেন, দাসতন্ত্র বিলোপের জন্যে ডিক্রি রচনা করার উদ্দেশ্যে কমিটি নিয়োগ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পত্রপত্রিকায় তুমুল আলোচনা শুরু হয়ে গেল, শুধু কৃষি-সমস্যা নিয়ে নয়, সকল রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে। লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হচ্ছিল হের্ত্সেনের পত্রিকা 'কোলোকোল'। সেই পত্রিকার উদ্দীপ্ত লেখা দেশে সাড়া জাগিয়ে তুলল।

অবশেষে জারের হুকুমনামায় ১৮৬১ সালে রুশদেশে দাসতন্ত্র লোপ করা হল। কিন্তু কৃষকদের পক্ষে ব্যাপারটা মোটেই সুখের হল না। তারা আশা করেছিল এবারে তারা বিনামূল্যে এবং কোনো রকম বাধানিষেধ ছাড়াই জমি পাবে। সে-আশায় ছাই পড়ল। জমির ওপরে এত রকমের বন্ধকীনামা ও খাজনার গুরুভার চাপল যে তা থেকে উদ্ধার পাওয়া কৃষকের পক্ষে ছিল একেবারেই অসম্ভব। কাগজে-কলমে দাসতন্ত্রের অবসান হল বটে কিন্তু কৃষকদের দুরবস্থার কিছুমাত্র লাঘব হল না। শোষণের মাত্রা আরো যেন বেড়ে গেল, কিন্তু অন্য চেহারায়। কৃষকদের অসন্তোষ ফেটে পড়তে লাগল লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের বিক্ষিপ্ত ঘটনায়। জারের গভর্নমেণ্ট জবাব দিল গ্রামে পিটুনী বাহিনী পাঠিয়ে ও রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়ে।

এই সময়েরই একটি নাম নিকোলাই চের্নিশেভস্কি, যিনি ছিলেন লেনিনের সবচেয়ে প্রিয় লেখক। প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী মহলে তাঁর তখন প্রচণ্ড প্রভাব। তিনি একধারে বাগ্মী, অর্থশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, ঔপন্যাসিক, সমালোচক ও অনুবাদক। জন স্টুয়ার্ট মিলের রচনা তিনি রুশভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। কার্ল মার্কসের ভাষায়, চের্নিশেভস্কি হচ্ছেন এমন একজন "মহান রুশ পণ্ডিত ও সমালোচক যিনি পারদর্শিতার সঙ্গে বুর্জোয়া অর্থনীতির দেউলিয়াপনা উদ্ঘাটন করেছেন।"

গোড়ার দিকে দ্বিতীয় আলেকসান্দর সম্পর্কে উঁচু আশা পোষণ করতেন চের্নিশেভস্কি, কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হলেন। হের্ত্সেনের 'কোলোকোল' কিন্তু তখনো জারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তার

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে চের্নিশেভস্কি লিখলেন, "একমাত্র বলপ্রয়োগের দ্বারাই জনগণকে জারের মুঠি থেকে মানবিক অধিকার ছিনিয়ে আনতে হবে। অধিকারকে জয় করতে হয় তবেই তা হয় স্থায়ী। দান হিসেবে যা দেওয়া হয় তা ফিরিয়েও নেওয়া চলে।"

ভিতরে ভিতরে রুশদেশের অবস্থা হয়ে উঠল অগ্নিগর্ভ। বিপ্লবী দলগুলির পক্ষ থেকে প্রচারিত হতে লাগল বেআইনী ইস্তাহার। কোনো কোনো ইস্তাহারে সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক পর্যন্ত দেওয়া হল।

হের্ৎসেন ছিলেন হিংসাত্মক পন্থার বিরুদ্ধে। কঠোর ভাষায় তিনি এই পথের নিন্দা করলেন। ওদিকে রুশদেশের সম্রাটও বিপ্লবের ভয়ে কাঁপছিলেন। তাঁর দমনমূলক ব্যবস্থাও মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। গুপ্তচরদের ছড়িয়ে দেওয়া হত ছাত্রদের মধ্যে, কোথাও রাজদ্রোহিতার সামান্যতম আভাস পাওয়া গেলেই গুপ্তচরদের মারফত সংবাদ পাওয়া যেত। দণ্ড নেমে আসত সঙ্গে সঙ্গে: বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার ও সাইবেরিয়ায় নির্বাসন।

এই সময়ে বিদ্রোহীদের নেতা হিসেবে নতুন একটি নাম: মাইকেল বাকুনিন। ছাত্রদের ওপরে তাঁর প্রভাব ছিল খুব বেশি। ছাত্রদের তিনি ডাক দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে আসতে ও গ্রামের জনগণের কাছে যেতে। তিনি এই মত পোষণ করতেন যে সমাজের সমগ্র কাঠামোটিকে আগে ভাঙতে হবে, তারপরে নতুন ও উৎকৃষ্টতর কাঠামো গড়ে তোলার কাজ। তিনি বলতেন, প্রগতির প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে ধর্ম-বর্জন। তিনি চাইতেন সম্পত্তির উত্তরাধিকার লোপ, কৃষি কমিউনের হাতে জমির মালিকানা, শ্রমিক সমিতির হাতে কারখানার মালিকানা। তিনি ছিলেন নারীর সমানাধিকার ও বিনামূল্যে সকল শিশুর শিক্ষালাভের পক্ষে। তাঁর মতে, সবচেয়ে বড়ো কাজ হচ্ছে রাষ্ট্রের বিলোপসাধন, কেননা শাসন থাকা মানেই সামাজিক বা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না-থাকা, আর শাসন মানেই বলপ্রয়োগ ও শ্রেণী আধিপত্য।

১৮৭৬ সালে বাকুনিনের প্রভাবে বিপ্লবীরা গঠন করল একটি সমিতি, যার নাম 'জমি ও স্বাধীনতা'। সমিতির কর্মসূচীতে বলা হল, সামাজিক বিপ্লব করতে হবে "তলা থেকে"। বিপ্লবের মাধ্যম হবে কৃষকদের অভ্যুত্থান ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের ধর্মঘট। আসন্ন অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেবার জন্যে 'সংগ্রামী ইউনিট' গঠন করা হল।

রুশদেশের বিপ্লবের ইতিহাসে এঁদের পরবর্তীরা নারোদনিক নামে পরিচিত হয়েছে। গোড়ার দিকে জর্জ প্লেখানফও ছিলেন একজন নারোদনিক। পরে বিদেশে গিয়ে মার্কসবাদ পড়ে তিনিই আবার নারোদবাদের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিলেন। তবে নারোদবাদের বিরুদ্ধে শেষ মোক্ষম আঘাতটি এসেছিল লেনিনের হাত থেকে।

নারোদনিকদের একটি অংশ ঝুঁকলেন সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের দিকে। এই অংশটির নাম হল 'নারোদনায়া ভলিয়া' বা জনতার ইচ্ছা। প্লেখানফ কিন্তু সন্ত্রাসবাদের নীতিকে মেনে নিতে পারেন নি। নারোদনায়া ভলিয়ার সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিল না।

তবে সন্ত্রাসবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে উভয় অংশের নারোদনিকরাই বিশ্বাস করত যে রুশ কৃষকদের প্রবণতা সমাজতন্ত্রের দিকে, কৃষকরাই রুশদেশে সমাজ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে। সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় শ্রমিকশ্রেণীর কোনো ভূমিকা আছে তা তারা স্বীকার করত না।

কিন্তু নারোদনায়া ভলিয়া এই ধারণা পোষণ করত যে আপাতত রুশদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কোনো সম্ভাবনা নেই। এ থেকেই নারোদনায়া ভলিয়া সিদ্ধান্ত করল, স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড।

১৮৮১ সালের ১৩ই মার্চ তারিখে নারোদনায়া ভলিয়ার সদস্যদের হাতে জার দ্বিতীয় আলেকসান্দর নিহত হলেন। নতুন সম্রাট হলেন তৃতীয় আলেকসান্দর। দমননীতির মাত্রা আরো বেড়ে গেল। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্যে পাঁচজনের হল প্রাণদণ্ড, অধিকাংশ পার্টিনেতাদের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড বা সাইবেরিয়ায় নির্বাসন। কারাগারগুলো ছিল নরকের মতো, সেখানকার জীবন সহ্য করতে না পেরে অনেকেই মারা গেল, অনেকে হল পাগল।

নারোদনিকদের মতে, রুশদেশে বিপ্লবের প্রধান শক্তি কৃষকরা, শ্রমিকশ্রেণী নয়। কৃষকরা বিদ্রোহ করলেই জারতন্ত্র ও জমিদারতন্ত্র উচ্ছেদ হবে, এই ছিল তাদের বিশ্বাস। শ্রমিকশ্রেণীকে তারা হিসেবের মধ্যেই আনত না। রুশদেশে দাসতন্ত্র শেষ হবার পর থেকেই যে কলকারখানার প্রসার হচ্ছে, শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা বাড়ছে, পুঁজিবাদের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠছে, এমনকি ধর্মঘট ইত্যাদির মাধ্যমে রুশদেশের শ্রমিকশ্রেণী যে সংগ্রামের পথেও পা বাড়িয়েছে—এসব দিকে

নজর দেবার কোনো প্রয়োজন নারোদনিকরা বোধ করত না। তাদের চেষ্টা ছিল কৃষক-বিদ্রোহ জাগিয়ে তোলার দিকে। তাই তারা ডাক দিয়েছিল, কৃষকদের কাছে যাও, তাদের ভাষায় 'জনগণের কাছে যাও'। তরুণ বিপ্লবী নারোদনিক বুদ্ধিজীবীরা কৃষকের পোশাক পরে হাজির হত গ্রামে। কিন্তু কৃষকদের মধ্যে কোনো সাড়া জাগিয়ে তুলতে পারত না, কৃষকরাও তাদের কাছে ছিল অপরিচিত।

এই ব্যর্থতা থেকেই একা লড়াই করে জারতন্ত্র উচ্ছেদ করার চেষ্টা। অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদ। জনগণ হচ্ছে 'জনতা' মাত্র, নিষ্ক্রিয়, সচেতনভাবে সংগঠিতভাবে কিছু করার ক্ষমতা এই জনতার নেই, তারা শুধু 'বীর'-কে অনুসরণ করে চলবে। ইতিহাস সৃষ্টি করবে এই 'বীররাই'। বীরোচিত কার্যকলাপ কী? না, সন্ত্রাসবাদ। শোষকদের মধ্যে থেকে বাছাই করে করে এক-একজনকে হত্যা করো, জনতা এজন্যে অপেক্ষা করছে, বীরোচিত কীর্তির দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারলেই জনতা এসে দাঁড়াবে বীরের পিছনে, বীরের দ্বারা চালিত হবে। অতএব বীর হও, তাহলেই জারতন্ত্রের উচ্ছেদ, তাহলেই বিপ্লব।

এ-ধরনের চিন্তা সহজে মরতে চায় না, নিজের থেকে তো নয়ই। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের কাছে এমনিভাবে 'বীর' হওয়াটা প্রায় একটা মোহের মতো। যতোই অত্যাচার হোক, এই মোহ কাটিয়ে ওঠা খুবই শক্ত।

জার দ্বিতীয় আলেকসান্দরের মৃত্যুর পরে অত্যাচার চরমে উঠেছিল, নির্বাসন ও ফাঁসি দিয়ে নারোদনিকদের গোটা নেতৃত্বকে প্রায় মুছে দেওয়া হয়েছিল, তবুও তরুণদের বিপ্লবের পথ থেকে নিবৃত্ত করা গেল না। নারোদনায়া ভলিয়ার কার্যকলাপ চালিয়ে যাবার চেষ্টাটা বজায় থাকল। সেণ্ট পিটার্সবুর্গে যারা সচেষ্ট ছিল তাদেরই একটি দলের নেতা ছিলেন আলেকসান্দর উলিয়ানফ —লেনিনের দাদা।

জারের পুলিস নারোদনিকদের সবাইকে ধরতে পারে নি। তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে জনকয়েক পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন বিদেশে, জেনিভায়। এঁরা হচ্ছেন জর্জ প্লেখানফ, পল আক্সেলরদ, ভেরা জাসুলিচ, লিও ডয়েচ ও আরো কয়েকজন। বিদেশে এসে তাঁরা কার্ল মার্কসের রচনাবলী পড়লেন ও ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলন থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন। ফলে এই উপলব্ধিতে পৌঁছতে পারলেন যে নারোদবাদের পথ ভুল, সংগঠিত ও শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকশ্রেণী ছাড়া বিপ্লব সম্ভব নয়। তাঁরা গ্রহণ করলেন মার্কসবাদের

পথ, হয়ে উঠলেন—সে সময়ে মার্কসবাদে বিশ্বাসীরা নিজেদের যে-নামে পরিচয় দিতেন—সোশ্যাল ডেমোক্রাট। ১৮৮৩ সালে জেনিভাতেই তাঁরা গঠন করলেন 'শ্রমিক মুক্তি' গোষ্ঠী ('Emancipation of Labour' group), যার উদ্দেশ্য রুশদেশে মার্কসবাদ প্রচার করা। প্রচারের মাধ্যম হল পুস্তিকা ও ইস্তাহার। সুইজারল্যাণ্ডে ছাপা হয়ে বেআইনীভাবে পাচার হতে লাগল রুশদেশে।

এই সমস্ত পুস্তিকায় ও ইস্তাহারে প্লেখানফ, যিনি নিজে এক সময়ে ছিলেন নারোদনিক, প্রচণ্ড আক্রমণ চালালেন নারোদনিকদের বিরুদ্ধে এবং অতি উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরলেন মার্কসবাদী মতামত।

নারোদনিকদের ভুল দেখাতে গিয়ে প্লেখানফ বললেন :

নারোদনিকদের প্রথম ভুল, রুশদেশে পুঁজিবাদ হচ্ছে একটি 'আকস্মিক' ঘটনা, এই কথাটি বলা। নারোদনিকদের মতে, রুশদেশে পুঁজিবাদের বিকাশ হতে পারে না, অতএব প্রোলেতারিয়েতের বাড়বৃদ্ধিও সম্ভব নয়।

নারোদনিকদের দ্বিতীয় ভুল, বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীকে অগ্রণী শ্রেণী গণ্য না করা। তারা স্বপ্ন দেখত, শ্রমিকশ্রেণীকে বাদ দিয়েই সমাজতন্ত্র সম্ভবপর হবে। তারা মনে করত, কৃষকরাই বিপ্লবের প্রধান শক্তি, নেতৃত্ব হবে বুদ্ধিজীবীদের, আর কৃষকদের কমিউন হচ্ছে সমাজতন্ত্রের অঙ্কুর ও ভিত্তি।

নারোদনিকদের তৃতীয় ভুল, মানুষের ইতিহাসের গতিপথটি ধরতে না পারা। তাদের মতে, ইতিহাস সৃষ্টি করে কয়েকজন "বীর" মাত্র, তাদের অন্ধভাবে অনুসরণ করে থাকে বিচারবুদ্ধিহীন জনতা। সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের সূত্রগুলো নারোদনিকরা জানত না, বুঝত না।

নারোদনিকদের ভুল দেখাতে গিয়ে প্লেখানফ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যাতে ছিল মার্কসবাদের অতি নিপুণ বিশ্লেষণ। এই গ্রন্থগুলো পড়েই রুশদেশে মার্কসবাদীরা বড়ো হয়ে ওঠে।

প্রচুর তথ্য হাজির করে প্লেখানফ দেখালেন, প্রশ্নটা এই নয় যে রুশদেশে পুঁজিবাদের বিকাশ হবে কি হবে-না, রুশদেশে পুঁজিবাদের বিকাশ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, সেই বিকাশকে কিছুতেই ঠেকানো যাবে না।

অতএব বিপ্লবীর কর্তব্য, রুশদেশে পুঁজিবাদের বিকাশকে ঠেকানো নয়—ঠেকাবার সাধ্যও তাদের নেই—পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে যে বিপ্লবী শক্তি জন্ম নিচ্ছে, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী, তাদের শ্রেণী-সচেতন করা, সংগঠিত করা,

তাদের নিয়ে নিজস্ব শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি গড়ে তোলা, এক কথায় শ্রমিকশ্রেণীকে বিপ্লবে সামিল করা।

বৈপ্লবিক সংগ্রামে প্রোলেতারিয়েতের অগ্রণী ভূমিকা স্বীকার না করাটা ছিল নারোদনিকদের প্রকাণ্ড একটা ভুল। প্লেখানফ এই ভুল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। নারোদনিকরা মনে করত রুশদেশে প্রোলেতারিয়েতের আবির্ভাব ইতিহাসের একটা দুর্ঘটনার সামিল। জবাবে প্লেখানফ ইতিহাসের শিক্ষাকে তুলে ধরলেন এবং বললেন যে রুশদেশের বেলাতেও ইতিহাস অন্য রকমের হতে পারে না। প্রোলেতারিয়েতরা সংখ্যায় কৃষকদের চেয়ে কম, তবুও এই প্রোলেতারিয়েতরাই বিপ্লবীদের আশা।

কেন ?

কারণ, প্রোলেতারিয়েতরা সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও তারা হচ্ছে এমন এক শ্রমজীবী শ্রেণী যারা যুক্ত সবচেয়ে অগ্রসর অর্থনীতির সঙ্গে, বৃহদাকার উৎপাদনের সঙ্গে। তাদের সামনে বিরাট ভবিষ্যৎ।

কারণ প্রোলেতারিয়েতরা শ্রেণী হিসেবে বছরে বছরে বাড়ছে, রাজনৈতিক দিক থেকে অগ্রসর হচ্ছে এবং বৃহদাকার উৎপাদনে যে-অবস্থার মধ্যে তাদের কাজ করতে হচ্ছে তার দরুন সংগঠিত হতে পারছে।

প্রোলেতারিয়েতরা হচ্ছে সর্বহারা, বিপ্লবে তাদের শেকল ছাড়া হারাবার কিছুই নেই, তাই প্রোলেতারিয়েত হচ্ছে সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রেণী।

কিন্তু কৃষকদের বেলায় এই কথাগুলো খাটে না।

কৃষকরা সংখ্যায় বেশি বটে কিন্তু তারা এমন এক শ্রমজীবী শ্রেণী যারা যুক্ত সবচেয়ে অনগ্রসর অর্থনীতির সঙ্গে, ক্ষুদ্রাকার উৎপাদনের সঙ্গে। তাদের সামনে কোনো বিরাট ভবিষ্যৎ নেই।

শ্রেণী হিসেবে কৃষকরা বাড়ছে না, বরং ভাঙছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার দরুন তারা সহজে সংগঠিত হতে পারে না। ছোট ছোট জমির মালিক হওয়ার দরুন বিপ্লবী আন্দোলনে সামিল হতে তাদের কুণ্ঠা থাকে।

নারোদনিকরা মনে করত সমাজের বিকাশে মুখ্য ভূমিকায় থাকে "বীররা"। এটা যে কত বড়ো ভুল তা দেখিয়ে প্লেখানফ বললেন, নারোদনিকরা যে এই ভুল করেছে তার কারণ নারোদনিকরা ভাববাদী, মার্কসবাদসম্মত বস্তুবাদী নয়। প্লেখানফ বললেন, সমাজের বিকাশ জনকয়েক বীরের ওপরে নির্ভর করে না, নির্ভর করে উৎপাদনের ধরনে পরিবর্তনের ওপরে, উৎপাদনের

সঙ্গে যুক্ত শ্রেণীগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তনের ওপরে, আধিপত্য কায়েম করার জন্যে শ্রেণী-সংগ্রামের ওপরে। একজন ব্যক্তিমানুষ যতো বড়ো বীর-ই হোন, তাঁর ধ্যানধারণা যদি সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের বিরোধী হয়, সবচেয়ে অগ্রগণ্য শ্রেণীর প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ না খায় তাহলে সেই বীরত্ব কোনো কাজেই লাগে না। বীররা তখনই বীর যখন তাঁর ধ্যানধারণা সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশ ও সবচেয়ে অগ্রগণ্য শ্রেণীর প্রয়োজনকে সিদ্ধ করে। প্লেখানফ বললেন, বীররা ইতিহাস সৃষ্টি করে না, ইতিহাসই বীরদের সৃষ্টি করে। সমাজের বিকাশের অবস্থাকে যারা সঠিকভাবে বুঝতে পারে না, সমাজের ঐতিহাসিক প্রয়োজনের যারা বিরোধিতা করে, হাজার বীরত্ব সত্ত্বেও তারা বাতিল হয়ে যায়।

নারোদনিকরা ছিল এই বাতিল-হওয়াদের দলে।

যে-কথা আগে বলেছি, প্লেখানফের এই প্রচণ্ড আঘাতের পরেও, কিন্তু নারোদনিকদের একেবারে বাতিল করার জন্যে আরো একটি মোক্ষম আঘাতের প্রয়োজন ছিল। সেটি দিয়েছিলেন লেনিন।

মার্কসবাদী পাঠচক্রে

রুশদেশে যে-সব বিপ্লবী সবচেয়ে আগে মার্কসবাদে বিশ্বাসী হয়েছিলেন, নিকোলাই ফেদোসেয়েফ তাঁদের একজন। অনেকগুলো মার্কসবাদী পাঠচক্র গড়ে তুলেছিলেন তিনি কাজানে। ভ্লাদিমির যোগ দিয়েছিল এমনি একটি পাঠচক্রে। এইসব পাঠচক্রে যতোদূর সম্ভব গোপনতা বজায় রেখে চলতে হত। ফলে এক পাঠচক্রের সদস্যরা অন্য পাঠচক্রের সদস্যদের সঙ্গে পরিচিত হবার কোনো সুযোগই পেত না। নিকোলাই ফেদোসেয়েফ-এর সঙ্গেও ভ্লাদিমিরের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে নি। ম্যাকসিম গর্কির সঙ্গেও নয়, যদিও ম্যাকসিম গর্কি সে-সময়ে কাজানে ছিলেন, একটি রুটির কারখানায় শিক্ষানবিশী করতেন ও এমনি একটি পাঠচক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

সেজন্যে কোনো শূন্যতা ছিল না। কয়েকটি মাসের কাজানের জীবন ঠাসা ছিল মার্কসবাদের পড়াশুনোয়। বিশেষ করে পড়েছিল মার্কসের 'ক্যাপিটাল'। খুঁটিয়ে জেনেছিল—কি-ভাবে পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশ হয়, কী তার স্ব-বিরোধিতা, কেন তার অবশ্যম্ভাবী পতন ও সমাজতন্ত্রের অনিবার্য জয়। জেনেছিল প্রোলেতারিয়েতের বিশ্বব্যাপী ঐতিহাসিক ভূমিকা, যে প্রোলেতারিয়েত পুঁজিবাদের কবর খোঁড়ে ও গড়ে তোলে নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ। আঠারো বছরের ছেলেটি পড়তে পড়তে মুগ্ধ হল, আচ্ছন্ন হল, আবিষ্ট হল, মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারল মার্কসের তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত, নতুন এক দিগন্ত যেন খুলে গেল তার চোখের সামনে। বাড়িতে ছিল দিদি আনা, তাকে ভাগ দিত এই নতুন জ্ঞানের, নতুন জগতের। আনা লিখেছে, "প্রচণ্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে ও আমার কাছে ব্যাখ্যা করত মার্কসের তত্ত্বের মূল কথাগুলো, বলত সেই নতুন দিগন্তের কথা—এই তত্ত্ব জানলে যা চোখের সামনে খুলে যায়। মনে হত আশায় ভরা একটা বিশ্বাস ওর কথা থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, যা অপরকে স্পর্শ করে। সেই অল্প বয়সেও ওর কথা অপরের মনে প্রভাব ফেলত, বিশ্বাস জাগিয়ে তুলত। এমনকি তখনো ও নিজের জ্ঞান নিজের মধ্যে ধরে রাখতে চাইত না, যা-কিছু নতুন কথা নিজে জানতে পারত অপরকে তার ভাগ দিত, চেষ্টা করত অপরকে স্ব-মতে আনতে। ফলে,

কাজানে মার্কসবাদী তত্ত্বের বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন তরুণ ছাত্রদের মধ্যে বন্ধু পেতেও ওর দেরি হল না।"

১৮৮৯ সালের মে মাসে উলিয়ানফ পরিবার কাজান থেকে সামারায় উঠে গেল। ওদিকে ঠিক সে-সময়েই কাজানে নিকোলাই ফেদোসেয়েফ ও আরো কয়েকজন গেপ্তার হলেন। গুপ্ত মার্কসবাদী পাঠচক্রের খবর গোয়েন্দা পুলিস জানতে পেরে গিয়েছিল। ঘটনাচক্রে ভ্‌লাদিমির বেঁচে গেল সেবারে।

ভ্‌লাদিমিরের মা মারিয়া আলেকসান্দ্রোভনা সমানে চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন ছেলে যাতে আইনের পরীক্ষায় বসতে পারে। স্থানীয়ভাবে চেষ্টা করে যখন কোনো ফল হল না তখন আবেদন জানালেন সেণ্ট পিটার্সবুর্গে শিক্ষামন্ত্রকের কাছে। শেষপর্যন্ত অনুমতি পাওয়া গেল। শুধু পরীক্ষায় বসার অনুমতি, তাও সেণ্ট পিটার্সবুর্গে, তার আগে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া চলবে না, কোনো ক্লাস করা চলবে না।

তাই হোক। জঙ্গলের মধ্যে একটা নিভৃত কোণ বেছে নিল ভ্‌লাদিমির, চেয়ার টেবিল পাতল সেখানে, তৈরি হল তার পড়ার জায়গা। চার বছরের বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া তাকে আঠারো মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে। তাই এত আয়োজন। সকালবেলা গিয়ে বসত পড়ার জায়গায়, মোটা মোটা আইনের বই নিয়ে। চলত বিকেল পর্যন্ত অখণ্ড পড়াশুনো। সে-সময়ে কেউ তাকে বিরক্ত করতে সাহস পেত না।

শুধুই পড়াশুনো? ভ্‌লাদিমিরের ধাতেই তা নেই। বিকেল হলেই ঝাঁপিয়ে পড়ত নদীতে। দাপাদাপি করত, সাঁতার কাটত। সন্ধেবেলা শুরু হত ঘরের মধ্যে সবাই মিলে গানবাজনা। বোন ওল্‌গা গান গাইত, গলা মেলাত ভ্‌লাদিমির। মাঝে মাঝে পিয়ানোয় গিয়ে বসত। একটি গান ভারি প্রিয় ছিল ভ্‌লাদিমিরের: সঙ্গীহীন আমাদের সমুদ্র। গানের এক জায়গায় কথাগুলো ছিল এই রকমের: ঢেউ শুধু তাদেরই নিয়ে চলে যাদের বুক হয় শক্ত। সাহস ধরো ভাইসব, আসুক ঝড়, আমাদের নৌকো চলুক আরো দ্রুত। আবেগের সঙ্গে গাইত ভ্‌লাদিমির গানের এই বিশেষ জায়গাটি।

১৮৯১ সালে ভ্‌লাদিমির গেল সেণ্ট পিটার্সবুর্গে আইনের পরীক্ষা দিতে। পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গেই পাস করল।

ঠিক এই সময়ে ঘটল একটি পারিবারিক দুর্ঘটনা। তার ছোটবোন

ওল্‌গাও গিয়েছিল সেণ্ট পিটার্সবুর্গে পড়তে। হঠাৎ টাইফয়েড হয়ে সে মারা গেল। ওল্‌গা ছিল ভ্‌লাদিমিরের ছোটবেলার খেলার সঙ্গিনী। আঘাতটা বড়ো বেশি বাজল। সম্ভবত মায়ের কথা ভেবেই ফিরে এল সামারায়। আদালতে যোগ দিল বটে কিন্তু আসলে মেতে রইল গোপন মার্কসবাদী পাঠচক্র নিয়ে।

বড়ো ভাই আলেকসান্দরকে আগেই হারিয়েছে, এবারে গেল ছোট বোন ওল্‌গা। ছোটভাই ও ছোটবোন আরো দুটি ছিল: দ্‌মিত্রি ও মারিয়া। চেহারার দিক থেকে এই দুটি ছোট ভাইবোনের সঙ্গে আলেকসান্দরেরই মিল বেশি। ভ্‌লাদিমিরের চেহারা ছিল খানিকটা অন্য ধরনের। ভাইবোনদের মুখশ্রী সে পায় নি। তার নাক ছিল ছোট আর মোটা, চোয়ালের হাড় চওড়া ও উঁচু, মুখাবয়ব সাধারণ গোছের। কিন্তু আশ্চর্য তার চোখদুটো, বুদ্ধির তীব্র এক দ্যুতিতে ঝকঝক করছে। একুশ বছর বয়সেই তার মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছিল।

১৮৯২ সালের গোড়ার দিকে সামারা প্রদেশ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ল। দলে দলে চাষী এসে ভিড় করতে লাগল শহরের রাস্তায় একটুকরো রুটির জন্যে। ত্রাণকার্যের উদ্দেশ্যে নাগরিকরা একটি কমিটি গঠন করলেন।

আহা-উঁহু নয়, সহানুভূতি নয়, উল্‌টো কথা শোনা গেল ভ্‌লাদিমিরের মুখে। সে জোর গলায় ঘোষণা করল:

"দুর্ভিক্ষ হচ্ছে বিশেষ সমাজব্যবস্থার সরাসরি ফল। যতোদিন সেই সমাজব্যবস্থা টিকে থাকে ততোদিন দুর্ভিক্ষ হবেই। সেই সমাজব্যবস্থা লোপ পেলে দুর্ভিক্ষও লোপ পাবে। তার আগে পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী, তবে তার একটা প্রগতিশীল ভূমিকাও থেকে যায়। দুর্ভিক্ষ কৃষি-অর্থনীতি ভেঙে ফেলে ও কৃষকদের ঠেলে দেয় শহরের দিকে। ফলে প্রোলেতারিয়েত গড়ে ওঠে ও দেশের শিল্পায়ন হয় দ্রুত।...ফলে পুঁজিবাদী সমাজের মূল ঘটনাগুলো সম্পর্কে কৃষকরা ভাবতে শেখে, জার ও জারতন্ত্রের প্রতি তাদের আস্থা ধ্বংস হয়। সময় হলে এই অবস্থার জন্যে বিপ্লবের জয়লাভ হয় ত্বরান্বিত।

তথাকথিত ভদ্দরলোকেরা কেন উপবাসীদের সাহায্য করতে চাইছেন, কেন ত্রাণকার্যে নেমেছেন তার কারণ সহজেই বোঝা যায়। এই ভদ্দরলোকেরা বুর্জোয়া সমাজেরই অঙ্গ।...দুর্ভিক্ষের ফলে গুরুতর অশান্তি হতে পারে, এমনকি হয়তো গোটা বুর্জোয়া কাঠামোটাই ভেঙে পড়তে পারে। কাজেই

দুর্ভিক্ষের কষ্ট লাঘব করবার জন্যে যে অবস্থাবানরা সচেষ্ট হবেন তা খুবই স্বাভাবিক।...এই যে উপবাসীদের খাওয়াবার কথা হচ্ছে, মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে এটা হচ্ছে, আমাদের বুদ্ধিজীবীদের যা বিশেষত্ব, স্যাকারিনের মতো মিষ্টি ভাবালুতা মাত্র।"

বাইশ বছরের নবীন যুবকের এই নির্মম উক্তির মধ্যে ভবিষ্যতের লেনিন-ই যেন কথা কইছেন।

সামারায় ভ্লাদিমির বিশেষভাবে যুক্ত ছিল স্ক্লিয়ারেঙ্কোর পাঠচক্রের সঙ্গে। এই সুশিক্ষিত মার্কসবাদীর উপস্থিতি প্রচণ্ড একটা নাড়া দিল বিপ্লবীদের এতদিনের ভাবনাচিন্তার জগৎকে। ভ্লাদিমিরের মার্কসবাদী প্রচারের প্রভাবে স্ক্লিয়ারেঙ্কো নিজে এবং আরো অনেকে নারোদনিক মতবাদ বর্জন করলেন।

স্ক্লিয়ারেঙ্কোর চক্রে ভীষণ গোপনতা বজায় রেখে চলতে হত। কারও বক্তৃতা শুনতে হলে বা কোনো প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে হলে আয়োজন করা হত নৌকাবিহারের। যেন বেড়াতে যাচ্ছে বা বনভোজনে যাচ্ছে এমনি ভাব নিয়ে সবাই চেপে বসত নৌকোয়, নৌকো চলত ভল্গা নদী ধরে সামারার বাঁক পর্যন্ত, তারপরে একটা শাখা-নদীতে, ঘুরে আবার ভল্গায়। দিনকয়েক লাগত এই নৌকাবিহার শেষ হতে। পুলিসের ভয় থাকত না, নৌকোর আরোহীরা নিশ্চিন্ত মনে চালিয়ে যেতে পারত রাজনৈতিক প্রশ্নের আলোচনা। বেড়ানোর আনন্দও অবশ্যই পাওয়া যেত। এই আনন্দের স্মৃতি পরবর্তী জীবনেও লেনিন ভোলেন নি, প্রায়ই বলতেন।

সামারার জীবনে ভ্লাদিমিরের মার্কসবাদী মতামত স্পষ্ট দানা বাঁধতে পেরেছিল। অভিজ্ঞতা হয়েছিল বিপ্লবের কাজে। এখন তার প্রয়োজন বৃহত্তর একটি ক্ষেত্র, যেখানে আছে বৃহৎ শিল্প, বিপুলসংখ্যক প্রোলেতারিয়েত।

১৮৯৩ সালের আগস্ট মাসে ভ্লাদিমির উলিয়ানফ সামারা ছেড়ে উপস্থিত হল সেণ্ট পিটার্সবুর্গে।

শ্রমিকশ্রেণীর সংস্পর্শে

ভ্লাদিমির সেণ্ট পিটার্সবুর্গে এসেছিলেন নিঝ্নি নভ্গোরোদ ও মস্কো হয়ে। দ্মিত্রি ভর্তি হয়েছিল মস্কোর বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেজন্যে উলিয়ানফ পরিবারকে মস্কোতেই বাসা নিতে হয়েছিল। নিঝ্নি নভ্গোরোদ ও মস্কো, দু-জায়গাতেই মার্কসবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল ভ্লাদিমিরের।

সেণ্ট পিটার্সবুর্গে এসেও মার্কসবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অসুবিধে হয় নি। নিঝ্নি নভ্গোরোদ থেকেই ঠিকানা পেয়েছিলেন, সেই সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়ে একটি চিঠি। তারই জোরে ভ্লাদিমির যোগ দিলেন প্রধানত টেকনোলজিকাল ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের নিয়ে গড়া একটি মার্কসবাদী পাঠচক্রে। চক্রের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন এস রাদ্চেঙ্কো, জি ক্র্ঝিঝানোভস্কি, ভি স্তারকফ, জি ক্রাসিন, এ ভানেয়েফ ও আরো কয়েকজন।

এঁরা অনেকেই পরে স্মৃতিকথা লিখেছেন। লেনিনের কথা লিখতে গিয়ে সকলেরই এক কথা: রুশ অর্থনীতিতে মার্কসবাদের প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন অজ্ঞ, শ্রেণী-বিশ্লেষণে অপারগ, লেনিনই প্রথম শুধু মার্কসবাদে অগাধ পাণ্ডিত্য নয়, বাস্তবক্ষেত্রে তার প্রয়োগের যথার্থ ক্ষমতা নিয়ে সেণ্ট পিটার্সবুর্গের মার্কসবাদী মহলে আবির্ভূত হয়েছিলেন "বিদ্যুৎ-চমকের মতো"।

এই সময়ের কথা স্মরণ করতে গিয়ে পরবর্তীকালে লেনিন নিজে লিখেছেন, "আমি কাজ করতাম একটি পাঠচক্রে। পাঠচক্রের কাজ ছিল বড়ো ব্যাপক ধরনের, তা থেকে কোনো কিছুই বাদ পড়ত না। আমরা যারা পাঠচক্রের সভ্য, আমাদের সকলের মনেই এই উপলব্ধি তীব্র হয়ে ও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে বাজত যে আমরা আনাড়ীর মতো কাজ করে চলেছি ইতিহাসের এমন এক সময়ে যখন বিখ্যাত একটি উক্তিকে খানিকটা পাল্টে আমরাও বলতে পারি, 'বিপ্লবীদের একটি সংগঠন আমাদের দাও, আমরা রাশিয়াকে উল্টে দেব!' "

বিপ্লবী সংগঠন কেউ কাউকে হাতে তুলে দেয় না, গড়ে নিতে হয়। রাশিয়াকে উল্টে দেবার জন্যে যে বিপ্লবী সংগঠনের দরকার ছিল তা গড়বার কাজেই ভ্লাদিমির হাত দিলেন সেণ্ট পিটার্সবুর্গে এসে। একটি বিপ্লবী প্রোলেতারীয় পার্টি, রাশিয়ার তৎকালীন অবস্থায় একমাত্র যে পার্টি বিপ্লবী ভূমিকা পালন করতে পারত।

অবস্থাটা কী ছিল ?

রুশদেশে পুঁজিবাদের দ্রুত প্রসার হচ্ছে। শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। ভ্লাদিমির যখন সেন্ট পিটার্সবুর্গে এসে কাজ শুরু করলেন, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন তখন বাড়তির দিকে এবং ক্রমশই জোরালো হয়ে উঠছে। ইতি-মধ্যেই বড়ো বড়ো কারখানায়, রেলওয়েতে ও খনি-শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ত্রিশ লক্ষ। তাদের জীবন যেমন কষ্টের, তেমনি দুর্দশার। দৈনিক কাজের সময় ছিল বারো থেকে তেরো ঘণ্টা, কোনো কোনো শিল্পে পনেরো থেকে ষোল ঘণ্টা। মজুরি ছিল খুবই কম, মেয়েদের ও বাচ্চাদের আরো কম। তার ওপরে ছিল আরো নানা রকমের জুলুম।

এই অবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিকরা প্রতিবাদ করত, লড়াই করতে চাইত। কিন্তু শ্রমিকদের কোনো সংগঠন ছিল না। প্রতিবাদ হত স্বতঃস্ফূর্ত ধরনের, পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়াই। কিন্তু শোষণের যন্ত্রটি ছিল নির্মম। তার কাছে এই প্রতিবাদ সহজেই হার মানত। প্রতিবাদের আওয়াজ যারা তুলত তাদের ওপরে নেমে আসত কঠোর শাস্তি: কারাবাস, নির্বাসন ও প্রাণদণ্ড।

পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে এই লড়াই যদি সফল করতে হয় তাহলে অবশ্যই সংগঠন চাই। আর প্রেরণা থাকা চাই সমাজতন্ত্রবাদের, যে সমাজতন্ত্রবাদ বৈজ্ঞানিক, অর্থাৎ মার্কসবাদসম্মত, যার ধ্যানধারণা বৈপ্লবিক।

সেন্ট পিটার্সবুর্গে এসে ভ্লাদিমির দেখলেন, কয়েকটি রাজনৈতিক চক্র রয়েছে শ্রমিকদের মধ্যে। তিনি এই চক্রগুলির বৈঠকে যোগ দিতে লাগলেন, শ্রমিকদের আস্তানায় যে-সব সভা হত—তাতেও।

শ্রমিকদের যাতে রাজনৈতিক শিক্ষা হয় সেদিকে বিশেষ নজর দিতেন, সেজন্যে বিশেষভাবে সচেষ্ট হতেন। পৃথক পৃথকভাবে শ্রমিকদের সঙ্গে মিশে প্রত্যেকের পড়াশুনোয় সাহায্য করতেন। 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড যখন পড়াতেন তখন দৃষ্টান্ত দিতেন শ্রমিকের নিজের জীবন থেকে। জটিল বিষয়ও সহজভাবে বুঝিয়ে দিতে পারতেন। সে-সময়ে যাঁরা লেনিনের ক্লাস করেছেন তাঁদের একজন, আই বাবুশকিন, ভ্লাদিমির কি-ভাবে পড়াতেন তার সপ্রশংস উল্লেখ করতে গিয়ে বলছেন:

"ক্লাস নিতে গিয়ে উনি বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করতেন নিজের ভাষায়, কোনো বই বা খাতার সাহায্য নিতেন না। উনি এমনভাবে কথা তুলতেন যাতে আমাদের সঙ্গে মতভেদ ঘটে বা আমাদের সঙ্গে তর্ক বেধে যায়, তারপরে

আমাদের তাতিয়ে তুলতেন যাতে আমাদের মধ্যে একজন তাঁর বক্তব্যের পক্ষে দাঁড়িয়ে অন্য আরেকজনের সঙ্গে তর্ক করে। এ-কারণে আমাদের ক্লাসগুলোতে প্রাণের সাড়া জাগত, ক্লাস করতে আমাদের ভালো লাগত। এর ফলে জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার ব্যাপারেও আমরা রপ্ত হয়ে উঠি। এই পদ্ধতিতে পড়লে বিষয়কে সবচেয়ে ভালোভাবে আয়ত্ত করা যায়। উনি যে-ভাবে ক্লাস নিতেন তাতে আমরা সবাই খুবই খুশি ছিলাম এবং ওঁর দক্ষতাকে সব সময়েই তারিফ করতাম।"

ভ্‌লাদিমির বিশেষভাবে নজর দিতেন—যাঁরা সংগঠক যাঁরা শ্রমিকদের চক্রে ক্লাস নিয়ে থাকেন—তাঁদের শিক্ষার ওপরে। বলতেন, 'আপনাদের আরো পড়তে হবে, আরো জ্ঞানলাভ করতে হবে, অন্যদের জ্ঞানলাভে সাহায্য করতে হবে।···কঠিন শ্রম করতে হবে আপনাদের, বড়ো হয়ে উঠতে হবে রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে, তাহলেই চক্রের কাজ ভালো লাগবে।'

শ্রমিকদের তিনি বোঝাতেন, সবকিছুরই একটা রাজনৈতিক দিক আছে তা যেন তাঁরা না ভোলেন। তাঁদের চলতে হবে বিপ্লবের পথে, রাজনীতি বর্জিত ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে যেন তাঁরা আবদ্ধ হয়ে না পড়েন।

শ্রমিকদের তিনি শেখাতেন, পুলিসের হাতে ধরা পড়লে, পুলিসের জেরার মুখে বা আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কী ধরনের আচরণ করতে হবে; পুলিসের হাতে যে-সব কমরেড ধরা পড়েছেন বা যাঁদের নির্বাসন দেওয়া হয়েছে, কি-ভাবে তাঁদের সাহায্য করতে হবে আর এই সমস্ত কাজের জন্যে কি-ভাবে টাকা তুলতে হবে।

শ্রমিকশ্রেণীর জীবনের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ পরিচয় থেকে ভ্‌লাদিমির মূল্যবান উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন, যার ওপরে দাঁড়িয়ে মার্কসীয় তত্ত্বের সম্যক একটি উপলব্ধি আয়ত্ত করা সম্ভব হয়েছিল। সমাজের অগ্রণী শক্তি হচ্ছে প্রোলেতারিয়েত। শ্রমিকশ্রেণী রয়েছে সকল শ্রমজীবী মানুষের পুরোভাগে, সকল শ্রমজীবী মানুষ সকল নির্যাতিত মানুষ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব মেনে চলে। এখানেই শ্রমিকশ্রেণীর শক্তির উৎস, শ্রমিকশ্রেণীর জয়লাভের আশ্বাস। শ্রমিকশ্রেণী যদি সকল শ্রমজীবী জনগণের নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে পারে তাহলেই তার জয়লাভ। সেন্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিকদের সঙ্গে গভীরভাবে মিশে ভ্‌লাদিমির এই উপলব্ধিতে পৌঁছতে পেরেছিলেন।

ক্রুপ্‌সকায়ার সঙ্গে পরিচয়

সেণ্ট পিটার্সবুর্গে ভ্‌লাদিমিরের জীবনের একটি বড়ো ঘটনা, ভাবী সহধর্মিণী ক্রুপ্‌সকায়ার সঙ্গে পরিচয়। পুরো নাম নাদেঝ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনোভ্‌না ক্রুপ্‌সকায়া, বয়সে ভ্‌লাদিমিরের চেয়ে চোদ্দ মাসের বড়ো। চব্বিশ বছর বয়সের যুবক ভ্‌লাদিমিরের সঙ্গে ক্রুপ্‌সকায়ার প্রথম দেখা—কোনো ককৃটেল পার্টিতে নয়, কোনো গান-বাজনার আসরে নয়, কোথাও বেড়াতে গিয়ে নয়—একটি মার্কসবাদী পাঠচক্রের আলোচনার বৈঠকে। এ-ঘটনা ১৮৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের। গোড়ার কথাটুকু ক্রুপ্‌সকায়ার নিজের মুখেই শোনা যাক।

"ভ্‌লাদিমির ইলিচ সেণ্ট পিটার্সবুর্গে এসেছিলেন ১৮৯৩ সালের শরৎকালে। তবে তাঁর সঙ্গে আমার সঙ্গে সঙ্গে পরিচয় হয় নি। কয়েকজন কমরেডের মুখে শুনলাম যে ভল্‌গা থেকে একজন পণ্ডিত মার্কসবাদী এসেছেন। ওরা আমাকে একটি খাতা এনে দিল, খাতায় ছিল একটি লেখা, যার বিষয় 'বাজার প্রসঙ্গে'। খাতাটা কমরেডদের হাতে হাতে ঘুরছিল। খাতায় ছিল দুজনের মতামত, একজন আমাদের পিটার্সবুর্গের মার্কসবাদী (ইঞ্জিনিয়ার হেরমান ক্রাসিন), অন্যজন ভল্‌গার আগন্তুক। পৃষ্ঠাগুলো আধখানা করে মোড়া। একদিকে আঁকা-বাঁকা হিজিবিজি অক্ষরে, অনেক কাটাকুটি ও লাইন টেনে টেনে অনেক সংযোজনসমেত এইচ ক্রাসিনের মতামত। অন্যদিকে সযত্নে, কোনো অদল-বদল না করে, আমাদের নবাগত বন্ধুর বক্তব্য ও জবাব।

সে-সময়ে আমরা তরুণ মার্কসবাদীরা বাজারের সমস্যা নিয়ে অতিমাত্রায় ভাবিত ছিলাম। পিটার্সবুর্গের মার্কসবাদী চক্রগুলির মধ্যে একটি বিশেষ ঝোঁক ইতিমধ্যেই দানা বেঁধে উঠতে শুরু করেছিল। এই ঝোঁকের যাঁরা প্রতিনিধি, সমাজের বিকাশটা তাঁদের কাছে মনে হত খানিকটা যেন যান্ত্রিক ও ছক-কাটা ধরনের। সমাজের বিকাশের এই ব্যাখ্যায় জনতার ভূমিকাকে, প্রোলেতারিয়েতের ভূমিকাকে পুরোপুরি অবজ্ঞা করা হত। মার্কসবাদের বৈপ্লবিক ডায়ালেকটিক আড়ালে চলে যেত, থাকত পড়ে শুধু প্রাণহীন 'বিকাশের পর্বগুলো'। আজকের দিনে অবশ্য যে-কোনো মার্কসবাদী এই যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অসারতা প্রমাণ করতে পারে। কিন্তু সে-সময়ে

পিটার্সবুর্গে আমাদের মার্কসবাদী চক্রগুলোর সামনে বিষয়টি ছিল মস্ত ভাবনার বিষয়। আমাদের তখনো প্রস্তুতি ছিল অতি সামান্য। 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড বাদ দিলে আমরা অনেকেই মার্কসের রচনাবলী সম্পর্কে কিছুই জানতাম না, 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার' চোখেও দেখি নি। এই যান্ত্রিকতা যে জীবন্ত মার্কসবাদ নয়, বরং তার বিপরীত, এটা ধরে নিতে পারতাম অনেকটা আমাদের অনুভূতি থেকে।

বাজারের প্রশ্নটির সঙ্গে মার্কসবাদের ব্যাখ্যার এই সাধারণ সমস্যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। যান্ত্রিক ব্যাখ্যার সমর্থকরা প্রশ্নটি বিচার করত অত্যন্ত ভাসাভাসা-ভাবে।

তারপরে ত্রিশ বছরের বেশি সময় পার হয়েছে। দুঃখের বিষয়, যে খাতাটির কথা আমি বললাম তা সংরক্ষিত হয় নি। কাজেই, লেখাটি পড়ে আমাদের মনে কী ধারণা হয়েছিল আমি শুধু সেটুকুই বলতে পারি।

আমাদের নতুন মার্কসবাদী বন্ধুটি এই বাজারের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে। প্রশ্নটিকে তিনি যুক্ত করেছেন জনতার স্বার্থের সঙ্গে। সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিটাই এমন যার মধ্যে আমরা অনুভব করলাম সেই জীবন্ত মার্কসবাদ যা ঘটনাবলীকে বিচার করে বাস্তব পরিবেশের মধ্যে, বিকাশধারার মধ্যে। ইচ্ছে হয় এই আগন্তুকের সঙ্গে আরেকটু ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হই, আরেকটু কাছের থেকে তাঁর মতামত জানি।

শ্রোভটাইডের (খ্রীষ্টীয় উৎসব) আগে ভ্‌লাদিমির ইলিচের সঙ্গে আমার সামনাসামনি দেখা হয় নি। হল শ্রোভটাইডের সময়ে যখন পিটার্সবুর্গের জনকয়েক কমরেডের সঙ্গে তাঁর একটা আলোচনার ব্যবস্থা হয়। বৈঠকটি বসে ইঞ্জিনিয়ার ক্লাসনের বাড়িতে, যিনি ছিলেন পিটার্সবুর্গের একজন নামকরা মার্কসবাদী। দু-বছর আগে ক্লাসন আর আমি একই পাঠচক্রে ছিলাম। বাইরের লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্যে বৈঠকের আয়োজনটা আমরা করলাম পিঠে খাওয়ার পার্টির নাম করে।

সেই সভায় ভ্‌লাদিমির ইলিচ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ক্লাসন, ওয়াই পি কোরোবকো, সেরেব্রোভস্কি, এস আই রাদচেঙ্কো ও আরো কয়েকজন। পোত্রেসফ ও স্ত্রুভেরও আসার কথা ছিল কিন্তু যতোদূর মনে পড়ছে আসেন নি। একটা ঘটনা ভোলবার নয়। আমাদের লাইন কী হবে তাই নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম। সাধারণভাবে একটা মতের মিল কিছুতেই

হচ্ছিল না। কে যেন বলছিল—সম্ভবত শেভলিয়াগিন—নিরক্ষরতা দূরীকরণের কমিটিতে কাজ করার ব্যাপারটাকেই খুব গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া উচিত। ভ্‌লাদিমির ইলিচ হেসে উঠলেন। যে কোনো কারণেই হোক তাঁর হাসিটা মনে হল অর্থপূর্ণ। পরে অন্য কোনো উপলক্ষে আমি তাঁকে এমনভাবে হাসতে দেখি নি।

'বেশ তো', তিনি বললেন, 'যদি কারও ইচ্ছে হয় নিরক্ষরতা দূরীকরণের কমিটিতে কাজ করে পিতৃভূমিকে উদ্ধার করবেন, আমরা তাঁকে বাধা দেব না।'

এখানে বলা দরকার, সে-সময়ে আমরা যারা তরুণ ছিলাম, আমরা তখনো দেখছি নারোদনিকদের সঙ্গে জারতন্ত্রের ঠোকাঠুকি। আমরা দেখছি লিবার‍্যালরা গোড়ার দিকে ছিল সবকিছুতেই 'সহানুভূতিশীল', কিন্তু নারোদনায়া ভলিয়া পার্টি ভেঙে দেবার পরে জড়োসড়ো, একটা কথা শুনলেই ভয়ে কাঠ, আর প্রচার শুরু করে দিয়েছে: 'ছোট ছোট কাজ আগে'।

লেনিনের শ্লেষাত্মক মন্তব্যের কারণটা বুঝে নিতে কোনো অসুবিধে হয় না। তিনি এসেছিলেন, আমরা কি-ভাবে একসঙ্গে সংগ্রাম শুরু করব তাই নিয়ে আলোচনা করতে। আর এসে কিনা একজনের মুখে আবেদন শুনতে হল যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কমিটির ইস্তাহার বিলি করুন!"

অনেক আলোচনার পরে বৈঠক যখন শেষ হল নেভা নদীর অন্যদিকে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ভ্‌লাদিমির ও ক্রুপ্‌সকায়া একসঙ্গে বৈঠক থেকে বেরিয়ে এলেন। ক্রুপ্‌সকায়া এই প্রথম শুনলেন উলিয়ানফ পরিবারের কাহিনী, ভ্‌লাদিমির ইলিচের দাদার ফাঁসির ঘটনা। ক্রুপ্‌সকায়া চেয়েছিলেন হৃদয়ের উত্তাপ জড়ানো সহানুভূতিসূচক দু-একটি কথা ভ্‌লাদিমির ইলিচকে শোনান। কিন্তু সে-সুযোগ সেদিন তিনি পান নি। তবে বুঝতে পেরেছিলেন কেন ভ্‌লাদিমির ইলিচ এতখানি উগ্র।

সেদিন থেকেই দুজনের বন্ধুত্ব শুরু। প্রায়ই তাঁদের দেখা হত লাইব্রেরির পাঠাগারে। দুজনে বই থেকে নোট নিতেন, খবরের কাগজ পড়তেন, সর্বশেষ খবর নিয়ে আলোচনা করতেন। প্রতি রবিবার ভ্‌লাদিমির ইলিচ আসতেন নাদেঝ্‌দা কনস্তানতিনোভনার বাড়িতে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা হত দুজনের মধ্যে। একই পথের পথিক এই দুটি মানুষ ক্রমেই পরস্পরের কাছাকাছি আসতে লাগলেন।

বিপ্লবী পরিবেশে ক্রুপ্‌সকায়া মানুষ। তাঁর বাবা, কনস্তানতিন ক্রুপস্কি

ছিলেন উনিশ শতকের ষাটের দশকের বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের একজন খাঁটি প্রতিনিধি। ক্রুপ্‌স্‌কায়াও অল্প বয়স থেকেই বিপ্লবী, শ্রমিকশ্রেণীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে নিজের বলে গ্রহণ করেছেন। ভ্‌লাদিমির সেণ্ট পিটার্সবুর্গে এসেছিলেন ১৮৯৩ সালে, তার আগে থেকেই ক্রুপ্‌স্‌কায়া মার্কসবাদী চক্রের সঙ্গে যুক্ত।

ভ্‌লাদিমিরের সঙ্গে ক্রুপ্‌স্‌কায়ার যে-সময়ে দেখা তার তিন বছর আগে থেকেই স্‌মোলেন্‌স্কির একটি শ্রমিক-স্কুলে তিনি শিক্ষিকার কাজ করছেন, বিনা পারিশ্রমিকে। স্কুলটি বসত প্রতি রবিবার সন্ধেবেলা। স্কুলে যে-সব শ্রমিক পড়তে আসতেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই যুক্ত ছিলেন ভ্‌লাদিমিরের পাঠচক্রের সঙ্গে। পাঠচক্রের ক্লাস নেবার জন্যে ভ্‌লাদিমির আসতেন নেভস্কি গেট পেরিয়ে। আর ক্রুপ্‌স্‌কায়া সে-সময়ে থাকতেন পুরনো নেভস্কির একটি বাড়িতে। অনেক ভাবেই ভ্‌লাদিমিরের সঙ্গে ক্রুপ্‌স্‌কায়ার যোগাযোগ হতে পারত।

স্কুলের কাজই ছিল ক্রুপ্‌স্‌কায়ার ধ্যানজ্ঞান। কথাটা বলতে গিয়ে ক্রুপ্‌স্‌কায়া যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন তার অর্থ, স্কুলের কাজের সঙ্গে তিনি সাতপাকে বাঁধা ছিলেন। নাওয়া-খাওয়া ভুলে যেতেন স্কুলের কথা স্কুলের ছাত্রদের কথা বলতে গিয়ে। নেভা এলাকার কারখানাগুলোর খুঁটিনাটি বিবরণ তাঁর জানা ছিল। তেমন শ্রোতা পেলে অনর্গল বলে যেতে পারতেন। আর ঠিক তেমনই শ্রোতা ভ্‌লাদিমির। শ্রমিকদের অবস্থা ও জীবন সম্পর্কে এমন কোনো খবর নেই যাতে তাঁর অনাগ্রহ। তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাও মন দিয়ে শুনতেন। তারপর সেগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করে শ্রমিকের জীবনের গোটা চেহারাটি ধরতে চাইতেন। তা থেকে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারতেন, বিপ্লবী প্রচার শ্রমিকের কাছে পৌছতে হলে ঠিক কোন জায়গাটি ধরতে হবে।

বলার বিষয়ের অভাব নেই, শোনার আগ্রহের কমতি নেই, অনুমান করা চলে ভ্‌লাদিমির ও ক্রুপ্‌স্‌কায়া সে-সময়ে তন্ময় কয়েকটি সন্ধ্যা কাটিয়েছিলেন পরস্পরের সান্নিধ্যে।

এমনি চলছিল। ভ্‌লাদিমির আসেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলেন দুজনে। সময় যে কোথা দিয়ে কেটে যায় কারও খেয়াল থাকে না। সারাদিনের কাজের শেষে নিভৃত সন্ধ্যায় এক যুবক এক যুবতীর সঙ্গে কথা বলছেন, অথচ কী তাঁদের বলার বিষয়! নেভা নদীর জলে পুর্ণিমার চাঁদ থরথর করে কাঁপছে

সেটা দুজনের কাছে কোনো খবরই নয়। তার চেয়ে অনেক জরুরি খবর, গ্রোমোফ কাঠের কারখানার চৌকিদারের একটি ছেলে হয়েছে, কী খুশি সে খবরটা জানাতে পেরে। সুতাকলের রোগাপানা মেয়েটা এসে বলছে, যে মরদটা ওকে বিয়ে করতে চায় সে নাকি একটা আকাট মুখ্যু, দিদিমণি কি তাকে একটু পড়তে ও লিখতে শেখাবে? কোন এক মজুর এতকাল শুধু ভগবানের ওপরেই ভরসা করে আসছিল, এক উপাসনার দিনে রুদাকফ নামে আরেকজন মজুর ওকে নাকি বোঝাতে পেরেছে যে ভগবান নেই। এবারে তাহলে এই মজুরটির ওপরে ভরসা করা চলে। ভগবানের দাস থাকলে আর কিছু করার নেই, তার চেয়ে অনেক সহজ কোনো একজন মানুষের দাস হয়ে থাকা, কেননা সেক্ষেত্রে লড়াই করা চলে। আর সেই তামাকের কারখানার মজুরটি? রোববার হয়েছে কি শুধু মদ আর মদ, তখন আর ওকে মানুষ বলে চেনা যায় না। আর সারা গায়ে উৎকট তামাকের গন্ধ, সামনে গিয়ে দাঁড়ালে মাথা ঝিমঝিম করে। এ-হেন যে লোক তারও কিনা মন খারাপ! ব্যাপার কি? না, তিনবছরের একটা খুকীকে সে কুড়িয়ে পেয়েছে, দিনকয়েক রেখে দিয়েছিল নিজের কাছেই, কিন্তু আর সম্ভব নয়, এবারে থানায় জমা দিয়ে আসতে হবে। একটা পা নেই, ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটে, সৈনিকটি এসে বলে গেল মিখাইলের কথা। সেই মিখাইল, দিদিমণি গত বছর যাকে পড়তে শিখিয়েছিল। কাজ করতে করতে দম ফুরিয়ে গিয়ে লোকটা মারা গেল। মরবার আগে দিদিমণির নাম করেছে, দিদিমণিকে বলতে বলেছে দিদিমণির যেন একশো বছর পরমায়ু হয়।

মজুরদের রোজকার জীবন সম্পর্কে যদি খুঁটিয়ে জানতে চাও তো এই স্কুলে এসো, রবিবারের সন্ধ্যায় বয়স্কদের পড়ার স্কুল। ছ'শো পড়ুয়া আছে এই স্‌মোলেনস্কি স্কুলে। জীবনভোর কথা বলার সুযোগ পেলেও কি ক্রুপ্‌সকায়া সকলের সব কথা বলে শেষ করতে পারবেন!

এমনি চলতে চলতে হঠাৎ এক রবিবার মানুষটির আর দেখা নেই। কী হল ভ্‌লাদিমিরের? পুলিসের হাতে ধরা পড়ে নি তো? কই, না, পুলিস ধরপাকড় করছে বলে তো শোনেন নি ক্রুপ্‌সকায়া। তবে? তবে কি অসুখ-বিসুখ হল? নিজের থেকে গিয়ে খোঁজ করবেন উপায় নেই। বিপ্লবীদের কড়াকড়ি গোপনতা বজায় রেখে চলতে হয়।

শেষপর্যন্ত এমন দুশ্চিন্তা হল যে আর থাকতে পারলেন না। পায়ে

পায়ে গিয়ে হাজির হলেন যে-বাড়িতে ভ্‌লাদিমির থাকেন একটি ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে। দুরু দুরু বুকে সরু সিঁড়ি দিয়ে উঠে টোকা দিলেন দরজায়।

দরজা খুলে দাঁড়ালেন বাড়ির কর্ত্রী।

'ভ্‌লাদিমির ইলিচ বাড়িতে আছেন ?'

'আছে।' ক্রুপ্‌সকায়ার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে ভদ্রমহিলা জবাব দিলেন, 'ওর অসুখ করেছে। খুব শক্ত অসুখ। নিউমোনিয়া।'

ক্রুপ্‌সকায়াকে দেখে ভ্‌লাদিমির যে কী খুশি। যতোক্ষণ হাতে সময় ছিল ক্রুপ্‌সকায়া রোগীর সেবা করলেন। যাবার সময়ে বলে গেলেন, আবার আসবেন। এসেওছিলেন, যখনি হাতে সময় পেয়েছেন, রোগী সুস্থ হয়ে ওঠা পর্যন্ত।

প্রথম দেখা হওয়ার এই দিনগুলো পরবর্তী জীবনের অতি ব্যস্ততার মধ্যেও দুজনের কেউ-ই ভুলতে পারেন নি। প্রায় ছাব্বিশ বছর পরে, ১৯২০ সালে, লেনিন এসেছেন মস্কো থেকে পেত্রোগ্রাদে (সেণ্ট পিটার্সবুর্গের নতুন নাম) কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্যে। স্টেশনে নেমে ড্রাইভারকে বললেন, 'আগে একটু শহরের বাইরে চলো তো।' শহরের বাইরে এসে গাড়ি থেকে নেমে একটি বাড়ির সামনে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলেন। জানলাগুলো অন্ধকার, সদরে আবর্জনা জমে আছে, পোড়ো বাড়ির মতো। লেনিন তাকিয়ে রইলেন আত্মহারার মতো। লেনিনের সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনি তো অবাক, তাঁর সপ্রশ্ন দৃষ্টির জবাবে লেনিন বললেন, 'নাদেঝদা কনস্তানতিনোভনার সঙ্গে এই বাড়িতেই আমার প্রথম দেখা হয়েছিল।' ১৯৩১ সালের জানুয়ারি মাসে শ্রমিকদের আমন্ত্রণে নাদেঝদা কনস্তানতিনোভনা এসেছেন লেনিনগ্রাদে (পেত্রোগ্রাদের নতুন নাম)। প্রথম দিন তো নিশ্বাস ফেলার ফুরসত নেই, এখানে লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ, ওখানে বক্তৃতা, এই করতে করতেই সন্ধে পার। শরীরটা খুবই ক্লান্ত। তবুও নাদেঝদা কনস্তানতিনোভনা গিয়ে দাঁড়ালেন ইঞ্জিনিয়ার ক্লাসনের বাড়ির সামনে, ঠিক যেমনভাবে লেনিন দাঁড়িয়েছিলেন। তারপরে গেলেন নেভস্কায়া জাস্তাভা-তে যেখানে ছিল শ্রমিকদের লেখাপড়া শেখার রবিবারের সান্ধ্য স্কুল, তারপরে স্তারো-নেভস্কিতে যেখানে ছোট একটা কামরা ভাড়া নিয়ে থাকতেন তিনি ও তাঁর মা, যেখানে নির্ভুল নিয়মে প্রতি রবিবার আসতেন ভ্‌লাদিমির ইলিচ।

ট্রেনে মস্কোয় ফিরবার সময়ে নাদেঝদা কনস্তানতিনোভনা সঙ্গিনীকে বলেছিলেন, 'লেনিনগ্রাদ বড়ো ভালো লাগল, এই শহর আমার বড়ো প্রিয়, আমার ব্যক্তিগত জীবন ও সমাজগত জীবনের সবটাই জড়িয়ে আছে এই শহরের সঙ্গে।'

১৮৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ভ্লাদিমির ইলিচ গ্রেপ্তার হলেন। শুরু হল একটানা বিচ্ছেদ, তারই মধ্য দিয়ে উপলব্ধি এল যে একজনকে ছেড়ে অপরজন থাকতে পারছেন না, পারবেন না। তারপরে একদিন বিচ্ছেদ শেষ হয়েছিল, এমনভাবে শেষ হয়েছিল যাকে বলা চলে মধুর পরিসমাপ্তি। কিন্তু সে-কথা পরে।

বিপ্লবের পথে

নারোদবাদ নির্মূল হয়েছিল ভ্লাদিমিরের হাতে। কি ভাবে?

এ-আলোচনায় যাবার আগে আরেকটি কথা বলে নেওয়া দরকার। ভ্লাদিমির যে-সময়ে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে এসেছিলেন তখনো পর্যন্ত মার্কসবাদ ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করা হত ছোট ছেটে চক্রের মাধ্যমে, যাতে যোগ দিত অগ্রসর শ্রমিকরা। ভ্লাদিমির বললেন, মার্কসবাদ ছড়িয়ে দিতে হবে রাজনৈতিক প্রচারের মাধ্যমে শ্রমিক সাধারণের মধ্যে। মার্কসবাদীদের কাজের ধরনে এটি একটি মস্ত বড়ো পরিবর্তন। বাস্তবক্ষেত্রে মার্কসবাদীদের এই নতুন কাজের ধরনের প্রথম প্রয়োগ ১৮৯৪ সালের শেষ দিকে, সেমিয়ানিকফ কারখানায় গণ্ডগোলের সময়ে। ভ্লাদিমির একটি ইস্তাহার লিখলেন। ইস্তাহারটি ব্যাপকভাবে কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হল।

ফলাফল দেখে মার্কসবাদীরা উৎসাহিত হলেন। তারপরে যখন নেভি বন্দরের শ্রমিকরা ধর্মঘট করলেন, সেণ্ট পিটার্সবুর্গের মার্কসবাদীরা প্রচার করলেন আরো একটি ইস্তাহার: 'ডক-শ্রমিকদের লড়াই কিসের জন্যে?' ইস্তাহারটি ছড়িয়ে দেওয়া হল শ্রমিকদের মধ্যে এবং শহরের অন্যত্রও। নেভি বন্দরের ধর্মঘটী শ্রমিকরা জয়ী হলেন।

এতদিন ধরে যা চলে আসছিল এ-ব্যাপারটি তা থেকে একেবারে ভিন্ন। এ এক নতুন ধরনের ভাবনার ফল, যা পেতে হলে শুধু তত্ত্বজ্ঞান যথেষ্ট নয়, শুধু বাস্তবজ্ঞানও নয়, চাই তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবের ঠিক-ঠিক মতো মেলাবার জ্ঞান। সেণ্ট পিটার্সবুর্গে ভ্লাদিমির আসার আগেও মার্কসবাদী তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন, শ্রমিকদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিরও অভাব ছিল না, কিন্তু দুয়ের মিলন ঘটে নি। পণ্ডিতরা শ্রমিকদের ক্লাস নিতেন, গড়গড় করে পড়ে যেতেন নিজের লেখা কোনো প্রবন্ধ কিংবা এঙ্গেলস-এর 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' বইয়ের কিছু অংশের অনুবাদ। বই ভ্লাদিমিরও পড়তেন, মার্কস-এর 'ক্যাপিটাল,' তারপরে তার ব্যাখ্যা করতেন শ্রমিকদের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে। ক্লাসের অর্ধেক সময় কাটাতেন শ্রমিকদের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনায়। প্রশ্নগুলো হত তাদের কাজ

সম্পর্কে, কাজের অবস্থা সম্পর্কে। তিনি দেখাতেন, তাদের জীবন সমাজের গোটা কাঠামোটির সঙ্গে কি-ভাবে যুক্ত। তিনি বলতেন, কি-ভাবে এই ব্যবস্থা বদলানো যেতে পারে। শুধু তত্ত্ব নয়, তার প্রয়োগও, একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি নয়, একটির সঙ্গে মিলিয়ে অপরটি।

এ-কারণেই ভ্লাদিমির যেমন গুরুত্ব দিয়েছিলেন সংগঠন ও প্রচারের ওপরে, তেমনি তত্ত্বগত সমস্যা নিয়ে পড়াশুনোর ওপরেও।

সবচেয়ে বড়ো তত্ত্বগত সমস্যা সে-সময়ে কী ছিল? নারোদবাদকে একেবারে নির্মূল করা। মার্কসবাদ-বিরোধী এই মতাদর্শ সবচেয়ে বড়ো শত্রু হয়ে উঠেছিল মার্কসবাদের। ভ্লাদিমির সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলেন এই শত্রুটিকে এবং অস্ত্র শানাতে লাগলেন।

প্রথম অস্ত্র ছিল বাজারের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনাটি। দ্বিতীয় অস্ত্র, তথাকথিত বাজারের প্রশ্ন নিয়ে আরো একটি আলোচনা।

এমনিতে মনে হতে পারে, বাজারের প্রশ্নটির সঙ্গে বৈপ্লবিক আন্দোলনের সম্পর্ক কী, বাজারের প্রশ্নটির মীমাংসা হলে নারোদবাদ খতম হয় কি করে?

সম্পর্ক আছে বই কি, খতম অবশ্যই হয়। নারোদনিকরা বলত, রুশদেশে পুঁজিবাদ সম্ভব নয়। কেন? না, রুশদেশে কোনো নিজস্ব বাজার নেই। আর নিজস্ব বাজারই যদি না থাকবে পুঁজিবাদ দাঁড়াবে কিসের ওপরে? যে-দেশে জনগণ ক্রমেই দরিদ্র হচ্ছে সে-দেশে বাজার কখনোই সৃষ্টি হতে পারে না।

ভ্লাদিমির দেখালেন নারোদনিকদের প্রত্যেকটি যুক্তিই অসার। অজস্র পরিসংখ্যান উপস্থিত করে তিনি প্রমাণ করলেন—রুশদেশে পুঁজিবাদ যতো জাঁকিয়ে বসছে কৃষকরা ততোই ভাগ হয়ে যাচ্ছে বুর্জোয়ায় ও প্রোলেতারিয়েতে, ছোট আবাদ ধ্বংস হয়ে গড়ে উঠছে বৃহৎ পুঁজিবাদী খামার, রুশদেশের অর্থনৈতিক জীবনে পুঁজিবাদই হয়ে উঠেছে মুখ্য পটভূমি।

নারোদনিকরা একটি পত্রিকা প্রকাশ করত, একটি বৈধ পত্রিকা, নাম 'রুশকোয়ে বোগাৎস্তভো' (রুশী সম্পদ)। এই পত্রিকায় সমানে প্রবন্ধ বেরুত মার্কসবাদকে আক্রমণ করে।

ভ্লাদিমির তাঁর শেষ অস্ত্র ছুঁড়লেন এই পত্রিকার লেখার বিরুদ্ধে, শেষ ও মোক্ষম অস্ত্র। ১৮৯৪ সালের বসন্তে ও গ্রীষ্মে রূপায়িত হল অস্ত্রটি, একটি বই, নাম: 'জনগণের বন্ধু' কারা এবং সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সঙ্গে তাদের লড়াই কি-ভাবে ('রুশকোয়ে বোগাৎস্তভো' পত্রিকায় প্রকাশিত মার্কসবাদ-

বিরোধী প্রবন্ধের জবাব)। এখানে 'জনগণের বন্ধু' বলতে বোঝাচ্ছে নারোদনিকদের আর সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা হচ্ছে মার্কসবাদীরা।

'জনগণের বন্ধু কারা' বইয়ের বক্তব্য কী?

নব্বই দশকের নারোদনিকদের তত্ত্বগত ধ্যানধারণা এবং রাজনৈতিক কর্মসূচী ও কর্মকৌশল চুলচেরা বিশ্লেষণ করে এই বইয়ে ভ্‌লাদিমির দেখালেন যে এককালের বিপ্লবী নারোদবাদ এখন পরিণত হয়েছে লিবার‍্যাল নারোদবাদে। এই মতবাদের ধারকরা হচ্ছে শ্রেণীগত বিচারে পেটিবুর্জোয়া, যারা কুলাকদের স্বার্থ বজায় রাখে। নিজেদের তারা ভাবে বটে 'জনগণের বন্ধু' কিন্তু আসলে তা নয়।

রুশদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে যে-সব স্ব-বিরোধিতা আছে সেগুলোকে চাপা দিতে চেষ্টা করে লিবার‍্যাল নারোদনিকরা। সকল শ্রমজীবী জনগণের মুক্তির প্রধান শক্তি যে শ্রমিকশ্রেণী তার ঐতিহাসিক ভূমিকা তারা অস্বীকার করে। কৃষকদের অবস্থার ভয়াবহতা, গ্রামাঞ্চলের শ্রেণী-সংগ্রাম, গরীবদের ওপরে কুলাকদের শোষণ তারা আড়াল করতে চায়। এ থেকে বোঝা যায় লিবার‍্যাল নারোদনিকরা কতখানি প্রতিক্রিয়াশীল।

নারোদনিকদের ধারণায়, সমাজের বিকাশ রূপায়িত করে 'বীররা'। আর জনগণ, যাদের তারা বলে জনতা, তারা অন্ধভাবে বীরদের অনুসরণ করে মাত্র। ভ্‌লাদিমির দেখালেন যে ইতিহাসের সত্যিকারের রূপকার হচ্ছে জনগণ। ব্যক্তির ভূমিকা তখনই গুরুত্বপূর্ণ হয় যখন সেই ব্যক্তি এসে দাঁড়াতে পারে সবচেয়ে অগ্রণী শ্রেণীর সারিতে ও তাদের স্বার্থের পক্ষে।

অন্যদিকে এই বইয়ে ভ্‌লাদিমির প্রতিষ্ঠা দিলেন মার্কসবাদকে, রাজনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি সংগ্রামে প্রোলেতারিয়েতের তত্ত্বগত হাতিয়ার হিসেবে মার্কসবাদের গুরুত্বকে। মার্কসবাদী বিজ্ঞানের লক্ষ্য, পুঁজিবাদী সমাজে যতো প্রকারের স্ব-বিরোধিতা আছে তা মেলে ধরা এবং পুঁজিবাদী সমাজে মজুরীর বিনিময়ে প্রোলেতারিয়েতকে যে দাসত্ব করতে হয় তা থেকে বেরিয়ে আসার পথ দেখানো।

অতএব শ্রমিকদের মধ্যে মার্কসবাদী ধ্যানধারণার প্রচার চাই আর চাই সংগঠন। এজন্যে রুশদেশের মার্কসবাদীদের অনন্যমনা হয়ে তিনটি কাজ করে যেতে হবে: মার্কসবাদ পড়া, মার্কসবাদ প্রচার করা ও সংগঠন গড়ে তোলা। তত্ত্ব ও বাস্তবক্ষেত্রের কার্যকলাপের মধ্যে থাকবে অচ্ছেদ্য বন্ধন, তত্ত্ব হবে

বাস্তবক্ষেত্রের কার্যকলাপের সহায়ক, তত্ত্বের যাচাই হবে বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে। এজন্যে ভ্‌লাদিমির সবচেয়ে জোর দিলেন সংগঠনের ওপরে।

কি ধরনের সংগঠন? মার্কসবাদী। কাদের নিয়ে সংগঠন? শ্রমিকদের নিয়ে। অর্থাৎ একটি মার্কসবাদী শ্রমিক পার্টি। সংগঠন সম্পর্কে এই হচ্ছে সার কথা। ভ্‌লাদিমির বললেন, রুশদেশের কমিউনিস্টদের সামনে সবচেয়ে বড়ো কর্তব্য এমনি একটি মার্কসবাদী শ্রমিক পার্টি গড়ে তোলা। তিনি নিজেও তারপরে বছরের পর বছর পার্টি গড়ে তোলার কাজে তৎপর ছিলেন।

রুশদেশের শ্রমিকশ্রেণীর যে একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে, একথাটি এমন প্রত্যয়ের সঙ্গে ভ্‌লাদিমিরের আগে কেউ বলে নি। কী এই ভূমিকা? শ্রমিকশ্রেণী হচ্ছে সমাজের নেতা, সবচেয়ে অগ্রণী বৈপ্লবিক শক্তি। শ্রমজীবী জনগণ ও শোষিত জনগণকে মুক্তি দেবে এই শ্রমিকশ্রেণী জারতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে অবিচলিত লড়াই চালিয়ে। শ্রমিকশ্রেণী সফল করে তুলবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

ভ্‌লাদিমির বললেন, একেবারে গোড়ার পর্বে শ্রমিকশ্রেণী উচ্ছেদ করবে স্বৈরতন্ত্রকে। এই লড়াই তার একার নয়, দেশের সকল গণতান্ত্রিক মানুষের, বিশেষ করে কৃষকদের। লড়াইয়ে জেতার জন্যে শ্রমিকশ্রেণীকে জোট বাঁধতে হবে এই মানুষগুলোর সঙ্গে। এই কথাটিও ভ্‌লাদিমিরের আগে কেউ বলে নি, কৃষকদের সঙ্গে শ্রমিকদের এই বিপ্লবী জোট বাঁধার কথা। এই জোটটি আগে চাই তবেই জারতন্ত্র খতম হবে, জমিদার ও বুর্জোয়ারা উচ্ছেদ হবে, কমিউনিস্ট সমাজ গড়ে তোলা যাবে।

পরবর্তীকালে লেনিন এই কথাটি আরো জোরের সঙ্গে আরো বিস্তৃতভাবে বলেছেন। কথাটি হয়ে উঠেছে লেনিনবাদের একটি মৌল নীতি। কথাটি আবার বলছি, শ্রমিকশ্রেণী তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করবে একা নয়, বিশেষ করে কৃষকদের সঙ্গে বিপ্লবী জোট বেঁধে।

মার্কসবাদ যখন সারা রুশদেশে ছড়িয়ে পড়েছে তখন অনেকেই নিজেদের পরিচয় দিতে শুরু করল মার্কসবাদী হিসেবে, এমনকি একদল বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীও। শেষোক্তরা মার্কসবাদের পক্ষে কলমও ধরলেন। আইন বাঁচিয়ে যে-সব পত্রপত্রিকা বেরুত, অর্থাৎ বৈধ পত্রপত্রিকা, তার পৃষ্ঠায় মার্কসবাদের পক্ষাবলম্বী এই বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের লেখা প্রকাশিত হতে লাগল। এরাই

'বৈধ মার্কসবাদী', পি স্ত্রুভ যে-দলের একজন পাণ্ডাগোছের লেখক। এই নামটি ক্রুপ্‌সকায়ার মুখে আগে আমরা একবার শুনেছি, এখন আবার শুনতে হচ্ছে।

মার্কসবাদের কতকগুলো কথা বৈধ মার্কসবাদীরা মানত। যেমন, সামন্ততন্ত্রের তুলনায় পুঁজিতন্ত্র প্রগতিশীল। কিন্তু মার্কসবাদের যা সার কথা—শ্রেণী-সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্ব—তার একটাও বৈধ মার্কসবাদীরা মানত না শুধু নয়, বাতিল করত। রুশদেশে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটছে, এতেই বৈধ মার্কসবাদীরা খুশি। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভালোর দিকটা বড়ো করে দেখাতে গিয়ে তারা বাড়িয়ে দেখাত। নিজেদের লেখার মধ্যে যত্রতত্র মার্কসের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া তাদের পক্ষে শক্ত ছিল না। কিন্তু কখনো তারা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে বড়ো স্থান দিত না। আসলে এই লোকগুলো ছিল লিবার‍্যাল বুর্জোয়া, বুর্জোয়াদের ধ্যানধারণা ও স্বার্থের ধারক ও পোষক।

ভ্‌লাদিমির বুঝতে পারলেন, নারোদনিকদের যেমন নির্মূল করতে হবে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে এই বৈধ মার্কসবাদীদের আসল চেহারাটিও খুলে দিতে হবে। দু-দলই মার্কসবাদের শত্রু। আবার বৈধ মার্কসবাদীদের যা মতামত তার মধ্যে থেকেও নারোদনিকদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে তাদের আপত্তি হবার কথা নয়। ভ্‌লাদিমির এই সুযোগও নিলেন, একটা সাময়িক চুক্তিতে এলেন বৈধ মার্কসবাদীর সঙ্গে এই শর্তে যে বৈধ মার্কসবাদীদের রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক মতামতের সমালোচনা করার পুর্ণ অধিকার থাকবে মার্কসবাদীদের। এই চুক্তিরই ফল হিসেবে প্রকাশিত হল একটি সংকলন-গ্রন্থ, নাম 'আমাদের অর্থনৈতিক বিকাশের চরিত্র নির্ধারণের জন্যে কিছু উপকরণ'। সম্পাদনা করেছিলেন ভ্‌লাদিমির ইলিচ, ভি স্তারকফ, এস রাদচেস্কো এবং বৈধ মার্কসবাদীদের পক্ষে পি স্ত্রুভ ও আর ক্লাসন। সংকলনে অন্তর্ভুক্ত একটি প্রবন্ধের নাম 'নারোদবাদের অর্থনৈতিক সারবস্তু ও স্ত্রুভের বইয়ে তার সমালোচনা'। প্রবন্ধটি ভ্‌লাদিমিরের লেখা, কে তুলিন ছদ্মনামে।

প্রবন্ধটি তীব্র আক্রমণাত্মক, যেমন নারোদবাদের বিরুদ্ধে তেমনি বৈধ মার্কসবাদের বিরুদ্ধে। ভ্‌লাদিমির দেখালেন, বৈধ মার্কসবাদীদের মতামত শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় পুঁজিবাদের সাফাইদারী। মার্কসবাদ ও শ্রমিক আন্দোলনকে তারা এমন একটা চেহারা দিতে চায় যাতে বুর্জোয়াদের স্বার্থ বজায় থাকে, যাতে পুঁজিতন্ত্র চিরকালের জন্যে কায়েম হয়ে বসে।

বৈধ মার্কসবাদীদের যুক্তিতে কোথায় কোথায় ফাঁকি ও গলদ তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করার পরে ভ্‌লাদিমির বললেন, বৈধ মার্কসবাদ হচ্ছে আসলে মার্কসবাদের বিকৃতি এবং বিকৃতি যেখান থেকেই ঘটুক এবং যে-ভাবেই ঘটুক তার বিরুদ্ধে মার্কসবাদীদের অবশ্যই লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

সংকলনটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জারের সেন্সরের কোপদৃষ্টিতে পড়ল ও বাজেয়াপ্ত হল। দু-হাজার কপি ছাপা হয়েছিল, কোনো রকমে একশো কপি সরানো গেল। এই একশো কপিই গোপনে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ ও অন্যান্য শহরের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের হাতে হাতে ঘুরতে লাগল।

সেমিয়ানিকফ কারখানায় গণ্ডগোলের সময়ে ভ্‌লাদিমির যে ইস্তাহারটি লিখেছিলেন, যেটি ছিল প্রথম ইস্তাহার, তা কিন্তু ছাপা হয় নি। ছাপার হরফে হাতে লেখা হয়েছিল। মাত্র চার কপি, তার মধ্যে দু-কপি পড়ে গিয়েছিল কারখানার চৌকিদারদের হাতে, বাকি দু-কপি শ্রমিকদের হাতে হাতে ঘুরেছিল।

শ্রমিকদের মধ্যে ইস্তাহার ছড়িয়ে প্রচার করার এই হচ্ছে শুরু। পদ্ধতিটা সেণ্ট পিটার্সবুর্গে নতুন, ফলও পাওয়া গিয়েছিল ভালোই। ব্যাপার দেখে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে অন্য যাঁরা শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করছিলেন তাঁরা অনেকে ভেবে বসলেন, ব্যস, আর কিছু করার দরকার নেই, শুধু ইস্তাহার লিখে ছড়াতে পারলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি। এই পথ এঁদের শেষ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল অর্থনীতিবাদের দিকে, যার মূল কথা ছিল এই যে শ্রমিকরা শুধু অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের জন্যে লড়াই চালিয়ে যাবে প্রধানত ধর্মঘটের মাধ্যমে, আর রাজনৈতিক লড়াই চালাবার দায় ছেড়ে দিতে হবে লিবার‍্যাল বুর্জোয়াদের হাতে।

কাজের ধরন যে নানারকম এবং সম্ভাব্য সকল ধরনে কাজ চালিয়ে যেতে হবে, ভ্‌লাদিমির তা কখনো ভোলেন নি। ১৮৯৫ সালে তিনি একটি পুস্তিকা লিখলেন, নাম 'জরিমানা সম্পর্কিত আইন'। চমৎকার দৃষ্টান্ত তুলে এই পুস্তিকায় তিনি দেখালেন, মাঝারি গ্রেডের শ্রমিকদের কাছে কি করে পৌঁছতে হবে এবং কি করে তাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে টেনে আনতে হবে। এই পুস্তিকাটি নারোদনায়া ভলিয়া প্রেসে ছাপা হয়েছিল। পরে এ-ধরনের পুস্তিকা ভ্‌লাদিমির আরো অনেকগুলো লিখেছিলেন—যেমন, 'নতুন কারখানা আইন',

'ধর্মঘট সম্পর্কে', 'শিল্প আদালত সম্পর্কে' ইত্যাদি। কারখানার আইনকানুন ভ্লাদিমির খুব মন দিয়ে পড়তেন। তাঁর এই ধারণা ছিল যে শ্রমিকদের কাছে এই আইনকানুনগুলো ঠিকমতো ব্যাখ্যা করতে পারলে শ্রমিকদের অবস্থানের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কের বিষয়টা স্পষ্ট করা যেতে পারে।

তবুও, শুধু ইস্তাহার ছড়ানো নয়, শুধু পুস্তিকা লেখা নয়, একই সঙ্গে শ্রমিকদের চক্রগুলো গড়ে তোলার কাজও। শেষোক্ত কাজটি সহজ ছিল না, শ্রমিকদের সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক কর্মী যোগাযোগ রাখছে কিনা সেদিকে জারের পুলিসের কড়া নজর। ভ্লাদিমির কিন্তু পুলিসের চোখকে ফাঁকি দিতে পারতেন, এ-বিদ্যে তাঁর ভালোরকমই আয়ত্ত ছিল। শ্রমিক-এলাকার প্রত্যেকটি অলিগলি ছিল তাঁর নখদর্পণে, পুলিসের টিকটিকিরা কিছুতেই তাঁর পিছু নিতে পারত না। তিনি জানতেন কি করে অদৃশ্য কালিতে চিঠি লিখতে হয়, কিংবা ফুটকি পদ্ধতিতে, কিংবা সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে। এসব কলাকৌশল তিনি শিখেছিলেন নারোদনায়া ভলিয়া পার্টির পুরনো নেতাদের কাছ থেকে।

তা সত্ত্বেও একটা ব্যবস্থা করে রাখার কথাও ভাবতে হয়। পুলিসের নজর ক্রমেই বাড়ছে, যে-কোনোদিন ধরা পড়ে যাবার আশঙ্কা। ভ্লাদিমিরের পীড়াপীড়িতে স্থির হল, গোপন যোগাযোগের সূত্রগুলো তিনি এমন একজনকে জানিয়ে রাখবেন যার ওপরে পুলিসের নজর সবচেয়ে কম। দেখা গেল এদিক থেকে সবচেয়ে নিরাপদ ব্যক্তি হচ্ছেন ক্রুপ্‌সকায়া।

এ-কাজটি করতে হলে এক বৈঠকে বসা দরকার। কেননা যোগাযোগের সূত্রগুলো রয়েছে অনেকের হাতে ছড়ানো। কাজেই একসঙ্গে বসে আলোচনা করে নিতে হয় কোন সূত্রগুলো জরুরি, কোন সূত্রগুলো বজায় রাখা চাই। ঈস্টারের পরব শুরু হতেই পাঁচ-ছ'জনের একটি দল রওনা হলেন জারস্কোয়ে সোলো-র দিকে। কেন? না, "উৎসব করতে"। দল বেঁধে হৈ-হৈ করতে করতে নয়, এমনভাবে যেন কেউ কাউকে চেনেন না। দলের মধ্যে একজন ছিলেন সিলভিন্, জারস্কোয়ে সোলো-তে টুকিটাকি কাজ করে যিনি জীবিকা চালাতেন। তাঁরই ডেরায় বসল বৈঠক, সারাদিন ধরে। ভ্লাদিমির হাতে ধরে ধরে প্রত্যেককে শেখালেন কি করে সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করতে হয়, কি করে সংকেতের পাঠোদ্ধার করতে হয়। একটি বইয়ের প্রায় আধখানা জুড়ে হাত মক্‌সো করা হল। অবশ্য এই একদিনের বৈঠকেই সকলে

সাংকেতিক ভাষার পাঠোদ্ধারে ভ্লাদিমিরের মতো পাকা হয়েছিলেন তা বলা যায় না। পরে ক্রুপ্সকায়া নিজেই সংকেতগুলো ভুলে গিয়েছিলেন। অবশ্য ততোদিনে যোগাযোগের পুরনো সূত্রগুলোও অনেকাংশে বাতিল হয়ে গিয়েছিল।

ভুলতেন না ভ্লাদিমির। যোগাযোগের পুরনো সূত্র বাঁচিয়ে রাখতেন, নতুন সূত্র খুঁজে বার করতেন। এ-কাজে তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ, বৈপ্লবিক কাজে কার কাছ থেকে কী রকম সাহায্য পাওয়া যেতে পারে তা বুঝতে তাঁর কখনো ভুল হত না। যেখানেই যেতেন তাঁর নজর থাকত এই মানুষগুলোর দিকে। এমনিভাবে যাঁরা ভ্লাদিমিরের সংস্পর্শে এসেছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁদের মধ্যে অনেকেই হয়েছেন সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, পার্টির কাজে জীবনপাত করে গিয়েছেন। ক্রুপ্সকায়া তাঁর স্মৃতিকথায় এমনি কয়েকজন মানুষের কথা লিখে গিয়েছেন, যাঁরা এমনিতে ছিলেন সাধারণ কিন্তু ভ্লাদিমিরের সংস্পর্শে আসার পরে বৈপ্লবিক কাজের প্রতি নিষ্ঠায় ও সততায় অসাধারণ।

১৮৯৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে একটি সম্মেলন হয়ে গেল সেণ্ট পিটার্সবুর্গ, মস্কো, কিয়েভ ও ভিলনোর সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের। ভ্লাদিমির যোগ দিয়েছিলেন এই সম্মেলনে। আলোচ্য বিষয় ছিল মার্কসবাদের প্রচারকে ছোট ছোট চক্রের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে রাজনৈতিক গণ-প্রচারের রূপ দেওয়া, গণবোধ্য মার্কসবাদী সাহিত্য প্রকাশ করা, জেনিভার শ্রমিক মুক্তি গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা। বিদেশে একজন প্রতিনিধি পাঠাবার কথা উঠল সম্মেলনে। কিন্তু নীতিগত ব্যাপারে মতভেদের দরুন সকল গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরূপে একজনকে বাছাই করা সম্ভব হল না। নাম উঠল দুটি: সেণ্ট পিটার্সবুর্গের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের পক্ষ থেকে ভ্লাদিমির ও মস্কো গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে ওয়াই স্পোনৃতি।

গণ-প্রচারের সপক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সেণ্ট পিটার্সবুর্গের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের ও শ্রমিকদের একটি যুক্ত সম্মেলনেও। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে কয়েকজন বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু শ্রমিকরা ছিলেন পক্ষে। সংখ্যাধিক্যের ভোটে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়।

এই দুটি সম্মেলনের সিদ্ধান্তের পরে সেণ্ট পিটার্সবুর্গের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে মার্কসবাদের প্রচার শুরু করেছিলেন ফলে শ্রমিক-আন্দোলনে উদ্দীপনা এসেছিল।

ভ্লাদিমির কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে যেতে পারেন নি। সম্মেলনের পরেই শক্ত অসুখে পড়েছিলেন। নিউমোনিয়া। যে অসুখের কথা আগে বলেছি।

অসুখ সারবার পরে রওনা হতে হতে এপ্রিলের শেষ। অসুখের একটা লাভ হল এই যে ভ্লাদিমির বলতে পারলেন, স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে তিনি বিদেশে যাচ্ছেন। পুলিসের চোখে এত সহজে ধুলো দেওয়া গেল না, তারা যথারীতি সতর্ক হল।

ভ্লাদিমির রওনা হলেন জেনিভার দিকে।

জেনিভায় এসে ভ্লাদিমির দেখা করলেন প্লেখানফের সঙ্গে। দুজনের সাক্ষাৎকার এই প্রথম। রুশদেশের এই পথিকৃৎ মার্কসবাদীর প্রতি ভ্লাদিমিরের ছিল গভীর শ্রদ্ধা, শিষ্যের মতো ওদ্গতচিত্তে তিনি প্লেখানফের কাছে এসেছিলেন। গ্রামটির নাম ওরামোনি, চারদিকে নির্জন পর্বত, তারই মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে কাটালেন দুজনে।

প্লেখানফ ছিলেন সত্যিকারের পণ্ডিত ব্যক্তি। শিল্প, দর্শন ও বিজ্ঞানের সকল শাখায় তাঁর ছিল অনায়াস বিচরণ। তিনি যখন কথা বলতেন, তাঁর কথা থেকে হীরেমানিক ঝরত। তাঁর ছিল গভীর মানবিকতা-বোধ। লেখক হিসেবে জীবন শুরু করে যখন তিনি বুঝতে পারলেন শুধু লেখাটাই যথেষ্ট নয় তখন রাজনীতিতে নেমেছিলেন। আবার রাজনীতি করতে গিয়ে যখন বুঝতে পারলেন বাস্তবক্ষেত্রের নির্মমতার সঙ্গে তাঁর সায় নেই তখন আবার ফিরে গিয়েছিলেন লেখার জগতে।

পরবর্তীকালে প্রথম সোভিয়েত শিক্ষা কমিসার লুনাচারস্কি লিখেছেন, "তিনি (প্লেখানফ) রাজনৈতিক যোদ্ধার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সংস্কৃতিকে রক্ষা করা এবং জারতন্ত্রী ও বুর্জোয়া বর্বরতা থেকে সংস্কৃতির আরও অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখার মহৎ একটি ইচ্ছা থেকে। অন্যদিকে লেনিন ছিলেন সর্বোপরি একজন রাজনৈতিক যোদ্ধা। অতীতের সংস্কৃতির সঙ্গে প্লেখানফের ছিল সহস্র বন্ধন। লেনিন সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছিলেন জাতীয়তাবাদের

সকল অবশেষ। প্রভেদটা ছিল মৌল যা ফুটে উঠত তাঁদের কাজে, তাঁদের আচরণে, তাঁদের মুখাবয়বে আর এই প্রভেদ থেকেই আসত রণনীতিতে ও রাজনৈতিক পরিণামে পার্থক্য।"

সেই প্রথম সাক্ষাতের সময়েই রণনীতিতে ও রাজনৈতিক পরিণামে এই পার্থক্য অস্পষ্ট ছিল না। ভ্লাদিমির তুলে ধরতে চেয়েছিলেন প্রোলেতারিয়েতের আধিপত্যের ধারণা, কৃষকের সঙ্গে প্রোলেতারিয়েতের জোট-বাঁধার ধারণা। ভ্লাদিমির মনে করতেন প্রোলেতারিয়েতের সঙ্গে কৃষকের এই জোট-ই হচ্ছে প্রধান শক্তি যা নিশ্চিতরূপে শোষকের ব্যবস্থাকে উৎখাত করতে পারে। প্লেখানফ কিন্তু একথা ভাবতে পারতেন না যে কৃষকদের নেতৃত্ব দেবে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষকদেরও বিপ্লবী ভূমিকা থাকতে পারে। তাঁর মতে, রুশদেশের আসন্ন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্বের ভূমিকায় থাকবে লিবার‍্যাল বুর্জোয়ারা, রুশদেশে তারাই বিপ্লবী।

'আমাদের অর্থনৈতিক বিকাশের চরিত্র নির্ধারণের জন্যে উপকরণ' সংকলন-গ্রন্থটি ভ্লাদিমির সঙ্গে করে এনেছিলেন। তাতে তুলিনের ছদ্মনামে লেখা ভ্লাদিমিরের প্রবন্ধটি পড়ে প্লেখানফ বললেন, "তোমরা লিবার‍্যালদের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়েছ আর আমরা এই লিবার‍্যালদের দিকেই মুখ ফিরিয়ে আছি।"

প্লেখানফের মনে গভীর দাগ কাটতে পেরেছিলেন ভ্লাদিমির। প্লেখানফ পরে বলেছেন, রুশদেশের বিপ্লবী যুবকদের তিনি অনেক দেখেছেন, কিন্তু এমন চোখে পড়ার মতো আর কাউকে তিনি আগে দেখেন নি। ভ্লাদিমিরকে দেখে তাঁর মনে আশা জেগেছিল।

জেনিভা থেকে ভ্লাদিমির গেলেন জুরিখে আক্‌সেলরদ-এর সঙ্গে দেখা করতে। প্লেখানফ চিঠি দিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়ে। তবুও প্রথম আলাপটি তেমন জমল না, সংক্ষেপেই শেষ হয়ে গেল, সম্ভবত এ-কারণে যে ভ্লাদিমির সম্পর্কে আক্‌সেলরদ বিশেষ কিছু জানতেন না। উঠে আসার সময়ে সেই সংকলন-গ্রন্থের একটি কপি আক্‌সেলরদ-এর হাতে দিয়ে এলেন ভ্লাদিমির।

সংকলন-গ্রন্থের পৃষ্ঠা উলটিয়ে যেতে যেতে বিশেষ করে একটি প্রবন্ধ আক্‌সেলরদ-এর মনোযোগ আকর্ষণ করল। লেখকের নাম কে তুলিন, চিন্তা-ধারায় মৌলিকত্ব আছে, প্রকাশও করেছেন বেশ জোরের সঙ্গে। কিন্তু

আকসেলরদ বিচলিত হলেন লিবার‍্যালদের ওপরে লেখকের আক্রোশ দেখে।

পরদিন ভ্লাদিমিরের সঙ্গে দেখা হতে আকসেলরদ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুলিন কে?'

'ওটা আমার ছদ্মনাম।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। আকসেলরদ বললেন, 'আমরা বিশ্বাস করি, ইতিহাসের বর্তমান মুহূর্তে রুশদেশের শ্রমিকদের আশু স্বার্থ ও সমাজের অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তিগুলির স্বার্থ অভিন্ন। রুশদেশে শ্রমিকদের ও লিবার‍্যালদের সামনে একই কর্তব্য: স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ।'

ভ্লাদিমির হেসে বললেন, 'প্লেখানফও ঠিক এই কথাটি বলেছেন, আরেকটু অলংকার দিয়ে—তোমরা লিবার‍্যালদের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়েছ আর আমরা এই লিবার‍্যালদের দিকেই মুখ ফিরিয়ে আছি।'

বিতর্ক চলল সারা সপ্তাহ ধরে। প্লেখানফের মতো আকসেলরদও ভ্লাদিমির সম্পর্কে উঁচু ধারণা করলেন ও আশান্বিত হয়ে মনে মনে ভাবলেন, এমনি একজন মানুষই এখন চাই যাঁর মধ্যে সমন্বয় ঘটেছে মার্কসবাদী তত্ত্বে দখল ও বাস্তব সাংগঠনিক দক্ষতার।

সপ্তাহ তিনেক সুইজারল্যাণ্ডে কাটিয়ে ভ্লাদিমির গেলেন প্যারিসে। সেখানে দেখা হল পল লাফার্গ-এর সঙ্গে। ফরাসী ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের একজন সুপরিচিত নেতা তিনি, ফরাসী শ্রমিক পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, মার্কস ও এঙ্গেলস-এর শিষ্য। কার্ল মার্কসের মেয়ে লরাকে তিনি বিয়ে করেছিলেন।

রুশদেশের শ্রমিকরা মার্কসবাদ পড়ছে, এ-খবরটি উৎসাহের সঙ্গে জানালেন লাফার্গকে ভ্লাদিমির।

লাফার্গ একটু যেন অবিশ্বাসের সুরে বললেন, 'পড়ছে, ভালো কথা, বুঝতে পারছে কি?'

'পারছে।'

'এখানে আমরা গত কুড়ি বছর ধরে মার্কসবাদ পড়াচ্ছি, বিশেষ কেউ বোঝে না।'

প্যারিসে প্রায় ছ'সপ্তাহ কাটিয়ে আবার ফিরে গেলেন সুইজারল্যাণ্ডে। কয়েকটি দিন কাটালেন একটি নার্সিং হোমে। তারপরে গেলেন বার্লিনে।

শহরের উপকণ্ঠে একটি ঘর ভাড়া নিলেন আর অধিকাংশ সময় কাটাতে লাগলেন বার্লিন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে বিদেশের মার্কসবাদী সাহিত্য পড়াশুনো করে। এই বার্লিনে থাকার সময়েই জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের অন্যতম নেতা ভিল্‌হেলম লীব্‌কৃনেখ্‌ট-এর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। ফ্রীডরিখ এঙ্গেলসের সঙ্গেও দেখা করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এঙ্গেলস তখন ছিলেন লণ্ডনে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায়।

রুশদেশে ফিরে এলেন ১৮৯৫ সালের সেপ্‌টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে। সঙ্গে নিয়ে এলেন প্রচুর বেআইনী মার্কসবাদী সাহিত্য। পুলিস তল্লাশী চালিয়েও ধরতে পারল না, কারণ তাঁর স্যুটকেসে একটি তলের ওপরে ছিল আরেকটি তল আর বইপত্র লুকনো ছিল দুই তলের মধ্যে।

এই সময়টা ভ্‌লাদিমিরকে কাটাতে হয়েছিল বিশেষ টানাটানির মধ্যে। আইনজীবী হিসেবে তাঁর আয় ছিল যৎসামান্যই, প্রধানত নির্ভর করতে হত মায়ের পাঠানো টাকার ওপরে। বাধ্য হয়ে সস্তা ভাড়ার একটি ঘর নিয়ে ছিলেন, এমনই ঘর যে পাশের ঘরের গোলমালে স্থির হয়ে কোনো কাজ করা সম্ভব হত না। রাত্তিরবেলা ঘুমোবার সময়টুকু বাদে সারাটি দিন তিনি প্রায় লাইব্রেরিতেই কাটিয়ে দিতেন।

এই সময়ে মায়ের কাছে একটি চিঠিতে (তারিখ : ৫ই অক্‌টোবর, ১৮৯৫) তিনি লিখছেন :

'আমার মাগো, তোমার কাছে হাত পাতছি, আমাকে কিছু টাকা পাঠিও, আমার অবস্থা প্রায় কপর্দকশূন্য। সামারায় যে গ্রাফোফ কেসটা আমি চালিয়েছিলাম তার দরুন টাকাটা নাকি নভেম্বরে পাব, এই মর্মে চিঠি পেয়েছি। (যদি সত্যিই পাই, জানি না দেবার ব্যাপারে কোনো নিশ্চয়তা আছে কিনা) তাহলে আমার হাতে আসবে সত্তর রুবল। আমি আরো আশ্বাস পেয়েছি যে একজন আইন উপদেষ্টার সহকারীর পদটি আমাকে দেওয়া হবে। আদৌ দেওয়া হবে কিনা জানি না।'

এই একই চিঠিতে ভ্‌লাদিমির মাকে জানাচ্ছেন সেণ্ট পিটার্সবুর্গে তাঁর একমাসের খরচের হিসেব। মোট খরচের পরিমাণ চুয়ান্ন রুবল তিরিশ কোপেক, তারও ওপরে আরও প্রায় দশ রুবল কিছু জিনিসপত্র কিনতে, আরও প্রায় দশ রুবল একটি আদালতের মামলায়। জামাকাপড় ও বই ইত্যাদি কেনার জন্যে খরচ হয়েছে ষোল রুবল। এই খরচ বাদ দিলে (কেননা প্রতি

মাসে এই খরচটির প্রয়োজন হবে না) থাকা-খাওয়ার জন্যে খরচের পরিমাণ দাঁড়ায় আটত্রিশ রুবল। ভ্‌লাদিমির নিজেই বলছেন, খরচটা বড্ড বেশি, আরো হিসেব করে চলা উচিত ছিল। এই একমাসে শুধু গাড়িভাড়া বাবদ খরচ হয়ে গিয়েছে এক রুবল ছত্রিশ কোপেক। মাকে ভ্‌লাদিমির জানাচ্ছেন, একটু গুছিয়ে বসতে পারলেই নিজের খরচ তিনি অনেকখানি কমিয়ে ফেলতে পারবেন।

১৮৯৫ সালের শরৎকালে সেন্ট পিটার্সবুর্গের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের জীবনে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে গেল। সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের আলাদা আলাদা দলগুলো মিলিত হয়ে গঠন করল একটি অখণ্ড রাজনৈতিক সংগঠন। ডিসেম্বর মাসে এই সংগঠনের নাম দেওয়া হল শ্রমিক মুক্তি সংগ্রাম লীগ।

লীগের নেতৃত্ব থাকল কেন্দ্রীয় একটি গোষ্ঠীর ওপরে। ভ্‌লাদিমির ও ক্রুপ্‌সকায়া দুজনেই এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন এ ভানেইয়েফ, পি জাপোরোঝেত্‌স, জি ক্রঝিঝানোভস্কি, এল মার্তোফ, এ পোত্রেসফ, এস রাদচেঙ্কো ও ভি স্তারকোফ। লীগের কার্যকলাপ চলতে থাকল কারখানায় কারখানায় শ্রমিকদের পাঠকচক্রগুলোকে ভিত্তি করে। লীগের উদ্যোগে প্রকাশিত হতে থাকল প্রচুর ইস্তাহার।

দাবি আদায়ের জন্যে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক লড়াই এবং জারতন্ত্র ও পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াই—এ দুটিকে যুক্ত করল লীগ। তার মানে, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের ধ্যানধারণা যুক্ত করা। রুশদেশে এ এক ঐতিহাসিক লক্ষ্যসাধন। তারপর থেকে রুশদেশে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন মার্কসবাদের পতাকার নিচেই অগ্রসর হয়ে গিয়েছে।

এদিকে পুলিসের টিকটিকি পিছনে লেগেই ছিল। কিন্তু ভ্‌লাদিমিরও কম যান না। শ্রমিক-এলাকার অলিগলি তাঁর নখদর্পণে। টিকটিকিদের সাধ্য কি তাঁকে চোখে চোখে রাখে।

একদিন পথ দিয়ে চলেছেন হঠাৎ মনে হল একজন লোক যেন কোনোদিকে খেয়ালই নেই এমনভাবে হাঁটছে, সন্ধেবেলার এই ভিড় এই হৈ-হট্টগোল তার

যেন একেবারেই বরদাস্ত হচ্ছে না। চলতে চলতে ভ্‌লাদিমির করলেন কি, সাঁ করে ঢুকে গেলেন পাশের একটা উঠোনের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে লোকটিও সচকিত, একটা গেটের আড়ালে গিয়ে নজর রাখার চেষ্টা করল। ভ্‌লাদিমিরও সঙ্গে সঙ্গে গা ঢাকা দিয়ে সদর পার। ভ্‌লাদিমির লিখছেন, "দরজার পাশে চৌকিদারের টুলে আমি বসে রইলাম, রাস্তা থেকে কেউ আমাকে দেখতে পাচ্ছিল না। কিন্তু জানলা দিয়ে তাকিয়ে আমি সবই দেখতে পাচ্ছিলাম। টিকটিকিটার ভ্যাবাচাকা অবস্থা দেখে আমার হাসি পাচ্ছিল। সিঁড়ি দিয়ে এক ভদ্রলোক নামছিলেন। তিনি দেখলেন চৌকিদারের টুলের ওপরে বসে একটি লোক একা একা আপন মনে হাসছে। দেখে তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।"

এমনি চলল কিছুদিন। টিকটিকিরা কিছুতেই ভ্‌লাদিমিরের হদিস করতে পারছে না। ওদিকে ভ্‌লাদিমিররা তোড়জোড় করছেন বেআইনী একটি পত্রিকা প্রকাশ করার। প্রথম সংখ্যার লেখাপত্তর সব তৈরী, কম্পোজও হয়ে গিয়েছে, চূড়ান্ত সংশোধনের পরে প্রুফশীটগুলো ছাপতে যাবে, এমনি সময়ে ব্যাপারটা ঘটে গেল। ভ্‌লাদিমির গ্রেপ্তার হলেন।

সম্ভবত একজন সহকর্মী কয়েকটি রৌপ্যখণ্ডের বিনিময়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ওখ্‌রানার (গোয়েন্দা পুলিসের) এটাই ছিল শেষ চাল। টিকটিকি লেলিয়ে ভ্‌লাদিমিরকে গ্রেপ্তার করা যাবে, এ-বিষয়ে হতাশ হবার পরে একজন বিশ্বাসঘাতককে খুঁজে বার করার দিকে তারা নজর দিয়েছিল।

কারাগারে ও নির্বাসনে

বিপ্লবই যাঁর ধ্যানজ্ঞান তাঁকে নিরস্ত করবে কে! কারাগারে এসেও ভ্লাদিমির তাঁর বৈপ্লবিক কাজকর্ম সমানে চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। খোলাখুলি অবশ্যই নয়, অন্য নানা উপায়ে।

বেআইনী ইস্তাহার ও পুস্তিকা লিখতেন আর কারাগারের বাইরে তা পাচার করতেন। কি ভাবে? লিখতেন তিনি লেবুর রস বা দুধ দিয়ে। তাতে কাগজের ওপরে কোনো দাগ পড়ত না। পরে কাগজটি একটু গরম করলেই লেখাগুলো বাদামী হয়ে ফুটে উঠত। লিখবার সময়েও সাবধান হতে হত। একটা দোয়াতদানিতে বা পাত্রে কালির বদলে দুধ নিয়ে বসতেন, তা নয়। দুধে ভেজানো পাঁউরুটি থাকত সামনেটিতে। তারই মধ্যে কলম ডুবিয়ে ডুবিয়ে লিখতেন। কেউ সামনে এসে পড়লেই টপ্ করে গিলে ফেলতেন দুধে ভেজানো পাঁউরুটির টুকরোটি। একবার একটি চিঠিতে তামাশা করে লিখেছিলেন, "আজ আমি ছ'টি দোয়াতদানি খেয়ে ফেলেছি।"[২]

এই কারাগারে থাকার সময়েই ভ্লাদিমির পার্টির জন্যে একটি কর্মসূচী রচনা করেছিলেন। তাতে ছিল রুশদেশে পুঁজিতন্ত্রের গভীর বিশ্লেষণ এবং প্রোলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের মৌল কর্তব্যের নির্দেশ।

এই কারাগারে থাকার সময়েই রুশদেশে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ সম্পর্কে একটি গবেষণামূলক কাজে হাত দিয়েছিলেন ও 'রুশদেশে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ' নামে তাঁর বইটি লিখতে শুরু করেছিলেন।

কারাগারে অন্য কমরেডদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন অভিনব একটি উপায়ে। লাইব্রেরির বিশেষ কোনো বইয়ের বিশেষ একটি পৃষ্ঠায় বিশেষ বিশেষ অক্ষরের ওপরে ফুটকি-চিহ্ন বসাতেন। সেই অক্ষরগুলো জোড়া লাগালেই খবরটি পাওয়া যেত।

শুধু যোগাযোগ রাখা নয়, প্রত্যেক কমরেডের সুবিধা-অসুবিধার দিকে নজর রাখতেন। হয়তো কেউ মনমরা হয়ে থাকে, শহরে কোনো আত্মীয়-স্বজন না থাকাতে কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে আসে না; ভ্লাদিমির বাইরে খবর পাঠাতেন—অমুক কমরেডের জন্যে একজন "প্রণয়িনী" যোগাড় করে পাঠিয়ে দাও। অমুক কমরেড লাইব্রেরির অমুক বইয়ে অমুক

যেন খুঁজে দেখে। তার জন্যে একটা চিঠি থাকছে। অমুক কমরেডের গরম জামাকাপড় নেই, এক্ষুনি পাঠাও। ইত্যাদি ইত্যাদি। কারাগারে ভ্‌লাদিমির যেন ছিলেন অফুরন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার ভাণ্ডার। অকাতরে তা তিনি বিলিয়ে দিতেন ও সহজেই অন্যদের চাঙ্গা করে তুলতেন।

নিজের শরীরের দিকেও অবশ্যই নজর ছিল। শুতে যাবার আগে নিয়মিত ব্যায়াম করতেন। তার ফলে হাড়কাঁপানো শীতেও তাঁর অস্বস্তি হত না। কারাগারের সেলগুলো ছিল বরফের মতো ঠাণ্ডা, তার মধ্যেও বিনা কষ্টে ঘুমোতে পারতেন।

১৮৯৬ সালের জানুয়ারি মাসে লীগের আরো কয়েকজন সদস্য গ্রেপ্তার হলেন। আগস্ট মাসে গ্রেপ্তার হলেন ক্রুপ্‌সকায়া। ভ্‌লাদিমির সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন ও সকলকে নির্দেশ ও পরামর্শ পাঠাতে লাগলেন।

চোদ্দ মাসের কারাবাসের পরে ১৮৯৭ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ভ্‌লাদিমিরের ওপরে হুকুম হল নির্বাসনের। নির্বাসনের মেয়াদ তিন বছর। নির্বাসনের স্থান পূর্ব সাইবেরিয়া। নির্বাসনে যাবার আগে তিনদিনের জন্যে ছাড়া পেলেন কারাগার থেকে।

সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে যাবার জন্যে ভ্‌লাদিমির সেন্ট পিটার্সবুর্গ ছাড়লেন ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে। তাঁর মায়ের চেষ্টায় তিনি নিজের খরচে সাইবেরিয়ায় যাওয়ার অনুমতি পেয়েছিলেন, ফলে অন্যান্য বন্দীদের মতো জেলখানায় চালান হতে হতে তাঁকে সাইবেরিয়ায় যেতে হয় নি।

প্রথমে গেলেন মস্কোতে, মায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। মস্কো ছাড়লেন ২২শে এপ্রিল রাত্তিরে। মার্চের গোড়ায় এসে পৌঁছলেন ক্রাস্‌নোইয়ার্স্ক-এ। এখান থেকে নৌকোয় যাত্রা, কোথায় গিয়ে তাঁকে নির্বাসনের মেয়াদ কাটাতে হবে তা জানবার পরে। সরকারী হুকুম না আসা পর্যন্ত তিনি উঠলেন কে পোপোভার বাড়িতে। বাড়িটা হচ্ছে রাজনৈতিক নির্বাসিতদের আড্ডা। স্থানীয় ও নির্বাসিত সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের ভিড় এখানে লেগেই আছে। ভ্‌লাদিমির সকলের সঙ্গেই পরিচিত হলেন।

তবে সবচেয়ে লাভবান হলেন যুদিন নামে একজন বণিকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে। তাঁর ছিল লক্ষাধিক বইয়ের প্রকাণ্ড এক লাইব্রেরি। প্রতিদিন সকালে ভ্‌লাদিমির গিয়ে হাজির হতেন সেই লাইব্রেরিতে। সন্ধে পর্যন্ত পড়তেন। মাঝে মাঝে যেতেন টাউন লাইব্রেরিতে। পড়াশুনো

করার সুযোগ ভ্লাদিমির কখনো হাতছাড়া করেন নি, নির্বাসনে যাবার পথেও সুযোগের পুর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন।

২৪এ এপ্রিল তারিখে সরকারীভাবে খবর পাওয়া গেল, ভ্লাদিমিরকে নির্বাসনের মেয়াদ কাটাতে হবে মিনুসিন্‌স্ক জেলার শুশেনস্কোয়ে গ্রামে।

৩০এ এপ্রিল তারিখে স্টীমবোটে রওনা হলেন ক্রাস্‌নোইয়ার্স্ক থেকে, সঙ্গে ছিলেন ক্র্‌ঝিঝানোভস্কি ও স্তারকফ। শেষোক্ত দুজনের ওপরেও তিনবছরের নির্বাসনের হুকুম হয়েছিল। তাঁরা যাচ্ছিলেন তেমিনস্কোয়ে গ্রামে।

মিনুসিন্‌স্ক-এ পৌছতে এক সপ্তাহ সময় লাগল। সেখান থেকে দুজন সেপাইয়ের পাহারায় গাড়িতে করে তাকে নিয়ে যাওয়া হল গন্তব্যস্থানে। শুশেনস্কোয়ে গ্রামে পৌছলেন ৮ই মে তারিখে সন্ধেবেলা। তাঁর থাকার ব্যবস্থা হল জিরিয়ানফ নামে একজন চাষীর কুটিরে। ঘরটি ছোট, ভিতরে বিছানা বলতে কাঠের পাটাতন আর একটা টেবিল ও চারটি চেয়ার। নির্বাসনে থাকার সময়ে ভ্লাদিমির মাসোহারা পেতেন মাসে আট রুবল হিসেবে, তাতেই তাঁর চলে যেত। তাঁর জীবনযাত্রায় কোনো রকম বিলাসিতা ছিল না, খুবই সাদাসিধেভাবে চলতেন, প্রয়োজন হলে খুবই কম খরচে।

সে-সময়ে শুশেনস্কোয়ে ছিল একেবারে বিচ্ছিন্ন একটি গ্রাম। নিকটতম রেলস্টেশন ছিল ৬০০ ভার্স্ট (প্রায় ৪০০ মাইল) দূরে। পক্ষকাল সময় লেগে যেত মধ্য রাশিয়া থেকে ডাক পৌছতে। গ্রামে একটিও সংবাদপত্র আসত না। গোড়ার দিকে মাসখানেক ভ্লাদিমির নিজেও সংবাদপত্র পান নি।

শুশেনস্কোয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে বোনের কাছে লেখা একটি চিঠিতে ভ্লাদিমির লিখেছিলেন, "এটা একটা বড়ো গ্রাম, রাস্তা আছে কয়েকটি, তবে সব রাস্তাই ধুলোয় ও কাদায় ভর্তি—সচরাচর যা হয়ে থাকে। গ্রামটি স্তেপের মধ্যে—বাগান বা গাছপালার চিহ্ন নেই।"

এই অবস্থার মধ্যেও ভ্লাদিমির ভেঙে পড়েন নি বা হতাশ হন নি। ভেঙে পড়া বা হতাশ হওয়া তাঁর স্বভাবের বিরুদ্ধে। অবস্থা যতোই দুরূহ হোক তিনি আশাবাদী থাকতেন। অফুরন্ত এক আশাবাদ তাঁকে উজ্জীবিত রাখত।

প্রথমেই শুরু করলেন চিঠিপত্রের মাধ্যমে নির্বাসিত সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। তাঁরা ছড়িয়ে ছিলেন গোটা সাইবেরিয়ায় ও উত্তরাঞ্চলে। তাড়া তাড়া চিঠি লিখতে হত এজন্যে। অন্যদিকে নিজে পড়তে

শুরু করলেন বিশেষ করে দর্শনের বই। একটি চিঠিতে তিনি নিজেই লিখেছিলেন, "আমি খুব ভালো করেই জানি দর্শনের শিক্ষায় আমার ঘাটতি আছে। এ-বিষয়ে আরো জানা না পর্যন্ত আমার লেখা উচিত নয়। আমি শুরু করেছি হোলবাখ ও হেলভেটিয়ুস দিয়ে, এখন পড়ছি কাণ্ট। প্রধান প্রধান দার্শনিকদের প্রধান প্রধান সমস্ত রচনা আমি যোগাড় করেছি।"

বই যোগাড় করে দেবার কাজটি সম্পন্ন হত আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের মাধ্যমে। গোটা উলিয়ানফ পরিবার তাঁকে সাহায্য করত এ-ব্যাপারে। এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্রের যোগাযোগ ছিল। অবশ্যই সবচেয়ে বেশি ও সবচেয়ে ঘন ঘন চিঠি লিখতেন মায়ের কাছে। চিঠিগুলো পড়ে বোঝা যায়, তাঁর মনের কতখানি জুড়ে ছিলেন তাঁর মা, মায়ের প্রতি কী গভীর ছিল তাঁর ভালোবাসা। শুধু 'মা' লিখে তৃপ্তি পেতেন না, লিখতেন 'আমার মাগো'।

আর মা'টিও ছিলেন বিপ্লবী সন্তানের মায়ের মতোই। ছেলে যতোটা না বিপ্লবী মাও তার চেয়ে কম নন। সবসময়ে ছেলেকে উৎসাহ দিতেন, প্রেরণা যোগাতেন। সন্তানের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পাবার জন্যে দিনের পর দিন পুলিসের দপ্তরে গিয়ে ধরনা দিতে হত। কারাগারের চারদিকে অনবরত পাক খেতেন, যদি কোনো গরাদের ফাঁক দিয়ে প্রিয় মুখটি এক লহমার জন্যে দেখা যায়।

একদিন পুলিসের বড়োকর্তা ঠাট্টা করে বলেছিল, 'গর্ব করার মতো সন্তান বটে—একজনের ফাঁসি হয়েছে, আরেকজন ফাঁসির দড়ির দিকে মাথা বাড়িয়ে আছে।'

মাথা উঁচু করে মা জবাব দিয়েছিলেন, 'বটেই তো, আমার সন্তানদের নিয়ে গর্ব করতে পারি বই কি।'

এমনি মায়ের মতো মা পেয়েছিলেন ভ্লাদিমির। শুধু 'মা' বললে তাঁর মন ভরত না, বলতেন 'আমার মাগো'। লম্বা লম্বা চিঠি লিখতেন; তিনি কেমন আছেন, কী ভাবছেন, কী করতে চান—সমস্ত কথা খুঁটিয়ে লিখতেন চিঠিতে। ছেলের জীবনের ও ভাবনার অংশ নিতে পারতেন ছেলের মা, সাধ্যমতো চেষ্টা করতেন ছেলের কারাবাসের বা নির্বাসনের কষ্ট যাতে লাঘব হয়।

তবুও সব কষ্টের লাঘব হত কি? ভ্লাদিমিরের সবচেয়ে বড়ো কষ্ট ছিল

শ্রমিকদের মধ্যে থেকে কাজ করতে না পারার। গোড়ার দিকে মানচিত্রের দিকে তাকাতে পারতেন না। মানচিত্রে রুশদেশের যে-অংশ ইউরোপের মধ্যে, সেখানে রয়েছে বড়ো বড়ো শহর। তাকালেই মনে পড়ত শ্রমিকদের কথা। বোনের কাছে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "যখনই চোখের সামনে মানচিত্র মেলে ধরি আর মানচিত্রের ওপরে কালো কালো ফুটকির দিকে তাকাই, আমার মন খারাপ হয়ে যায়। তবে এখন আমার অভ্যেস হয়ে গিয়েছে, এখন অনেকটা শান্ত মনেই তাকাতে পারি।"

ক্রুপ্‌স্কায়ার চিঠি আসত এই আকাঙ্ক্ষিত জগতের খবর নিয়ে। সেণ্ট পিটার্সবুর্গে কী ঘটছে না ঘটছে, সংগঠনের অবস্থা কী, সবই তিনি জানতে পারতেন ক্রুপ্‌স্কয়ার চিঠি থেকে।

ক্রুপ্‌স্কায়ার সঙ্গে যোগাযোগ কোনো সময়েই ছিন্ন হয় নি। ভ্‌লাদিমির যখন কারাগারে ছিলেন তখন ক্রুপ্‌স্কায়া তাঁর কাছে চিঠি পাঠাতেন তাঁর আত্মীয়স্বজনের হাত দিয়ে, যাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন।

আর ভ্‌লাদিমির যখন কারাগারের বাইরে কোনো খবর পাঠাতেন তাতে অবধারিতভাবে একটি লাইন থাকত: "লাইব্রেরিতে মিনোগা সম্পর্কে কোনো বই আছে কি?" ক্রুপ্‌স্কায়ার পার্টি-নাম ছিল মিনোগা—এই লাইনটি লিখে ভ্‌লাদিমির জানতে চাইতেন ক্রুপ্‌স্কায়া এখনো জেলের বাইরে কিনা।

কারাগারে থাকার সময়ে একটি কাণ্ড করেছিলেন। প্রতিদিন বিকেলের দিকে কয়েদীদের খানিকটা সময় ছেড়ে দেওয়া হত পায়চারি করার জন্যে। যেখানে তাঁরা পায়চারি করতেন সেখান থেকে দেখা যেত পাশের শ্‌পালেরনায়া স্ট্রীটের খানিকটা অংশ। সাংকেতিক লিপিতে ভ্‌লাদিমির খবর পাঠালেন ক্রুপ্‌স্কায়াকে: ঠিক সোয়া-দুটোর সময়ে অমুক স্ট্রীটের অমুক জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে থেকো।

পর পর তিনদিন ক্রুপ্‌স্কায়া সেই নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে দাঁড়িয়ে থেকেছিলেন। রাস্তার পথচারীরা অনেকে অবাক হত একটি মেয়েকে এমন একটি রাস্তায় এমন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। কিন্তু যাঁর জন্যে দাঁড়িয়ে থাকা, তিনি কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক দেখতে পান নি।

তবুও যতোদিন কারাগারে ছিলেন কোনো না কোনো ভাবে ক্রুপ্‌স্কায়াকে চোখে দেখার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু শুশেনস্কোয়েতে নির্বাসনে আসার পরে

সেই সম্ভাবনাটুকুও আর থাকল না। এখন শুধুই ক্রুপ্‌সকায়ার চিঠির জন্যে অপেক্ষা করে থাকা আর মনের চোখ দিয়ে দেখা।

শেষপর্যন্ত যখন পুরোপুরি উপলব্ধি করলেন, ক্রুপ্‌সকায়াকে ছাড়া চলবে না, জীবনে চলার পথে পাশাপাশি ক্রুপ্‌সকায়াকে চাই, চিঠি লিখে বসলেন ক্রুপ্‌সকায়াকে : "চলে এসো এখানে, আমার বউ হও।"

ক্রুপ্‌সকায়ার জবাব আরো সাদামাটা। তিনি লিখলেন, "বউ যদি হতেই হয় তাই হবো।"

ব্যস্, আর কোনো কথা নয়। দুই বিপ্লবীর জীবন এমনিতেই অভিন্ন লক্ষ্যে বাঁধা ছিল। একই লক্ষ্যে চলতে চলতে আরো একটা সম্পর্ক পাতিয়ে নেওয়া হল যেন। নইলে এমন ভাষায় বিয়ের প্রস্তাব ও এমন ভাষায় তা গ্রহণের দৃষ্টান্ত ভূ-ভারতে দ্বিতীয় ঘটেছে কিনা সন্দেহ।

তাই বলে এমন কথাও ঠিক নয় যে বিয়ের পরেও এই নবদম্পতি বিপ্লবের চিন্তাতেই এমন তন্ময় হয়ে ছিলেন যে এই মধুর সম্পর্কটি উপভোগ করার অবসরটুকু পর্যন্ত পান নি। বহু পরে, লেনিন তখন বেঁচে নেই, লেনিনের জীবন নিয়ে লেখা একটি নাটক পড়তে দেওয়া হয়েছিল ক্রুপ্‌সকায়াকে। নাটকে ছিল, বিয়ের পরে ভ্‌লাদিমির ও ক্রুপ্‌সকায়া অখণ্ড মনোযোগে সারাক্ষণ শুধুই ওয়েব্‌স অনুবাদ করছেন। রেগে গিয়ে ক্রুপ্‌সকায়া বলেছিলেন, 'ওরা ভাবে কি! আমাদের বয়স তখন কম, সবে বিয়ে হয়েছে, আবেগের সঙ্গে একে অপরকে ভালোবাসি, কিছুকাল আমাদের কাছে অন্য কোনো কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। আর নাট্যকার কিনা আমাদের দিয়ে আর কিছু করাতে না পেরে সারাক্ষণ শুধু ওয়েব্‌স অনুবাদ করাচ্ছে!'

১৮৯৮ সালের মে মাসে ক্রুপ্‌সকায়ার ওপরেও নির্বাসন-দণ্ড হল। তিনি নির্বাসিত হলেন তিন বছরের জন্যে, উফা এলাকায়।

ক্রুপ্‌সকায়া অনুরোধ জানালেন, উফা-র বদলে তাঁকে শুশেনস্কোয়েতে নির্বাসিত করা হোক, যেখানে আছেন ভ্‌লাদিমির ইলিচ। কারণ হিসেবে উল্লেখ করলেন, তিনি ভ্‌লাদিমির-ইলিচের প্রণয়িনী।

১৮৯৮ সালে মে মাসের গোড়ার দিকে এক সন্ধ্যায় ক্রুপ্‌সকায়া এসে পৌঁছলেন শুশেনস্কোয়েতে। সঙ্গে তাঁর মা ইয়েলিজাভেতা ভাসিলিয়েভনা। ভ্‌লাদিমির বেরিয়েছিলেন শিকার করতে, তখনো ফেরেন নি। তাতে

কোনো অসুবিধে হল না। ভ্লাদিমির যে কুটিরে থাকতেন তার মালিক এবং তার প্রতিবেশীরা ওদের দুজনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। খবর ছড়িয়ে পড়তেই গ্রামের মেয়েরা ভিড় করে দেখতে এল ভাবী বধূকে। পাতলা চেহারার একটি মেয়ে, পিঠের ওপরে মোটা বিনুনি, এমনটি তারা আগে কখনো দেখে নি, হাঁ করে তাকিয়ে রইল সকলে আর হাজারটা প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল।

শিকার থেকে ফিরে দূর থেকেই ভ্লাদিমির দেখতে পেলেন তাঁর ঘরে আলো জ্বলছে। কুটিরের মালিককে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার ঘরে কে?' চোখ পিটপিট করে লোকটি জানাল যে অস্কার আলেক্সান্দ্রোভিচ্ (সেন্ট পিটার্সবুর্গের নির্বাসিত শ্রমিক) মদ খেয়ে বাড়ি ফিরেছে আর ভ্লাদিমিরের ঘরে ঢুকে মেঝেয় বইপত্তর ছড়িয়ে ফেলেছে। আর যায় কোথায়! বড়ো বড়ো পা ফেলে ভ্লাদিমির উঠে এলেন সিঁড়ি দিয়ে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে বেরিয়েছিলেন ক্রুপ্‌স্কায়া। দুজনে একেবারে মুখোমুখি।

সেদিন রাত্তিরে দুজনের কারও চোখে ঘুম ছিল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে কাটিয়েছিলেন দুজনে। ক্রুপ্‌স্কায়া তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিলেন ভ্লাদিমিরকে: ভ্লাদিমিরের শরীর আরো শক্ত ও মজবুত, তাঁর স্বাস্থ্য আরো উজ্জ্বল।

পুলিস কর্তৃপক্ষ ক্রুপ্‌স্কায়াকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে ভ্লাদিমিরের সঙ্গে যদি তাঁর অবিলম্বে বিয়ে না হয় তাহলে তাঁকে আবার উফা-তে ফেরত পাঠানো হবে। তবুও খানিকটা সময় লেগে গেল। বিয়ে হতে হতে সেই ১০ই জুলাই। বিয়ের পরে গোড়ার দিকে তাঁরা ছিলেন জিরিয়ানফের কুটিরেই, তারপরে কিছুদিন পেত্রোভা নামে এক কৃষাণীর কুটিরে, শেষকালে নিজেরাই একটা বাসা নিলেন। বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া বাগান—ফুলের ও সব্‌জির। বাড়ির কাজকর্ম করতেন ক্রুপ্‌স্কায়ার মা। সে ছিল নবদম্পতির অতি সুখের দিন। তিরিশ বছর পরে ক্রুপ্‌স্কায়া তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "আদিম একাত্মতা ও বেঁচে থাকার নিছক আনন্দে ভরা সেই দিনগুলি আমার চোখের সামনে কী স্পষ্টভাবেই না ফুটে ওঠে! সবকিছুই ছিল এত আদিম আর এত স্বাভাবিক—সেই আমরুল শাক খাওয়া, ব্যাঙের ছাতা কুড়ানো, শিকারে যাওয়া ও স্কেটিং করা, সেই দৃশ্যাবলী, সেই অল্প

কয়েকজন বন্ধু, ছুটির দিনে একসঙ্গে···মিনুসিন্স্ক যাওয়া, একসঙ্গে ঘুরে বেড়ানো, সেই গলা মিলিয়ে গান গাওয়া, পরস্পরের সঙ্গে খুনসুটি, ঘরে ফিরলেই আমার মা, সেই আদিম গৃহ, আধা-বন্য গৃহস্থালি, সেই যৌথ জীবন—আমাদের কাজ, আমাদের যৌথ অভিজ্ঞতা ও প্রতিক্রিয়াঃ বার্নস্টাইন হাতে পাওয়ার পরে আমাদের ঘৃণা ও বিরক্তি, আরো কত কি।"

ক্রুপ্‌সকায়ার মুখেই ভ্‌লাদিমির শুনতে পেলেন, ১৮৯৮ সালের মার্চ মাসে মিন্‌স্ক-এ রুশদেশের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা একটি কংগ্রেসে মিলিত হয়েছিলেন এবং এই কংগ্রেসে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি (আর-এস-ডি-এল-পি) গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এ খবর ভ্‌লাদিমিরের কাছে খুবই আনন্দের। কংগ্রেস থেকে প্রচারিত ইস্তাহারের মূল বক্তব্যের সঙ্গে তিনি একমত হলেন।

আর-এস-ডি-এল-পির প্রথম কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জারের পুলিস সর্বত্র নির্মম দমন-নীতি চালিয়েছিল। মার্কসবাদী সংগঠনগুলি ভেঙে তছনছ হয়ে যায়। পার্টি কংগ্রেসে যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল তা ভেঙে পড়ে। তার মানে, পার্টি বলতে বোঝায়, যার রূপটি হবে একটি একক কেন্দ্রীভূত সংগঠনের, তা এই প্রথম কংগ্রেসের পরে গড়ে উঠতে পারে নি।

নির্বাসনে কি-ভাবে সময় কাটাতেন ভ্‌লাদিমির ও ক্রুপ্‌সকায়া?

সকালে দুজনে বসতেন বিদেশী বই রুশভাষায় অনুবাদ করতে। ওয়েব্‌স-এর 'ট্রেডইউনিয়নবাদের ইতিহাস' বইটি এমনিভাবেই তাঁরা অনুবাদ করেছিলেন। এই একটিই নয়, আরো করেছিলেন। কাউটস্কির একটি বই অনুবাদ করেছিলেন দু-সপ্তাহের মধ্যে। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পরে একঘণ্টা কি দু-ঘণ্টা কাটত ভ্‌লাদিমিরের 'রুশদেশে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ' বইটি নতুন করে লিখতে ও কপি করতে। এমনি লেখাপড়ার মধ্যেই অনেকখানি সময় কাটত।

তাই বলে সারা দিনরাত্তির লেখাপড়ার কাজে ঠাসা ছিল এমন কখনো নয়। কাজ শেষ হলেই দুজনে বেরিয়ে পড়তেন বেড়াতে। সাইবেরিয়ার সেই বন্য প্রান্তর আর শিরশিরে তাজা বাতাস ভালো লাগত দুজনের, আচ্ছন্নের মতো ঘুরে বেড়াতেন। তাছাড়া ভ্‌লাদিমিরের ছিল শিকারের নেশা। কোথা থেকে যেন চামড়ার ব্রীচেস যোগাড় করেছিলেন। রীতিমতো

সাজগোজ করে বেরোতেন শিকারে। কিন্তু ওই পর্যন্তই, শিকারে বেরিয়ে যখন-তখন গিয়ে পড়তেন খানাডোবার মধ্যে। তাই বলে বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ করতেন না, উঠে এসে গম্ভীর মুখে বলতেন, 'এই একটা শিকার খুঁজতে গিয়েছিলাম।' ভ্লাদিমিরের যে এমন প্রবল শিকারের নেশা তা বোধহয় ক্রুপ্‌সকায়ার জানা ছিল না। প্রথম এসে তিনি তো অবাক। সময়টা তখন বসন্ত, এই সময়েই হাঁসের ঝাঁক দেখা যায়। হয়তো লেখাপড়ার কাজ নিয়ে বসেছেন, ঝড়ের মতো প্রোমিনস্কি এসে হাজির উল্লসিত চিৎকার করতে করতে: 'এসে গেছে! এসে গেছে! হাঁসের ঝাঁক মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখলাম।' প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অস্কার-এর আবির্ভাব। তার মুখেও হাঁস ছাড়া কথা নেই। তারপরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যা-কিছু কথাবার্তা সব এই হাঁস নিয়ে। প্রথম বছরের বসন্তে ক্রুপ্‌সকায়া অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু বছর ঘুরে যখন দ্বিতীয় বসন্ত এল তখন তিনি প্রায় নিজের অজান্তেই হাঁসের গমনাগমন পারদর্শিনী, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনিও হাঁস নিয়েই কথা বলে যাচ্ছেন। আর শুধুই কি হাঁস? শীতের তুষারের পরে এসেছে এই বসন্ত, মাঠ-প্রান্তর ভাসিয়ে। বুনোহাঁস জলে সাঁতার কাটে, জঙ্গলের গাছের পাতায় কাঁপুনি তুলে ভেসে আসে জলধারার কলতান, একটা কাঠঠোকরার অবিশ্রান্ত ঠক-ঠক, জলের ওপরে রামধনুর রঙ ছড়িয়ে সূর্য অস্ত যায়। একটা কুকুর এসে জুটেছিল ভ্লাদিমির ও ক্রুপ্‌সকায়ার বাসায়। বসন্ত এলে সেই কুকুরটার পর্যন্ত কী উল্লাস, কিছুতেই ধরে রাখা যেত না।

ধরে রাখা যেত না ভ্লাদিমিরকেও। শিকারে বেরিয়ে পড়তেন। মাঠ পেরিয়ে জঙ্গল পেরিয়ে চলে যেতেন অনেক দূর পর্যন্ত। হয়তো বললেন, 'দ্যাখ, এখন যদি কোনো খরগোশ আমাদের সামনে এসে পড়ে তাহলে কিন্তু আমি গুলি চালাব না। আমাদের সঙ্গে দড়ি নেই, দড়ি ছাড়া খরগোশ বয়ে নিয়ে যাওয়া খুবই অসুবিধের ব্যাপার।' কিন্তু বলাই সার, পর মুহূর্তে একটা খরগোশ সামনে এসে পড়ল তো সঙ্গে সঙ্গে গুলি। শিকার সামনে দেখলে ভ্লাদিমির ভুলে যেতেন সবকিছু।

এমনি চলত মাসের পর মাস। শরৎ শেষ হয়ে আসত, য়েনিসেই নদীর ওপরে টুকরো টুকরো বরফ ভাসতে দেখা যেত, তখনো ভ্লাদিমির খরগোশ শিকার করতে বেরোচ্ছেন। এই সময়টায় যেতেন দূর দূর দ্বীপে। সেখানকার খরগোশগুলো তখন সাদা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু দ্বীপ ছেড়ে তাদের যাবার

উপায় নেই, ছাগলের মতো লাফাতে লাফাতে দ্বীপময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন এমনকি ভ্লাদিমির পর্যন্ত, যাঁর হাতের টিপ বিশেষ সুবিধের ছিল না, এত খরগোশ শিকার করতেন যে নৌকো বোঝাই করে সেগুলো নিয়ে আসতে হত।

নদীর জল জমে বরফ হতে শুরু করেছে, তখনো কিন্তু দুজনে বেড়াতে বেরোতেন। নদীর ধার দিয়ে চলে যেতেন অনেক দূর পর্যন্ত। পাতলা বরফের নিচে স্পষ্ট চোখে পড়ত অজস্র নুড়ি আর ছোট ছোট মাছ—আশ্চর্য এক রূপকথার জগৎ যেন। তারপরে আসত শীত, থার্মোমিটারের পারদ পর্যন্ত জমে যেত, নদীগুলো জমাট বরফ। আবার সেই বরফের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া জলস্রোত জমে গিয়ে আরো একটি পাতলা স্তর। স্কেটিং করার সময়ে পায়ের নিচে সেই পাতলা স্তরটি মুড়মুড় করে ভেঙে পড়ত। খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠতেন ভ্লাদিমির।

সন্ধেটা সাধারণত কাটত বই পড়ে, দর্শনের বই—হেগেল, কাণ্ট প্রভৃতি। ক্লান্তি বোধ করলে পড়তেন পুশকিন, লেরমেনতফ, নেক্রাসফ।

সেণ্ট পিটার্সবুর্গে আসার পর থেকেই ভ্লাদিমিরকে দেখে অনেকের ধারণা হত সাহিত্য-টাহিত্য বোধহয় এই মানুষটির ধাতে নেই। মাথাজোড়া টাক, অল্প একটু লালচে দাড়ি, ভুরুর নিচে মিটমিটে চাউনি, ভাঙা-ভাঙা গলা—তাঁকে চব্বিশ বছরের তরুণ বলে কেউ ভাবতে পারত না। ঠাট্টা করে অনেকে বলত, উলিয়ানফ বোধহয় বুড়ো আর টেকো হয়েই জন্মেছে। এই মানুষটির মধ্যে কোনো রসকস আছে, যা থাকলে লোকে সাহিত্য পড়ে, তা যেন ঠিক ভাবা যেত না। রাজনীতি নিয়েই তাঁকে কথা বলতে শুনত সবাই এবং এই বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর দখল ও ক্ষমতাকে শতকণ্ঠে স্বীকার করে নিত। কিন্তু সাহিত্যেও যে তাঁর দখল কম নয়, তুর্গেনিয়েফ, তলস্তয় ও চের্নিশেভস্কি বার বার পড়েছেন, ক্লাসিক্স-এর অনুরাগী, সে-খবর কেউ জানত না। ক্রুপ্সকায়াও নয়। নির্বাসনে এসেই প্রথম তিনি চোখের সামনে দেখতে পেলেন ঘোরতর রাজনৈতিক মানুষটির ভিতরকার সাহিত্যানুরাগী মানুষটিকে।

সপ্তাহে দু-দিন ডাক আসত। বিস্তারিত খবর দিয়ে চিঠি লিখতেন আনা। চিঠি আসত সেণ্ট পিটার্সবুর্গের কমরেডদের কাছ থেকে, এমনকি অন্যান্য নির্বাসিতদের কাছ থেকেও। সব মিলিয়ে সংখ্যায় প্রচুরই আসত।

কী নিয়ে লেখা হত এত চিঠি? হেন বিষয় নেই যা নিয়ে লেখা হত না।

রুশ খবর, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা, বই, নতুন ঝোঁক, দর্শন ইত্যাদি সব বিষয়ে। এমনকি দাবাখেলার বিষয়েও। চিঠি চালাচালি করে দাবা খেলা চলত। এক-একটি চিঠি আসত আর নির্দিষ্ট চালটি দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাবার ছকের সামনে বসে ভ্লাদিমির চাল ভাবতেন। সময়ে সময়ে এমনই উন্মত্ত হয়ে যেতেন যে ঘুমের ঘোরেও তাঁকে চিৎকার করে উঠতে শোনা যেত, 'ও যদি ঘোড়ার এই চাল দেয় আমি আমার নৌকোকে ওখানেই বসিয়ে রাখব।'

এই ভ্লাদিমিরই নির্বাসনের পরে দাবা খেলা একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

এত যাঁর নেশা তিনি এমন অনায়াসে ছাড়লেন কি করে?

ক্রুপ্‌সকায়াকে ভ্লাদিমির বলেছিলেন, 'দাবা খেলা বড়ো বেশি গ্রাস করে বসে। আসল কাজে এতে বাধা সৃষ্টি হয়।'

একেবারে ছেলেবেলা থেকেই ভ্লাদিমিরের এই আশ্চর্য ক্ষমতা। যখনই বুঝতে পারতেন কোনো কিছু তাঁর আসল কাজের পক্ষে বাধা স্বরূপ, তিনি অনায়াসে সেটা বর্জন করতে পারতেন।

আরেক বার বলেছিলেন, 'আমি যখন স্কুলে পড়ি স্কেটিং করতে খুব ভালোবাসতাম। কিন্তু যেদিন বুঝতে পারলাম স্কেটিং করলে বড়ো বেশি ঘুম পায়, পড়াশুনোর ক্ষতি হয় তাতে, স্কেটিং ছেড়ে দিলাম।'

একসময়ে ল্যাটিন শিখতে শুরু করেছিলেন। তাও ছেড়ে দিয়েছিলেন। কেন? না, ওতে আসল কাজে বাধা পড়ে।

কাজেই নির্বাসনে থাকার সময়ে ভ্লাদিমির যতোই মাঠে-ঘাটে ঘুরে ঘুরে বেড়ান, যতোই শিকার করতে ছুটুন, যতোই দাবার ছকের সামনে ধ্যানস্থ হোন, আসল কাজে ঠিক থাকতেন, সেখানে বিন্দুমাত্র বাধা সৃষ্টি হতে দিতেন না।

নির্বাসনের দিনগুলিতে কী ছিল ভ্লাদিমিরের আসল কাজ?

বই পড়া, বই লেখা ও তত্ত্বগত তৎপরতা চালিয়ে যাওয়া। রুশদেশে তখন পুঁজিতন্ত্রের দ্রুত বিকাশ ঘটছে, সেই সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনেরও। কাজেই রুশদেশের মার্কসবাদীদের সামনে সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন ছিল রুশদেশের অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে মার্কসবাদী তত্ত্ব সঠিকভাবে প্রয়োগ করার।

এ-প্রশ্নের সমাধান পেতে হলে যে তত্ত্বগত প্রস্তুতি দরকার, নির্বাসনে থাকার সময়টি ভ্‌লাদিমির কাজে লাগিয়েছিলেন তা আয়ত্ত করার জন্যে।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত আলো জ্বলত তাঁর ঘরে। ঘুমন্ত গ্রামের চাপ-বাঁধা অন্ধকারের মধ্যে ঝকঝক করত তাঁর জানলার আলো। শ্চিপাচফের একটি কবিতায় শুশেনস্কোয়ের এই ঘরটির বর্ণনা আছে। গদ্য অনুবাদে কবিতাটি এই :

বাতি জ্বলে ; ছায়া কুঁকড়ে যায়, ছায়া কাঁপে,
ঝোড়ো তুষার হাওয়া গ্রাম ঘিরে—
এখানে, লেনিনের পাশে, চিন্তায় ও অধ্যয়নে মগ্ন
বিশ্বের অক্ষরেখায় শুশেনস্কোয়ে।
মধ্যরাত্রি দূর অতীত, জানালায় দৃষ্টিরোধী তুষার
তবুও লেখা চলেছে অন্তহীন, কেননা সময় অমূল্য।
তুষার ঝড়ে ঝাপসা উনিশ শতকের জানালা দিয়ে
হে বিশের শতক, তোমাকে তিনি দেখছেন সঠিক ও স্পষ্ট।
তিনি দেখছেন, তিনি জানেন কোথায় রুশের শক্তি,
তার প্রদীপ্ত ভবিষ্যতের আলো কী আশ্চর্য দ্যুতিমান।
যদিও রক্তবর্ণ কালি শুষ্কতায় লীন
ইতিপূর্বেই অমরতায় উত্তীর্ণ তাঁর লেখা।

নির্বাসনে থাকার সময়ে ভ্‌লাদিমির 'রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কর্তব্য' (১৮৯৭) নামে একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন। পুস্তিকায় তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থিত করেন যে রুশদেশের মার্কসবাদী পার্টিকে সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক উভয় কর্তব্যই পালন করতে হবে। এই দুটি কর্তব্যকে কিছুতেই পৃথক করে দেখা চলে না। কদাচ মনে করা উচিত নয় যে তারা পরস্পর বিরোধী। রুশদেশের বিশেষ অবস্থায় তাদের যোগসূত্র ও সম্পর্কের বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করা অবশ্যই দরকার। রুশদেশের সংগ্রাম চালাতে হবে একদিকে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে। কাজেই প্রোলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রাম এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যাতে উভয় লক্ষণই প্রকাশ পায়। অর্থাৎ একদিকে শ্রেণী-সংগ্রাম হবে গণতান্ত্রিক (স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ও জমির মালিকদের বিরুদ্ধে লড়াই ও গণতান্ত্রিক রিপাব্লিক প্রতিষ্ঠা), অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক (পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ সংগঠন)।

ভ্‌লাদিমিরের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল এই যে বৈপ্লবিক আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা প্রোলেতারিয়েতের, রুশদেশের আসন্ন বিপ্লবে আধিপত্য শ্রমিক শ্রেণীর। বৈপ্লবিক শক্তি হিসেবে আগাগোড়া অবিচল থাকতে পারে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণী, যাদের পিছনে সমবেত হবে কৃষক জনতা—কেননা কৃষকরা জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে। সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামের পথে প্রথম পদক্ষেপ—জারতন্ত্রের উচ্ছেদ।

তাঁর ভাষায়, "একমাত্র প্রোলেতারিয়েতই হতে পারে রাজনৈতিক মুক্তির জন্যে ও গণতান্ত্রিক সংগঠনের জন্যে পুরোধা সংগ্রামী। এমনটি যে হয় তার প্রথম কারণ, রাজনৈতিক নির্যাতন সবচেয়ে বেশি মাত্রায় এসে পড়ে প্রোলেতারিয়েতের ওপরে।...দ্বিতীয় কারণ, রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় পূর্ণমাত্রায় গণতান্ত্রিকীকরণ সম্ভবপর হতে পারে একমাত্র প্রোলেতারিয়েতের দ্বারা, কেননা, এর ফলে ব্যবস্থাটি ন্যস্ত হয় শ্রমিকদের হাতে।"

পুস্তিকায় তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন পার্টি-নীতির ওপরে, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের স্বাধীন অবস্থানের ওপরে। রাজনৈতিক দিক থেকে যারা বিরোধী তাদের সমর্থন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা অবশ্যই করবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে কর্মসূচী ও তত্ত্বের ক্ষেত্রে নীতিগত কোনো প্রকার আপোস চলতে পারে। মার্কসবাদে নীতিগত আপোসের কোনো স্থান নেই।

পুস্তিকায় তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বললেন যে বৈপ্লবিক তত্ত্ব ছাড়া প্রোলেতারিয়েতের মুক্তি-সংগ্রাম কিছুতেই সম্ভব নয়। তাঁর ভাষায়, "বৈপ্লবিক তত্ত্ব ছাড়া বৈপ্লবিক সংগ্রাম হতে পারে না।" এই উক্তিটি সকল মার্কসবাদীর কাছে পথ-নির্দেশক নীতিস্বরূপ।

পুস্তিকায় তিনি সারা রাশিয়ায় ছড়ানো সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক গোষ্ঠী ও চক্রগুলির উদ্দেশে একটিমাত্র সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি গঠনের ডাক দিলেন।

পুস্তিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় জেনিভায় ১৮৯৮ সালে। প্রকাশ করেন শ্রমিক মুক্তি গোষ্ঠী। সারা রুশদেশে পুস্তিকাটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা ও অগ্রণী কর্মীরা আগ্রহের সঙ্গে পুস্তিকাটি পাঠ করেন।

'রুশদেশে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ'—এটি ভ্‌লাদিমিরের একটি ক্লাসিক রচনা যা তিনি নির্বাসনে থাকার সময়ে সম্পূর্ণ করেছিলেন। বইয়ের খসড়াটি তৈরি

হয়ে গিয়েছিল ১৮৯৮ সালের আগস্ট মাসের মধ্যেই, তার পরের কয়েক মাস ধরে পাকাপাকিভাবে লিখেছেন।

১৮৯৮ সালের অকটোবরে লেখা চিঠিতে ক্রুপ্‌সকায়া জানাচ্ছেন ভ্‌লাদিমিরের মাকে: ভ্‌লাদিমির "এখন ডুবে আছে তার বাজার নিয়ে। সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত শুধু লিখছে।"

লেখা শেষ হল ১৮৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে। রুশদেশে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ সম্পর্কিত এই বইটি ভ্‌লাদিমির লিখতে চেয়েছিলেন শুধু কয়েকজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের জন্যে নয়, সাধারণভাবে ব্যাপক অংশের বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের জন্যে ও অগ্রসর শ্রমিকদের জন্যে। বইটি যখন লিখছিলেন তখন নির্বাসনের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে পাণ্ডুলিপি পড়িয়েছিলেন। সমচিন্তার বন্ধুদের মতামতকে খুবই মূল্য দিতেন তিনি। বলা বাহুল্য, সবচেয়ে বড়ো পাঠক হতে হয়েছিল ক্রুপ্‌সকায়াকে। যেমন তেমন পাঠক নয়, একজন সাধারণ পাঠক, যাকে সমস্ত কিছু গোড়া থেকে বোঝাতে হয়। ক্রুপ্‌সকায়া লিখছেন, "আমাকে হতে হচ্ছে 'অবোধ পাঠক', আমাকে বিচার করে দেখতে হবে 'বাজার' সম্পর্কিত বিষয়টি যথেষ্ট প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিনা। আমি চেষ্টা করি যতোদূর সম্ভব 'অবোধ' হতে, কিন্তু বিশেষ কোনো দোষ খুঁজে পাই না।"

নির্বাসনে থেকে বই প্রকাশ করাটা সহজ ছিল না। বইয়ের পাণ্ডুলিপি ভ্‌লাদিমির পাঠিয়ে দিলেন বোন আনার কাছে। আনা চলে এলেন মস্কো থেকে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে, তিনি বইটির প্রুফ সংশোধন করলেন।

ভ্‌লাদিমিরের এই বইটি তিন বছরের গবেষণার ফল। প্রচুর তথ্য ও পরিসংখ্যান সহযোগে ভ্‌লাদিমির এই বইয়ে উপস্থিত করেছেন পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-ধারার সাধারণ বাস্তব সূত্রগুলো। বিশ্লেষণ করেছেন আভ্যন্তরিক বাজার গঠনের সমস্যাটি। খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করেছেন রুশদেশে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ ও আভ্যন্তরিক বাজারের প্রশ্নে নারোদনিকদের ভুলগুলি।

রুশদেশে অর্থনৈতিক বিকাশের সত্যিকারের একটি চিত্র তুলে ধরতে পেরেছেন ভ্‌লাদিমির তাঁর এই বইয়ে। সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের মধ্যে পৃথকীভবনের প্রক্রিয়ার একটি মার্কসবাদী বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও। তিনি দেখিয়েছেন কৃষকরাও বাজারের বশ, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ও আবাদের প্রয়োজনে এই বাজারের ওপরেই তাদের নির্ভর করতে হয়।

তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে রুশদেশের কৃষির পুঁজিবাদী বিকাশের দুটি সম্ভাব্য পথ আছে। একটি পথ, পুরনো জমিদারী ব্যবস্থায় (যার সঙ্গে হাজারটা সুতোয় দাসতন্ত্র বাঁধা) ধীর পরিবর্তন। দ্বিতীয় পথ, দাসতন্ত্রের সমস্ত অবশেষের বৈপ্লবিক ধ্বংসসাধন, বিশেষ করে জমিদারী ব্যবস্থার। এই দ্বিতীয় পথ সুযোগ এনে দেয় পুঁজিতান্ত্রিক ভিত্তিতে উৎপাদন শক্তির সবচেয়ে দ্রুত ও সবচেয়ে মুক্ত বিকাশের, যার ফলে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে তার মৌল কর্তব্যপালনের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়। এই মৌল কর্তব্য হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রের উৎখাত ও সমাজতান্ত্রিক লাইনে দেশের অর্থনীতির পুনর্গঠন।

পুঁজিতন্ত্রের পরিণতি সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টি থাকা চাই। বৈপ্লবিক সংগ্রামের তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্নটি এই : সমাজের বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের কাজটি কোন শ্রেণীকে সম্পন্ন করতে হবে, কোন শ্রেণীর পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব ? বিপ্লবীরা কোন সামাজিক শক্তির ওপরে নির্ভর করবে ? আসন্ন বিপ্লবের জয়লাভের সম্ভাবনা ও শর্ত কি ?

ভ্লাদিমির তাঁর বইয়ে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করলেন এবং দেখালেন যে রুশদেশে প্রোলেতারিয়েতের নেতৃত্বে একটি মহান গণ-বিপ্লব দানা বেঁধে উঠছে।

শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে কৃষকের জোট বাঁধার ধারণাও একই সঙ্গে এসে পড়ে। আসন্ন বিপ্লবে প্রোলেতারিয়েতের আধিপত্যের ধারণাও।

রুশদেশের অর্থনৈতিক বিকাশের বিশ্লেষণ করে ভ্লাদিমির এই বইয়ে তিনটি কাজ সম্পন্ন করলেন : প্রথমত নারোদনিক ও 'বৈধ মার্কসবাদীদের' যুক্তির অসারতা উদ্ঘাটন করে দিলেন এবং স্পষ্টভাবে দেখালেন যে এঁদের মতামত একেবারেই গ্রাহ্য নয় ; দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণ করলেন যে সমাজে অগ্রণী রাজনৈতিক শক্তি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী ; তৃতীয়ত, নির্ভুলভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন প্রোলেতারিয়েতের মিত্র রূপে কৃষকের ভূমিকা।

তিন বছরের নির্বাসনের জীবনে ভ্লাদিমির বই ও প্রবন্ধ লিখেছিলেন ত্রিশটিরও বেশি। এই সমস্ত লেখায় তিনি উপস্থিত করেছিলেন শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের রূপ এবং পার্টির কর্মসূচী ও কর্মনীতির ব্যাখ্যা। এবং সংগ্রাম চালিয়েছিলেন অর্থনীতিবাদীদের বিরুদ্ধে, মার্কসবাদকে যারা বিকৃত করছে তাদের বিরুদ্ধে।

অনেকদিন থেকেই তাঁর ইচ্ছে ছিল প্রবন্ধগুলি একত্র করে একটি বই প্রকাশ করবেন। ১৮৯৮ সালের অক্টোবরে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে বইটি প্রকাশিত হল, নাম দিলেন 'অর্থনৈতিক বিচার ও নিবন্ধাবলী'। লেখকের নাম ভ্‌লাদিমির ইলিন। লেনিন নাম নিয়েছিলেন আরো পরে।

সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে থেকেও সমস্ত ঝোঁক ও লক্ষণ সম্পর্কে ভ্‌লাদিমির ওয়াকিবহাল থাকতে পারতেন। তিনি বিশেষ বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হলেন পশ্চিম ইউরোপে একদল সুবিধাবাদীর আবির্ভাবে। মার্কসবাদের ভুল ব্যাখ্যা করে এই সুবিধাবাদীরা চাইছিল শ্রমিক আন্দোলনে পার্টির গুরুত্বকে ছোট করে দেখাতে, ট্রেডইউনিয়নবাদ কায়েম করতে, রাজনৈতিক সংগ্রামের গুরুত্ব বাতিল করতে এবং তত্ত্বের ভূমিকা নাকচ করতে। এই সুবিধাবাদীদের পালের গোদা স্বরূপ ছিলেন জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট এডুয়ার্ড বার্নস্টাইন। ১৮৯৬-৯৮ সালে তিনি অনেকগুলো প্রবন্ধ লিখলেন সমাজতন্ত্রের সমস্যা নিয়ে, পরে প্রবন্ধগুলো একত্র করে একটি বইও প্রকাশ করলেন (১৮৯৯)।

বইটি ভ্‌লাদিমিরের হাতে এল ১৮৯৯ সালের আগস্ট মাসে। বোন মারিয়া বইটি পাঠিয়েছিলেন। পরদিনই ভ্‌লাদিমির একটি চিঠি লিখেছিলেন মায়ের কাছে। তখনো বার্নস্টাইনের বইটি পুরো শেষ করতে পারেন নি, কিন্তু যতোটুকু পড়েছেন তাতেই তিনি যে কতখানি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ তা চিঠি পড়ে বোঝা যায়। চিঠিতে জানাচ্ছেন, বার্নস্টাইনের বইটির অর্ধেকেরও বেশি অংশ তাঁরা পড়েছেন এবং যতোটুকু পড়েছেন তাতেই তিনি ও ক্রুপস্‌কায়া আঁতকে উঠেছেন। তত্ত্বের দিক থেকে বইয়ের বিষয়বস্তু অবিশ্বাস্য রকমের পঙ্গু, অপরের কথার চর্বিতচর্বণ, এমনকি সমালোচনার নামে যা বলা হয়েছে তাও খেলো ধরনের ও স্বাতন্ত্র্যবর্জিত। সোজা কথায় এ হচ্ছে সুবিধাবাদ (বা বলা চলে ফেবিয়ানবাদ* কেননা বার্নস্টাইন নিজের বলে যা

* ফেবিয়ান সোসাইটি—১৮৮৪ সালে ব্রিটেনে প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্কারপন্থী সংগঠনের নাম। এই সোসাইটিতে জড়ো হয়েছিলেন প্রধানত বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা—বিজ্ঞানী, লেখক ও রাজনীতিকরা (সীড্‌নি ও বিয়াট্রিস ওয়েব, র‍্যাম্‌জে ম্যাকডোনালড, জর্জ বার্নার্ড শ' প্রমুখ)। এই সোসাইটির সদস্যরা মনে করতেন, পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্যে প্রোলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের কোনো প্রয়োজন নেই, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেরও নয়। এই উত্তরণ ঘটবে ছোটো ছোটো সংস্কারের মধ্যে দিয়ে, সমাজের সংগঠনে ক্রমিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে।

চালাচ্ছেন তার বেশির ভাগ কথাই পাওয়া যাবে ওয়েব্‌স দম্পতির সম্প্রতি-প্রকাশিত বইখানিতে)। ব্যাপারটা আরো বেশি নিন্দনীয় এ-কারণে যে বার্নস্টাইন সরাসরি কর্মসূচীর বিরোধিতা করছেন না।

এই সময়েই ভ্‌লাদিমিরের হাতে এল বার্নস্টাইনের বিরুদ্ধে লেখা কাউট্‌স্কির বই দু-সপ্তাহের মেয়াদে। অন্য সমস্ত কাজ সরিয়ে রেখে মাত্র দু-সপ্তাহের মধ্যেই পুরো বইটি রুশভাষায় অনুবাদ করলেন ভ্‌লাদিমির ও ক্রুপ্‌সকায়া।

বার্নস্টাইনের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন প্লেখানফও। জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের পত্রিকা 'ডী নয়ে ৎসাইট'-এ অনেকগুলো প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন এ-বিষয়ে।

বার্নস্টাইনের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিল রুশদেশেও, অর্থনীতিবাদীরা ছিল তার বাহন। প্রমাণ পাওয়া গেল আনার পাঠানো একটি দলিল থেকে। দলিলটি ছিল অর্থনীতিবাদীদের 'ক্রিডো' বা বিশ্বাসের ঘোষণা। ক্রিডোকে নস্যাৎ করে দিয়ে ভ্‌লাদিমির একটি তীব্র প্রবন্ধ লিখলেন : 'রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাট-দের প্রতিবাদ'।

এই প্রতিবাদ বা 'প্রোটেস্ট' নিয়ে আলোচনা করার জন্যে নির্বাসিত সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের একটি সম্মেলন তিনি ডাকলেন ১৮৯৯ সালের গ্রীষ্মকালে। সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হল ইয়েরমাকোভস্কোয়ে গ্রামে, যেখানে নির্বাসিত ছিলেন লেপেশিনস্কি (যাঁর সঙ্গে চিঠির মাধ্যমে ভ্‌লাদিমিরের দাবাখেলা চলত) সপরিবারে। অজুহাত দেওয়া হল যে লেপেশিনস্কির মেয়ের জন্মদিন পালন করতে আসছেন সবাই।

সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন ভ্‌লাদিমির ও ক্রুপ্‌সকায়াকে নিয়ে সতেরোজন নির্বাসিত সোশ্যাল-ডেমোক্রাট। মিনুসিন্‌স্ক জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাঁরা এসেছিলেন। সভাপতিত্ব করেছিলেন ভ্‌লাদিমির।

সম্মেলনে ভ্‌লাদিমিরের লেখা 'প্রতিবাদ' সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ফলে লেখাটি হয়ে ওঠে একটি যৌথ দলিল। 'সতেরোজন নির্বাসিত সোশ্যাল-ডেমোক্রাটের প্রতিবাদ' নামে এই দলিলটি পরিচিত।

'প্রতিবাদ'-এ বলা হয় যে অর্থনীতিবাদীদের কর্মসূচীর মোদ্দা কথাটা দাঁড়ায় এই যে রুশদেশের শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের আবদ্ধ রাখবে শুধু অর্থনৈতিক সংগ্রামে আর 'বৈধ রীতির' জন্যে লড়াই করার কাজটা চালিয়ে যাবে 'লিবার্যাল বিরোধীরা,' মার্কসবাদীরা সেই লড়াইয়ে শুধু 'যোগ দেবে'। 'প্রতিবাদ'-এ

ক্রোধের সঙ্গে ঘোষণা করা হয় যে "এই কর্মসূচীর প্রয়োগ রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের আত্মহত্যার সামিল।"

'প্রতিবাদ'-এ জোরের সঙ্গে ঘোষণা করা হয় যে একমাত্র বৈপ্লবিক মার্কসবাদী তত্ত্বই হতে পারে শ্রমিকদের পতাকা। শ্রমজীবী জনগণের মুক্তির সংগ্রামে প্রোলেতারিয়ান পার্টির গুরুত্ব খুবই বেশি। "স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সুদৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে শ্রমিকশ্রেণীর স্বাধীন একটি পার্টি। রাজনৈতিক মুক্তির জন্যে অন্য যারা লড়াই করছে তাদের যোগদান ফলপ্রসূ হবে একমাত্র তখনই যখন এই পার্টির সঙ্গে তারা জোট বাঁধবে, এই পার্টিকে সমর্থন করবে।"

সম্মেলনে স্থির হল, 'প্রতিবাদ'টি বিভিন্ন এলাকার রাজনৈতিক নির্বাসিতদের কাছে পাঠানো হবে স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্যে, তারপরে প্লেখানফের কাছে পাঠানো হবে প্রকাশের জন্যে।

নির্বাসনে থাকার সময়ে ভ্লাদিমির যতো লেখা লিখেছেন সব লেখাতেই প্রধান স্থান জুড়ে থাকত একটি কথা : একটি মার্কসবাদী পার্টি গড়ে তোলা। বিষয়টি নিয়ে তিনি সে-সময়ে প্রচুর ভেবেছিলেন।

১৮৯৭ সালে ভ্লাদিমির একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন যার নাম 'যে ঐতিহ্য আমরা বর্জন করি'। দেশের বিপ্লবী ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রোলেতারিয়ান পার্টির মনোভাব কী, তা বলেছেন এই প্রবন্ধে। লিবার‍্যাল নারোদনিকদের পত্র-পত্রিকায় মিথ্যা প্রচার করা হত যে মার্কসবাদীরা নাকি ঐতিহ্যকে ত্যাগ করার শপথ গ্রহণ করে, রুশ সমাজের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের সঙ্গে তারা সম্পর্কচ্ছেদ করে। ভ্লাদিমির এই প্রবন্ধে দেখালেন, মার্কসবাদীরাই দেশের সৎ ঐতিহ্যের সত্যিকারের রক্ষক। তবে রক্ষক মানে এই হয় যে মহাফেজখানার দলিলরক্ষকের মতো তারা শুধু পাহারা দেয়, ঐতিহ্যকে তারা রক্ষা করে জনগণের সকল প্রগতিশীল অর্জন ও বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের উত্তরসাধক হয়ে। অর্থাৎ মার্কসবাদীরাই হয়ে থাকে সত্যিকারের ঐতিহ্যবাহী, ঐতিহ্যকে তারা আরো অগ্রসর করে নিয়ে চলে।

সে-সময়ে তাঁর সমস্ত লেখা থেকেই এই প্রধান কথাটি বেরিয়ে আসত যে মার্কসবাদী একটি পার্টি চাই। সেণ্ট পিটার্সবুর্গের কারাগারে থাকার সময়ে পার্টির খসড়া কর্মসূচী রচনা করতে শুরু করেছিলেন। নির্বাসনে থাকার সময়ে

আবার সেই কাজে হাত দিলেন। কয়েকটি প্রবন্ধও লিখলেন একই উদ্দেশ্যে —'আমাদের কর্মসূচী', 'আমাদের আশু কর্তব্য' ও 'একটি জরুরী প্রশ্ন'।

প্রবন্ধ তিনটি লিখেছিলেন 'রাবোচায়া গাজেতা' পত্রিকার জন্যে। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির প্রথম যে কংগ্রেসে ভ্লাদিমির উপস্থিত থাকতে পারেন নি, সেখানে স্থির হয়েছিল 'রাবোচায়া গাজেতা' হবে পার্টির মুখপত্র। কিন্তু পুলিস এই পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয়। ১৮৯৯ সালে পত্রিকাটি প্রকাশ করার চেষ্টা হয় আরেকবার। ভ্লাদিমিরকে বলা হয় পত্রিকার জন্যে প্রবন্ধ লিখতে ও পত্রিকার সম্পাদনার ভার নিতে। কিন্তু এবারের চেষ্টাও ফলপ্রসূ হয় নি।

মার্কসবাদী পার্টি গড়ে তুলতে হলে একটি পত্রিকা অবশ্যই চাই। ভ্লাদিমির লিখলেন, "আমাদের আশু লক্ষ্য হবে একটি পার্টি-পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করা, যে-পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হবে এবং যে-পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ থাকবে সকল স্থানীয় গোষ্ঠীর।"

ভ্লাদিমির বিশ্বাস করতেন, একটি সারা-রুশ পত্রিকা প্রকাশ করতে পারলে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের তত্ত্বগতভাবে ও সংগঠনগতভাবে সমাবেশ করা যাবে। রুশদেশের তৎকালীন অবস্থায় এমনি একটি পত্রিকা বেআইনী-ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব, এ-ধারণা তাঁর ছিল। তবে পুলিসী নির্যাতনের জন্যে রুশদেশের ভিতর থেকে সম্ভব নয়। পত্রিকাটি প্রকাশ করতে হবে বিদেশ থেকে।

বিপ্লবী প্রোলেতারীয় পার্টি গড়ে তোলার পরিকল্পনাই সে-সময়ে ভ্লাদিমিরের চিন্তাকে গ্রাস করে ছিল। ওদিকে নির্বাসনের মেয়াদও শেষ হয়ে আসছে। ভ্লাদিমির ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠছেন। রাত্রিবেলা ঘুমোতে পারেন না। বার বার পরিকল্পনাগুলো নিয়ে ছক করতে বসেন, চিঠির মাধ্যমে অন্যান্য নির্বাসিতদের সঙ্গে আলোচনা করেন, শয়নে-স্বপনে-জাগরণে একমাত্র চিন্তা: বিপ্লবী প্রোলেতারীয় পার্টি গড়ে তোলা চাই।

অবশেষে ভ্লাদিমিরের নির্বাসন শেষ হতে চলল। ভ্লাদিমিরের উত্তেজনা তখন চরমে। কবে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে ফিরবেন, কি-ভাবে কাজ শুরু করবেন তাই ভাবছেন শুধু। তারই মধ্যে আবার আশঙ্কাও—হয়তো নির্বাসনের মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হতে পারে। শেষপর্যন্ত ১৯০০ সালের জানুয়ারির গোড়ার দিকে পুলিস বিভাগ থেকে এই মর্মে চিঠি এল যে

ভ্লাদিমিরের নির্বাসনের মেয়াদ শেষ হচ্ছে বটে কিন্তু তাঁর ওপরে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকছে। রাজধানী সেণ্ট পিটার্সবুর্গে বা বিশ্ববিদ্যালয় আছে এমন কোনো শহরে বা বড়ো বড়ো কলকারখানা আছে এমন কোনো কেন্দ্রে তিনি বসবাস করতে পারবেন না।

মুক্তি পাচ্ছেন, সেজন্যে আনন্দ হচ্ছে নিশ্চয়ই কিন্তু তার মধ্যে একটা বিষাদের রেশও থেকে যাচ্ছে। ক্রুপ্‌সকায়ার নির্বাসনের মেয়াদ শেষ হতে তখনো একবছর বাকি। এই একটি বছর ক্রুপ্‌সকায়াকে থাকতে হবে উফায়। বিয়ের পরে এই প্রথম বিচ্ছেদ।

বিচ্ছেদ এই তিন বছরে গড়ে তোলা নিবিড় ও অন্তরঙ্গ পরিবেশটির সঙ্গেও, হৃদয়ের সখ্যতার বাঁধনে ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীদের সঙ্গেও। এমনকি কুকুরটার কথা ভেবেও পিছুটান বোধ করতে লাগলেন।

শুশেনস্কোয়েতে নির্বাসনের বছরগুলি যাদের সঙ্গে কাটিয়েছিলেন, বিদায়ের দিনের তারা কেউ কান্নায় বুক ভাসিয়েছিল, কেউ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, কেউ দিয়েছিল উপহার। ক্রুপ্‌সকায়া লিখছেন:

"১৯০০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভ্লাদিমির ইলিচের নির্বাসন যখন শেষ হল, আমরা রাশিয়ার দিকে পাড়ি দিলাম। পাশা—গত দু-বছরে যে হয়ে উঠেছে রীতিমতো সত্যিকারের সুন্দরী—সে তো কান্নায় বুক ভাসিয়ে দিল। মিন্‌কা ছটফট করছিল, কাগজ পেনসিল ও অন্যান্য টুকিটাকি যে-সব জিনিস আমরা ফেলে যাচ্ছি সেগুলো বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। অস্‌কার আলেকসান্দ্রোভিচ এসে ঢুকল আর চুপটি করে বসে রইল একটা চেয়ারের প্রান্ত ছুঁয়ে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, খুব বেশি বিচলিত। আমাকে উপহার দিল হাতে তৈরী একটি ব্রোচ, বইয়ের মতো দেখতে, ওপরে লেখা 'কার্ল মার্কস', আমরা একসঙ্গে 'ক্যাপিটাল' পড়েছিলাম তারই স্মৃতিতে। গৃহকর্ত্রী ও প্রতিবেশীরা বার বার ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখে যেতে লাগল ঘরের মধ্যে কী ব্যাপার চলেছে। কুকুরটা তো বুঝতেই পারছে না এত হট্টগোল কিসের। নাক দিয়ে ঠেলে ঠেলে সে বার বার দরজাগুলো খুলছে আর দেখে নিচ্ছে সবকিছু ঠিক জায়গায় আছে কিনা। মা ব্যস্ত জিনিসপত্তরের গোছগাছে, ধুলো নাকে ঢুকছে আর তিনি কাশছেন। ভ্লাদিমির ইলিচ বেশ পাকাপোক্ত মানুষের মতো তার বইগুলোকে বাঁধাছাঁদা করে ফেলল।

আমরা মিনুসিন্‌স্ক পৌঁছলাম। সেখান থেকে আমাদের সঙ্গে যাবার কথা

শুরকফের ও ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রোভনা সিলভিনার। আমাদের সকল নির্বাসিত ভাই জড়ো হয়েছে এখানে। আমরা সবাই ভাবছি, নির্বাসনের শেষে রাশিয়ায় ফিরে যাবার সময়ে সবাই যা ভাবে: কবে মেয়াদ শেষ হবে, কোথায় যাওয়া, কেমনভাবে কাজ শুরু করা ইত্যাদি। শীঘ্রই যাদের রাশিয়ায় ফেরবার কথা তাদের সকলের সঙ্গে একজোটে কাজ করার বিষয়ে ভ্‌লাদিমির ইলিচ কথা সেরে রেখেছে। যারা থাকছে তাদের সঙ্গে ভবিষ্যতে চিঠি মারফত যোগাযোগের ব্যবস্থাও। প্রত্যেকেই ভাবছে রাশিয়ার কথা—এদিকে কথা আমরা বলে চলেছি তুচ্ছ খুঁটিনাটি নিয়ে।

বারামজিন স্যাণ্ডউইচ খাওয়াতে চাইছে ঝেন্‌কাকে। কুকুরটার উত্তরাধিকার এবার ওরই। কিন্তু কুকুরটা ওর দিকে ফিরেও দেখছে না, মা র পায়ের কাছে পড়ে আছে আর মা কী করছে না করছে অপলক চোখে লক্ষ করছে।

অবশেষে পায়ে ফেল্‌ট-বুট, গায়ে এল্‌ক্‌ হরিণের চামড়ার কোট চাপিয়ে, আর যা আয়োজন করার করে নিয়ে আমরা রওনা হয়ে পড়লাম। ঘোড়ার পিঠে আমাদের যেতে হল ৩০০ ভার্স্ট, য়েনিসেই নদী বরাবর। দিনরাত্তির আমরা চললাম—চাঁদের আলো ছিল বলে রাত্তিরবেলা অসুবিধে হত না। যতোবার থামতাম ভ্‌লাদিমির ইলিচ এসে অতি সন্তর্পণে আমাদের গায়ের ঢাকা টেনে দিয়ে যেত, আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত আমরা কিছু ফেলে যাচ্ছি কিনা। ওল্‌গা আলেক্‌সন্দ্রোভনার ভীষণ শীত করছিল, ঠাট্টাতামাশা জুড়ে দিত ওর সঙ্গে। পুরো পথটাই আমরা গেলাম বেশ তাড়াহুড়োর সঙ্গে। ভ্‌লাদিমির ইলিচের পরনে এল্‌ক হরিণের জামা নেই, আমাদের এই বলে আশ্বস্ত করেছে যে ওই জামা পরলে ওর গরম লাগে, মা-র কাছে মাফ্‌লার চেয়ে নিয়ে হাতে জড়িয়েছে। চলতে চলতে ও নিশ্চয়ই ভাবছে রাশিয়ার কথা, যেখানে গিয়ে ও আবার ইচ্ছেমতো কাজ শুরু করতে পারবে।

উফায় পৌঁছবার পরে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল স্থানীয় লোকজন —স্ব্যরুপা, স্‌ভিদেরস্কি, ক্রোখমল। সকলেই হাঁপাচ্ছে। ক্রোখমল বলল, 'ছ-টা হোটেল খোঁজার পরে আপনাদের পেলাম।'

দিন দুয়েক উফায় কাটাল ভ্‌লাদিমির ইলিচ। আমাদের লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে, আমার ও মা-র ভার কমরেডদের ওপরে ছেড়ে দিয়ে রওনা হয়ে গেল আরো দূরের দিকে—পিটার্সবুর্গের কাছে।"

মার্কসবাদী পার্টি গড়ার কাজে

তিন বছর ধরে ভেবেছেন লিখেছেন আর পরিকল্পনা করেছেন। এবারে কাজে নামার পালা। নতুন ধরনের একটি মার্কসবাদী পার্টি গড়ে তোলা চাই। আর পার্টির সংগঠন গড়ে তোলার জন্যে অবিলম্বে চাই একটি সারা রুশ পত্রিকা। সমস্ত পরিকল্পনা তৈরী, এখন শুধু নেমে পড়া। পত্রিকা প্রকাশ করতে হলে বিদেশে যেতে হবে, ভ্‌লাদিমির তার আয়োজন করতে লাগলেন।

প্রথমে গেলেন মস্কোয়। মা-বোনের সঙ্গে দেখা করার টান তো ছিলই, তার সঙ্গে ছিল মস্কোর কমরেডদের সঙ্গে যোগাযোগ করার তাগিদ। মস্কোয় সপ্তাহখানেক কাটিয়ে গোপনে চলে এলেন সেণ্ট পিটার্সবুর্গে। উদ্দেশ্য একই, যোগাযোগ করা, বিদেশ থেকে পত্রিকা প্রকাশ করার আগে যেটা দরকার।

সেণ্ট পিটার্সবুর্গে দেখা হয়ে গেল সদ্য বিদেশ থেকে ফেরা শ্রমিক মুক্তি গোষ্ঠীর ভেরা জাস্থলিচের সঙ্গে। তাঁর কাছে ভ্‌লাদিমির প্রস্তাব করলেন, একটি সারা রুশ মার্কসবাদী পত্রিকা এবং একটি তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক সাময়িক-পত্র প্রকাশের কাজে শ্রমিক মুক্তি গোষ্ঠী যোগ দিক। নামও ঠিক করা ছিল: পত্রিকাটির 'ইস্ক্রা' (স্ফুলিঙ্গ), সাময়িকপত্রটির 'ৎসারিয়া' (ভোর)।

বিদেশে যাবার আগে যে-কটাদিন রুশদেশে আছেন, সেণ্ট পিটার্সবুর্গের যতো কাছাকাছি সম্ভব থাকার ইচ্ছে ভ্‌লাদিমিরের। সেজন্যে প্‌স্কোফ নামে জায়গাটি ঠিক করে রেখেছিলেন। এবারে এসে উঠলেন সেখানে। বাইরে দেখালেন যেন সদরের পরিসংখ্যান দপ্তরে কাজ করছেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সঙ্গে যোগাযোগ করার কাজ চলতে লাগল।

বিদেশে যাবার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছিলেন। অনুমতি পাওয়া গেল। পাসপোর্ট হাতে এসে গেল মে মাসের গোড়ার দিকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে রওনা হয়ে যেতে পারলেন না। আরো কিছুদিন থেকে যেতে হল। আরো কিছু সংগঠনের কাজ বাকি। এই সংগঠনের কাজেই আরেকবার গোপনে যেতে হল সেণ্ট পিটার্সবুর্গে। পুলিসের কড়া নজর ছিল। এবারে ধরা পড়ে গেলেন।

ঘটনাটি ঘটল রাস্তার ওপরে। আচমকা পুলিসের দুজন লোক দু-পাশ থেকে এসে চেপে ধরেছিল্। এত আচমকা যে পকেট থেকে কাগজপত্তর ফেলে দেবেন সেই অবসরটুকুও ছিল না। পকেটে ছিল দু-হাজার রুবলের নোট আর বিদেশে গিয়ে যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন তাদের নামঠিকানা। তবে রক্ষে ছিল এই যে নাম-ঠিকানাগুলো অদৃশ্য কালিতে লেখা, কাগজটি আগুনের সামনে না ধরা পর্যন্ত যা ফুটে ওঠার কোনো সম্ভাবনা নেই। এমনিতে মনে হতে পারত, একটুকরো কাগজ মাত্র, যার ওপরে কিসের যেন হিসেব লেখা। ক্রুপ্‌সকায়া লিখছেন, "পুলিস যদি এই কাগজের টুকরোটি আগুনের সামনে ধরত তাহলে আর ভ্‌লাদিমির ইলিচকে কোনো কালেই বিদেশে রুশ পত্রিকা বার করতে হত না।"

কিন্তু ভ্‌লাদিমিরের ভাগ্য ভালো, পুলিসের ধারণা হল ওটা বুঝি সত্যিই সাধারণ হিসেব লেখা একটা কাগজ। তল্লাশি চালিয়েও সন্দেহজনক আর কিছু পাওয়া গেল না। দিন দশেক আটক থাকার পরে ভ্‌লাদিমির ছাড়া পেয়ে গেলেন। জুন মাসে মা ও বড়ো বোনকে নিয়ে গেলেন উফায়, ক্রুপ্‌সকায়ার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। যাবার পথে নিঝনি নভগোরোদ-এ থেমে যোগাযোগ করলেন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সঙ্গে। দু-সপ্তাহের ওপর কাটালেন উফায়। সেখানেও কিছু বৈঠক, কিছু দেখাসাক্ষাৎ ও যোগাযোগ। বিদেশে রওনা হয়ে গেলেন জুলাই মাসে।

প্রথমে গেলেন জুরিখ-এ। সেখানে আকসেলরদ-এর সঙ্গে কথা হল। তারপরে জেনিভাতে। সেখানে প্লেখানফের সঙ্গে। দুজনেই সায় জানালেন পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাবে। কিন্তু প্লেখানফ চাইলেন সম্পাদকমণ্ডলীতে বিশেষ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব। পাঁচজনের একজন হয়ে কাজ করতে তিনি রাজী নন। প্লেখানফের প্রতি ভ্‌লাদিমিরের ছিল বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। তা সত্ত্বেও সম্পাদকমণ্ডলীতে প্লেখানফকে বিশেষ একজন হিসেবে গ্রহণ করতে ভ্‌লাদিমিরের আপত্তি ছিল। তিনি চেয়েছিলেন যৌথ প্রয়াস। কেমনভাবে তা রূপায়িত হবে তার বিস্তৃত পরিকল্পনা রচনা করে রেখেছিলেন সযত্নে। প্লেখানফের মনোভাব দেখে একটু যেন দমে গেলেন।

ক্রুপ্‌সকায়া তখনো উফায়। সাংকেতিক লিপিতে নানান সূত্রে খবর পাঠাতেন ক্রুপ্‌সকায়ার কাছে। ক্রুপ্‌সকায়া লিখছেন, "সে (ভ্‌লাদিমির

ইলিচ) আমার কাছে চিঠি লিখত। অধিকাংশ চিঠি বইয়ের ভিতরে। বইগুলো পাঠানো হত একই শহরের বিভিন্ন লোকের কাছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, পত্রিকা প্রকাশের বন্দোবস্ত ভ্লাদিমির ইলিচ যতো তাড়াতাড়ি শেষ করতে চেয়েছিল তা হয়ে ওঠে নি। প্লেখানফের সঙ্গে মতের মিল হওয়াটা শক্ত ব্যাপার। ভ্লাদিমির ইলিচের চিঠিগুলো হত ছোট, তাদের সুর হত নিরানন্দের, আর সব চিঠির শেষেই লেখা থাকত, 'তুমি এখানে এলে সবকথা তোমাকে বলব,' কিংবা, 'তোমাকে দেখাবার জন্যে প্লেখানফের সঙ্গে আমার মতের অমিলের ব্যাপারটা আমি বিস্তারিতভাবে লিখে রেখেছি।"

ভ্লাদিমির এই লেখাটির শিরোনামা দিয়েছিলেন: 'কেমন করে স্ফুলিঙ্গ প্রায় নিবতে বসেছিল'।

এত দিনের এত সব পরিকল্পনা—সবই বুঝি ভেস্তে যায়। মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে ভ্লাদিমির লিখলেন, "এ যেন সত্যিকারের একটা নাটক: আদরের শিশুর মতো যাকে আমরা বছরের পর বছর লালন করেছি, আমাদের সারা জীবনের কাজ অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করেছি যার সঙ্গে—তাকেই কিনা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে হল!"

শেষ পর্যন্ত শ্রমিক মুক্তি গোষ্ঠীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় পৌঁছনো গেল। ঠিক হল, যতোদিন না একটা আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যৌথ সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন ভ্লাদিমির, প্লেখানফ, জাসুলিচ, আক্‌সেলরদ, মার্তোফ ও পোত্রেসফ। প্লেখানফের থাকবে দুটি ভোট। আরো ঠিক হল যে, 'ইস্ক্রা' বার করা হবে জার্মানি থেকে, যদিও প্লেখানফ ও আক্‌সেলরদ ছিলেন সুইজারল্যাণ্ডের পক্ষে। কেননা সেক্ষেত্রে পত্রিকার পরিচালনা সরাসরি তাঁদের হাতে থাকে এবং রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগটা তাঁরাই রাখতে পারেন। কিন্তু ভ্লাদিমির চেয়েছিলেন পত্রিকা প্রকাশনা পুরোপুরি গোপন রাখতে, কেননা গোপনতা বজায় থাকলে পরেই রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রগুলো টিকে থাকার সম্ভাবনা। তাই, রুশ আশ্রয়ার্থীদের ভিড় যেখানে সেখান থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিলেন।

অতএব ভ্লাদিমির গেলেন মিউনিকে। সেখান থেকেই পত্রিকার সম্পাদকীয় কাজকর্মের আয়োজন চলতে লাগল। ঢাকঢোল পিটিয়ে নয়, একান্ত গোপনে। ভ্লাদিমির প্রথমে কিছুদিন কাটালেন বিনা পাসপোর্টে, মেয়ার নাম নিয়ে। তারপরে বুলগেরিয়ার কমরেডরা তাঁর জন্যে একটি

পাসপোর্ট যোগাড় করে দিল। এবারে নিতে হল একটি বুলগেরীয় নাম: জর্ডনফ। তবুও গোপনতার খাতিরে রাশিয়ার চিঠিপত্র পাঠাতেন একজন চেক কমরেডের মাধ্যমে। এই চেক কমরেডটির নাম ছিল মদ্রাচেক, থাকতেন প্রাগে।

পুলিস তো কোন ছার, এমনকি ক্রুপ্‌সকায়া পর্যন্ত গুলিয়ে ফেলেছিলেন কোন নামটা ভ্‌লাদিমিরের আর ঠিক কোন জায়গায় তিনি আছেন। ক্রুপ্‌সকায়ার মুখেই ঘটনাটা শোনা যাক। সেইসঙ্গে আরো কিছু বিবরণ।

"নির্বাসন শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি আর অপেক্ষা করতে পারছিলাম না। তার চেয়েও বড়ো কথা, বহুকাল যাবৎ ভ্‌লাদিমির ইলিচের চিঠি আসাটা বন্ধ হয়ে গেছে।...

মা ও আমি গেলাম মস্কোতে ভ্‌লাদিমির ইলিচের মা মারিয়া আলেকসান্দ্রোভনার সঙ্গে দেখা করতে। তিনি তখন মস্কোতে একা ছিলেন। মারিয়া ইলিনিচিনা কারাগারে, আনা ইলিনিচিনা বিদেশে।

মারিয়া আলেকসান্দ্রোভনাকে আমার খুব ভালো লাগত। তাঁর এতবেশি বিবেচনা, এতবেশি মনোযোগ। পরে আমরা যখন বিদেশে ছিলাম আর তিনি চিঠি লিখতেন, সব সময় লিখতেন আমাদের দুজনের কাছে একসঙ্গে, কখনো একা ভ্‌লাদিমির ইলিচের কাছে নয়। ঘটনাটা সামান্য, কিন্তু এই সামান্য ঘটনার মধ্যেও রয়েছে কতখানি বিবেচনা। ভ্‌লাদিমির ইলিচ তার মাকে ভীষণ ভালোবাসত। একবার সে আমাকে বলেছিল, 'আমার মায়ের প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি। আমার দাদার ঘটনাটা যদি বাবা বেঁচে থাকতে থাকতে হত তাহলে, ঈশ্বর জানেন, মাকে কোনো কিছু থেকেই ঠেকিয়ে রাখা যেত না।'

ভ্‌লাদিমির তার ইচ্ছাশক্তি পেয়েছিল তার মায়ের কাছ থেকে, যেমন পেয়েছিল মায়ের দয়াশীলতা, বিচার-বিবেচনা।

আমরা যখন বিদেশে থাকতাম, আমি চেষ্টা করেছি তাঁর কাছে লেখা চিঠিতে আমাদের জীবন সম্পর্কে যতোটা সম্ভব বাস্তব একটি ছবি তুলে ধরতে, যাতে তিনি অন্তত এটুকু অনুভব করেন যে ছেলেকে তিনি আরেকটু কাছাকাছি পাচ্ছেন। ১৮৯৭ সালে ভ্‌লাদিমির ইলিচ যখন নির্বাসনে, খবরের কাগজ মারফত শোক-সংবাদ পাওয়া গেল যে মস্কোতে মারিয়া আলেকসান্দ্রোভনা উলিয়ানোভার মৃত্যু হয়েছে। অস্‌কার আমাকে বলল, 'ভ্‌লাদিমির ইলিচের কাছে গিয়ে দেখি তার মুখখানা একেবারে পাংশুবর্ণ। আমাকে বলল, আমার

মা মারা গেছেন।' পরে জানা গেল, শোক-সংবাদটি অন্য একজনের, তাঁর নামও এম এ উলিয়ানোভা।

মারিয়া আলেকসান্দ্রোভনাকে অনেক বড়ো বড়ো দুঃখ পেতে হয়েছিল—বড়ো ছেলের ফাঁসি, মেয়ে ওল্‌গার মৃত্যু, অন্য ছেলেমেয়েদের অনবরত গ্রেপ্তার হওয়া। ১৮৯৫ সালে ভ্‌লাদিমির ইলিচের যখন অসুখ, তিনি সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিলেন তার সেবা করতে, তার খাবার নিজের হাতে রান্না করে দিতেন। ভ্‌লাদিমির ইলিচ যখন গ্রেপ্তার হল তখন আবার তাঁকে দেখা গেল ঠিক নিজের জায়গাটিতে। কয়েদখানার প্রায়ান্ধকার প্রতীক্ষা ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেন, সাক্ষাতের দিন নিয়ে আসেন মোড়ক, ঠোঁটদুটো কাঁপে—কিন্তু সামান্যই।

তাঁকে কথা দিয়েছিলাম ভ্‌লাদিমির ইলিচের দেখাশোনা আমি করব। কিন্তু সফল হতে পারি নি।

মস্কো থেকে মায়ের সঙ্গে আমি গেলাম সেণ্ট পিটার্সবুর্গে। সেখানে মায়ের জন্যে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিকঠাক করে রওনা দিলাম সীমান্ত পেরিয়ে। এবারকার যাত্রায় ইচ্ছে করেই এমন একটা ভাব করলাম যেন আমাকে দেখে মনে হয় একটা নিরীহ গেঁয়ো মেয়ে এই প্রথম বিদেশে যাচ্ছে। আমি গেলাম প্রাগ্‌-এ, এই ভেবে যে ভ্‌লাদিমির ইলিচ এই প্রাগেই আছে মদ্রাচেক ছদ্মনামে।

প্রাগে যাবার আগে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম। প্রাগে পৌঁছে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম, কিন্তু কেউ আমাকে নিতে এল না। তখন একটা ছ্যাকরা গাড়ি ডেকে তার মধ্যে আমার বাক্‌সপেঁটরা চাপিয়ে সোজা রওনা দিলাম। হাজির হলাম শ্রমিক এলাকায়, সংকীর্ণ একটা মোড় ঘুরে এসে থামলাম খোপে খোপে ভাগ করা প্রকাণ্ড একটা বাসাবাড়ির সামনে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল অনেকগুলো মাদুর, বাইরে মেলে রাখা।

উঠে এলাম পাঁচতলায়। সাদা চুল, ছোটোখাটো, একটি চেক স্ত্রীলোক দরজা খুলে দিল। আমি বললাম, 'মদ্রাচেক,' আবার বললাম, 'হের মদ্রাচেক।' একজন মজুর বেরিয়ে এসে বলল, 'আমিই মদ্রাচেক।' আমি তো থ', ত' ত' করে বললাম, 'না! না! আমার স্বামী!' শেষকালে মদ্রাচেক ধরতে পারল ব্যাপারটা কী ঘটেছে। বলল, 'এতক্ষণে বুঝলাম, আপনি সম্ভবত হের রিট্‌মেয়ারের বৌ। তিনি থাকেন মিউনিকে, কিন্তু আমার হাত দিয়ে উফায় আপনার কাছে বই ও চিঠিপত্তর পাঠান।' সারাটা দিন

মুস্রাচেক আমার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরল। আমি ওকে বললাম রুশদেশের আন্দোলনের কথা, ও আমাকে বলল অষ্ট্রিয়ার। ওর বৌ লেস বুনেছিল, আমাকে দেখাল। আর ওরা আমাকে খাওয়াল চেক 'ক্লেসে'।

চলে এলাম মিউনিকে। আমার গায়ে ছিল ফারের কোট, কিন্তু সময়টা এমন (এপ্রিল, ১৯০১) যে মিউনিকের মানুষ ইতিমধ্যেই সুতির পোশাক চড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছিলাম, মালপত্তর রেখে দিলাম স্টেশনের ক্লোকরুমে, তারপরে ট্রামে চেপে বেরিয়ে পড়লাম রিট্‌মেয়ারকে খুঁজতে। বাড়িটা পাওয়া গেল কিন্তু এক নম্বর কামরায় এসে দেখি সেটা একটা বীয়ারের দোকান। কাউণ্টারের কাছে গেলাম। কাউণ্টারের পিছনে গোলগাল এক জার্মান। মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা জাগছিল আবার হয়তো কোথাও একটা কিছু গোলমাল হয়ে গিয়েছে, ভয়ে ভয়ে হের রিট্‌মেয়ারের খোঁজ করলাম। লোকটি বলল, 'এই তো আমি।' থতমত খেয়ে আমি বললাম, 'না, না, আমার স্বামী।'

দুই নির্বোধ মানুষের মতো পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আমরা দাঁড়িয়েই রইলাম। এমন সময়ে ঢুকল রিট্‌মেয়ারের বৌ, আমার দিকে তাকিয়েই বুঝে নিল ব্যাপারখানা কী, বলল, 'আরে, তুমি হলে গিয়ে হের মেয়ারের বৌ। তাঁর বৌয়েরই তো সাইবেরিয়া থেকে আসার কথা। চলো আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।'

ফ্রাউ রিট্‌মেয়ারের পিছনে পিছনে একটা বড়ো বাড়ির পিছনের উঠোন পেরিয়ে যে কামরায় গিয়ে হাজির হলাম, দেখে মনে হয় সেটা পোড়ো। দরজা খুলে গেল, ভিতরে তাকিয়ে চোখে পড়ল একটা টেবিল ঘিরে বসে আছে ভ্‌লাদিমির ইলিচ, তার বোন আনা ইলিনিচনা ও মার্তোফ। বাড়ির মালিক যে-স্ত্রীলোকটির সঙ্গে এসেছিলাম তাকে ধন্যবাদ জানাতে পর্যন্ত ভুল হয়ে গেল, চেঁচিয়ে উঠলাম, 'তোমার কী কাণ্ডজ্ঞান বলো তো, একটা চিঠি লিখে জানাতে পারো নি কোথায় এলে তোমার সাক্ষাৎ পাব!'

ভ্‌লাদিমির ইলিচ তো অবাক: 'জানাই নি মানে! রোজ তিনবার করে ছুটছি তোমাকে আনবার জন্যে। কোত্থেকে এলে এখানে!' পরে টের পাওয়া গেল মিউনিকের ঠিকানা জানিয়ে একটি বই পাঠানো হয়েছিল এক বন্ধুর কাছে, বন্ধুটি সে-বই পড়বার জন্যে নিজের কাছে রেখে দিয়েছে।

রুশদেশী আমাদের অনেকেরই তখন অবস্থা হয়েছিল এমনি ধরনের

বুনোহাঁসের পিছনে ছোটার মতো। স্লিয়াপ্‌নিকফ জেনিভা যেতে গিয়ে হাজির হয়েছিল জেনোয়ায়, বাবুশকিনের যাবার কথা লণ্ডনে, সে আরেকটু হলেই আমেরিকায় পাড়ি দিয়ে বসত।"

ক্রুপ্‌সকায়ার চোখ দিয়ে তাকিয়ে কয়েকজন মানুষেরও খানিকটা অন্তরঙ্গ পরিচয় আমরা পেতে পারি।

ক্রুপ্‌সকায়া যখন এলেন তখন ভ্‌লাদিমির ইলিচ ছিলেন রিট্‌মেয়ারের সঙ্গে, মেয়ার নাম নিয়ে। তাঁর কোনো পাসপোর্ট ছিল না। বীয়ারের দোকানের মালিক রিট্‌মেয়ার ছিলেন সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, ভ্‌লাদিমির ইলিচকে তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন নিজের বাসায়।

ভ্‌লাদিমির থাকতেন একটি ছোট ঘরে, যেখানে আসবাবের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। খেতেন বাইরে, সকালের বিকেলের চা-পান একটি টিনের মগে, যে মগটি তিনি নিজেই ধুয়েমুছে জলের কলের ওপরে একটি পেরেকে ঝুলিয়ে রাখতেন।

ক্রুপ্‌সকায়া দেখলেন, ভ্‌লাদিমিরের মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। ভ্‌লাদিমির যা চেয়েছিলেন তা হয় নি। প্লেখানফ ও আক্‌সেলরদ ভেবে বসে আছেন যে সুইজারল্যাণ্ড থেকে পত্রিকা প্রকাশ না করাটা প্রকারান্তরে তাঁদের নেতৃত্ব অস্বীকার করা। আরো হয়তো ভাবছেন ভ্‌লাদিমির নিজস্ব কোনো লাইন চালাতে চান। কাজেই পত্রিকার ব্যাপারে সাহায্য করতে খুব একটা আগ্রহী তাঁরা নন। ভ্‌লাদিমির এ-ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই এতখানি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

ভ্‌লাদিমির ছাড়া মিউনিকে তখন ছিলেন মার্তোফ, পোত্রেসফ ও ভেরা জাসুলিচ। আর ছিলেন ভেরা ইভানোভনা। প্রথম দিনই সন্ধেবেলা ভ্‌লাদিমির বলেছিলেন ক্রুপ্‌সকায়াকে, 'একটু সবুর করো, ভেরা ইভানোভনা আসুক, দেখবে একজন খাঁটি মানুষ, কাচের মতো স্বচ্ছ।'

কথাটা সত্যি, খাঁটি মানুষ ছিলেন ভেরা ইভানোভনা। 'ইসক্রা' প্রকাশিত হবার পরে নানাভাবে তার পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি। শ্রমিক মুক্তি গোষ্ঠীর একমাত্র তিনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন ইসক্রার খুব কাছাকাছি। এজন্যে এমনকি প্লেখানফেরও বিরোধিতা করেছিলেন। দীর্ঘকাল রুশদেশের বাইরে ; তাই রুশদেশের খবরের জন্যে, রুশী মানুষ দেখার জন্যে উন্মাদ একটি আকাঙ্ক্ষা

পোষণ করতেন। স্বামী ও সংসার থাকলে এই মহিলা হয়তো সুখী হতেন, কেননা কমিউনের গৃহিণীপনায় ছিলেন সুনিপুণা, কিন্তু নিঃসঙ্গ একক ব্যক্তিগত জীবনে হয়ে উঠেছিলেন কিছুটা উদ্দাম ও বেপরোয়া। লিখতে বসতেন ঘরের দরজা বন্ধ করে, তখন কালো কফি ছাড়া আর কিচ্ছুটি খেতেন না।

প্লেখানফের সঙ্গে তাঁর অনেক দিনের সম্পর্ক, অনেক সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। প্লেখানফের সঙ্গে বিন্দুমাত্র মতের অমিল হলে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করতেন। শেষপর্যন্ত ইসক্রার পক্ষ নিয়ে সেই প্লেখানফেরই বিরোধিতা করে বসলেন।

প্লেখানফের মতো মানুষের কী পরিণতি! তত্ত্বের ক্ষেত্রে শ্রমিক আন্দোলন তাঁর কাছে অবশ্যই ঋণী, তিনি অনেক দিয়েছেন। কিন্তু বহুকাল দেশছাড়া হয়ে থাকার ফলে রুশদেশের সত্যিকারের জীবন থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন। রুশদেশে বড়ো আকারে শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল তিনি দেশ ছেড়ে আসার পরে—সেই আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই। বিভিন্ন পার্টির প্রতিনিধিরা, লেখকরা, ছাত্ররা, এমনকি শ্রমিকরা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত, তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যে ও অসাধারণ বাক্যচ্ছটায় মুগ্ধ হত কিন্তু প্রতি মুহূর্তে তাদের অনুভব করতে হত যে বিদ্যুচ্চমকের মতো দ্যুতিমান এই তত্ত্ব-জ্ঞানী থেকে তাদের অনেকখানি দূরে থাকতে হয়। যে-কথা বলতে আসত তা মন খুলে বলতে পারত না। প্লেখানফ থেকে যেতেন দূরের মানুষ। কয়েক বছর পরে লণ্ডন কংগ্রেসের সময়ে প্লেখানফ সম্পর্কে একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল ম্যাকসিম গর্কির। তিনি লিখছেন, "জি ভি প্লেখানফের সঙ্গে পরিচয় করাবার জন্যে যখন আমাকে নিয়ে যাওয়া হল, তিনি মুখখানাকে গম্ভীর করে বুকের ওপরে হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আমাকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন ক্লান্ত ভঙ্গিতে, যেমনভাবে নতুন ছাত্রের দিকে তাকিয়ে থাকেন ক্লান্ত শিক্ষক। কথা তিনি বললেন শুধু এটুকু যে 'আমি আপনার প্রতিভার অনুরাগী'—ব্যস্, আর একটিও কথা নয় যা স্মৃতির ভাঁড়ারে আমি জমা রাখতে পারি। কংগ্রেস চলার সময়ে তিনি কিংবা আমি কোনো সময়েই আর 'অন্তরঙ্গ' কথা বলার ঝোঁক অনুভব করি নি।"

কোনো শ্রমিক যদি প্লেখানফের সঙ্গে একমত হতে না পেরে তাঁর সঙ্গে তর্ক করার চেষ্টা করত, তিনি বিরক্ত হয়ে বলে উঠতেন, 'বাপু হে, তোমার বাপ-মায়েদের কাঁথায় মুড়ে রাখা হত আমি যখন—'

ব্যাপারটি আস্তে আস্তে ঘটেছে। দেশ ছেড়ে বিদেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন

যে প্লেখানফ, দেশের সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য হয়ে বিদেশে থাকতে থাকতে সে-মানুষটি বদলে গিয়েছিলেন। রুশদেশকে তিনি আর চিনতে পারতেন না। এমনকি রুশদেশ থেকে নতুন নতুন আন্দোলনের খবর নিয়ে যে-সব চিঠি আসত সেগুলো সম্পর্কেও তিনি বিশেষ আগ্রহ বোধ করতেন না, একবার পড়েই সরিয়ে রাখতেন। অথচ ভ্লাদিমির ও মার্তোফ তো বটেই, এমনকি ভেরা ইভানোভনা পর্যন্ত আন্দোলনের খবর নিয়ে রুশদেশ থেকে কোনো চিঠি এলে বার বার করে সে-চিঠি পড়তেন। ভ্লাদিমির তো উত্তেজিত হয়ে পড়তেন রীতিমতো, ঘরের মধ্যে পায়চারি করতেন, ঘুমোতে পারতেন না রাত্রিবেলা। প্লেখানফের শুধু যে অনাগ্রহ তাই নয়, অবিশ্বাসও। চিঠিগুলো যে-খবর বয়ে নিয়ে আনত তা তিনি বিশ্বাস করতে পারতেন না, চিঠিগুলো তাঁকে কোনোভাবেই নাড়া দিতে পারত না।

পাভেল বোরিসিচ আক্‌সেলরদ ছিলেন সংগঠক, প্লেখানফ বা ভেরা জাসুলিচ যা ছিলেন না। নতুন কেউ হাজির হলেই তার পানাহারের ব্যবস্থা করতেন আক্‌সেলরদ, তাকে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতেন। রুশদেশের অনেকের কাছেই তিনি চিঠি লিখতেন, বিপ্লবী কাজের জন্যে গোপন যোগাযোগ কি করে বজায় রাখতে হয় সে-কৌশল তাঁর জানা ছিল। কিন্তু বছরের পর বছর বিদেশে থেকে রুশদেশে বিপ্লবী কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া যে কী ব্যাপার, আক্‌সেলরদকে দেখে তা বোঝা যেত। তিনি তাঁর কর্মশক্তি অনেকখানিই হারিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে এমনও হত, রাতের পর রাত তিনি একেবারেই ঘুমোচ্ছেন না, প্রচণ্ড বেগে লিখে চলেছেন, কিন্তু প্রবন্ধটি আর কিছুতেই শেষ হয় না। লিখতে লিখতে এতবেশি কাটাকুটি করতেন যে শেষপর্যন্ত সেই লেখার আর পাঠোদ্ধার করা যেত না।

আক্‌সেলরদ-এর হাতের লেখা দেখে ভ্লাদিমির বলতেন, 'ইস, কী কাণ্ড ছাখ তো, ভাবা যায় না একেবারে! আক্‌সেলরদ-এর মতো অবস্থা কারও যেন না হয়!' এমনকি ডাক্তারের সঙ্গেও তিনি আক্‌সেলরদ-এর হাতের লেখা নিয়ে আলোচনা করতেন।

সুইজারল্যাণ্ড থেকে ইসক্রা প্রকাশিত হওয়াতে আক্‌সেলরদ বিশেষ মুষড়ে পড়েছিলেন। এই কারণে যে রুশদেশের সঙ্গে চিঠিপত্রের যোগাযোগ রাখার কাজটা আর তাঁর হাতে থাকছে না। পরে দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে যখন তাঁকে সম্পাদকমণ্ডলী থেকে বাদ দেবার প্রশ্ন ওঠে, তিনি তো রেগে

আগুন! কী! ইসক্রা হবে সংগঠনের কেন্দ্র আর সেই ইসক্রাতে থাকবেন না তিনি!

ক্রুপ্‌সকায়া আসার পরে মিউনিকে ভ্‌লাদিমিরের জীবন অনেকখানি সহজ হয়ে এল। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে একটি কামরাও যোগাড় করা গেল। কামরা অবশ্য ছিল তিনটি, কিন্তু দুটিতে থাকত ছ'টি ছেলেমেয়ে ও বৌ নিয়ে একজন শ্রমিক। ক্রুপ্‌সকায়া এই সুবিধাটুকু পেতেন যে শ্রমিক-বৌয়ের রান্নাঘর থেকে রান্নাটা সেরে আনতে পারতেন। কিন্তু তার আগে রান্নার যোগাড়যন্ত্র সবই করতে হত ওই একটিমাত্র ঘরের মধ্যে। ওই একটি ঘরেই শোয়া, বসা, লেখাপড়া, লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, মিটিং, সবকিছু। ভ্‌লাদিমির হয়তো লেখাপড়ার কাজে ব্যস্ত রয়েছেন, ক্রুপ্‌সকায়াকে সমস্ত কাজ সারতে হত অতি নিঃশব্দে, যাতে ভ্‌লাদিমিরের কাজে ব্যাঘাত না ঘটে। মাসখানেক এমনি কাটাবার পরে তাঁরা মিউনিকের উপকণ্ঠে একটি নতুন তৈরী বাড়িতে উঠে গেলেন। আসবাবও কিছু কিনলেন পুরনো দামে। কিছুকাল পরে মিউনিক ছাড়বার সময়ে এই সমস্ত আসবাবই জলের দামে বিক্রি করে যেতে হয়েছিল।

সে-সময়ে পত্রিকা প্রকাশ করার চিন্তা ছাড়া ভ্‌লাদিমিরের আর কোনো চিন্তা ছিল না। তখনো অনেক কাজ বাকি—ছাপাখানার ব্যবস্থা করা, রুশভাষার টাইপ যোগাড় করা ইত্যাদি। কোনো কাজই প্রকাশ্যে করা যাচ্ছিল না। বেআইনী উপায়ের আশ্রয় নিতে হচ্ছিল। পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে সে-সময়ে ভ্‌লাদিমিরকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন জার্মান ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের নেত্রী ও জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী ক্লারা ৎসেটকিন।

১৯০০ সালের নভেম্বর মাস কাটল সাময়িক পত্র 'জারিয়া'-র সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজে। ডিসেম্বর মাসে ভ্‌লাদিমির ইসক্রা-র কাজ শেষ করবার জন্যে লাইপ্‌ৎসিকে গেলেন। ইসক্রা-র প্রথম সংখ্যাটি লাইপ্‌ৎসিকেই ছাপা হয়েছিল, পরের সংখ্যাগুলো মিউনিকে।

ইসক্রা-র প্রথম সংখ্যাটি ছাপাখানা থেকে বেরিয়ে আসে ১৯০০ সালের ১১ই (২৪এ) ডিসেম্বর তারিখে। পেঁয়াজের খোসার মতো পাতলা কাগজ, খুদে খুদে হরফে ঠাসা ছাপা। বেআইনীভাবে পাচার করার সুবিধের জন্যে এমনি কাগজে এমনিভাবে ছাপা হয়েছিল।

ভ্লাদিমিরই ছিলেন এই পত্রিকার প্রাণ, কি সাংগঠনিক ব্যাপারে, কি তত্ত্বগত ব্যাপারে। পত্রিকায় কী লেখা যাবে, কোন কোন বিষয়ে, কারা লিখবে ইত্যাদি সমস্ত বিষয় ঠিক করতেন তিনি। লেখার সম্পাদনা করা, পত্রিকার জন্যে অর্থ সংগ্রহ করা, পত্রিকা প্রকাশের পরে বেআইনীভাবে রুশদেশে পাচার করা—তাও তিনি করতেন। বেআইনীভাবে পাচারের ব্যবস্থাটা তখনো পর্যন্ত ভালোভাবে গড়ে তোলা যায় নি। দুই তলবিশিষ্ট সুটকেসে ভরে ছুটির দিনের পর্যটকরা পত্রিকাগুলো পৌছে দিতেন নির্দিষ্ট কতকগুলো ঠিকানায়, সেখান থেকে সারা রুশদেশে ছড়িয়ে পড়ত।

পত্রিকার উদ্দেশ্য-বাণী হিসেবে একটি লাইন ছাপা হতে লাগল : স্ফুলিঙ্গ থেকে আগুন জ্বলে উঠবে।

১৯০১ সালে ভ্লাদিমির তার লেখায় প্রথম ব্যবহার করলেন পরবর্তী কালে বিশ্ববিখ্যাত তাঁর ছদ্মনামটি—লেনিন।

লেনিন নাম কেন? অনেকে প্রশ্ন করতেন। স্পষ্ট জবাব কারও জানা ছিল না। কেউ কেউ বলতেন, রুশনদী ভল্‌গা থেকে প্লেখানফ ছদ্মনাম নিয়েছিলেন ভলগিন্, সম্ভবত এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই সাইবেরিয়ার নদী লেনা থেকে লেনিন। সম্ভবত সাইবেরিয়ায় থাকার সময়েই লেনিন নামটি ভ্লাদিমিরের চিন্তার মধ্যে ছিল, কোনো লেখায় ব্যবহারও করে থাকতে পারেন।

আসল নাম ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানফ। শেষের শব্দটি পদবী। লেনিন নামের অতিখ্যাতি পদবীকে স্থানচ্যুত করল। নামটি হয়ে দাঁড়াল ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন।

ইসক্রা-র ৪নং সংখ্যায় (মে ১৯০১) লেনিন সম্পাদকীয় লিখলেন, 'কোথা থেকে শুরু করতে হবে।' সে-সময়ের সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক আন্দোলনের পক্ষে কতকগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা তুললেন লেনিন

এই প্রবন্ধে। মার্কসবাদী পার্টি কি-ভাবে গড়ে তুলতে হবে তার সুনির্দিষ্ট বিশদ পরিকল্পনা উপস্থিত করলেন আর বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলেন একাজে একটি সারা রুশ রাজনৈতিক পত্রিকা কী ভূমিকা নিতে পারে। লিখলেন, "পত্রিকা শুধু যৌথ প্রচারক ও যৌথ আন্দোলনকারী নয়, যৌথ সংগঠকও।" শুধু ইসক্রা নয়, বিশ্বের সমস্ত মার্কসবাদী বিপ্লবী পত্রিকা এই উক্তির নির্দেশ মেনে চলেছে।

পত্রিকার মারফত খবর ছড়িয়ে দিতে হবে, পত্রিকার মারফত আন্দোলন সৃষ্টি করতে হবে, তারপরেও পত্রিকার দায়িত্ব শেষ হয়ে যাচ্ছে না—পত্রিকার মারফত পার্টির সংগঠনও গড়ে তুলতে হবে। কি ভাবে? লেনিন বললেন, সারা দেশময় ছড়ানো রয়েছে পত্রিকার এজেন্ট ও সংবাদদাতারা, তারাই হয়ে উঠছে স্থানীয় সংগঠন, আর তা থেকেই পাওয়া যাচ্ছে এমন একটি কাঠামো যার ওপরে পার্টির সাংগঠনিক রূপটি গড়ে তোলা চলে।

লেনিনের হাতে ইসক্রা হয়ে উঠেছিল এমনি একটি পত্রিকা। যে পত্রিকা রচনা করেছিল পার্টির তত্ত্বগত ও সংগঠনগত সংহতি।

'কোথা থেকে শুরু করতে হবে' প্রবন্ধটি সাড়া জাগিয়ে তুলল রুশদেশের শ্রমিক মহলে। হাতে হাতে ঘুরতে লাগল পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যাটি। ঘুরতে ঘুরতে তার অবস্থা হয়ে উঠল জীর্ণ দলিলের মতো, ভাঁজ খুললেই খসে পড়ে এমনি অবস্থা। বহু জায়গায় প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে ছাপিয়ে বিলি করা হল।

একজন তাঁতী ইসক্রার কাছে পাঠানো তাঁর চিঠিতে লিখলেন, "আমার বিদ্যে অল্প, কিন্তু ইসক্রা পড়ে আমি জানতে পেরেছি সত্য কথাটা কী।" লিখলেন, মেহনতী মানুষ প্রচণ্ড তেতে আছে, শুধু একটি স্ফুলিঙ্গ এসে পড়ার অপেক্ষা, স্ফুলিঙ্গ থেকে জ্বলে উঠবে আগুন। আগেও কারখানায় হরতাল হত, কিন্তু সেটা ছিল ঘটনা মাত্র। এখন তারা বুঝতে পারছে, শুধু একটি হরতাল হওয়াটা কিছু নয়, হরতালকে নিয়ে যেতে হবে রাজনৈতিক লড়াইয়ে। 'কোথা থেকে শুরু করতে হবে' প্রবন্ধটি পড়ে তারা আসল কথাটি ধরতে পারছে।

এমনি সব চিঠি। শ্রমিকরা আগ্রহ নিয়ে ইসক্রা পড়ছে। ইসক্রার লেখা শ্রমিকদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলছে।

ইসক্রা ছিল অবৈধভাবে প্রকাশিত প্রথম সারা-রুশ মার্কসবাদী পত্রিকা।

অবশ্যই বিপ্লবী পত্রিকা এবং আরো কিছু। শ্রমিকশ্রেণীর মার্কসবাদী পার্টি গড়ে তোলার একটি মোক্ষম হাতিয়ারও। যেন একটি ফোয়ারা, সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক আন্দোলন যেখান থেকে সহস্র ধারায় ছড়িয়ে পড়ছে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক কমিটিগুলো দানা বেঁধে উঠতে পেরেছিল। মিউনিকে ইসক্রার সম্পাদকমণ্ডলীর সদরদপ্তর থেকে লেনিনের নির্দেশ যেত এই কমিটিগুলোর কাছে আর পার্টির তত্ত্বগত বক্তব্য তাদের কাছে পৌঁছত ইসক্রার পৃষ্ঠায়। তত্ত্বগত ও সংগঠনগত সংহতির ফলে পৃথক পৃথক কমিটিগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। রুশদেশের অগ্রসর শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকরা ইসক্রার কাছে পাঠ নিয়েছিল কি করে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে হয়।

ইসক্রার প্রথম সংখ্যাতেই লেনিন লিখেছিলেন, "একটি দৃঢ়-সংগঠিত পার্টি যদি আমাদের থাকে তাহলে একটি আঘাতই হয়ে উঠতে পারে রাজনৈতিক সমাবেশ, একটি আঘাতই শাসনব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে রাজনৈতিক জয়ের সূচনা করতে পারে। একটি দৃঢ়-সংগঠিত পার্টি যদি আমাদের থাকে তাহলে একটি বিদ্রোহই রূপ নিতে পারে বিজয়মণ্ডিত বিপ্লবের।"

এই দৃঢ়-সংগঠিত পার্টি গড়ে তোলাই ছিল লেনিনের প্রধান লক্ষ্য। আর এই লক্ষ্যসাধনে ইসক্রা ছিল তাঁর হাতে একটি মোক্ষম হাতিয়ার। একাজে বাধাও ছিল অনেক। একদিকে লড়াই চালাতে হয়েছিল অর্থনীতিবাদী ও শোধনবাদীদের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে সজাগ থাকতে হয়েছিল স্থানীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক সংগঠনগুলির সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও আনাড়ী পদ্ধতি সম্পর্কে। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের একটি অংশের মধ্যে ছিল বিভ্রান্তি ও দোদুল্যমানতা, অন্য একটি অংশে ছিল পার্টি-শৃঙ্খলার প্রতি তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা। উভয় শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে লেনিন শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির বনিয়াদ গড়ে তুলেছিলেন।

আর লড়াই তো শুধু পার্টির ভিতরে নয়, বাইরেও। পুলিসী নির্যাতন চরমে উঠেছিল। শিকারী কুকুরের মতো জারের পুলিস সন্ধানে সন্ধানে ফিরত। ধরা পড়লেই কারাদণ্ড বা নির্বাসন। অনেককেই প্রাণ দিতে হয়েছিল।

তবুও পার্টির একটি শক্ত কাঠামো গড়ে ওঠে। ইসক্রার ডাক পৌঁছে যায় শ্রমিকদের ঘরে ঘরে। তৈরি হয় পার্টির একদল অগ্রণী কর্মী, বিপ্লবই যাদের ধ্যানজ্ঞান, বিপ্লবের জন্যেই যাদের সর্বক্ষণের প্রস্তুতি।

অবস্থা দেখে মনে হতে পারত পার্টি গঠনের প্রস্তুতি পর্বটি শেষ হয়েছে, এবারে একটি পার্টি কংগ্রেসে মিলিত হয়ে একটি কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারলেই কাজটি সম্পূর্ণতা পায়।

কিন্তু লেনিন তা মনে করতেন না।

পার্টির মধ্যে তখনো একটি বড়ো দল থেকে গিয়েছিল যারা পার্টির মধ্যে সংগঠনগত আঁটসাঁট বাঁধুনির বিরুদ্ধে ছিল, তত্ত্বগত বিভ্রান্তিকে স্বাভাবিক ঘটনা মনে করত। এই দলগুলির নিজস্ব পত্রপত্রিকাও ছিল—যেমন—একটির নাম 'রাবোচায়া মিস্‌ল' (শ্রমিকদের চিন্তা), আরেকটির নাম 'রাবোচেয়ে দেলো' (শ্রমিকদের লক্ষ্য)। প্রথম পত্রিকাটি প্রকাশিত হত রুশদেশে, দ্বিতীয়টি বিদেশে। এই সমস্ত পত্রপত্রিকায় অনবরত প্রচার করা হত যে শ্রমিকশ্রেণীর একটি ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক পার্টি শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, অসঙ্গতও।

এরা ছিল 'অর্থনীতিবিদ'।

লেনিন খুব স্পষ্টভাষায় বললেন, "ঐক্যবদ্ধ হবার আগে, এবং যাতে ঐক্যবদ্ধ হতে পারি সেজন্যে, সবার আগে আমাদের অবশ্যই বিভেদের রেখাটিকে স্পষ্ট ও ঋজুভাবে টেনে নিতে হবে।"

লেনিন বললেন, পার্টি কংগ্রেস ডাকার আগে পার্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্পষ্ট করে বলা দরকার। এ বিষয়ে পরিষ্কার হওয়া দরকার যে কী ধরনের পার্টি আমরা চাই। অর্থনীতিবিদদের পার্টি, না, বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের পার্টি? পার্টি রয়ে গেছে দুটি, এই সত্য স্বীকার করে নিয়েই অগ্রসর হতে হবে।

স্থির লক্ষ্য নিয়ে লেনিনও সেইভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন। প্রথমে লিখলেন 'কোথা থেকে শুরু করতে হবে' প্রবন্ধটি। তারপরে এই প্রবন্ধের বক্তব্যকেই আরো বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করলেন 'কী করতে হবে?' পুস্তকে।

পার্টির কর্মসূচী রচনা করতে গিয়েও দেখা গেল, ইসক্রার সম্পাদকমণ্ডলীতে প্রচণ্ড মতবিরোধ। কর্মসূচীর তত্ত্বগত অংশটি লিখেছিলেন প্লেখানফ, কৃষি সম্পর্কিত অংশটি ও পরিশিষ্ট লেনিন। প্লেখানফ ও আক্‌সেলরদ মিউনিকে এসেছিলেন এই কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করতে।

প্লেখানফের খসড়ার বিরুদ্ধে তীব্র মতপ্রকাশ করলেন লেনিন। তাঁর মতে রুশদেশে পুঁজিতন্ত্র নিয়ে আলোচনার অংশে খসড়ার বক্তব্য ধোঁয়াটে।

খসড়ায় প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্ব সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। জোর দিয়ে বলা হয় নি যে একমাত্র সত্যিকারের বিপ্লবী শ্রেণী হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকাই মুখ্য। সংগ্রামের কথা বলতে গিয়ে প্রোলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের কথা না বলে তুলে ধরা হয়েছে সকল মেহনতী ও শোষিত মানুষের সাধারণ সংগ্রামকে। অর্থাৎ, প্লেখানফের খসড়ায় পার্টির প্রোলেতারীয় চরিত্রটি যথেষ্ট স্পষ্ট নয়।

ক্রুপ্‌সকায়া তাঁর স্মৃতিকথায় বর্ণনা করেছেন কী অবস্থার মধ্যে এই সময়ে লেনিনকে কাজ করতে হয়েছে। তাঁর ভাষাতেই শোনা যাক।

"লেনিন যে খসড়া কর্মসূচী রচনা করেছিলেন তার অংশবিশেষের বিরুদ্ধে প্লেখানফ আক্রমণ চালালেন। ভেরা জাসুলিচ লেনিনকে সমস্ত বিষয়ে সমর্থন করেন নি, কিন্তু প্লেখানফের মতেও তাঁর পুরোপুরি সায় ছিল না। আক্‌সেলরদও লেনিনকে সমর্থন করেছিলেন কয়েকটি বিষয়ে। সভা হয়ে উঠেছিল যন্ত্রণাদায়ক। ভেরা জাসুলিচ প্লেখানফের সঙ্গে তর্ক করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্লেখানফের দিকে তাকিয়ে তাঁর তর্ক করার সাহস উবে গেল। বুকের ওপরে দু-হাত ভাঁজ করে রেখে এমনভাবে প্লেখানফ তাকিয়ে রইলেন যে ভেরা জাসুলিচের বুদ্ধি লোপ পাবার মতো অবস্থা। আলোচনা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌছল যে ভোটাভুটিতে যেতেই হয়। এ-বিষয়ে লেনিনের সঙ্গে আক্‌সেলরদ একমত হয়েছিলেন। কিন্তু ভোটাভুটি শুরু হবার আগে বললেন যে তাঁর মাথা ধরেছে, বাইরে গিয়ে খানিকটা হেঁটে আসতে চান।

ভ্‌লাদিমির ইলিচ ভীষণভাবে দমে গেলেন। এভাবে কাজ করা অসম্ভব। আলোচনা যে-ভাবে হচ্ছে তা কোনো কাজেরই নয়।"

লেনিন ও প্লেখানফ রচিত খসড়ার ভিত্তিতে কর্মসূচীর একটি চূড়ান্ত খসড়া রচনা করার জন্যে ইসক্রার সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে একটি কমিশন খাড়া করা হল। কমিশন একটি চূড়ান্ত খসড়া উপস্থিত করলেন। জুরিখে অনুষ্ঠিত সম্পাদকমণ্ডলীর এক সভায় (লেনিন উপস্থিত ছিলেন না) খসড়াটি অনুমোদিত হল। এই খসড়া সম্পর্কে লেনিন তাঁর মন্তব্য পাঠিয়ে দিলেন ও খসড়ার সঙ্গে বাড়তি কিছু অংশ জুড়ে দিলেন।

পার্টির কৃষি কর্মসূচীর ওপরে লেনিন খুবই গুরুত্ব আরোপ করতেন। নতুন ঐতিহাসিক অবস্থায় কৃষকদের সম্পর্কে প্রোলেতারিয়েতের নীতি কী

হবে, মার্কসবাদীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন তার প্রথম প্রবক্তা। এ-বিষয়ে নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলেন দুটি প্রবন্ধে: 'শ্রমিকদের পার্টি ও কৃষক' এবং 'রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রেসির কৃষি কর্মসূচী'। দ্বিতীয় প্রবন্ধে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক শ্রমিক পার্টির (আর-এস-ডি-এল-পি) খসড়া কর্মসূচীর কৃষি অংশ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য পাওয়া যায়। কৃষি প্রশ্নে সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক শ্রমিক পার্টির মূল দাবিগুলো তিনি বিচার করেছিলেন শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, ঐতিহাসিক কালের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে। এক্ষেত্রে আশু কর্মসূচী, তাঁর মতে, দাসতন্ত্র বিলোপের সময়ে কৃষকদের ভাগের জমি থেকে যে-অংশগুলো জমিদাররা নিজেদের জন্যে কেটে রেখে দিয়েছিল তা কৃষকদের ফিরিয়ে দেবার দাবি তোলা। "তারপরে যখন বিপ্লবের সময় উপস্থিত হবে," লেনিন বললেন, "এই দাবির বদলে আমাদের তুলতে হবে জমি জাতীয়করণের দাবি।"

তিনি লিখলেন, "আমাদের প্রধান ও আশু দাবি, গ্রামাঞ্চলের শ্রেণী-সংগ্রাম, প্রোলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রাম যাতে অবাধে বিকাশ-লাভ করে তার পথ পরিষ্কার করা। এই শ্রেণী-সংগ্রাম চালিত হবে আন্তর্জাতিক সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করার দিকে—অর্থাৎ প্রোলেতারিয়েত কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি স্থাপন।"

ইসক্রার সম্পাদকমণ্ডলীতে যখন এই প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা উঠল, প্লেখানফ ও আরো কয়েকজন প্রচণ্ড বিরোধিতা করলেন। প্রবন্ধের যে-অংশে জমি জাতীয়করণের আলোচনা ছিল তা বর্জিত হল। মার্কসবাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে আক্রমণের তীব্রতা কমানো হল।

লেনিন দমবার পাত্র নন। আলোচনা চালিয়ে যেতে লাগলেন, বৈঠকের পর বৈঠকে। মূল বিষয়ে—বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকা ও প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বের বিষয়ে—তিনি কিছুতেই আপোস করতে রাজী নন। শেষপর্যন্ত তিনিই জয়ী হলেন। ১৯০২ সালের জুন মাসে ইসক্রার ২১ নং সংখ্যায় প্রকাশিত হল চূড়ান্তভাবে গৃহীত কর্মসূচীটি। রুশদেশে সাফল্যমণ্ডিত প্রোলেতারীয় বিপ্লব হয়েছিল এই কর্মসূচী অনুসরণ করেই কর্মসূচীর পরিবর্তন ঘটে বিপ্লবের পরে অষ্টম পার্টি কংগ্রেসে, ১৯১৯ সালে।

"কী করতে হবে?'—এই নামটি লেনিনের একটি বিখ্যাত বইয়ের। 'কোথা থেকে শুরু করতে হবে' প্রবন্ধে লেনিন যে-বক্তব্য রেখেছিলেন তাকেই আরো বিস্তৃতভাবে উপস্থিত করেন 'কী করতে হবে?' (হোয়াট ইজ টু বি ডান?) বইয়ে। পার্টি গঠনের প্রক্রিয়ায় এই বইটির বিশেষ গুরুত্ব। বইটি তিনি লিখতে শুরু করেন ১৯০১ সালের মে মাসে। লেখা শেষ করেন ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। পরের মাসে বইটি স্টুটগার্ট থেকে প্রকাশিত হয়।

বইটি লেখা শুরু হয়েছিল লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া যখন সেই জার্মান শ্রমিক পরিবারের সঙ্গে তিনটি ঘরের একটি নিয়ে থাকতেন। রান্নাঘরে গিয়ে ক্রুপ্‌সকায়া রান্না করে আসতে পারতেন বটে কিন্তু যোগাড়যন্ত্র সবই করে নিতে হত সেই একটিমাত্র ঘরের মধ্যে। সেই সময়কার কথা বলতে গিয়ে ক্রুপ্‌সকায়া লিখছেন, "আমি চেষ্টা করতাম যথাসম্ভব কম শব্দ করতে, কেননা ভ্লাদিমির ইলিচ তখন 'কী করতে হবে?' বইটি লিখছেন। কোনো কিছু লেখার সময়ে সাধারণত তিনি ঘরের এককোণ থেকে অন্যকোণে দ্রুত পায়চারি করতেন এবং যে-কথাগুলো লিখতে যাচ্ছেন তা ফিসফিস করে আওড়াতেন। ততোদিনে তাঁর কাজ করার ধরনটি আমি বুঝে ফেলেছি। যখন তিনি লিখতেন, আমি তাঁর সঙ্গে একটি কথাও বলতাম না, কোনো বিষয়ে তাঁকে কোনো প্রশ্ন করতাম না। পরে আমরা যখন বেড়াতে বেরোতাম তিনি আমাকে বলতেন কী লিখছেন ও কী ভাবছেন। মনে হত লেখা শুরু করার আগে তিনি যে নিজেকে শুনিয়েই প্রবন্ধটি আউড়ে নেন তার প্রয়োজন আছে। আমরা বেড়াতে যেতাম মিউনিকের উপকণ্ঠে, লোকজন বিশেষ নেই এমন সবচেয়ে নির্জন কোনো জায়গায়।"

'কী করতে হবে?' বইয়ে লেনিনের মূল বক্তব্য কী?

লেনিন নিজেই ভূমিকায় বলেছেন, এই বইয়ে তিনি "চেষ্টা করেছেন··· যথাসাধ্য সহজ ভঙ্গিতে, অজস্র বাস্তব ও সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাখ্যা করে, সকল অর্থনীতিবাদীর সঙ্গে আমাদের মতভেদের সকল মূল বিষয়গুলি সুসংবদ্ধভাবে স্পষ্ট করে তুলতে।"

অর্থাৎ, বইটি ছিল অর্থনীতিবাদীদের বিরুদ্ধে জেহাদ। এই জেহাদের প্রয়োজন হয়েছিল কেননা অর্থনীতিবাদীরা এমন সব কথা বলত যাতে মার্কসবাদী তত্ত্বের মূল নীতিগুলো বিকৃত হয়ে যেত। অর্থনীতিবাদীদের কথাগুলো আরেকবার শুনে নেওয়া যাক।

অর্থনীতিবাদীরা বলত, জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ রাজনৈতিক সংগ্রাম চালানোটা সকল শ্রেণীর ব্যাপার, বিশেষত বুর্জোয়া শ্রেণীর, শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান স্বার্থ অর্থনৈতিক সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। এ-সংগ্রাম মালিকদের বিরুদ্ধে, আরো বেশি মজুরির জন্যে, আরো ভালো কাজের অবস্থার জন্যে। কাজেই সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের প্রধান কর্তব্য জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম চালানো নয়, জারতন্ত্রের উচ্ছেদ নয়, মালিক ও সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সংগ্রাম সংগঠিত করা। তারা মনে করত, এইভাবে চললে অর্থনৈতিক সংগ্রামেই রাজনৈতিক চরিত্র আনা যাবে।

অর্থনীতিবাদীদের মতে, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন পরিচালনা করা পার্টির পক্ষে অনুচিত, আন্দোলন হবে স্বতঃস্ফূর্ত, পার্টি সেখানে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করবে না, শুধু এই আন্দোলনকে অনুসরণ করে চলবে ও এই আন্দোলন থেকে শিক্ষা নেবে।

সবচেয়ে মারাত্মক কথা, অর্থনীতিবাদীরা মনে করত—শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে সচেতন অংশের ভূমিকা, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে সংগঠিত ও পরিচালিত করার ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক চেতনা ও সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের ভূমিকা অকিঞ্চিৎকর বা প্রায়-অকিঞ্চিৎকর। তারা বলত, শ্রমিকদের চিন্তাকে সমাজতান্ত্রিক চেতনার স্তরে উন্নীত করার কর্তব্য সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের নয়, বরং সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের পক্ষে উচিত কাজ হবে গড়পড়তা সাধারণ শ্রমিকের স্তরে কিংবা এমনকি পিছিয়ে-থাকা শ্রমিকদের স্তরে নিজেদের নামিয়ে আনা আর অপেক্ষা করে থাকা যতোদিন না শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন নিজের থেকেই সমাজতান্ত্রিক চেতনার স্তরে পৌঁছয়।

'কী করতে হবে?' বইয়ে লেনিন অর্থনীতিবাদীদের এই সুবিধাবাদী দর্শনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ চালালেন ও তাকে ধূলিসাৎ করলেন।

লেনিন দেখালেন, অর্থনীতিবাদীরা যা বলছে—অর্থাৎ জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে শ্রমিকশ্রেণীকে সরিয়ে রাখা, মালিক ও সরকারকে অটুট অবস্থায় রেখে দিয়ে তাদের শুধু মালিক ও সরকারের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সংগ্রাম করতে বলা—তা মেনে চলার অর্থ দাঁড়ায় শ্রমিকদের চির-দাসত্বের মধ্যে পচিয়ে মারার ব্যবস্থা করা। মালিক ও সরকারের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সংগ্রামটা হচ্ছে একটা ট্রেডইউনিয়ন সংগ্রাম। শ্রমিকরা এই সংগ্রাম করে থাকে পুঁজিপতিদের কাছ থেকে তাদের শ্রম-শক্তির আরো

ভালো দর পাবার জন্যে। কিন্তু শ্রমিকরা সংগ্রাম করে শুধু পুঁজিপতিদের কাছ থেকে শ্রম-শক্তির ভালো দর পাবার জন্যে নয়, পুঁজিতন্ত্রকেই খতম করার জন্যে। কেননা এই পুঁজিতন্ত্র কায়েম রয়েছে বলেই শ্রমিকরা পুঁজিপতিদের কাছে তাদের শ্রমশক্তি বিক্রি করতে বাধ্য হয় এবং পুঁজিপতিরা তাদের শোষণ করতে পারে। কিন্তু পুঁজিতন্ত্রের পাহারাদার কুকুরের মতো পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে জারতন্ত্র। কাজেই পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হলে এই জারতন্ত্রকে আগে খতম করা চাই। অতএব, পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর অন্য কর্তব্য হচ্ছে জারতন্ত্রকে খতম করার কাজটি সম্পন্ন করা। নইলে সমাজতন্ত্রের পথ পরিষ্কার হতে পারে না।

লেনিন দেখালেন, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ততার কথা বলা আর পার্টির অগ্রণী ভূমিকা অস্বীকার করার অর্থ দাঁড়ায় পার্টিকে লেজুড়ের সামিল করে তোলা। অর্থাৎ, ঘটনা যা ঘটবার নিজের থেকেই ঘটুক, পার্টির কোনো সক্রিয় ভূমিকা থাকবে না, পার্টি শুধু ঘটনার ওপরে নজর রেখে যাবে। এমনটি হলে পার্টিকে লেজের মতো ঘটনার পিছে পিছে যেতে হয়, ঘটনা যেদিকে যাবার সেদিকেই গিয়ে থাকে। এভাবে চলতে বলা আর পার্টিকে ধ্বংস করতে বলা একই কথা। আর পার্টি না থাকলে শ্রমিকশ্রেণীর অস্ত্রও নেই। নিরস্ত্র শ্রমিকশ্রেণীকে দাঁড় করানো হচ্ছে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে, যে-জারতন্ত্র আপাদমস্তক অস্ত্রসজ্জিত। নিরস্ত্র শ্রমিকশ্রেণীকে দাঁড় করানো হচ্ছে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে, যে বুর্জোয়ারা আধুনিক কায়দায় সংগঠিত, যে-বুর্জোয়াদের আছে নিজস্ব পার্টি। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে এর চেয়ে বড়ো বিশ্বাসঘাতকতা আর কী হতে পারে!

লেনিন দেখালেন, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন হবে স্বতঃস্ফূর্ত, একথা যারা বলে তারা চেতনার গুরুত্বকে, সমাজতান্ত্রিক চেতনা ও সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের গুরুত্বকে খাটো করে। আলো যেমন টানে তেমনি চেতনা টানে শ্রমিকদের। চেতনার গুরুত্বকে খাটো করলে শ্রমিকদেরই অপমান করা হয়। পার্টির কাছে তত্ত্বের গুরুত্বকে খাটো করলে সেই হাতিয়ারটিকেই খাটো করা হয় যার সাহায্যে পার্টি বর্তমানকে বুঝেছে, ভবিষ্যৎকে দেখেছে। সুবিধাবাদদের পাঁকে আকণ্ঠ ডুবে আছে যারা, যাদের উদ্ধারের কোনো আশাই নেই, তারাই এসব কথা বলে থাকে।

লেনিন বললেন, "বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বৈপ্লবিক আন্দোলন হতে পারে না।

··যে পার্টি সবচেয়ে অগ্রসর তত্ত্বের দ্বারা চালিত, একমাত্র সেই পার্টি পারে অগ্রবর্তীর ভূমিকা পালন করতে।"

শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন থেকেই সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের উদ্ভব হতে পারে, একথা বলে অর্থনীতিবাদীরা শ্রমিকশ্রেণীকেই ধোঁকা দিচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের উদ্ভব হয় স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন থেকে নয়, বিজ্ঞান থেকে। সমাজতান্ত্রিক চেতনা যদি শ্রমিকদের কাছে না পৌঁছয়, পৌঁছবার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না হয়, তাহলে আসলে পথ পরিষ্কার রাখা হয় বুর্জোয়া মতাদর্শের, সুবিধে করে দেওয়া হয় শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বুর্জোয়া মতাদর্শ ছড়িয়ে পড়ার। এ-অবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে সমাজ-তন্ত্রের মিলনের কোনো কথাই আর উঠতে পারে না।

লেনিন বললেন, "শ্রমিক আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ততার সর্বপ্রকার স্তুতি, 'সচেতন অংশের' ভূমিকা ও সোশ্যাল-ডেমোক্রেসির পার্টির ভূমিকাকে খাটো করার সর্বপ্রকার চেষ্টার অর্থ হল, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, শ্রমিকদের মধ্যে বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রভাব জোরদার করা।"

লেনিন বললেন, "বুর্জোয়া অথবা সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের মধ্যে একটিকেই বেছে নিতে হবে। মাঝামাঝি কোনো পথ নেই।···সুতরাং সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শকে যে ভাবেই হোক খাটো করা, যতো সামান্য মাত্রাতেই হোক সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ থেকে সরে আসা—তার অর্থ বুর্জোয়া মতাদর্শকে জোরদার করা।"

অর্থনীতিবাদীদের ভুলগুলো এমনিভাবে এক এক করে ধরিয়ে দিয়ে লেনিন সিদ্ধান্ত টানলেন যে পুঁজিতন্ত্র থেকে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির জন্যে সমাজ বিপ্লবের পার্টি অর্থনীতিবাদীরা চায় না, তারা চায় সমাজ-সংস্কারের পার্টি—পুঁজিবাদী শাসন কায়েম রেখেই যে-কাজটি করা চলে। কাজেই অর্থনীতিবাদীরা আসলে হচ্ছে সংস্কারবাদী, প্রোলেতারিয়েতের মূল স্বার্থের প্রতি তারা বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

সবশেষে লেনিন দেখালেন, অর্থনীতিবাদ ব্যাপারটা রুশদেশে আচমকা উঠেছে তা নয়। অর্থনীতিবাদীরা হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর ওপরে বুর্জোয়া প্রভাব ছড়াবার যন্ত্র বিশেষ। পশ্চিম ইউরোপের সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলির মধ্যেও এর অস্তিত্ব আছে। বার্নস্টাইন ও তার অনুগামীরা এই দলেই পড়ে। এদের মুখে বুলি শোনা যায়, মার্কসকে সমালোচনা করার স্বাধীনতা

চাই, এই বুলির আড়ালে এরা আসলে মার্কসীয় তত্ত্বকেই সংশোধন করতে চায়। এই সংশোধনবাদীরা বিপ্লব চায় না, সমাজতন্ত্র চায় না, প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্ব চায় না। লেনিন দেখালেন, রুশদেশের অর্থনীতিবাদীরাও এই সংশোধনবাদীদের দলেই পড়ে। এদেরও একই রীতি—না বৈপ্লবিক সংগ্রাম, না সমাজতন্ত্র, না প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্ব।

'কী করতে হবে?' বইয়ের অনেকখানি অংশ জুড়ে সাংগঠনিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা। অর্থনীতিবাদীরা সাংগঠনিক কাজের ওপরে বিশেষ গুরুত্ব দিত না। তাদের কাজের পদ্ধতির মধ্যে ছিল আনাড়ীপনা, যতোটুকু কাজ বাস্তবতার তাগিদে দেখা দেয় শুধু তার মধ্যেই ডুবে থাকা, সাংগঠনিক ঢিলেমি। এই বইয়ে লেনিন আরো একবার বিশেষ জোর দিলেন বিপ্লবীদের একটি কেন্দ্রীভূত ঐক্যবদ্ধ পার্টি গড়ে তোলার ওপরে। পার্টির সাংগঠনিক কাঠামোটি কেমন হবে তার একটি পরিকল্পনা উপস্থিত করলেন।

এই বইটি লিখে লেনিন গড়ে তুললেন একটি নতুন ধরনের মার্কসবাদী পার্টির মতাদর্শগত বনিয়াদ।

রুশদেশের সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক কমিটিগুলোকে ইসক্রা-অনুগামী করে তুলতে এই বইটি বড়ো রকমের সাহায্য করল।

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের প্রস্তুতিতে এই বইটির ভূমিকা হল আলোকবর্তিকার মতো।

১৯২৬ সালে, রুশদেশে বিপ্লব সফল হবার ন-বছর পরে, ক্রুপস্কায়া লিখছেন, "এই পুস্তিকাটি ('কী করতে হবে?') লেখার চব্বিশ বছর পার হয়েছে—এই চব্বিশ বছরে পার্টির কাজের সমগ্র অবস্থাই গেছে বদলে। শ্রমিক আন্দোলনের সামনে এখন সম্পূর্ণ পৃথক কর্তব্য, তবুও এখনো পর্যন্ত এই পুস্তিকার বৈপ্লবিক উন্মাদনা নাড়া দেয়। এমনকি এখনো, লেনিনবাদী যিনি হতে চান—শুধু কথায় নয়, কাজে—এই পুস্তিকাটি তাঁকে অবশ্যই পড়তে হবে।"

মিউনিকে যে ছাপাখানায় ইসক্রা ছাপা হচ্ছিল তার মালিক হঠাৎ বলে বসলেন তিনি আর এই ঝুঁকি নিতে রাজী নন। বাধ্য হয়ে তখন ভাবতে হল কোথায় যাওয়া যায়। প্লেখানফ ও আক্‌সেলরদ চাইছিলেন সুইজারল্যাণ্ড, তাঁরা যেখানে থাকেন। কিন্তু পার্টি-কর্মসূচী নিয়ে আলোচনার সময়ে তিক্ত

মতবিরোধের স্মৃতি অন্যরা ভুলে যান নি। তাঁরা ঠিক করলেন, লণ্ডন। ১৯০২ সালের ৩০এ মার্চ (১২ই এপ্রিল) তারিখে লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া মিউনিক ছেড়ে ইংলণ্ডের দিকে যাত্রা করলেন।

ক্রুপ্‌সকায়া মিউনিকে এসেছিলেন ১৯০১ সালের এপ্রিল মাসে। লেনিন এসেছিলেন আরও কয়েকমাস আগে। দুজনে একসঙ্গে পুরো একবছরও মিউনিকে কাটান নি। এই সামান্য সময়টুকুতেও কাজে ঠাসা ছিল দুজনের জীবন। ক্রুপ্‌সকায়া ছিলেন ইসক্রার সম্পাদকীয় সচিব। রুশদেশের অবৈধ পার্টি সংগঠনের সঙ্গে লেনিনের যোগাযোগ গড়ে তোলার বিপজ্জনক টেকনিকাল কাজটির দায়িত্ব পালন করতে হত তাঁকে। আর কড়াক্কড়ি গোপনতা বজায় রাখতে হত বলে তাঁরা জার্মান কমরেডদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন না বা সভাসমিতিতে যেতেন না। মাত্র একজন জার্মান কমরেডের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, তাঁর নাম পারফুস, বৌ ও ছোট একটি ছেলে নিয়ে কাছাকাছিই থাকতেন। রোজা লুকসেমবুর্গ একবার এসেছিলেন পারফুসের বাড়িতে। তখন লেনিন সেখানে গিয়ে রোজা লুকসেমবুর্গের সঙ্গে দেখা করে এসেছিলেন। মে-দিবসের মিছিল বেরিয়েছিল মিউনিকের রাস্তায়, সে-বছরই প্রথম মে-দিবসে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের শহরের রাস্তায় মিছিল করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া এই মিছিলটি দেখেছিলেন। ক্বচিৎ কখনো মিটিং শুনতেও যেতেন। স্থানীয় জীবনের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক ছিল না। সারাদিনের কাজের শেষে দুজনে বেড়াতে যেতেন সবচেয়ে নির্জন কোনো জায়গায়।

ক্রুপ্‌সকায়া লিখছেন, "পরবর্তীকালে যখন ভাবতাম, মিউনিকের এই দিনগুলিই আমাদের কাছে মনে হত বিশেষ রকমের উজ্জ্বল। পরবর্তী বছরগুলিতে আমাদের প্রবাস-জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল অনেক বেশি কষ্টকর। মিউনিকে থাকার সময়ে ভ্‌লাদিমির ইলিচের সঙ্গে মার্তোফ, পোত্রেসফ ও জাসুলিচের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ফাটল এত গভীর হয় নি। সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত ছিল একটি লক্ষ্যসাধনে—একটি সারা-রুশ পত্রিকা সৃষ্টি। ইসক্রাকে কেন্দ্র করে শক্তিগুলিকে জড়ো করার চেষ্টা চলেছিল তীব্রভাবে। প্রত্যেকেই উপলব্ধি করছিল সংগঠনের বৃদ্ধি, প্রত্যেকেই এ-বিষয়ে সচেতন ছিল যে পার্টি গড়ে তোলার লাইনটি সঠিকভাবেই রাখা হয়েছে। তাই মিউনিকের সেই দিনগুলি ছিল অসামান্য খুশির দিন।"

লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া লণ্ডনের মাটিতে পা দিলেন ১৯০২ সালের এপ্রিল মাসে, ঘন কুয়াশার একটি দিনে। কী বিরাট শহর এই লণ্ডন। কৌতূহলী হয়ে লেনিন চারদিকে তাকাতে লাগলেন।

স্টেশনে তাঁদের নিতে এসেছিলেন নিকোলাই আলেকসান্দ্রোভিচ আলেকসিয়েফ নামে একজন কমরেড। তিনি লণ্ডনে আশ্রয় নিয়েছিলেন, ইংরেজি ভাষায় তাঁর ভালো দখল ছিল। গোড়ার দিকে তাঁকেই লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়ার গাইডের কাজ করতে হল।

গোড়াতেই যে অভিজ্ঞতাটি হল তা বিশেষ মনোরম নয়। লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়ার ধারণা ছিল ইংরেজি ভাষা তাঁদের মোটামুটি জানা, সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে থাকতে ওয়েব্‌স-এর 'ট্রেডইউনিয়নবাদের ইতিহাস' বইটি ইংরেজি থেকে রুশভাষায় অনুবাদও করে এসেছেন, কিন্তু লণ্ডনে এসে টের পেলেন ইংরেজদের মুখের ইংরেজি তাঁরা একবর্ণ বোঝেন না, তাঁদের মুখের ইংরেজি শুনে ইংরেজরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। সে এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। তাঁরা ইংরেজি শিখেছিলেন বই পড়ে, লণ্ডনে আসার আগে ইংরেজি ভাষায় কথা শোনার কোনো অভিজ্ঞতাই হয় নি। অবশ্য সাইবেরিয়ায় থাকতেই ক্রুপ্‌সকায়ার ইংরেজি উচ্চারণ শুনে লেনিন সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছিলেন, ক্রুপ্‌সকায়ার ইংরেজি আদৌ ইংরেজির মতো শোনাচ্ছে না। কেন? লেনিন বলেছিলেন, 'আমার বোনকে একজন ইংরেজি শেখাতে আসতেন, সে-ইংরেজি কিন্তু এ-রকম শোনাত না।' ক্রুপ্‌সকায়া দমেন নি, ইংরেজি শিক্ষার বই পড়ে ভাষাটি এতদূর আয়ত্ত করেছিলেন যে একজন ইংরেজের লেখা বই অনুবাদ করতেও আটকায় নি। কে জানত কানে না শুনে শুধু পড়ে শেখার এই পরিণতি।

লেনিন তখন উঠে-পড়ে লাগলেন ভাষা শিখতে। মিটিং-এ গিয়ে দুজনে বসতেন একেবারে সামনের সারিতে, আর বক্তার মুখের ভঙ্গিমা লক্ষ করতেন। প্রায়ই যেতেন হাইড পার্কে। সেখানে বহু বক্তা, বক্তৃতার বিষয়ও তাঁদের বহুতর। কেউ হয়তো প্রমাণ করছেন ঈশ্বর নেই, পাশেই অন্য একজন তারস্বরে সেই ঈশ্বরের কাছেই আবেদন জানাচ্ছেন। অন্য একজন বক্তার দাবি, দোকান-কর্মচারীদের কাজের ঘণ্টা কমাতে হবে। একজন আইরিশ বক্তার বক্তৃতা শুনতে যেতেন লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া। আইরিশ উচ্চারণে বলা ইংরেজি বোঝা অপেক্ষাকৃত সহজ মনে হত।

তারপরে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এমন দুজন ইংরেজ ভদ্রলোকের সন্ধান পাওয়া গেল যাঁরা রুশ শিখতে চান, বিনিময়ে ইংরেজি শেখাতে রাজী আছেন। তাঁদের সাহায্যে ইংরেজি ভাষা মোটামুটি ভালোই আয়ত্ত করেছিলেন লেনিন।

লণ্ডন শহর খুঁটিয়ে দেখেছিলেন লেনিন। কিন্তু লণ্ডনের যাদুঘরগুলিতে বিশেষ যেতেন না, একমাত্র ব্রিটিশ মিউজিয়ম ছাড়া। ব্রিটিশ মিউজিয়মে যেতেন লাইব্রেরির আকর্ষণে, লেনিনের আগে কার্ল মার্কসও এসেছিলেন।

যাদুঘরে যেতে লেনিন বিশেষ উৎসাহ বোধ করতেন না। আর প্রাচীন ইতিহাসের যাদুঘরে কিছুক্ষণ কাটাতে হলে সারি সারি মিশরীয় বা অন্য কোনো দেশীয় নিদর্শনের মধ্যে তিনি হাঁপিয়ে উঠতেন। দ্রুত পা চালিয়ে বেরিয়ে আসতেন দুজনে। কিন্তু একবার প্যারিসের একটি ছোট যাদুঘর বা সংগ্রহশালা দেখতে গিয়ে উল্টো অভিজ্ঞতা। সংগ্রহশালায় ছিল ১৮৪৮ সালের প্যারিসের বিপ্লবের কিছু নিদর্শন। লেনিন সেই সংগ্রহশালা থেকে কিছুতেই যেন বেরিয়ে আসতে পারছিলেন না, তুচ্ছতম নিদর্শনের প্রতিও কী তাঁর আগ্রহ, কেননা তাঁর কাছে এ হচ্ছে জীবন্ত সংগ্রামের এক-একটি টুকরো।

ওম্‌নিবাসের মাথা থেকে লণ্ডন শহর দেখতে ভালোবাসতেন লেনিন। দেখতেন বিশাল এক বাণিজ্যিক শহর, তার নিস্তব্ধ স্কোয়ার, ছড়ানো-ছিটনো বাড়ি আর লতাপাতায় সাজানো ঝকঝকে জানলা আর পালিশকরা ব্রুহাম গাড়ি। কিন্তু এ-দৃশ্যই সব নয়, আশেপাশের সরু রাস্তাগুলোতে থাকত লণ্ডনের শ্রমজীবী মানুষরা, সেখানে রাস্তার এপার-ওপার সারি সারি কাপড় শুকোত, ময়লার ডাঁইয়ের ওপরে খেলা করত পাণ্ডুর ছেলেমেয়েরা। এসব অঞ্চলে লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া যেতেন পায়ে হেঁটে, ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্যের এই বিকট বৈপরীত্য দেখে লেনিন দাঁতে দাঁত ঘষে বিড়বিড় করে ইংরেজিতে বলে উঠতেন, 'দুই জাতি!'

ওম্‌নিবাসের মাথা থেকেও চোখে পড়ত জনগণের জীবনের অনেক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দৃশ্য। শুঁড়িখানার সামনে মদে চুর হয়ে থাকা রাস্তার বাউণ্ডুলে ছোঁড়া, মাতাল স্ত্রীলোক ও আরো নানা ধরনের মানুষ।

দু-একবার মাইনের দিনটিতে বাসে চেপে গিয়েছিলেন শ্রমিক-এলাকায়। রাস্তার ধারে অজস্র ছোট ছোট দোকান, সব দোকানেই আগুন জ্বলছে, প্রচণ্ড শোরগোল তুলে মেয়েপুরুষ মজুরের দল কেনাকাটি করছে আর রাস্তায়

দাঁড়িয়েই গব গব করে গিলছে। মজুরদের ভিড় লেনিনকে আকর্ষণ করত, মজুরদের ভিড় যেখানে তিনিও সেখানে।

শুঁড়িখানা, পাঠাগার, সব জায়গাতেই ঘুরে বেড়াতেন লেনিন। পাঠাগার-গুলোতে ঢোকবার পথ সরাসরি একেবারে রাস্তা থেকে। বসবার জায়গা ছিল না, স্ট্যাণ্ডে আটকানো থাকত টাটকা খবরের কাগজ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হত। পরে লেনিন একবার বলেছিলেন, সোভিয়েত রুশিয়ায় সারা দেশ জুড়ে এমনি ধরনের পাঠাগার হোক তাই তিনি চান।

মাঝে মাঝে যেতেন পাবলিক রেস্তোরাঁয়, কখনো কখনো গির্জায় যেখানে শ্রমিকরা আসত। কোনো কোনো গির্জায় প্রার্থনার পরে বক্তৃতা ও আলোচনা হত, শ্রমিকরা যোগ দিত এই আলোচনায়। লেনিন মন দিয়ে শুনতেন।

আর খবরের কাগজে আঁতিপাঁতি করে খুঁজে দেখতেন দূরের কোনো জায়গায় শ্রমিকদের কোনো সভা হচ্ছে কিনা। ঘোষণা দেখলেই হাজির হতেন সেখানে। এসব সভায় সাধারণত কোনো নামজাদা বক্তার আবির্ভাব হত না আর আলোচনার বিষয়ও হত নিরীহ ধরনের। তবে শ্রমিকরা থাকত অত্যন্ত সজাগ, বক্তা বাজে কথা বললেই উঠে দাঁড়িয়ে শুধরে দিত। লেনিন বলতেন, 'সমাজতন্ত্র ওদের কথার ভিতর থেকে ঠিক যেন ঝরে ঝরে পড়ছে। বক্তা বাজে কথা বলেছে কি কোনো না কোনো শ্রমিক সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াবে, সমস্যাটাকে সামনাসামনি ধরবে, তারপরে পুঁজিবাদী সমাজের সার কথাটি মেলে ধরবে।' ব্রিটেনের সাধারণ শ্রমিকদের ওপরে লেনিন ভরসা রাখতেন, সবকিছু সত্ত্বেও এই শ্রমিকরা শ্রেণীগত অনুভূতি বজায় রেখেছিল।

মাঝে মাঝে গাড়িতে চেপে যেতেন শহরের উপকণ্ঠে,-অধিকাংশ সময়েই প্রিমরোজ পাহাড়ে। গাড়িভাড়া লাগত মাত্র ছ'পেন্স। অভিজ্ঞতাটা রোমাঞ্চকর। পাহাড়ে গিয়ে দাঁড়ালে চোখের সামনে ভেসে উঠত গোটা লণ্ডন—ধোঁয়ায় মোড়া প্রকাণ্ড একটা শহর আবছা হতে হতে ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে। সবুজ পথ, সবুজ বাগান, প্রকৃতি এখানে নাগালের মধ্যে। প্রিমরোজ পাহাড়ের আরো একটি আকর্ষণ—কাছেই কার্ল মার্কসের সমাধি। দুজনে যেতেন সেখানে।

লণ্ডনে এসে লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া একটি মাত্র শোবার ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। খাওয়াদাওয়া করতে হত বাইরে। তারপরে ক্রুপ্‌সকায়ার মায়ের আসবার কথা হতেই একটি দু-কামরার বাসা ভাড়া নিলেন। বাড়িতেই

রান্নার ব্যবস্থা হল। ইংরেজি খানা রুশ পেটে ঠিক বরদাস্ত হচ্ছিল না। তাছাড়া খরচ কমাবার প্রশ্নও ছিল। ক্রুপ্‌সকায়া লিখছেন, "আমরা তখন আমাদের সংগঠন থেকে মাসহারা পেতাম। তার মানে, প্রতিটি পেনি বুঝে খরচ করতে হত, থাকতে হত যতোটা সম্ভব কম খরচে।"

গুপ্ত কাজকর্ম চালাবার পক্ষে লণ্ডন ছিল সে-সময়ে স্বর্গরাজ্য। কোনো পরিচয়-পত্র লাগত না, যে-কোনো নামে নথিভুক্ত হওয়া চলত। লেনিন নাম নিলেন রিখটার। আরেকটি সুবিধে ছিল এই যে লণ্ডনের মানুষ বিদেশীদের চেহারার তফাত ধরতে পারে না, সব বিদেশীই তাদের চোখে একই রকম। লেনিনের বাড়িউলীর ধারণা ছিল লেনিন জার্মানির লোক।

কিছুদিনের মধ্যেই মার্তোফ ও ভেরা জাসুলিচ এসে গেলেন। আলেক-সিয়েফকে সঙ্গে নিয়ে তিনজনে কমিউন-ধরনের ডেরা পাতলেন লেনিনের বাড়ির অদূরেই। লেনিনের বাসায় বসল ইসক্রার দপ্তর।

সকালবেলা লেনিন চলে যেতেন ব্রিটিশ মিউজিয়মে। মার্তোফ আসতেন তারপরে। ক্রুপ্‌সকায়া ও মার্তোফ দুজনে মিলে চিঠি নিয়ে আলোচনা সেরে নিতেন। লেনিনকে আর এই ক্লান্তিকর কাজটি করতে হত না।

প্লেখানফের সঙ্গে লেনিনের সঙ্ঘর্ষ যে-ভাবেই হোক বন্ধ হয়েছিল। লেনিন অনেকটা শান্ত মনে কাজে ডুবে যেতে পেরেছিলেন।

এই সময়ে লেনিন বেড়াতে গিয়েছিলেন ফ্রান্সের ব্রিটানিতে। তাঁর মা ও দিদি আনা ছিলেন সেখানে। একটি মাস তাঁদের সঙ্গে কাটিয়েছিলেন। সমুদ্র ভালোবাসতেন লেনিন, সমুদ্রের অবিশ্রান্ত আন্দোলন, অন্তহীন বিস্তৃতি। ব্রিটানিতে এই একটি মাস সত্যিকারের বিশ্রাম হয়েছিল লেনিনের।

গুপ্ত কাজকর্ম চালাবার আয়োজন ছিল ব্যাপক। জাল পাসপোর্ট তৈরি হত। পাসপোর্টকে বলা হত রুমাল, বেআইনী বইপত্রকে বীয়ার বা পশম, পুরুষের নাম পালটে মেয়ের নাম রাখা হত, মেয়ের নাম পাল্‌টে পুরুষের, শহরের নতুন নাম রাখা হত শুধু প্রথম অক্ষরটি বজায় রেখে। এখনকার চোখে এই আয়োজনগুলো খুব যে পাকা হয়েছিল তা নয়। কিন্তু এতেই কাজ চলে যেত।

ইসক্রার দপ্তরে প্রচুর চিঠিপত্র এসে পৌছত রুশদেশ থেকে। খোলাখুলি নয়, গোপনে; বেআইনী পথ দিয়ে। সারা রুশদেশে ছড়িয়ে ছিল ইসক্রার এজেণ্টরা। বিদেশ থেকে তাদের কাছে এসে পৌছত ইসক্রা ও জারিয়ার

কপি এবং পুস্তিকা। এই এজেন্টরা বেআইনী ছাপাখানায় এইসব পত্রপত্রিকা আবার ছাপিয়ে নিত। ইসক্রার জন্যে তারা অর্থসংগ্রহ করত।

১৯০২ সালের জুন মাসে বাইলোস্টকে 'বুন্দ' সম্মেলন হয়। একমাত্র সেন্ট পিটার্সবুর্গের প্রতিনিধিরা ছাড়া অন্য সবাই ধরা পড়ে যায় এই সম্মেলন থেকে। সম্মেলনে স্থির হয়, পার্টি কংগ্রেস ডাকার জন্যে একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হোক। ব্যাপারটা সহজ ছিল না। স্থানীয় কমিটিগুলির প্রতিনিধিত্ব থাকার দরকার ছিল। কিন্তু এই কমিটিগুলি তখনো ভালো করে গড়ে ওঠে নি। কোথাও কোথাও আবার ছিল একই সঙ্গে দুটি করে কমিটি—একটি কমিটি শ্রমিকদের, অর্থনৈতিক সংগ্রাম চালাবার জন্যে; অপরটি বুদ্ধিজীবীদের, উঁচুদরের রাজনীতি চালাবার জন্যে। অবশ্য এই রাজনীতি উঁচুদরের ছিল শুধু নামে, কাজের বেলায় ছিল নিতান্তই লিবার‍্যাল রাজনীতি। বোঝাই যাচ্ছে, অর্থনীতিবাদের শেকড় স্থানীয় কমিটির স্তরে লোপ পায় নি। ইসক্রা ব্যাপারটাকে ঠিকমতো ধরতে পেরেছিল এবং সঠিক সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলার সংগ্রামে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। লেনিনের 'কমরেডের কাছে চিঠি' লেখাটি এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়।

৬ই আগস্ট তারিখে সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে এসে পৌঁছলেন একজন কমরেড সাংগঠনিক প্রশ্ন নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে, নাম ক্রাসনুখ। তাঁর সংকেত বাক্যটি ছিল এই: 'সিটিজেন পত্রিকার ৪৭ নম্বর সংখ্যাটি পড়েছেন কি?' অর্থাৎ তিনি এসে এই প্রশ্নটি করবেন তাহলেই বোঝা যাবে তিনিই আসল লোক। এই সংকেতবাক্যের সূত্র ধরে তাঁর নামই হয়ে গেল সিটিজেন। লেনিন তাঁর সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে সেন্ট পিটার্সবুর্গের পার্টি-সংগঠন নিয়ে আলোচনা করলেন। তারপরে সিটিজেনকে পুরোপুরি ইসক্রা-পন্থী করে তোলার জন্যে পাঠানো হল জেনিভায়, প্লেখানফের সঙ্গে আলোচনা করতে। সপ্তাহ দুয়েক পরে একটি চিঠি এল সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে। চিঠির নিচে স্বাক্ষর—'ইয়েরেম'। স্থানীয়ভাবে কি করে কাজ চালাতে হয়, চিঠিতে সে বিষয়ে আলোচনা। চিঠিটি পড়ে বোঝা গেল না 'ইয়েরেম' মানুষের নাম না সংগঠনের। যারই হোক, লেনিন এ-চিঠির জবাব লিখতে বসলেন। এই জবাবী চিঠিরই নাম 'ইয়েরেমের কাছে চিঠি' বা 'কমরেডের কাছে চিঠি'। লেখাটি প্রথমে ডুপ্লিকেটরে কপি করে বিলি করা হয়েছিল, পরে বেআইনী ভাবে ছাপানো হয়।

১৯০২ সালের সেপ্‌টেম্বর মাসে এসে পৌঁছলেন বাবুশকিন, একাতেরিনোস্লাভ-এর জেলখানা থেকে পালিয়ে। তিনি ছিলেন ক্রুপ্‌সকায়ার রবিবারের সান্ধ্য স্কুলের ছাত্র। দেখা গেল, কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতা অনেক অগ্রসর এবং তিনি হয়ে উঠেছেন ইস্পাতদৃঢ় বিপ্লবী। শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনে কাজ করার প্রচুর অভিজ্ঞতা তাঁর, নিজে শ্রমিক বলে শ্রমিকদের কাছে কি করে পৌঁছতে হয় তাও ভালো করেই জানেন। তাঁর থাকার জায়গা হল কমিউনে। শ্রমিকসুলভ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দু-দিনের মধ্যেই তিনি সেই নোংরা এলোমেলো কমিউনের হাল ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

এই সময়ে প্লেখানফ লণ্ডনে এলেন। বাবুশকিনের সঙ্গে প্লেখানফের আলোচনার ব্যবস্থা হল। আলোচনার বিষয় রুশদেশের অবস্থা। বাবুশকিন এতটা জোরের সঙ্গে ও বিশ্বাসের সঙ্গে নিজের বক্তব্য পেশ করলেন যে প্লেখানফ পর্যন্ত মুগ্ধ হলেন।

কিছুদিন পরেই বাবুশকিন রুশদেশে ফিরে যান। লেনিন বা ক্রুপ্‌সকায়ার সঙ্গে তাঁর আর দেখা হয় নি। ১৯০৬ সালে সাইবেরিয়ায় অস্ত্র চালান দিতে গিয়ে তিনি ধরা পড়েন। তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

আগেই শোনা গিয়েছিল যে সাইবেরিয়া থেকে পালিয়ে সামারায় গিয়ে পৌঁছেছেন ব্রনস্টাইন (ট্রটস্কি)। শোনা গেল তিনি নাকি ইসক্রা-সমর্থক এবং মানুষজনের ওপরে তাঁর প্রচুর প্রভাব। ট্রটস্কির সাংকেতিক নাম দেওয়া হল 'কলম'।

অক্‌টোবরের এক সকালে ক্রুপ্‌সকায়া শুনলেন সদর দরজায় কে যেন প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা দিচ্ছে। তিনি তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এলেন। দরজা খুলে দেখলেন, ট্রটস্কি। তাঁকে নিজেদের ঘরে নিয়ে এলেন। লেনিনের ঘুম ভেঙেছিল কিন্তু তখনও বিছানা ছেড়ে ওঠেন নি। ট্রটস্কিকে লেনিনের সামনে বসিয়ে ক্রুপ্‌সকায়া আবার গেলেন নিচে, কোচোয়ানের ভাড়া মিটিয়ে দিতে। তারপরে কফি তৈরি করতে। বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে দেখলেন লেনিন তখনো বিছানায়, কি একটা বিষয়ে লেনিন ও ট্রটস্কির মধ্যে গভীর আলোচনা হচ্ছে। প্রথম সাক্ষাতেই ট্রটস্কি সম্পর্কে লেনিনের খুব ভালো ধারণা হয়েছিল। ট্রটস্কির সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে তিনি কথা বলতেন, বহুক্ষণ ধরে বেড়াতেন।

প্রথম দর্শনেই ট্রটস্কিকে সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন প্লেখানফ। তিনি ধারণা করতে পেরেছিলেন ট্রটস্কি হবেন লেনিনেরই লোক। ট্রটস্কির লেখা

একটি প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন লেনিন প্লেখানফের কাছে। প্লেখানফ বললেন, 'তোমার এই 'কলমের' কলম আমার পছন্দ হয় না।' লেনিন বললেন, 'লেখার স্টাইলটা তো অনুশীলনের ব্যাপার, ওটা আয়ত্ত করা যায়। মানুষটি শিখতে পারবে আর খুব কাজেরও হবে।' ১৯০৩ সালের মার্চ মাসে ট্রটস্কিকে ইসক্রার সম্পাদকমণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব তুললেন লেনিন।

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের জন্যে প্রস্তুতিও সমানে চলছিল। রুশদেশ থেকে লোকজনের আসারও বিরাম ছিল না। অবশ্যই খোলাখুলি নয়, ছদ্মনাম নিয়ে পুলিসের চোখকে ফাঁকি দিয়ে। ফিরে যেতেন সেইভাবে। প্রত্যেকের সঙ্গেই লেনিন খুঁটিয়ে আলোচনা করতেন। ১৯০২ সালের নভেম্বর পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তুতির জন্যে একটি সংগঠনী কমিটি গঠিত হল।

সবচেয়ে দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল এই সংগঠনী কমিটির সঙ্গে সারা রুশদেশে ছড়ানো স্থানীয় কমিটিগুলির নিয়মিত যোগাযোগ রাখা। চিঠিপত্র চালাচালি হত অবশ্যই গোপনে, বেআইনী ভাবে, সাংকেতিক নামের আড়ালে। লেনিন চিঠি লিখতেন, কিন্তু তার জবাব আসতে দেরি হত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আদৌ হয়তো আসত না, চিঠিটা ঠিক জায়গায় পৌছেছে কিনা তাও জানা যেত না অনেক সময়ে। এমনি ব্যাপার যখন ঘটত, লেনিন সারা রাত ঘুমোতে পারতেন না। একটি সুদৃঢ় ঐক্যবদ্ধ পার্টি গড়ে তুলতে হলে আগে চাই যোগাযোগ। একটি সুত্রও ছিন্ন হতে দেওয়া চলে না। তাই চিঠি পেতে যতো দেরি হত লেনিনের অস্থিরতাও ততো বাড়ত।

ইতিমধ্যে আরো একটি ব্যাপার ঘটে গেল। প্লেখানফ ও শ্রমিক মুক্তি গোষ্ঠী বরাবরই চেয়েছিলেন যে ইসক্রা জেনিভা থেকে প্রকাশিত হোক। প্রতিবারেই লেনিন আপত্তি জানিয়েছিলেন এবং সংখ্যাধিক্যের সমর্থন ছিল তাঁর পক্ষে। প্রস্তাবটা আবার উঠল শ্রমিক মুক্তি গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে। লেনিন প্রতিবাদ করলেন কিন্তু এবারে আর তিনি অন্য কারও সমর্থন পেলেন না। অগত্যা জেনিভা। লণ্ডনের বাসা তুলে জেনিভার দিকে রওনা দেবার তোড়-জোড় চলতে লাগল।

এ-ঘটনা লেনিনের স্নায়ুর ওপরে এমন একটা চাপ সৃষ্টি করল যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। চিকিৎসার প্রয়োজন দেখা দিল। ইংরেজ ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ছিল না, কেননা সেক্ষেত্রে একটি গিনী দর্শনী

চাই। মেডিকেল বই পড়ে আর একজন মেডিকেল ছাত্রের পরামর্শ নিয়ে ক্রুপ্‌সকায়া নিজেই চিকিৎসা করতে লাগলেন।

১৯০৩ সালের এপ্রিল মাসে লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া জেনিভায় পৌঁছলেন। তারপরেও দু-সপ্তাহ এত অসুস্থ ছিলেন লেনিন যে বিছানায় শুয়ে থাকতে হল।

লণ্ডন ছেড়ে আসার ঠিক আগেই একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন, 'গ্রামের গরীবদের উদ্দেশে'। ১৯০২ সালে রুশদেশে কৃষক অভ্যুত্থান ঘটেছিল, তখন থেকেই ভাবছিলেন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা কী চায় তা গ্রামের কৃষকদের কাছে খুব সরলভাষায় ব্যাখ্যা করে বলা দরকার। শেষপর্যন্ত পুস্তিকাটি লিখলেন ১৯০৩ সালের মার্চ মাসে। লিখলেন অত্যন্ত সাবধানে, কৃষকদের বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে না হয় সেদিকে নজর রেখে।

শক্ত বিষয়কে অতি সহজভাবে এই বইয়ে উপস্থিত করলেন লেনিন। একটি অধ্যায়ে আলোচনা তুললেন গ্রামাঞ্চলের শ্রেণী-সংগ্রাম নিয়ে। বললেন :

"শ্রেণী-সংগ্রাম কাকে বলে? এ হল লোকের এক-অংশের সঙ্গে অপর-অংশের সংগ্রাম : সুবিধাভোগী, অত্যাচারী, পরজীবীদের বিরুদ্ধে অধিকারহীন অত্যাচারিত ও মেহনতীদের ব্যাপক জনগণের সংগ্রাম ; সম্পত্তি-মালিক বা বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে মজুরি-শ্রমিক বা প্রোলেতারিয়েতের সংগ্রাম।"

গ্রামের গরীবদের উদ্দেশে বললেন :

"আমরা পেতে চাই নতুন ও আরো ভালো একটি সমাজব্যবস্থা। এই নতুন ও আরো ভালো সমাজে থাকবে না ধনী, থাকবে না দরিদ্র, সবাইকে কাজ করতে হবে। সবাইকার কাজের ফল ভোগ করবে মুষ্টিমেয় ধনীরা নয়, সমস্ত মেহনতী মানুষ। যন্ত্রপাতি ও অন্য সমস্ত উন্নতি এমনভাবে কাজে লাগাতে হবে যাতে কাজ লাঘব হয়, এমনভাবে নয় যাতে লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি মানুষকে ঠকিয়ে অল্প কয়েকজন ধনী হয়ে উঠতে পারে আরো ধনী। এই নতুন ও আরো ভালো সমাজকে বলা হয় সমাজতান্ত্রিক সমাজ। এই সমাজ সম্পর্কে শিক্ষাকে বলা হয় সমাজতন্ত্র।"

গ্রামের গরীবদের উদ্দেশে আরো বললেন :

"এই উদ্দেশ্য মহান এবং এই মহান উদ্দেশ্যের জন্যে সমগ্র জীবন উৎসর্গ করা চলে।"

জেনিভায় বাসা নিলেন শ্রমিক-এলাকায়, শহরের উপকণ্ঠে। বাসাটি ছোট, নিচের তলায় রান্নাঘর, ওপরের তলায় ছোট ছোট তিনটি ঘর। লোকজন এলে বসাতে হত এই রান্নাঘরে। আসবাবপত্র বিশেষ ছিল না, তার অভাব মিটিয়েছিল কতকগুলো প্যাকিং বাক্স যার ভিতরে ভরে বইগুলো আনা হয়েছিল।

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা একে একে আসতে শুরু করলেন। যারাই আসেন, প্রত্যেকের সঙ্গে আলোচনায় বসা হয়, প্রত্যেকের মতামত জানতে চাওয়া হয় কর্মসূচী সম্পর্কে, 'বুন্দ' সম্পর্কে ও আরো নানা বিষয়ে। মার্তোফের তো নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। প্রতিনিধিদের সঙ্গে অক্লান্ত আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। ট্রটস্কিও এসে পৌছলেন।

ট্রটস্কিকে ইসক্রার সম্পাদকমণ্ডলীতে নিতে চেয়েছিলেন লেনিন। কিন্তু প্লেখানফের প্রবল আপত্তির জন্যে তা সম্ভব হয় নি। ট্রটস্কি হতেন সম্পাদক-মণ্ডলীর সপ্তম সদস্য। জেনিভায় আসার পরে একজন সপ্তম সদস্যের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করা গিয়েছিল। কেননা সম্পাদকমণ্ডলীতে ভুল বোঝা-বুঝির অন্ত ছিল না।

সবচেয়ে মুশকিল বাধল এ-কারণে যে ভোটাভুটির ব্যাপারে ছ-জনের সম্পাদকমণ্ডলী সমান দু-ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। একভাগে প্লেখানফ, আক্সেলরদ ও জাসুলিচ। অন্যভাগে লেনিন, মার্তোফ ও পোত্রেসফ। এমনি একটি সম্পাদকমণ্ডলী নিয়ে কাজ করা প্রায় একটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল লেনিনের পক্ষে। তিনি একেবারে সহ্যের শেষ সীমানায় এসে দাঁড়ালেন। শেষ চেষ্টা হিসেবে আরো একবার ট্রটস্কির নাম প্রস্তাব করলেন সপ্তম সদস্য হিসেবে। প্লেখানফের প্রবল প্রতিবাদে প্রস্তাবটি টিকল না।

লেনিন মনে মনে ভাবতে লাগলেন, পার্টি কংগ্রেসে প্রস্তাব তুলবেন যে তিনজনকে নিয়ে ইসক্রার সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করা হোক।

পার্টি-কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে রুশদেশ থেকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের একজন হচ্ছেন শটম্যান, সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিক। তিনি এসেছিলেন সবার আগে। তাঁর কাছ থেকে সেণ্ট পিটার্সবুর্গের খবর জানবার জন্যে নেতারা উদ্‌গ্রীব ছিলেন। ফলে তাঁর সুযোগ হয়েছিল নেতাদের খুব সামনে থেকে দেখার। তিনি লিখছেন:

"চওড়া কাঁধ, লাল টকটকে মুখ পোত্রেসফের ; পরিপাটি করে ছাঁটা দাড়ি, চমৎকার কাটের পোশাক, তাঁকে দেখে মনে হত একজন খাঁটি ইউরোপীয়। মার্তোফের চেহারার সঙ্গে মিল গরীব কৃশ বুদ্ধিজীবীর। তাঁর মুখ ফ্যাকাশে, গাল ভেতরে ঢোকা, দাড়ি সামান্য কিন্তু অপরিষ্কার। তাঁর চশমা নাকের ঠিক জায়গাটিতে কম সময়েই থাকে। পরনের পোশাক ঝুলঝুল করে, যেন হ্যাঙারে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। পকেট যতগুলো আছে সবগুলোই পাণ্ডুলিপি আর পুস্তিকায় ঠাসা। শরীরটা নুয়ে পড়েছে। তাঁর এক কাঁধ অপর কাঁধের চেয়ে উঁচু। মুখে কথা আটকে যায়। বাইরে থেকে দেখলে তাঁর চেহারায় আকর্ষণ করার মতো কিছু নেই। কিন্তু যে-মুহূর্তে তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে কিছু বলতে শুরু করেন, তাঁর বাইরের সমস্ত দোষ মিলিয়ে যায় যেন। যা থাকে তা হচ্ছে তাঁর বিপুল জ্ঞান, প্রখর চিন্তা আর শ্রমিকশ্রেণীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি উন্মত্ত আনুগত্য।"

আক্‌সেলরদ সম্পর্কে লিখেছেন, "তাঁর হাবভাবে বাপের মতো ভালোবাসা ও স্নেহ ঝরে পড়ত, মুহূর্তেই তিনি আমার মন জয় করে নিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টাতামাশা করতেন।"

লেনিন সম্পর্কে : "সভায় তিনি কী নিয়ে আলোচনা করেছিলেন মনে নেই।···কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে আছে, তাঁর প্রথম বক্তৃতা শুনেই আমি পুরোপুরি তাঁর পক্ষে চলে গেলাম, এত সরল এত পরিষ্কার এত বিশ্বাসযোগ্য ভাবে তিনি বলতে পারতেন। যখন প্লেখানফ বলতে উঠতেন আমি উপভোগ করতাম তাঁর বক্তৃতার সৌন্দর্য, শব্দের তীক্ষ্ণধার। কিন্তু প্লেখানফের বিরুদ্ধে লেনিন যখন উঠে দাঁড়াতেন, আমি সব সময়েই থাকতাম লেনিনের পক্ষে। কেন? আমি নিজেই নিজের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারি না। কিন্তু ব্যাপারটা তাই হত, শুধু আমার বেলায় নয়, আমার কমরেডদের বেলাতেও, শ্রমিকদের বেলাতেও।"

এই উদ্ধৃতিতে শুধু লেনিনের বক্তৃতার কথা বলা হয়েছে। বক্তৃতা দিয়ে তিনি মানুষকে জয় করতে পারতেন। কথাটা ঠিক। কিন্তু তাই বলে সবসময়েই তিনি শুধু বক্তৃতা দিতেন না। খানিকটা অবসর সময় তাঁর থাকত হাসিঠাট্টায়, গানবাজনায়, স্ত্রী ও অন্য কমরেডদের সঙ্গে সাইকেলে করে ঘুরে বেড়িয়ে কাটাতে। কোনো কোনো রবিবার স্ত্রী ও শাশুড়িকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন সারাদিনের মতো। কোনো কোনো সন্ধ্যায় বাড়িতেই আসর বসত।

গলা মিলিয়ে গান গাইত সকলে: ইন্টারন্যাশ্যাল, মার্সাই, ভ্লগার মাঝির গান। লেনিনও গাইতেন, গাইতে গাইতে তন্ময় হয়ে যেতেন।

মাঝে মাঝে সাহিত্যের আলোচনা উঠে পড়ত। সাহিত্যে লেনিনের আগ্রহ ছিল জীবন্ত, নানা ধরনের বই পড়তেন। তাঁর প্রিয় লেখক ছিলেন চেনিশেভস্কি, সাল্তিকফ-শেদ্রিন, নেক্রাসফ। পুশকিন, লেরমনতফ ও তলস্তয় ভালোভাবে পড়েছিলেন। নেক্রাসফের বহু কবিতা তাঁর মুখস্থ ছিল।

ক্রুপ্‌সকায়া লিখছেন, "যে কমরেডটি আমার সঙ্গে ভ্লাদিমির ইলিচের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল তিনি আমাকে বলেছিলেন, মানুষটি একটু কাঠখোট্টা ধরনের, শুধু পণ্ডিতী বই পড়েন, জীবনে একটিও উপন্যাস পড়েন নি, কবিতা তো নয় ই। শুনে আমি অবাক হয়েছিলাম।"

পরে একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে ক্রুপ্‌সকায়া বুঝতে পারলেন, জীবন্ত মানুষ সম্পর্কে লেনিনের আগ্রহ সবসময়েই প্রচণ্ড। জীবন্ত মানুষকে তিনি জানতে চান নিজের চোখে দেখে, নিজের কানে শুনে, বই পড়ে নয়।

যতোদিন কাজ উপলক্ষে যোগাযোগ, সাহিত্য নিয়ে লেনিনের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয় নি। সুযোগ এল সাইবেরিয়ায় যাবার পরে। তখন নিজের চোখেই দেখলেন ক্লাসিক সাহিত্য পড়বার ঝোঁক অন্য কারও চেয়ে লেনিনের কম নয়।

ক্রুপ্‌সকায়া লিখছেন, "সাইবেরিয়ায় যাবার সময়ে আমি সঙ্গে করে পুশকিন, লেরমনতফ ও চেনিশভস্কির বই নিয়ে গিয়েছিলাম। লেনিন বইগুলো তাঁর বিছানার পাশে রেখে দিয়েছিলেন, হেগেলের সঙ্গে। আর সন্ধেবেলা বার বার পড়তেন।"

নাটক দেখতেন খুব কম। সাইবেরিয়া থেকে মস্কোয় ফিরে এসে একটি নাটক দেখেছিলেন। সেটি তাঁর ভালো লেগেছিল। পরে কখনো কখনো নাটক ভালো লাগে নি বলে উঠেও চলে এসেছেন। মিউনিক থেকে মায়ের কাছে লেখা চিঠিতে জানতে চেয়েছিলেন আর্ট থিয়েটারে চেখভের 'তিন বোন' নাটকটি কেমন চলছে। অপর একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, তিনি যদি এখন মস্কোর আর্ট থিয়েটারে গর্কির 'নিচের মহল' নাটকটি দেখতে পেতেন, কী ভালোই না লাগত। বিদেশে থাকার সময়ে একবার চাইকোভস্কির সিম্ফনি শোনার সুযোগ হয়েছিল। মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলেন, তারপরে দীর্ঘ একটি চিঠিতে মনের আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন মায়ের কাছে।

তবে সবচেয়ে ভালোবাসতেন লিখতে। শ্রমিকদের জন্যে লিখতে। সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে থাকার সময়ে ১৮৯৭ সালের ১৬ই জুলাই তারিখে আকৃসেলরদকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "শ্রমিকদের জন্য লেখার সুযোগ যদি আমি পাই তাহলে তার চেয়ে বড়ো চাওয়া আমার আর কিছু নেই, তার চেয়ে বড়ো আশা আমার আর কিছু নেই।"

সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন, অযাচিত নয়, নিজের হাতে গড়ে নিতে হয়েছিল, তারই ফলে শ্রমিকদের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন বিপুল এক সম্পদ, নির্ভুল এক নিশানা।

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তুতি চলছিল ১৯০২ সালের আগস্ট থেকে। রুশদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পার্টির স্থানীয় কমিটির প্রতিনিধিরা লণ্ডনে এসেছিলেন লেনিনের সঙ্গে আলোচনা করতে। অনেক আলোচনা ও বিভিন্ন প্রতিনিধিদের নিয়ে সম্মেলনের পরে একটি সংগঠনী কমিটি খাড়া করা হল।

প্রথম পার্টি কংগ্রেস হয়ে গিয়েছে ১৮৯৮ সালে। সেখানে শুধু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে পার্টির নাম হবে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক শ্রমিক পার্টি আর প্রকাশ করা হয়েছিল তৎসম্পর্কিত একটি ইস্তাহার। প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন মাত্র আটজন। পাঁচ বছর পরে দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস শুরু হল ১৯০৩ সালের ১৭ই (৩০এ) জুলাই তারিখে। চলল ১০ই (২৩এ) আগস্ট পর্যন্ত। এই কংগ্রেসেই প্রথম মৌলিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হল, পার্টির কর্মসূচী গৃহীত হল। এদিক থেকে এই দ্বিতীয় কংগ্রেস থেকেই পার্টির শুরু বলা চলে। প্রথম ও দ্বিতীয় কংগ্রেসের মধ্যের পাঁচ বছরে পার্টির কোনো কর্মসূচী ছিল না। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের আগে ইসক্রা মাসের পর মাস এই কর্মসূচী নিয়েই আলোচনা চালিয়ে এসেছে।

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে প্রতিনিধি উপস্থিত হলেন মোট ৫৭ জন (তার মধ্যে ৪৩ জনের পূর্ণ ভোটের অধিকার)। শুধু প্রতিনিধির সংখ্যা দিয়ে বিচার করলেও দ্বিতীয় কংগ্রেস বড়ো রকমের অগ্রগতি। তিন বছর ধরে ইসক্রা প্রকাশিত হবার পরে এবং লেনিনের বই 'কী করতে হবে?' রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের হাতে পৌছবার পরে পরিস্থিতিও আর আগের মতো নয়।

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের জন্যে লেনিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। সেজন্যে নিজেকে প্রস্তুতও করে নিয়েছিলেন সমস্ত দিক থেকে। পার্টি কংগ্রেসকে লেনিন মনে করতেন এক অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, যার ওপরে পার্টির সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব। শুধু এই একটি পার্টি-কংগ্রেস নয়, পরবর্তী প্রত্যেকটি পার্টি-কংগ্রেস সম্পর্কে লেনিনের এই একই মনোভাব। পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রস্তুতি করেছেন প্রত্যেকটি পার্টি-কংগ্রেসের জন্যে।

আগে থেকেই ঠিক ছিল দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসবে ব্রুসেল্‌স-এ। প্লেখানফের অনুগামী একজন কমরেড থাকতেন ব্রুসেল্‌স-এ, পার্টি কংগ্রেসের সমস্ত ব্যবস্থাপনার ভার তিনিই নিয়েছিলেন।

এই কমরেডটির নাম কোল্‌ৎসফ। কাজটি তিনি যতো সহজে করতে পারবেন ভেবেছিলেন বাস্তবে তা হল না। প্রতিনিধিদের বলে দেওয়া হয়েছিল ব্রুসেল্‌স-এ পৌঁছে কোল্‌ৎসফের কাছে রিপোর্ট করতে। সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রতিনিধিরা কোল্‌ৎসফের বাড়িতে গিয়ে হাজির হচ্ছিলেন। সবে জনা চারেক পৌঁছেছে এমন সময় গণ্ডগোল বাধল। কোল্‌ৎসফের বাড়িউলী রেগে আগুন। সরাসরি জানিয়ে দিলেন যে আর একজনও রুশ যদি এ-বাড়িতে পা দেয় তো তিনি তাকে তক্ষুনি বার করে দেবেন। তাঁর খাণ্ডারনী মূর্তি দেখে বোঝা গেল, এ নিয়ে একটা হুলুস্থুল কাণ্ড বাধাতেও তিনি ইতস্তত করবেন না। অগত্যা কোল্‌ৎসফের বৌকে সারাটি দিন ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হল গলির মোড়ে। এক-একজন প্রতিনিধি আসেন আর তিনি তাঁকে ফেরত পাঠিয়ে দেন কক্‌ দো'ওর নামে একটা সমাজতন্ত্রী হোটেলে। এমনিভাবে ব্যাপারটা কোনো রকমে সামলানো গেল।

ওদিকে হোটেল জমজমাট, হৈ-হট্টগোলের আর শেষ নেই। গুসেফ নামে একজন প্রতিনিধি ছিলেন, তিনি রোজ সন্ধ্যায় এক গেলাস কনিয়াক নিয়ে সপ্তমে গলা চড়িয়ে গান জুড়ে দিতেন। জানলার নিচে রাস্তায় ভিড় জমে যেত তাঁর গান শোনবার জন্যে। তাঁর একটি গানের প্রথম লাইনটি ছিল এই : 'আমাদের বিয়ে গির্জার বাইরে'। গানটি লেনিনের ভালো লেগেছিল।

কংগ্রেসের অধিবেশন-স্থানটি গোপন রাখা হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেই গোপন স্থানও পাল্‌টানো হল। সম্ভবত আরো গোপনতার প্রয়োজনে বেলজিয়ামের পার্টি স্থির করলেন, পার্টি কংগ্রেসের অধিবেশন বসবে একটি ময়দার গুদামে। ইঁদুরদের রাজ্যে রীতিমতো বিশৃঙ্খলা ঘটিয়ে ও ব্রুসেল্‌স-এর পুলিস মহলকে সচকিত করে তুলে শুরু হল রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস। তবুও শেষপর্যন্ত পুলিসের অতি তৎপরতার ফলে এই গুদামে পার্টি-কংগ্রেস হতে পারে নি, এমনকি ব্রুসেল্‌স-এর অন্য কোনো জায়গাতেও নয়, গোটা পার্টি কংগ্রেসকেই সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল লণ্ডনে।

পার্টি কংগ্রেসে সবচেয়ে বড়ো আলোচনার বিষয় ছিল পার্টির কর্মসূচী।

বিষয়টি নিয়ে লেনিন অনেকদিন থেকেই চিঠিপত্রে ও ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং পার্টির একটি বড়ো অংশকে ইসক্রার পক্ষে আনতে পেরেছিলেন। তবুও বিরোধী-পক্ষ থেকে গিয়েছিল, যাঁদের প্রধান আপত্তি ছিল কর্মসূচীতে প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বের সপক্ষে ঘোষণা নিয়ে। তাঁরাও প্রচার চালাচ্ছিলেন, বিশেষ করে অর্থনীতিবাদী পত্রিকা 'রাবোচেয়ে দেলো'র পৃষ্ঠায়, তাঁরাও তৈরি হয়েই পার্টি কংগ্রেসে এসেছিলেন।

কর্মসূচী নিয়ে যখন তর্কবিতর্ক চলছিল তখন যাঁরা বাইরে থেকে ব্যাপারটা দেখতেন তাঁরা অনেকে বলতেন, এত কূটকচালির দরকারটা কী, 'অল্পাধিক' বা এমনি ধরনের কোনো শব্দ থাকবে কী থাকবে-না তাতে কী আসে যায়! জবাবে লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া তলস্তয়ের লেখা থেকে একটি উপমা দিতেন। তলস্তয় একবার রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছেন, দেখতে পেলেন দূরে একটি লোক উবু হয়ে বসে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাত নেড়ে চলেছে। লোকটা নিশ্চয়ই পাগল, তলস্তয় ভাবলেন। কিন্তু কাছে এসে দেখতে পেলেন লোকটা পাথরের ওপরে ঘষে ছুরি শান দিচ্ছে। তত্ত্বগত তর্কবিতর্ক সম্পর্কেও একই কথা। বাইরে থেকে শুনে মনে হয় অর্থহীন ঝগড়া। ভিতরে ঢুকলে বোঝা যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

কংগ্রেসের উদ্বোধন করলেন প্লেখানফ। কোনো রকমে একটি মঞ্চ খাড়া করা হয়েছিল, মঞ্চের পাশে ছিল একটি জানলা, লাল কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল জানলা থেকে। গভীর আবেগ ও অনুভূতির সঙ্গে বক্তৃতা দিলেন প্লেখানফ।

ইসক্রা চালাতে গিয়ে লেনিন ও প্লেখানফের মধ্যে যে খানিকটা দূরত্ব তৈরি হয়েছিল, কংগ্রেসে তা যেন মুছে গেল। বড়ো কাছাকাছি এলেন দুজনে। নীতিগত প্রত্যেকটি প্রশ্নে লেনিনকে সমর্থন করলেন প্লেখানফ।

লেনিন ও প্লেখানফের এই কাছাকাছি আসাটা লেনিন-বিরোধীদের পক্ষে সুবিধের ব্যাপার হয় নি। এই সম্পর্কে ফাটল ধরাবার চেষ্টা ছিল তাঁদের। এই দলেরই একজন ছিলেন আকিমফ, অর্থনীতিবাদী, রাবোচেয়া দেলো পত্রিকার উগ্র সমর্থক। হলে হবে কি, যে-দুজনের সম্পর্কে ফাটল ধরাবার এই চেষ্টা তাঁদের একজন হচ্ছেন প্লেখানফ, অর্থনীতিবাদীদের বিরুদ্ধে যাঁর সংগ্রাম এই কংগ্রেসের অনেক আগে থেকেই। আকিমফের বক্তৃতার জবাবে ঠাট্টার সুরে তিনি বললেন, 'নেপোলিয়নের একটা গোঁ ছিল, তিনি চাইতেন তাঁর

সেনাবাহিনীর মার্শালরা বিবাহবিচ্ছেদ করে বৌ ছেড়ে চলে আসুক। বৌকে যারা ভালোবাসত এমন অনেক মার্শালকেও বৌ ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল। এদিক থেকে কমরেড আকিমফ নেপোলিয়নের মতো, তিনি চাইছেন যে-কোনো উপায়েই হোক লেনিনের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ। কিন্তু আমাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে নেপোলিয়নের মার্শালদের চেয়ে আমার চরিত্রের জোর বেশি। লেনিনকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না, আর আমি জানি লেনিনও আমাকে ছাড়বেন না।' লেনিন মুখ টিপে হাসলেন আর ঘাড় নেড়ে জানালেন, না, তিনিও ছাড়বেন না।

কংগ্রেসের কাজ চালাবার জন্যে একটি সভাপতি-মণ্ডলী গঠন করা হয়েছিল। এই সভাপতি-মণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন প্লেখানফ। তিনি যখন কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতেন তখনো মাঝে মাঝে বিরোধীদের উদ্দেশ করে এমন সব টীকাটিপ্পনি করে বসতেন যার ফল সবসময়ে ভালো হত না। একবার বলেছিলেন, 'ঘোড়া কথা বলে না, কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানে গাধারা কথা বলছে।'

এই মন্তব্য শুনে ট্রটস্কি ক্রুপ্‌সকায়াকে বলেছিলেন, 'ভ্‌লাদিমির ইলিচকে বলুন সভাপতির আসনে গিয়ে বসতে। প্লেখানফ যদি এভাবে কথা বলেন তাহলে আর ভাগাভাগি হওয়ার ব্যাপারটা ঠেকানো যাবে না।'

বিরোধীপক্ষকে শ্লেষ ও বিদ্রূপ করতে জানতেন লেনিনও। কিন্তু যখন তিনি সভাপতির আসনে বসতেন তখন তাঁর অন্য মূর্তি। তখন তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। বিশেষ করে বিরোধীরা যাতে বিক্ষুব্ধ না হন, সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হন, সেদিকে কড়া নজর।

এই কংগ্রেসে ট্রটস্কি যে-কটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন সবই ছিল লেনিনের পক্ষে। অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে তিনি লেনিনের মত সমর্থন করেছিলেন। অনেকে তাই ঠাট্টা করে তাঁর নাম দিয়েছিল 'লেনিনের লাঠি'। লেনিন নিজেও সে-সময়ে কোনোক্রমেই ভাবতে পারেন নি যে ট্রটস্কিও একদিন টলবেন।

পার্টি কংগ্রেস চলার সময়ে সকলের মধ্যেই উত্তেজনা ছিল, লেনিনের মধ্যেও। কিন্তু লেনিনের উত্তেজনা এমন এক মাত্রা ছুঁয়েছিল যে তিনি আর স্বাভাবিক মানুষটি ছিলেন না। খেতে ভুলে যেতেন, রাতে ঘুমোতে পারতেন না।

ভাগাভাগি হওয়ার ব্যাপারটা এই কংগ্রেসে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠেকানো যায় নি।

ভাগাভাগি যে ছিল, আছে, কংগ্রেসের আলোচনাতেও তা ফুটে উঠবে, এটা কোনো গোপন কথা নয়। জেনেশুনেই সকলে এসেছিলেন। প্রতিনিধিদের মধ্যে কেউ ছিলেন অর্থনীতিবাদী, কেউ 'বুন্দ্'-পক্ষীয়, কেউ মধ্যবাদী, আর বড়ো একটা অংশ ইসক্রাপন্থী। আবার এই ইসক্রাপন্থীদের মধ্যেও সকলে সমান দৃঢ় নয়, কেউ কেউ কিছুটা শিথিল। কাজেই আলোচনায় মতভেদ হবে, তার জন্যে প্রস্তুত হয়েই সবাই এসেছিলেন। কিন্তু মতভেদটা যে এমন পর্যায়ে পৌঁছবে যা থেকে মনে হতে পারে একটা ভাগাভাগি হওয়ার মতো ব্যাপার, তা কেউ ভাবেন নি।

মতভেদটা সবচেয়ে তীব্র আকারে দেখা দিল পার্টির কর্মসূচী নিয়ে আলোচনার সময়ে। বিষয় সেই প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্ব। পার্টির কর্মসূচীর সূত্র হিসেবে প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বের উল্লেখ থাকাতেই আপত্তি। ইসক্রাপন্থীরা এক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র আপোস করতে রাজী নন। শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্ব ভিত্তিক কর্মসূচীর জন্যে অবিচলিত সংগ্রাম চালালেন লেনিন। এবং এই কর্মসূচীটিই গৃহীত হল।

তারপরে পার্টির নিয়মাবলী নিয়ে আলোচনা উঠতে দেখা গেল, এক্ষেত্রেও মতভেদ কম তীব্র নয়। লেনিন চেয়েছিলেন সংগ্রামী পার্টি, যার সদস্যরা হবেন একনিষ্ঠ সংগ্রামী, পার্টির দৈনন্দিন কাজের মধ্যেও যাঁরা থাকবেন আবার অস্ত্র হাতে রণক্ষেত্রেও ঝাঁপিয়ে পড়বেন। পার্টি ও সদস্যদের সম্পর্ক হবে এমন অঙ্গাঙ্গী যে প্রত্যেক সদস্যকে দায়ভাগী হতে হবে সমগ্রভাবে পার্টির জন্যে, আবার সমগ্রভাবে পার্টিকে প্রত্যেক সদস্যের জন্যে। কাজেই যে-কেউ চাইলেই এমন একটি পার্টির সদস্যপদ লাভ করতে পারেন না। সদস্যপদ লাভের যোগ্যতা তাঁর থাকা চাই। কী কী যোগ্যতা? নিয়মাবলীর প্রথম সূত্রেই লেনিন তিনটি শর্ত উল্লেখ করলেন: পার্টির কর্মসূচী মানতে হবে, পার্টিকে টাকা দিতে হবে, পার্টির কোনো একটি সংগঠনে কাজ করতে হবে।

আপত্তি উঠল সংগঠনে কাজ করা নিয়ে। ইসক্রার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মার্তোফ এই আপত্তির পক্ষে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন। তাঁর বক্তব্য: পার্টিকে কোনো না কোনো ভাবে সাহায্য করলেই হল, পার্টির কোনো সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা থাকার প্রয়োজন নেই। কংগ্রেসে মার্তোফের বক্তব্যের পক্ষেই বেশি ভোট পড়ল। প্লেখানফ লেনিনের সূত্র সমর্থন করে বললেন, 'সত্য রয়েছে লেনিনের দিকে।'

এমনিতে শুনে মনে হতে পারে, লেনিন ও মার্তোফের মতভেদ সামান্য বিষয়ে। মনে হতে পারে, মার্তোফের কথামতো কেউ যদি পার্টির কোনো সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত না থেকে, শুধু পার্টির কর্মসূচী মেনে নিয়ে এবং পার্টিকে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করে পার্টির সদস্যপদ লাভ করে তাহলে পার্টির লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। লেনিন বললেন, অবশ্যই ক্ষতি, কেননা এক্ষেত্রে এমন সব লোক পার্টির মধ্যে ঢুকে যেতে পারে যারা অ-প্রোলেতারিয়েত, হয়তো বা বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী মাত্র। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাক্‌কালে কখনো কখনো বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা পার্টির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়, পার্টিকে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্যও করে থাকে, কিন্তু এরা কখনোই কোনো সংগঠনে থাকে না, শৃঙ্খলা মানে না, দৈনন্দিন কাজে উৎসাহ পায় না, ঝুঁকি নিতে ভয় পায়। শ্রমিকশ্রেণীকে একনায়কত্বে প্রতিষ্ঠা করা যে-পার্টির লক্ষ্য, আলগা আলগা মনোভাবের লোক যদি সেই পার্টির মধ্যে ঢুকে পড়ে তাহলে পার্টি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে এমন সম্ভাবনাই বেশি। পার্টিকে অবশ্যই হতে হবে একীভূত, পার্টির সদস্যদের পার্টির অঙ্গীভূত। আসলে মার্তোফ ও তাঁর অনুগামীরা ভাবতেন, প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্ব অনেক দূরের ব্যাপার। শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা আরো অনেক না বাড়া পর্যন্ত ওসব চিন্তা শিকেয় তুলে রাখা চলে। দেখা যাচ্ছে, বার্নস্টাইন আর মার্তোফ প্রায় একই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছেন। ইসক্রাপন্থীদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন শিথিল তাঁরাও মার্তোফের বক্তব্য সমর্থন করলেন। মার্তোফের পক্ষে ভোট পড়ল ২৮টি, লেনিনের পক্ষে ২২টি।

কংগ্রেসের পরবর্তী বিষয়-সূচী ছিল—পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলী ও কেন্দ্রীয় কমিটি, এই দুটি কেন্দ্রীয় সংস্থার নির্বাচন। কিন্তু এই বিষয়-সূচীতে যাবার আগেই একটা ব্যাপার ঘটে গেল।

বুন্দ্ বরাবরই দাবি করে আসছিল যে পার্টির মধ্যে বুন্দ্-কে একটি বিশেষ স্থান দিতে হবে, বুন্দ-কে স্বীকার করে নিতে হবে রুশদেশে ইহুদী শ্রমিকদের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে। কিন্তু এই দাবি মেনে নেওয়ার অর্থ দাঁড়াত—জাতীয়তার ভিত্তিতে পার্টি গঠনের নীতি গ্রহণ, শ্রেণীগত ভিত্তিতে পার্টি গঠনের নীতি বর্জন। পার্টি কংগ্রেসে বুন্দ-এর এই অ-মার্কসীয় দাবি অগ্রাহ্য হল। তখন বুন্দ-এর পাঁচজন প্রতিনিধি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁদের সঙ্গে দুজন অর্থনীতিবাদীও। ফলে, সাতটি ভোট কমে গেল লেনিন-বিরোধী পক্ষে।

কেন্দ্রীয় সংস্থার নির্বাচন সম্পর্কেও লেনিনের বক্তব্য ছিল অতি স্পষ্ট ও জোরালো। বললেন, সম্পাদকমণ্ডলী ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হবেন তাঁরাই যাঁরা সুদৃঢ় ও অবিচলিত বিপ্লবী। মার্তোফ প্রস্তাব করলেন, যে ছ-জন এতদিন ইসক্রার সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন তাঁরাই থাকুন। লেনিন প্রস্তাব করলেন, তিনজনকে নিয়ে নতুন সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করা হোক। পুরনো সম্পাদকমণ্ডলী সম্পর্কে তিনি কিছু সমালোচনা রাখলেন। এই সম্পাদকমণ্ডলী ঠিক একটি মণ্ডলীর মতো কোনো কাজ করতে পারে নি। তিন বছরের মধ্যে এমন একটি সভাও হতে পারে নি যাতে ছ-জন সদস্যই উপস্থিত থেকেছেন। আক্‌সেলরদ অধিকাংশ সময়ে বাইরেই ছিলেন; পত্রিকার জন্যে প্রায় কিছুই করেন নি, ৪৫টি সংখ্যার মধ্যে প্রবন্ধ লিখেছেন তিনটি কি চারটিতে। ভেরা জাসুলিচ ও পোত্রেসফকে সম্পাদকীয় কোনো কাজের মধ্যেই পাওয়া যায় নি। ৪৬ থেকে ৫১নং সংখ্যা পর্যন্ত ইসক্রার সম্পাদনা করতে হয়েছে পুরোপুরিভাবেই লেনিন ও প্লেখানফকে। লেনিনের বক্তৃতা শুনে জাসুলিচ ও পোত্রেসফ খুবই বিমর্ষ হয়ে গেলেন।

পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলীতে নির্বাচিত হলেন তিনজন: লেনিন, প্লেখানফ ও মার্তোফ। কেন্দ্রীয় কমিটিতে তিনজন: ক্র্‌ঝিঝানোভস্কি, লেঙ্গনিক ও নোসকফ।

আর এই দুটি কেন্দ্রীয় সংস্থার কাজে সমন্বয় করার জন্যে গঠন করা হল একটি কাউন্সিল—পার্টির সর্বোচ্চ সংস্থা। কাউন্সিলের সদস্য পাঁচজন—দুজন কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলী থেকে, দুজন কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে। বাকি একজন কংগ্রেস থেকে সরাসরি নির্বাচিত। কাউন্সিলে কেন্দ্রীয় মুখপত্রের প্রতিনিধি হিসেবে এলেন লেনিন, আর কংগ্রেস থেকে সরাসরি নির্বাচিত হয়ে এলেন প্লেখানফ। কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হলেন প্লেখানফ।

পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্থার নির্বাচনে লেনিন ও তাঁর পক্ষীয়দের জয় হল। কংগ্রেসে এবারে তাঁরাই সংখ্যায় বেশি, বিরোধীরা সংখ্যায় কম। রুশভাষায় 'বলশিভিনস্ত্‌ভো' মানে সংখ্যাধিক্য, 'মেনশিভিনস্ত্‌ভো' মানে সংখ্যাল্পতা। তখন থেকেই লেনিন ও তাঁর পক্ষীয়দের বলা হতে লাগল বলশেভিক আর অন্য পক্ষকে মেনশেভিক। এই মেনশেভিক ও বলশেভিকে ভাগাভাগি হয়ে যাওয়াটাকেই বলা চলে দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ফল।

এই পার্টি কংগ্রেসের কোনো সিদ্ধান্তই বিনা তর্কে হয় নি। একরকম তর্ক করতে করতেই কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা ব্রুসেল্‌স ছেড়ে রওনা হয়েছিলেন লণ্ডনে, সেখানে পৌঁছতে না পৌঁছতেই তর্ক চালিয়ে গিয়েছিলেন। যতো তর্ক ততো উত্তাপ, ফলে কখনো কখনো ব্যক্তিগত আক্রমণ পর্যন্ত বাদ যায় নি। সবচেয়ে বেশি আক্রমণ হয়েছিল লেনিনের বিরুদ্ধে। 'কোথা থেকে শুরু করতে হবে' প্রবন্ধ, 'কী করতে হবে?' বই—কোনো কিছুই আক্রমণ থেকে বাদ যায় নি। এমন কথাও বলা হয়েছিল বিপ্লব নয়, ব্যক্তিগত উচ্চাশা চরিতার্থ করাটাই লেনিনের লক্ষ্য।

পরবর্তীকালে লেখা 'এক পা আগে, দুই পা পিছে' পুস্তিকায় লেনিন এই দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের কথাপ্রসঙ্গে লিখছেন:

"কংগ্রেসে একজন মধ্যবাদী প্রতিনিধির সঙ্গে আমার কিছু কথাবার্তা হয়েছিল যা এখানে স্মরণ না করে পারছি না। অভিযোগের সুরে তিনি আমাকে বললেন, 'আমাদের কংগ্রেসের আবহাওয়া পীড়াদায়ক—এই প্রচণ্ড লড়াই, একের বিরুদ্ধে অপরের এই উত্তেজনা, এই কামড়াকামড়ি, এই অ-কমরেডসুলভ ব্যবহার!' আমি জবাব দিলাম, 'আমাদের কংগ্রেসের ব্যাপারটাই কী চমৎকার—অবাধ ও প্রকাশ্য লড়াই, সমস্ত মতামত প্রকাশ পাচ্ছে, সমস্ত ছায়া সরে গিয়েছে, দলের আকার বোঝা যাচ্ছে, হাত উঠছে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, পর্ব অতিক্রম করা হচ্ছে। এগিয়ে চলো! এই তো আমি চাই! এই তো জীবন! বুদ্ধিজীবীরা অনন্তকাল ধরে যে ক্লান্তিকর কথা-কাটাকাটি চালিয়ে থাকে—যে কথা-কাটাকাটির শেষ নেই, কেননা প্রশ্নের মীমাংসা নেই, যাতে ছেদ পড়ে তখনই যখন তারা এতই ক্লান্ত যে কথা বলতে পারে না—এ থেকে আমাদের কংগ্রেস পৃথক।' মধ্যবাদী কমরেডটি আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে কাঁধঝাঁকুনি দিলেন। আমরা দুজনে দুই ভাষায় কথা বলছিলাম।"

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস শেষ হবার পরে লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া লণ্ডন থেকে জেনিভায় ফিরে এলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে গেল একটি পাল্‌টা অভিযোগের পালা।

বিদেশস্থিত রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা একটি লীগ গঠন করেছিলেন। পার্টি কংগ্রেসে লেনিন ছিলেন এই লীগেরই প্রতিনিধি। এই লীগের সদস্যরা লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়ার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন আর ভালো মানুষের

মতো মুখ করে জিজ্ঞেস করতেন, 'কংগ্রেসে কী হয়েছিল বলুন তো? এত ঝগড়াঝাটি কিসের? আপনারা পার্টি ভাঙতে চেয়েছিলেন কেন?'

রুশদেশ থেকেও লোকজন আসতেন দেখা করতে। একদিন এক ভদ্রলোক এসে নাটকীয়ভাবে ঘোষণা করলেন, 'আমিই সেই ইয়েরেম।' একবছর আগে এই ইয়েরেম-স্বাক্ষরিত একটি চিঠির জবাবেই লেনিন তার বিখ্যাত 'কমরেডের কাছে চিঠি' পুস্তিকাটি লেখেন। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই পুস্তিকাটিও পড়েছেন, কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু লাভ হয়েছে মনে হল না। নিজের পরিচয় ঘোষণা করার পরেই তিনি তুবড়ির মতো মুখ ছোটালেন এবং প্রমাণ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন যে মেনশেভিকরাই ঠিক।

যাঁরা আগে টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করতেন, সভা বা আলাপ-আলোচনার জন্যে প্রয়োজন হলে নিজেদের ঘর ছেড়ে দিতেন, তাঁরাও এসে অযাচিত ভাবে জানিয়ে গেলেন, 'আর তো ভাই ঘর ছেড়ে দিতে পারব না। পার্টির এই বলশেভিক-মেনশেভিকে ভাগাভাগি হওয়াটা আমাদের মোটেও পছন্দ নয়। এই যে আপনারা নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করছেন তাতে কি পার্টির ক্ষতি হচ্ছে না?'

লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া নির্বিকার মুখে শুধু শুনে যেতেন। আর মনে মনে বলতেন, চুলোয় যাক এই শুভার্থীর দল, যারা কোনো সংগঠনে থাকে না, শুধু পয়সার জোরে প্রোলেতারীয় পার্টির ওপরে কর্তাগিরি করতে চায়!

বাইরের লোকের কাছে যা খেয়োখেয়ি, যা আসলে পার্টির ভিতরকার সংগ্রাম, যা কংগ্রেসে শুরু হয়েছিল, কংগ্রেস শেষ হবার পরে তা তীব্রতর হয়ে উঠল। মেনশেভিকরা উঠে-পড়ে লাগল পার্টির সিদ্ধান্ত বানচাল করতে, পার্টির কাজ ভণ্ডুল করতে, পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলো দখল করতে। আগেকার কালে সুবিধাবাদীদের ভূমিকায় ছিল অর্থনীতিবাদীরা। তারা খতম হয়ে গিয়েছে, কিন্তু লেনিন বুঝতে পারলেন, তাদের জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়েছে নতুন একদল সুবিধাবাদী—মেনশেভিকরা। কাদের সঙ্গে এবারে বোঝাপড়া করতে হবে তা বুঝে নিতে লেনিনের কিছুমাত্র বিলম্ব হল না।

কংগ্রেসের পরে বলশেভিকদের অধিকাংশই রুশদেশে নিজেদের কাজের জায়গায় ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু মেনশেভিকদের সবাই যায় নি। বরং আরো দু-একজন রুশদেশ থেকে এসে তাদের দলভারী করল। বিদেশে মেনশেভিকদের সংখ্যা ও প্রভাব ক্রমেই বাড়ছিল।

যে-সব বলশেভিক জেনিভাতে থেকে গিয়েছিল তারা মাঝে মাঝে বৈঠকে জমায়েত হত। প্লেখানফ উপস্থিত থাকতেন এই বৈঠকগুলোতে। কিন্তু তিনি আর কোনো রাজনৈতিক আলোচনায় যেতেন না, সবাইকে নিয়ে শুধু ঠাট্টাতামাশা করতেন।

এই সময়ে মেনশেভিকরা একটি চাল দিতে সমর্থ হল। বিদেশস্থিত রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের লীগের একটি কংগ্রেস ডেকে বসল তারা। লেনিন পার্টি কংগ্রেসে গিয়েছিলেন এই লীগের প্রতিনিধি হয়ে। লেনিনকে বলা হল তাঁর রিপোর্ট দাখিল করতে। ঠিক এমনি সময়ে লীগের অধিবেশন ডাকার বিরুদ্ধে অনেকের আপত্তি ছিল কিন্তু ভোটের জোর ছিল মেনশেভিকদের পক্ষে।

লীগের অধিবেশনে লেনিন হাজির হলেন সারা মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায়। সাইকেলে চেপে তিনি আসছিলেন। চিন্তায় অন্যমনস্ক হয়ে একটা ট্রামের পিছনে গিয়ে ধাক্কা মেরেছেন। চোখদুটো অল্পের জন্যে বেঁচে গিয়েছে।

লীগের অধিবেশন যে-উদ্দেশ্যে ডাকা হয়েছিল তা পুরোপুরি কার্যকর হল। মেনশেভিকরা তাদের সমস্ত আক্রোশ ও ঘৃণা নিয়ে তীব্র আক্রমণ চালাল লেনিনের বিরুদ্ধে। সে এক নারকীয় দৃশ্য। লোকগুলো যেন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে, চোখেমুখে জিঘাংসা, লেনিন কিছু বলতে উঠলেই দাঁড়িয়ে পড়ছে আর দু-হাতে টেবিল বাজাচ্ছে।

প্লেখানফ কিন্তু এখানে নির্বিকার। শুধু বললেন, 'এরা আমারই দলের লোক। এদের তো আর আমি কোতল করতে পারি না।'

পরে বলশেভিকদের বৈঠকে উপস্থিত হয়ে উপদেশ দিলেন মিটমাট করে নিতে। বললেন, 'এক-একটা সময় আসে যখন স্বৈরতান্ত্রিক রাজা পর্যন্ত মিটমাট করে নিতে বাধ্য হয়।'

শুনে একজন মন্তব্য করলেন, 'তখন বুঝতে হবে স্বৈরতান্ত্রিক রাজার আসন টলে উঠেছে।'

প্লেখানফ কটমট করে তাকালেন বক্তার দিকে।

ইসক্রার পুরনো সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের নতুন সম্পাদকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন প্লেখানফ। কেন? না, পার্টির শান্তি বজায় রাখা চাই। পার্টির শান্তি বজায় রাখতে গিয়ে প্লেখানফ পার্টি-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গেলেন ও কার্যত মেনশেভিকদের সঙ্গে হাত মেলালেন।

লেনিন প্রতিবাদ করলেন এবং প্লেখানফের এই পার্টিকংগ্রেস-বিরোধী

কাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখতে অসম্মতি জানিয়ে ইস্তফা দিলেন ইসক্রার সম্পাদকমণ্ডলী থেকে। পার্টির শান্তি বজায় রাখুন প্লেখানফ, কিন্তু এমনি ধারার শান্তি বজায় রাখার সঙ্গে তিনি যুক্ত থাকবেন না।

সুবিধাবাদীদের সুবিধা ছেড়ে দিয়ে কখনো শান্তি পাওয়া যায় না। মেনশেভিকদের দাবির বহর আরো বেড়ে গেল। এবারে চাই কেন্দ্রীয় কমিটিতে দুটি আসন এবং কাউন্সিলেও দুটি আসন। ওদিকে, যে কোনো মূল্য দিয়েই হোক, প্লেখানফ চান পার্টির শান্তি বজায় রাখতে! অতএব এই দাবিও মেনে নেওয়া হল।

পার্টি কংগ্রেসের আগে ইসক্রার ৫১টি সংখ্যা বেরিয়েছিল, লেনিনের পরিচালনায়। পার্টি কংগ্রেসের পরে ৫২ নম্বর থেকে বেরুতে লাগল মেনশেভিকদের পরিচালনায়। প্রথম ৫১টি পুরনো ইসক্রা, ৫২ নম্বর থেকে নতুন ইসক্রা। নতুন ইসক্রার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় লেনিনের বিরুদ্ধে ও বলশেভিকদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার চলতে লাগল।

ইসক্রার পৃষ্ঠায় এই মর্মে লেখা বেরুতে লাগল যে পার্টির চেহারা হবে অখণ্ড, আঁটোসাঁটো ও গোটা, তার কোনো প্রয়োজন নেই, নিজস্ব স্বাধীনতা বজায় রেখেই গোষ্ঠী বা ব্যক্তি পার্টির মধ্যে থাকতে পারেন—পার্টির সিদ্ধান্ত মেনে চলার বাধ্যবাধকতা স্বীকার না করেও। যে-সব বুদ্ধিজীবী পার্টির প্রতি সহানুভূতিশীল, যে-সব শ্রমিক মিছিলে যোগ দেয়—তারা প্রত্যেকেই পার্টি-সদস্য হবার অধিকারী। পার্টির সকল সিদ্ধান্ত মানতেই হবে, এটা হচ্ছে আমলাতান্ত্রিকতা। সংখ্যাধিক্যের কাছে সংখ্যাল্পকে নতি স্বীকার করতে হবে, এটা হচ্ছে পার্টি-সদস্যদের ইচ্ছাকে দাবিয়ে রাখা। সবাইকে পার্টি-শৃঙ্খলা মানতে হবে, এটা হচ্ছে দাসত্ব। দিনের পর দিন এ-ধরনের প্রচার চালিয়ে মেনশেভিকরা চেষ্টা করতে লাগল পার্টিকে আবার দ্বিতীয় কংগ্রেসের আগেকার অসংগঠিত অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

প্লেখানফও এই প্রচারে যোগ দিলেন। পার্টির মধ্যে শান্তি বজায় রাখার ভূমিকায় তিনি আর বেশিদিন টিকে থাকতে পারলেন না। এমনটিই হয়ে থাকে, হতে বাধ্য। সুবিধাবাদের সঙ্গে আপোস করতে গেলে সুবিধাবাদী হতেই হয়।

মার্তোফের পরিচয় পার্টি কংগ্রেসেই পাওয়া গিয়েছিল। লেনিনের বহুদিনের সাথী মার্তোফ, সেই সেণ্ট পিটার্সবুর্গের দিনগুলিতে সেই পুরনো

ইসক্রার দিনগুলিতে। মার্তোফের সঙ্গে সম্পর্ক কাটাতে লেনিন কষ্ট পেয়েছিলেন। তবুও নিজের মন থেকে কোনো দিনই মার্তোফকে পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারেন নি। পরবর্তী জীবনে যখনই মার্তোফের কোনো কাজ সমর্থন করতে পেরেছেন, সত্যিকারের খুশি হতেন বা হয়েছেন। মৃত্যুর আগে কঠিন অসুখের সময়েও মার্তোফের কথা তাঁর মনে পড়েছিল। তাই বলে তো আর নীতির লড়াইয়ে আপোস করা চলে না। মার্তোফের সঙ্গেও নয়। লেনিনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালিয়ে 'অবরোধের অবস্থা' নামে একটি পুস্তিকা লিখলেন মার্তোফ। লেনিন তার জবাব দিলেন 'এক পা আগে, দুই পা পিছে' পুস্তিকাটি লিখে।

পুস্তিকা লিখলেন ট্রটস্কিও: 'সাইবেরীয় প্রতিনিধি-দলের রিপোর্ট'। সেই ট্রটস্কি, দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে যাকে সবাই ঠাট্টা করে বলত 'লেনিনের লাঠি'। দেখা গেল ট্রটস্কিও মার্তোফের সুরে সুর মিলিয়েছেন। পার্টি কংগ্রেসে লেনিনকে সমর্থন করার জন্যে প্লেখানফকেও তিনি ছেড়ে কথা বলেন নি।

ট্রটস্কি লিখলেন, লেনিন হচ্ছেন এমন একজন "নিরঙ্কুশ আধিপত্যকামী, অত্যাচারী ও সন্ত্রাসবাদী যিনি চান পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে একটি জন-নিরাপত্তা কমিটিতে পরিণত করতে—যাতে তিনি রোব্‌স্‌পিয়েরের ভূমিকায় থাকতে পারেন।"

আর লিখলেন, লেনিন যখন বলেন প্রোলেতারীয় একনায়কত্ব তখন আসলে বলতে চান "প্রোলেতারিয়েতের ওপরে একনায়কত্ব"।

'এক পা আগে, দুই পা পিছে' পুস্তিকাটি বেরুবার পরে লিখলেন, "লেনিন যদি কোনোদিন ক্ষমতা পান তাহলে "একটি বৈপ্লবিক ট্রাইবুনাল বসবে প্রোলেতারিয়েতের সমগ্র আন্তর্জাতিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে নরমপন্থার অভিযোগের বিচার করতে আর গিলোটিনের নিচে সর্বপ্রথম ভূলুণ্ঠিত হবে মার্কসের সিংহবৎ মস্তকটি।"

'এক পা আগে, দুই পা পিছে'—এই পুস্তিকাটি লেনিন লিখতে শুরু করেছিলেন ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, শেষ করেন মে মাসে। সেই মাসেই পুস্তিকাটি জেনিভা থেকে প্রকাশিত হয়।

এই পুস্তিকায় লেনিনের বক্তব্যের বিষয়, পার্টির সাংগঠনিক ভিত্তি। তা মোটামুটি এই:

মার্কসবাদী পার্টি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর অংশ, শ্রমিকশ্রেণীর বাহিনী। শ্রমিক-শ্রেণীর তো অনেক অংশ, অনেক বাহিনী—বাহিনী মাত্রই পার্টি নয়। পার্টি হচ্ছে সেই বাহিনী যারা অগ্রবর্তী, যারা শ্রেণী-সচেতন, যারা মার্কসবাদী। অতএব পার্টি মানেই শ্রমিকশ্রেণী নয়, এভাবে দেখার অর্থ পার্টির চেতনার স্তরকে "ধর্মঘটী যে-কোনো শ্রমিকের" চেতনার স্তরে নামিয়ে আনা। এভাবে নামিয়ে আনা নয়, কর্তব্য হচ্ছে সকল শ্রমিকের, "ধর্মঘটী যে-কোনো শ্রমিকের" চেতনার স্তরকে পার্টির চেতনার স্তরে উন্নীত করা।

অগ্রবর্তী ও শ্রেণী-সচেতন হওয়া ছাড়াও মার্কসবাদী পার্টি হচ্ছে শ্রমিক-শ্রেণীর সংগঠিত বাহিনী। অতএব পার্টির সদস্যদের পার্টির কোনো-না-কোনো সংগঠনের সদস্য হতেই হবে। সংগঠিত না হলে পার্টি হয়ে উঠবে একদল সমভাবাপন্ন লোকের সমাবেশ মাত্র। সেক্ষেত্রে পার্টির সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারবে না। বুদ্ধিজীবীরা সংগঠনে আসতে চায় না, শৃঙ্খলা মানতে চায় না, সেক্ষেত্রে তাদের বাইরেই থাকতে হবে। শ্রমিকরা সংগঠন বা শৃঙ্খলাকে ভয় পায় না।

মার্কসবাদী পার্টির সংগঠন শ্রমিকশ্রেণীর সকল প্রকারের সংগঠনের মধ্যে সেরা সংগঠন। শ্রমিকশ্রেণীর অন্য সকল সংগঠনকে এই সেরা সংগঠনটি নেতৃত্ব দেবে। কাজেই এই নেতৃত্বের ভূমিকাকে যদি খাটো করা হয় তাহলে নেতৃত্বাধীন সকল সংগঠনকেই দুর্বল করা হয়, অর্থাৎ প্রোলেতারিয়েতকেই দুর্বল করা হয়, কেননা "ক্ষমতালাভের সংগ্রামে সংগঠন ছাড়া প্রোলেতারিয়েতের আর কোনো অস্ত্র নেই।"

শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবর্তী অংশের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ সাধারণ শ্রমিকের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তারই মূর্ত রূপ হচ্ছে পার্টি। এই সম্পর্ককে অবশ্যই বাড়িয়ে চলতে হবে। পার্টি যতোই এগিয়ে থাকুক, যতোই সংগঠিত হোক, পার্টির বাইরের জনতার সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে পার্টির অস্তিত্বই থাকে না। শ্রেণীর সমর্থন থাকলে পরেই সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক পার্টি সম্ভবপর হয়।

পার্টি সংগঠিত করার নীতি হবে কেন্দ্রিকতা। ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত বলবৎ থাকবে একই ধরনের নিয়মকানুন, একই ধরনের শৃঙ্খলা। পার্টির সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব থাকবে পার্টি কংগ্রেসের ওপরে, দুই কংগ্রেসের মধ্যবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় কমিটির ওপরে। সংখ্যাল্পরা সংখ্যাধিক্যের কাছে, বিভিন্ন সংগঠন কেন্দ্রের কাছে, নিচের সংগঠন ওপরের সংগঠনের কাছে নতি স্বীকার করবে।

আর পার্টির অস্তিত্ব যদি প্রকাশ্য ও আইনসম্মত হয় তাহলে পার্টি-সংগঠন গড়ে তোলার নীতি হবে গণতান্ত্রিক নির্বাচন, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা।

পার্টি শৃঙ্খলা প্রযোজ্য হবে, কি নেতা কি সাধারণ সদস্য, সমভাবে সকলের ওপরে। পার্টির মধ্যে একদল কেউকেটা থাকবে যাদের শৃঙ্খলা মানার দায় থাকবে না, তাদের বাদ দিয়ে আর সকলকেই শৃঙ্খলা মানতে হবে—এই অবস্থা চলতে দিলে পার্টির সংহতি ও ঐক্য নষ্ট হয়।

দ্বিতীয় কংগ্রেসের সময় থেকে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে তার একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা উপস্থিত করলেন লেনিন তাঁর বইয়ে। পার্টি-সদস্যদের সামনে তুলে ধরলেন দুটি কেন্দ্রীয় বিষয়: এক, সংখ্যাধিকে ও সংখ্যাল্পে পার্টির ভাগাভাগি হওয়ার রাজনৈতিক তাৎপর্য; দুই, সংগঠনের প্রশ্নে নতুন ইসক্রার বক্তব্য। লেনিন স্পষ্টভাবে দেখালেন রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক শ্রমিক পার্টির সংখ্যাধিকরা হচ্ছে বিপ্লবী আর সংখ্যাল্পরা হচ্ছে সুবিধাবাদী। এই সুবিধাবাদের বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে অস্পষ্টতা। সুবিধাবাদী কখনো স্পষ্ট একটা জায়গায় এসে দাঁড়াতে পারে না, সবসময়ে চেষ্টা করে মাঝামাঝি চলতে এবং দুই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যেকের সঙ্গে মানিয়ে নিতে। নিজের পার্থক্য যদি দেখাতে চায়, তা বড়ো জোর দু-একটা সংশোধনী প্রস্তাবে বা নিরীহগোছের দু-একটা সুপারিশে।

'এক পা আগে, দুই পা পিছে' পুস্তিকার শেষ অনুচ্ছেদটি এই:

"ক্ষমতালাভের সংগ্রামে প্রোলেতারিয়েতের হাতে সংগঠন ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র নেই। বুর্জোয়া জগতের যথেচ্ছ প্রতিযোগিতার শাসনে যারা ছত্রভঙ্গ, পুঁজির স্বার্থে শ্রম করতে বাধ্য হবার ফলে যারা পিষ্ট, যাদের অনবরত ঠেলে দেওয়া হচ্ছে চরম নিঃস্বতা বর্বরতা ও অধঃপতনের নিচের মহলে, সেই প্রোলেতারিয়েতরা একমাত্র তখনই অপরাজেয় শক্তি হয়ে উঠতে পারে—নিশ্চিতই হয়ে ওঠে এক অপরাজেয় শক্তি যখন মার্কসবাদের নীতির ভিত্তিতে ঘটে তার তত্ত্বগত একীকরণ ও সংগঠনের বাস্তব ঐক্যের ভিত্তিতে অর্জন করে আরো অধিক শক্তি। এমন এক সংগঠন যার মধ্যে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবীর সমাবেশ রূপ নেয় শ্রমিকশ্রেণীর একটি বাহিনীর। এমন এক বাহিনী যার সামনে দাঁড়াবার ক্ষমতা কারও নেই—না রুশ স্বৈরতন্ত্রের জরাজীর্ণ শাসনের, না আন্তর্জাতিক পুঁজির ক্ষয়িষ্ণু শাসনের।"

'এক পা আগে, দুই পা পিছে' পুস্তিকাটি মেনশেভিকদের একেবারে খেপিয়ে

তুলল। প্লেখানফ দাবি তুললেন, কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে ঘোষণা করা হোক যে লেনিনের বইয়ের সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির কোনো সম্পর্ক নেই। বইটি যাতে বিলি না হয় সে-চেষ্টাও করা হল। তারপরেও লেনিনের বইটি ঠিকমতোই ছাপা হয় ও ঠিকমতোই বিলি হয়। রুশদেশের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা বইটিকে বিপুলভাবে সমর্থন জানান।

সংগ্রাম চলছিল রুশদেশেও। পার্টি কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা রুশদেশে ফিরে গিয়ে কংগ্রেসের অধিবেশনের বিবরণ দিয়েছিলেন। পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচী এবং অধিকাংশ প্রস্তাব এই সমস্ত স্থানীয় সংগঠনে উদ্দীপনার সঙ্গে সমর্থিত হয়েছিল। মেনশেভিকদের চেহারা সেখানে খুব অস্পষ্ট ছিল না। কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি মেনে চলার পক্ষে দাবি উঠেছিল। রুশদেশের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কাছ থেকে সমর্থনসূচক ও উৎসাহব্যঞ্জক প্রচুর চিঠি এসে পৌঁছতে লাগল লেনিনের কাছে।

তবুও, রুশদেশ থেকে যারা এ-সমস্ত চিঠি লিখছিল তাদের ঠিক ধারণায় ছিল না দু-পক্ষের ব্যবধান কত বেশি, সেই ব্যবধান দূর করা কত শক্ত। দু-একজন আসত মিটমাটের চেষ্টা করার মনোভাব নিয়ে, প্লেখানফের সঙ্গে দেখা করতে যেত, ফিরে আসত বিমর্ষ মুখে। বিমর্ষ হতেন লেনিনও। প্লেখানফের সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে, এই ভাবনাটা তাঁর পক্ষেও শক্ত ছিল।

অনেকেই আসত লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে। রুশদেশে কি-রকম কাজ হচ্ছে তার বর্ণনা দিত। লেনিন কিন্তু একটি-দুটি প্রশ্ন করে সহজেই আসল ঘটনাটুকু ধরতে পারতেন। ক্রুপ্‌সকায়া একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

একদিন একজন অল্পবয়সী কমরেড এসে সেণ্ট পিটার্সবুর্গের কাজের বিবরণ দিতে গিয়ে বলল, 'এখন আমরা কাজ করছি যৌথ ভিত্তিতে। পৃথক পৃথক কাজের জন্যে পৃথক পৃথক দল—একদলের ওপরে ভার আন্দোলনের প্রস্তুতির, আরেক দলের ওপরে প্রচারের, আরেক দলের ওপরে সংগঠনের।'

লেনিন খুব মন দিয়ে শুনছিলেন, হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা কমরেড, আপনাদের প্রচারের দলে এখন কতজন আছেন?'

কমরেডটি একটু যেন অপ্রস্তুত, আমতা আমতা করে বলল, 'এখনো পর্যন্ত আমি একা।'

'দলটা খুব বেশি ভারী নয়, কি বলেন? আচ্ছা, আন্দোলনের প্রস্তুতির দলে কতজন?'

'এখনো পর্যন্ত আমি একা।' মাথা চুলকে কমরেড বলল।

হো-হো করে হেসে উঠলেন লেনিন।

সপ্তাহে একদিন একটা প্রীতি-সম্মেলন গোছের অনুষ্ঠান হত। বলশেভিকরা আসত, আলাপ-আলোচনা করতে। কিন্তু মেনশেভিকদের সঙ্গে বিবাদটাই তখন এমন একটা প্রধান বিষয় যে গুরুতর কোনো আলোচনা উঠতেই পারত না। হয়তো সেইদিনই কোনো একজন কমরেড অনেক আশা নিয়ে প্লেখানফের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, ফিরে এসেছে তার বহুগুণ হতাশা নিয়ে। সে যখন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয় তার হতাশার ছোঁয়াচটুকুও ছড়িয়ে পড়ে। কেউ হয়তো হালকা সুরে গান জুড়ে দেয়। কেউ কেউ গলা মেলায়। তখন আবহাওয়াটা হালকা হয়ে ওঠে।

এমনিভাবে চলতে চলতে শেষপর্যন্ত একদিন বোঝা গেল, আর সম্ভব নয়, প্লেখানফের সঙ্গে পুরোপুরি বিচ্ছেদ হবেই। তারপরে জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় কমিটি যখন সিদ্ধান্ত করল যে কেন্দ্রীয় কমিটির কোনো কাজে অতঃপর লেনিন থাকতে পারবেন না এবং কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমতি নিয়ে তাঁকে বই প্রকাশ করতে হবে, লেনিন কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেন।

তারপর? তারপরে কী?

আগস্ট মাসে জেনিভার বাইশজন কমরেড মিলিত হয়ে প্রস্তাব নিলেন, তৃতীয় পার্টি কংগ্রেস চাই।

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের সময় থেকেই লেনিনের স্নায়ুর ওপরে ভীষণ চাপ পড়ছিল। রাতে ঘুমোতে পারতেন না। প্রচণ্ড একটা মানসিক অশান্তিতে দিন কাটাতেন। শেষপর্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

কাজ থেকে মাসখানের ছুটি নিয়ে লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া বেরিয়ে পড়লেন পাহাড় ও জঙ্গলের উদ্দেশে। মাসখানেক ধরে দুজনে ঘুরে বেড়ালেন জনমানবশূন্য পার্বত্য এলাকায়। সবচেয়ে জঙ্গলের পথ দিয়ে যেতেন, পর্বতমালার সবচেয়ে গভীরে গিয়ে হাজির হতেন। আগের দিন কোনো ধারণা থাকত না পরের দিন কোথায় গিয়ে উঠবেন।

সঙ্গে টাকাপয়সা বিশেষ কিছু ছিল না। ডিম বা পনীর জাতীয় খাদ্য খেয়ে কাটাতেন, ভরাপেট কদাচিৎ। সস্তায় খাওয়ার জায়গায় খেতেন, মজুরদের সঙ্গে বসে। এ-ব্যাপারে টুরিস্টদের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে চলতেন, তাতে পয়সা বাঁচত।

লেনিনের সঙ্গে ছিল একটি ভারী ফরাসী শব্দকোষ, ক্রুপ্‌সকায়ার সঙ্গে সমান ওজনের একটি ফরাসী বই। বই দুটি সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরল, একমাসের মধ্যে দুজনের কেউ-ই একটি পৃষ্ঠাও খুলে দেখার সময় পেলেন না। শব্দকোষের চেয়ে তুষারঢাকা পর্বতের চুড়ো, নীল হ্রদ আর উদ্দাম জলপ্রপাতের আকর্ষণ ছিল বেশি।

এমনিভাবে একমাস ঘুরে বেড়াবার পরে দুজনে ফিরে এলেন। লেনিন তখন পুরোপুরি সুস্থ, তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল পার্বত্য ঝরনাধারায় তাঁর সমস্ত কলুষ ধুয়ে গেছে, তিনি এক নতুন মানুষ।

জেনিভায় যাবার আগে কিছুদিন কাটিয়ে গেলেন দুর্গম একটি গ্রামে। সেখানে থাকার সময়ে দু-একজনের সঙ্গে—বিশেষ করে পার্টি-কমরেড ও লেখক বোগদানফের সঙ্গে—ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ হল। স্থির করলেন, বিদেশ থেকে একটি বলশেভিক পত্রিকা প্রকাশ করবেন এবং পত্রিকার মাধ্যমে তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের জন্যে আন্দোলন শুরু করবেন। স্থির একটি কর্মসূচীতে পৌঁছতে পেরে লেনিন হয়ে উঠলেন আবার আগেকার মতো খুশি ও আনন্দে ভরা মানুষ। আলোচনার পরে সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে শেকলে বাঁধা কুকুরটার সঙ্গে খেলা জুড়ে দিতেন। তাঁর আনন্দ ও খুশির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কুকুরটাও প্রচণ্ড চিৎকার জুড়ে দিত।

জেনিভাতে ফিরে এসে নতুন বাসা নিলেন শহরের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের কাছাকাছি। রোজ সকালে চলে যেতেন লাইব্রেরিতে পড়াশুনো করতে। সেখানে আলাদা একটি ঘর পেয়েছিলেন। লাইব্রেরিতে লোকজনের বিশেষ যাতায়াত ছিল না, পরিচিত লোকজনের একেবারেই নয়। অন্তত লাইব্রেরিতে যতোক্ষণ থাকতেন সমস্ত কিছু ভুলে থাকতে পারতেন। নিজের মতো করে পড়াশুনো করতেন, পায়চারি করতেন আর ভাবতেন।

ভাববার বিষয় ছিল অনেক কিছু। বেশ কয়েক মাস হল জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধ যতো চলছে সংকট ততো বাড়ছে, জারের রাজ-তন্ত্রের গলা-পচা চেহারাটা ততো যেন প্রকট হয়ে পড়ছে। সারা রুশদেশ ফেটে পড়ছে প্রচণ্ড বিক্ষোভে। শ্রমিক আন্দোলনে শুরু হয়েছে নতুন পর্ব। পুলিসের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জনসভা হচ্ছে আর পুলিসে ও শ্রমিকে সরাসরি লড়াই বেধে যাচ্ছে। শ্রমিকদের আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ, মস্কো, ওডেসা ও অন্যান্য শহরে। লক্ষণ দেখে বোঝা যাচ্ছে রুশদেশের পরিস্থিতি বৈপ্লবিক এবং বিপ্লব আসন্ন।

পার্টির ওপরে এখন গুরু দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন করতে হলে এখনই তৃতীয় পার্টি কংগ্রেস ডাকাটা জরুরী। আর সেজন্যে এখনই চাই বলশেভিকদের নিজস্ব একটি পত্রিকা।

২৯শে নভেম্বর (১২ই ডিসেম্বর) তারিখে জেনিভায় বলশেভিকদের সভা বসল বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্যে। সভায় বলশেভিক পত্রিকা প্রকাশের বিষয়টি পাকাপাকি স্থির হয়েও গেল। পত্রিকার নাম রাখা হল, লেনিনের প্রস্তাব অনুসারে, 'ভ্‌পেরিয়দ' (এগিয়ে চলো)।

১৯০৪ সালের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে (৪ঠা জানুয়ারি ১৯০৫) জেনিভায় ভ্‌পেরিয়দ-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হল।

উনিশ-শো পাঁচের বিপ্লবে

রুশদেশে বিপ্লব আসন্ন, এটা এতদিন ছিল অনুমানের ব্যাপার, ঘটনার লক্ষণ বিচার করে ভবিষ্যদ্বাণী করার ব্যাপার। ১৯০৫ সালের নভেম্বর মাস থেকে লেনিনও তাঁর বিভিন্ন লেখায়, বিশেষ করে 'ভ্পেরিয়দ'-এর এক থেকে তিন নম্বর পর্যন্ত সংখ্যায় কথাটি বেশ জোরের সঙ্গেই বলে আসছিলেন। রুশদেশে বিপ্লব আসন্ন।

১৯০৫ সাল শুরু হতে না হতেই বোঝা গেল রুশদেশে বিপ্লব এসে গিয়েছে। অল্প সময়ের ব্যবধানে কতকগুলো গুরুতর ঘটনা ঘটে গেল।

এখানে মনে রাখা দরকার ১৯০৪ সালে দেশের ওপর দিয়ে একটা যুদ্ধ চলে গিয়েছে। জারতন্ত্রী রুশের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ। কেন? রুশ ও জাপান উভয়েরই চেষ্টা ছিল সাম্রাজ্য বিস্তারের, বিশেষ করে চীনদেশে। তবে এ চেষ্টায় সামিল ছিল শুধু রুশ বা জাপান নয়, বিশ্বের প্রত্যেকটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র। চীনকে ভাগাভাগি করে নেবার একটা চেষ্টা সমানে চলে আসছিল। চীনা জনগণও ঘুমন্ত ছিল না। ১৯০০ সালে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড এক অভ্যুত্থানে তারা ফেটে পড়ে। অকথ্য বর্বরতা চালিয়ে এই অভ্যুত্থানকে দমন করে রুশ, জাপানী, ব্রিটিশ, জার্মান ও ফরাসী সৈন্যবাহিনী। তার আগেই চীনের পোর্ট আর্থার সমেত কিছু এলাকা রুশের দখলে চলে গিয়েছে। ক্রমে উত্তর মাঞ্চুরিয়ায় নির্মিত হয় রুশ-চালিত রেলপথ এবং রুশ সামরিক কর্তৃত্ব কায়েম হয়। অতঃপর নজর পড়ে কোরিয়ার দিকে। গোটা মাঞ্চুরিয়া জুড়ে একটি 'পীত রাশিয়া' কায়েম করার পরিকল্পনা এঁটে রেখেছিল জারতন্ত্রী রুশ।

কিন্তু জাপান থাকতে এই পরিকল্পনা সফল হওয়া শক্ত। জাপানও চাইছিল চীনের অঞ্চলের ওপরে দখল কায়েম করতে, বিশেষ করে মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ার ওপরে। গ্রেটব্রিটেন গোপনে জাপানকে সমর্থন করছিল। কেননা গ্রেটব্রিটেন চাইছিল জারতন্ত্রী রুশের ক্ষমতা খর্ব করতে।

রুশ-জাপান যুদ্ধের মূলে ছিল এই সাম্রাজ্যবাদী রেষারেষি।

যুদ্ধে রুশের পরাজয় হল। একমাত্র পোর্ট আর্থারের যুদ্ধেই নিহত ও

বন্দী রুশসৈন্যের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল, প্রায় সোয়া-লক্ষ। রুশ নৌবহর বিপর্যস্ত ও ধ্বংস হল।

রুশদেশের জনগণ এই যুদ্ধ চায় নি। যুদ্ধের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গিয়ে তাদের ধারণা হল, যুদ্ধ দেশের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর আর পরিষ্কারভাবে দেখতে পেল জারতন্ত্রের পচা-গলা চেহারাটি। জার ভেবেছিলেন যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে দেশের মধ্যে বিপ্লবের সম্ভাবনাকে তিনি একেবারে বিনাশ করতে পারবেন। কিন্তু ঘটল তার বিপরীত। রুশ-জাপান যুদ্ধ বিপ্লবকেই আরো এগিয়ে নিয়ে এল। লেনিন লিখেছিলেন, পোর্ট আর্থারের পতন থেকেই স্বৈরতন্ত্রের পতনের সূত্রপাত।

রুশদেশে শ্রমিকদের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল জাঁতাকলে পিষ্ট হওয়ার মতো। একদিকে পুঁজিতন্ত্র, অন্যদিকে জারতন্ত্র। ফলে একদিকে অমানুষিক খাটুনি, অন্যদিকে সর্বপ্রকার অধিকারহীনতার দাসত্ব। কৃষকদের অবস্থাও একই রকম। জমির অভাব ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণ। তারা ছিল জমিদার ও কুলাকদের কাছে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। তার ওপরে ছিল অর্থনৈতিক সংকটের মার, যে-সংকট শুরু হয়েছিল বিংশ শতকের শুরু থেকেই।

এই ছিল সে-সময়ের পরিস্থিতি। এমনি একটি পরিস্থিতিতেই বিপ্লব হয়ে থাকে। রুশদেশেও হয়েছিল।

ধর্মঘটের ঢেউ উঠল ১৯০৪ সালের ডিসেম্বর থেকে। প্রথমে বাকুর তৈলখনির শ্রমিকরা। ব্যাপক ও সুসংগঠিত এই ধর্মঘটের নেতৃত্বে ছিলেন বলশেভিকদের বাকু কমিটি। ধর্মঘটে শ্রমিকদের জয় হল। যৌথ অধিকারকে মেনে নিতে বাধ্য হলেন তৈলখনির মালিকরা। রুশদেশের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এ-ধরনের ঘটনা আগে কখনো ঘটে নি।

একটা ঝড় আসছিল, বিপ্লবের ঝড়, বাকুর ধর্মঘট তারই বজ্রনির্ঘোষ।

৩রা জানুয়ারি তারিখে শুরু হল সেণ্ট পিটার্সবুর্গের সবচেয়ে বড়ো কারখানা পুতিলফ-এ চারজন শ্রমিককে ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে ১২,০০০ শ্রমিকের ধর্মঘট। সেণ্ট পিটার্সবুর্গের অন্য সমস্ত কারখানার শ্রমিকরা সমর্থন করল এই ধর্মঘটকে। ৭ই জানুয়ারি তারিখে ধর্মঘট রূপ নিল সাধারণ ধর্মঘটের।

সৈন্য আর পুলিসে ছেয়ে গেল সেণ্ট পিটার্সবুর্গ শহর। শ্রমিক আন্দোলন আর যাতে এগোতে না পারে সেজন্যে একদিকে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সৈন্য ও পুলিস লেলিয়ে দেওয়া হল, অন্যদিকে পুলিসের চর পাঠিয়ে শ্রমিকদের

মধ্যে গড়ে তোলবার চেষ্টা হতে লাগল ভুয়ো সংগঠন, যাতে শ্রমিক আন্দোলনকে বিপ্লবী সংগ্রামের পথ থেকে সরিয়ে এনে শোধনবাদী পথে চালিত করা যায়। এ চেষ্টা কিছুটা সফলও হয়েছিল।

সেন্ট পিটার্সবুর্গের রুশ কারখানা শ্রমিক সমিতি এ-ধরনের চেষ্টার একটি নিদর্শন। প্রায় ন'হাজার শ্রমিক এই সমিতির সদস্য, গ্যাপন নামে একজন পাদরি ছিলেন সমিতির নেতা। তিনি শ্রমিকদের বোঝালেন, শ্রমিকরা যদি দল বেঁধে জারের কাছে একটি আবেদন-পত্র নিয়ে উপস্থিত হয়, তাহলে জার নিশ্চয়ই তাদের সমস্ত অভাব-অভিযোগ দূর করবেন। অবশ্যই জারকে ভালো করে বুঝিয়ে বলতে পারা চাই কী অসহ্য দুঃখকষ্টের মধ্যে শ্রমিকদের দিন কাটে। শুনে পরমদয়ালু জার নিশ্চয়ই বিগলিত হবেন।

তারিখ স্থির হল ৯ই জানুয়ারি রবিবার। ঐ দিনে গির্জার পতাকা, ধর্মীয় প্রতীক-চিহ্ন আর জারের প্রতিকৃতি নিয়ে শ্রমিকরা শীতপ্রাসাদে যাবে জারের সমীপে আবেদন পেশ করতে। ৭ই জানুয়ারি তারিখে সাধারণ ধর্মঘট হয়ে যাবার দু-দিন পরেই এই দিনটি।

বলশেভিকরা গোড়া থেকে বলে আসছিল যে এ-ধরনের আবেদন-নিবেদনে কোনো ফল হবে না। কিন্তু যখন দেখল শ্রমিকরা এসব কথা শুনতে রাজী নয়, মিছিল ঠেকানো যাচ্ছে না, তারা ঠিক করল তারাও মিছিলে সামিল হবে।

৯ই জানুয়ারি রবিবার মিছিল বার হল। প্রায় দেড় লক্ষ মানুষের মিছিল। আবহাওয়াটা উৎসবের, শ্রমিকরা এসেছে বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে, বুড়ো-বুড়ীরাও বাদ পড়ে নি। গর্কি তাঁর '৯ই জানুয়ারি' লেখায় সেদিনকার মিছিলকে তুলনা করেছেন সমুদ্রের সঙ্গে। এই সমুদ্র গোড়ার দিকে ছিল শান্ত, বিশাল একটা অস্তিত্বের মতো জারের সমীপে উপস্থিত হতে চেয়েছিল।

শ্রমিকরা ছিল সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। তারা কোনো বিপ্লবী আওয়াজ তোলে নি, জারের নাম মুখে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শ্রমিকদের ওপরেই জারের গভর্নমেণ্ট গুলি চালাবার হুকুম দিলেন। এক হাজারের ওপর শ্রমিক নিহত হল, প্রায় পাঁচ হাজার আহত। নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নজির ইতিহাসে যতো আছে তার মধ্যে এটি একটি।

জারের গভর্নমেণ্ট হয়তো ভেবেছিলেন সেণ্ট পিটার্সবুর্গের রাস্তায় রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়ে শ্রমিকদের সংগ্রামী চেতনা ভাসিয়ে দেবেন, শ্রমিকদের শায়েস্তা করবেন। কিন্তু গভর্নমেণ্টের হিসেবে ভুল ছিল। জারের দয়া ও করুণা সম্পর্কে শ্রমিকদের মনে যে অন্ধ একটা সংস্কার ছিল তা এই রক্তস্নানে ধুয়েমুছে গেল। সবথেকে পিছিয়ে-থাকা শ্রমিকও স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, আবেদন-নিবেদনে কোনো ফল হবার নয়। যে অসহ্য অবস্থার মধ্যে তাদের জীবন কাটে তা থেকে মুক্তি পেতে হলে তাদের অস্ত্র হাতে নিতে হবে। বিপ্লবের পথ থেকে শ্রমিকদের সরিয়ে নিয়ে আসার যে অপচেষ্টা শুরু হয়েছিল তা একেবারেই ব্যর্থ হয়। সন্ধে হবার আগেই সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিক এলাকায় এলাকায় ব্যারিকেড খাড়া হতে থাকে। জনগণ সামিল হতে শুরু করে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে।

এই রক্তমাখা রবিবারের খবর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়তেই শ্রমিকশ্রেণী ক্রোধে ও ঘৃণায় ফুঁসে ওঠে। স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক!—এই আওয়াজ ওঠে প্রত্যেকটি শহরের রাস্তায় রাস্তায়। এই আওয়াজ রাজনৈতিক আওয়াজ, ৯ই জানুয়ারির যে সমুদ্রকে জারের সৈন্যরা বন্দুক চালিয়ে থামাতে চেয়েছিল, তা এই রাজনৈতিক আওয়াজের ঢেউ তুলে গোটা দেশকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। একমাত্র জানুয়ারি মাসেই ধর্মঘটী শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় সাড়ে-চার লক্ষ। রুশদেশে এ-ঘটনা অভূতপূর্ব। ১৯০৫ সালের আগের দশ বছরে যতো শ্রমিক ধর্মঘট করেছে তাদের মোট সংখ্যাও এই মাত্রা ছুঁতে পারে নি।

রুশদেশের যে আসন্ন বিপ্লবের কথা লেনিন বলেছিলেন তা শুরু হল।

সারা রুশদেশ হয়ে উঠল মিছিলের ও বিক্ষোভের শহর। সেণ্ট পিটার্সবুর্গ, মস্কো, ওয়াশ', রিগা, বাকু ইত্যাদি বড়ো শহরগুলো কেঁপে উঠল এই মিছিল ও বিক্ষোভের দাপটে। ব্যারিকেড খাড়া হল, জারের সৈন্যদের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষ চলতে থাকল। রুশদেশের শ্রমিকদের সে এক ভয়ংকর রূপ। তাদের সাহস দুর্জয়, তারা একজোট, তাদের দাবি এবারে আর অর্থনৈতিক নয়—রাজনৈতিক। কার সাধ্য এ-তরঙ্গ রোধ করে! তারপরে এল মে-দিবস। সারা দেশ জুড়ে মিছিল আর মিছিল। জারের সৈন্য মরিয়া হয়ে আক্রমণ করল। কয়েক-শো শহীদের বুকের রক্তে আরো রাঙা হয়ে উঠল রক্তরাঙা লালঝাণ্ডা। মে মাসে সারা দেশে ধর্মঘটী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল দু-লক্ষেরও বেশি।

জুন মাসেরও একই চেহারা। ধর্মঘট আর ব্যারিকেড তুলে সশস্ত্র লড়াই। একটির সঙ্গে অপরটি এমন অঙ্গাঙ্গী জড়িত হয়ে গেল যে শ্রমিকরা একটির সঙ্গে অপরটিকে মিলিয়ে ভাবতে শিখলেন।

আর এইসব ধর্মঘট লড়াইয়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা।

কৃষকরাও পিছিয়ে ছিল না। কৃষকদের মধ্যে বিক্ষোভ আগে থেকেই ছিল, তা প্রকাশ পেল বসন্তকালে। দল বেঁধে তারা অভিযান শুরু করল জমিদারদের বিরুদ্ধে। জমিদারি লণ্ডভণ্ড করে দিল, সারের কারখানায় হানা দিল, জমিদারদের কুঠিতে আগুন জ্বালিয়ে দিল। জমিদাররা ভয়ে পালিয়ে গেল শহরের দিকে।

এখানেই শেষ নয়। ১৯০৫ সালের জুন মাসে বিদ্রোহ দেখা দিল 'পোতেমকিন' যুদ্ধজাহাজে। যুদ্ধজাহাজটি ছিল ওদেসার কাছে, আর ওদেসা শহরে চলছিল শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট। যুদ্ধজাহাজের অত্যাচারী অফিসারদের ওপরে প্রতিশোধ নিল বিদ্রোহী নাবিকরা। তারপরে জাহাজটিকে নিয়ে এল ওদেসায়। নিয়ে এল বিপ্লবের দিকে।

জারের হুকুমে আরো কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ এল পোতেমকিনের বিদ্রোহী নাবিকদের শায়েস্তা করতে। কিন্তু বিদ্রোহী নাবিকদের ওপরে গুলি চালাতে অস্বীকার করল অন্য যুদ্ধজাহাজের নাবিকরা। বিদ্রোহের লাল নিশান উড়তে লাগল পোতেমকিনের মাস্তুলে। ওদেসার ধর্মঘটী মজুর আর পোতেমকিনের বিদ্রোহী নাবিক আগুনের অক্ষরে নতুন এক ইতিহাস সৃষ্টি করল রুশদেশের বিপ্লবে।

পোতেমকিনের বিদ্রোহী নাবিকরা শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। বলশেভিকরা যদিও পোতেমকিন বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিল কিন্তু একক নেতৃত্বে নয়। ছিল মেনশেভিকরা, ছিল আরো কয়েকটি দল। ফলে নেতৃত্ব সুদৃঢ় ছিল না। পোতেমকিনের বিদ্রোহও ছিল একক বিদ্রোহ, কৃষ্ণসাগরের অন্য কোনো যুদ্ধজাহাজ এই বিদ্রোহে যোগ দেয় নি। কয়লায় ও খাদ্যভাণ্ডারে টান পড়তেই পোতেমকিন বাধ্য হল আত্মসমর্পণ করতে।

রুশদেশে এই সময়টি ছিল সশস্ত্র একটি অভ্যুত্থান ঘটাবার পক্ষে সমস্ত দিক থেকেই উপযোগী। শ্রমিকরা রাজনৈতিক ধর্মঘট করছে, কৃষকরা আন্দোলনে নামছে, কৃষ্ণসাগর নৌবহরে বিদ্রোহ দেখা দিচ্ছে—অপেক্ষা শুধু অস্ত্র হাতে

নিয়ে জারতন্ত্রের ওপরে শেষ আঘাতটি দেবার। কিন্তু বিপ্লবের এই চেহারা দেখে লিবার‍্যাল বুর্জোয়ারা ভয় পেয়ে গিয়েছিল, জারকেও ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। তারা চাইছিল জারের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে। জনগণকে শান্ত করবার জন্যে জারের কাছে তারা কিছু শাসনসংস্কারের দাবি তুলেছিল। জারকে তারা বোঝাতে পেরেছিল—মাথা বাঁচাতে হলে কিছু ক্ষমতা ছাড়তেই হবে। বিপ্লবকে ঠেকাতে হলে বিপ্লবের শক্তিতে ফাটল ধরানো চাই।

তারপরেও অত্যাচার সমানে চলতে লাগল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা হতে লাগল রুশ জনগণের এক অংশকে অপর অংশের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে। ইহুদীদের ওস্‌কানি দেওয়া, আর্মেনীয় ও তাতারদের পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলা ও আরো নানাভাবে বিভেদমূলক নীতির প্রয়োগ শুরু হল। আর একই সঙ্গে জার সম্মতি দিলেন একটি প্রতিনিধিত্ব-মূলক সংস্থা বা ডুমা গঠনে। মন্ত্রী বুলিগিনকে নির্দেশ দিলেন একটি ডুমা —এমন একটি ডুমা যা আসলে ক্ষমতাহীন—কি-ভাবে খাড়া করা যায় তার প্রকল্প রচনা করতে।

বলশেভিকরা বুলিগিন ডুমা বয়কট করলেন, কেননা তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে ডুমার মারফতে জনগণের হাতে সত্যিকারের কোনো ক্ষমতা আসছে না। মেনশেভিকরা গেলেন সহযোগিতার দিকে। তাঁরা চাইলেন বুলিগিন ডুমায় যোগ দিয়ে একবার পরখ করে দেখতে জনগণের জন্যে কতখানি কী করা যায়।

১০ই জানুয়ারি ১৯০৫।

সেদিনও জেনিভার সকাল অন্য যে-কোনো দিনের সকালের মতোই। লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া যাচ্ছিলেন লাইব্রেরিতে, পথে লুনাচারস্কি ও তার বৌ আনার সঙ্গে দেখা। ওরা দুজনে আসছিলেন লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়ার বাড়িতে। আনা এত উত্তেজিত যে কথা বলতে পারছেন না, হাতের মাফলারটা নিশানের মতো নেড়ে চলেছেন।

লাইব্রেরিতে আর যাওয়া হল না। যেখানে গেলে অন্য কমরেডদের সঙ্গে

দেখা হতে পারে, গেলেন সেখানে—একটি রেস্তোরাঁয়, যেটি ছিল বলশেভিকদের দেখাসাক্ষাৎ করার জায়গা। যিনি যেখানেই থাকুন, এমন একটি খবর শোনার পরে এই রেস্তোরাঁতেই চলে আসবেন তা জানা কথা। দেশে বিপ্লব করতে চান বলে যাঁদের দেশ ছাড়তে হয়েছে, দেশে বিপ্লব শুরু হবার এই খবর তাঁদের তো এক জায়গায় টেনে আনবেই।

সকলেই এত উত্তেজিত যে বিশেষ কোনো কথা কেউ বলতে পারলেন না। টান টান মুখে দাঁড়িয়ে গলা মিলিয়ে গান গাইলেন: রণক্ষেত্রের শহীদ তোমরা অমর! সবার মনেই এক চিন্তা: বিপ্লব শুরু হয়েছে, জারের প্রতি বিশ্বাসের বন্ধন ভেঙে পড়েছে, দিন আগত ঐ, অত্যাচার শেষ হবে, জনগণ জেগে উঠবে—মহান, পরাক্রান্ত, স্বাধীন জনগণ!

ফিরে এসে লেনিন প্রবন্ধ লিখতে বসলেন: 'রুশদেশে বিপ্লব'। বিপ্লবের তপ্ত নিশ্বাসে অক্ষরগুলো আগুনের মতো জ্বলে উঠল। সেণ্ট পিটার্সবুর্গের প্রোলেতারিয়েতের ৯ই জানুয়ারির বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখলেন: "বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ। রাস্তায় রাস্তায় প্রচণ্ড লড়াই চলেছে, ব্যারিকেড তৈরি হচ্ছে, রাইফেলের আওয়াজ, কামানের গর্জন। রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে, স্বাধীনতার জন্যে গৃহযুদ্ধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠছে। সেণ্ট পিটার্সবুর্গের প্রোলেতারিয়েতের সঙ্গে হাত মেলাবার জন্যে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছে মস্কো ও দক্ষিণাঞ্চল, ককেসাস ও পোল্যাণ্ড। শ্রমিকদের আওয়াজ: মৃত্যু অথবা স্বাধীনতা!" তারপরে লেনিনও আওয়াজ তুললেন, "ইনকিলাব জিন্দাবাদ! বিদ্রোহী প্রোলেতারিয়েত জিন্দাবাদ!"

গ্যাপন এলেন জেনিভায়। প্রথমে তিনি যোগাযোগ করলেন সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনারিদের* সঙ্গে। সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনিরা তো তাঁকে মাথায় তুলে নাচানাচি শুরু করে দিল। এমন একটা ভাব করতে লাগল যেন

* সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনারিদের মতামত খানিকটা পুরনো নারোদনিক তত্ত্ব, খানিকটা মার্কসবাদের সংশোধনবাদী বিকৃতি দিয়ে গড়া। শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকা তাঁরা স্বীকার করেন না। তাঁরা সমানভাবে নির্ভর করেন একদিকে বুদ্ধিজীবীদের ওপরে, অন্যদিকে কৃষকদের ওপরে—প্রোলেতারিয়েতের ওপরে নয়। ফলে প্রোলেতারিয়েত ও পেটিবুর্জোয়ার প্রভেদ তাঁদের কাছে স্পষ্ট নয়। গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রয়োজন আছে, তা তাঁরা স্বীকার করেন না। কৌশলের দিক থেকে ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের ওপরে তাঁরা গুরুত্ব আরোপ করেন। ফলে গণ-আন্দোলন যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গ্যাপন তাদেরই লোক আর সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিক-আন্দোলনটা পুরোপুরি তাদেরই কীর্তি। লণ্ডন 'টাইম্‌স' গ্যাপনকে দিয়ে লেখাবার জন্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ কবুল করে বসল।

এমন সময়ে লেনিনের কাছে খবর এল যে গ্যাপন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। সাক্ষাতের ব্যবস্থা হল 'নিরপেক্ষ' একটি কাফেতে। লেনিন কিছুটা উত্তেজনা বোধ করছিলেন। সন্ধে হয়, তবুও ঘরে আলো জ্বাললেন না, সমানে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন।

গ্যাপন দেখা করেছিলেন প্লেখানফের সঙ্গেও। কিন্তু প্লেখানফ বিশেষ পাত্তা দেন নি। হাজার হোক একজন পাদরি বৈ তো নয়, বিপ্লবের জন্যে একজন পাদরির পক্ষে কতটুকু করা সম্ভব!

কিন্তু লেনিন এতটা তাচ্ছিল্য দেখাতে পারেন নি। বিপ্লব লেনিনের কাছে শুধু একটা ধারণা নয়, জীবন্ত একটা অস্তিত্ব। বিপ্লবের প্রত্যেকটি অবয়বকে তিনি আলাদা আলাদা করে চিনে নিতে পারেন। কেননা জনগণকে তিনি চেনেন, সেজন্যে থাকতে চান জনগণের কাছে। গ্যাপনকে তিনি তুচ্ছ করতে পারেন না, গ্যাপন রয়েছেন জনগণের কাছাকাছি, গ্যাপনের প্রভাব আছে জনগণের ওপরে।

ফিরে এসে লেনিন তাঁর ধারণা ব্যক্ত করলেন গ্যাপন সম্পর্কে। গ্যাপন বিপ্লবের কথা তুলেছেন, সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিকদের কথা বলেছেন, জারের বিরুদ্ধে আক্রোশ ও ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তিনি যে তলিয়ে কিছু বুঝেছেন তা তাঁর কথাবার্তা শুনে একেবারেই মনে হয় নি। লেনিন তাঁকে বলে এসেছেন, 'খোশামোদের কথায় কান দেবেন না ফাদার, পড়াশুনো করুন, নইলে আপনার স্থান হবে ওখানে।' এই বলে টেবিলের নিচে বাজে কাগজের ঝুড়ির দিকে আঙুল দেখিয়েছেন।

৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ভ্‌পেরিয়দ-এর ৭নং সংখ্যায় লেনিন লিখলেন, "জর্জ গ্যাপন তাঁর অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি দিয়ে গভীরভাবে জেনেছেন রাজনৈতিক দিক থেকে অচেতন জনগণের মধ্যে বিপ্লবী ধারণার উন্মেষ। আমরা আশা করব, রাজনৈতিক নেতাকে বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গির যে স্বচ্ছতা অর্জন করতে হয় তার জন্যে তিনি তৎপর হতে পারবেন।"

ফাদার গ্যাপন কিন্তু কোনো দিনই এই বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা অর্জন করতে পারেন নি। অর্জন করার কোনো প্রশ্নও ওঠে না। কেননা তিনি

ছিলেন—পরবর্তীকালের সোভিয়েত ইতিহাসকাররা যার নির্ভুল প্রমাণ পেয়েছেন—পুলিসের চর।

প্রথম কয়েক দিনের ঘটনা থেকেই লেনিন বিপ্লবের রূপটি ধরতে পেরেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন, আন্দোলন ক্রমেই বেড়ে চলবে, ক্রমেই জোরদার হবে, বিপ্লবী জনগণ কখনোই মাঝপথে থামবে না। শ্রমিকরা জোর দিচ্ছে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ওপরে। এই লড়াইয়ে যদি জিততে হয় তাহলে শ্রমিকদের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে হবে।

তাই তিনি শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী অংশকে—পার্টিকে—অনবরত ডাক দিচ্ছিলেন লড়াই চালিয়ে যেতে, সংগঠন গড়ে তুলতে, জনগণের হাতে অস্ত্র তুলে দেবার জন্যে কাজ করতে। তিনি লিখলেন, "১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারি প্রকাশ করেছে বিপ্লবী প্রোলেতারীয় শক্তির বিপুল ভাণ্ডারটিকে, সঙ্গে সঙ্গে প্রকট করেছে সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক সংগঠনের সামগ্রিক ঘাটতির দিকটি।"

বিপ্লব ও সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলস যা-কিছু লিখে গিয়েছেন তা আবার খুঁটিয়ে পড়লেন লেনিন। শুধু মার্কস ও এঙ্গেলসের নয়, যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে অন্যান্য অনেকের লেখাও। তিনি যে এ-বিষয়ে কতখানি জানতেন ও কতখানি ভাবতেন তা তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলেও অনেকের জানা ছিল না।

জেনিভার বলশেভিকরা রুশদেশে অস্ত্র পাঠাতে শুরু করলেন, যতো রকম উপায়ে সম্ভব, যতো বেশি পরিমাণে সম্ভব। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা কতটুকু? সমুদ্রের কাছে শিশিরবিন্দুর মতো।

সেন্ট পিটার্সবুর্গে একটি সংগ্রামী কমিটি তৈরি হল। কিন্তু কমিটির কাজ হতে লাগল ঢিমেতেতালায়। লেনিন লিখলেন, "এ-ধরনের ব্যাপারে মাজা-ঘষা পরিকল্পনা, আলাপ-আলোচনা, কমিটির দল-উপদলের অধিকার ইত্যাদি নিয়ে কথাবার্তা যতো কম হয় ততোই ভালো। এখন চাই বিপুল কর্মোদ্যম, বিপুলতর কর্মোদ্যম। আমার তো শুনে আতঙ্ক হয় যে একটিও বোমা না বানিয়ে শুধু বোমা নিয়ে কথাবার্তা চালাতেই ছ-মাসের বেশি সময় কেটে যাচ্ছে! অথচ কথা বলছেন—সবচেয়ে বেশি যাঁরা জানেন—তাঁরা! ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা তরুণদের কাছে যান। সেটাই মুক্তির একমাত্র উপায়। নইলে, হায় ঈশ্বর, আপনারা দেরি করে ফেলবেন (আমি তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি), তখন আপনাদের থাকবে শুধু কতকগুলো আঁকিবুঁকি, পরিকল্পনা, ছক, খসড়া, মালমশলার চমৎকার সব হিসেব, কিন্তু থাকবে না

উদ্যোগ।…যীশুর দোহাই, এ-সমস্ত আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ও পরিকল্পনা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, চুলোয় যাক আপনাদের 'কর্মবিভাগ, অধিকার ও বিশেষ সুবিধা'।"

বলশেভিকরা আওয়াজ তুললেন, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্যে প্রস্তুতি করো! আর এই সশস্ত্র অভ্যুত্থান যাতে সম্ভব হয় সেজন্যে সমস্ত শক্তি নিয়ে লেগে রইলেন। এ-কাজে তাঁরা অসামান্য বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন ও প্রতি মুহূর্তে জীবন বিপন্ন করেছিলেন।

একই সঙ্গে কৃষকের জমির লড়াইকে সমর্থন জানিয়ে আরো একটি আওয়াজ তুললেন লেনিন। শ্রমিকের লড়াইয়ে কৃষককেও যদি সামিল করতে হয় তাহলে এই সমর্থন থাকা দরকার। সমর্থন কি-ভাবে? লেনিন বললেন, সুনির্দিষ্ট দাবি তুলে ধরে। শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলন শুরু করার সময়ে যেমন কাজের ঘণ্টা কমানো, ঠিক সময়ে মজুরি দেওয়া ইত্যাদি কতকগুলো নির্দিষ্ট দাবি নিয়ে লড়াই চলেছিল, তেমনি লড়াই শুরু করতে হবে কৃষকদের সুনির্দিষ্ট দাবি নিয়েও।

১৯০৫ সালের বিপ্লব শুরু হতে বিষয়টি নিয়ে আরো তলিয়ে ভাবতে শুরু করলেন লেনিন। রুশদেশের গ্রামাঞ্চলে কী ঘটছে তা যাঁরা জানেন এমন নানাজনের সঙ্গে আলোচনা করলেন। কৃষকদের সম্পর্কে দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে আওয়াজ তোলা হয়েছিল যে কেটে নেওয়া জমির টুকরো ফেরত দিতে হবে। কিন্তু এবারে আর এই আওয়াজ যথেষ্ট নয়, লেনিন বুঝতে পারলেন। এবারে আওয়াজ তুলতে হবে জমি দখলের—সে-জমি জমিদারের হোক, রাজন্যের হোক, গির্জার হোক। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে গিয়ে লেনিনকে প্রচুর পড়াশুনো করতে হয়েছিল, প্রচুর পরিসংখ্যানগত তথ্য নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়েছিল। তারই ফলে শহরের সঙ্গে গ্রামের, ভারী শিল্পের সঙ্গে হালকা শিল্পের, শ্রমিকের সঙ্গে কৃষকের অর্থনৈতিক যোগসূত্রটি পরিষ্কার ধরতে পেরেছিলেন।

এ-বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করতেন জার্মানির বিখ্যাত সোশ্যাল-ডেমোক্রাট নেতা কাউট্স্কি। 'নয়ে ৎসইট' পত্রিকায় সে-সময়ে তিনি লিখেছিলেন, কৃষক-জমিদার সম্পর্কের প্রশ্নে রুশদেশের শহরের বিপ্লবী আন্দোলনের নিরপেক্ষ থাকা উচিত। কাউট্স্কি তখনো পর্যন্ত শ্রমিকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি (পরবর্তীকালে করেছিলেন)। তাই কাউট্স্কির মতামতের ওপরে লেনিন যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন ও মার্কস ও এঙ্গেলসের লেখা বার বার পড়ে কাউট্স্কির কথার সত্যতা যাচাই করেছিলেন।

বিপ্লব শুরু হতে মেনশেভিকদের সঙ্গেও বিরোধ ক্রমেই বাড়ছিল। প্রধান

বিরোধ, রুশদেশের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে মুখ্য চালিকা-শক্তি কারা—এই প্রশ্নে। মেনশেভিকরা বলতেন, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী চেতনা যেন এমন অত্যধিক মাত্রার না হয় যাতে বুর্জোয়ারা ভীত হয়ে পড়ে। তাঁদের মতে, বিপ্লবে মুখ্য ভূমিকা বুর্জোয়াদের। অর্থাৎ মেনশেভিকরা খর্ব করছিল শুধু প্রোলেতারিয়েতের ভূমিকা নয়, জনগণের নেতা ও সংগঠক হিসেবে প্রোলেতারীয় পার্টির ভূমিকাও।

মেনশেভিকদের এই নীতির বিরুদ্ধে লেনিন আপোসহীন সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। স্পষ্ট করে দেখিয়েছিলেন প্রোলেতারীয় পার্টির গুরুত্ব কতখানি। দেখিয়েছিলেন, বিপ্লবী জনগণের সংগ্রাম যদি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির দ্বারা চালিত হয় একমাত্র তাহলেই জারতন্ত্রের উচ্ছেদ ও গণতান্ত্রিক রিপাব্লিকের প্রতিষ্ঠা হতে পারে।

এই বিরোধের ফলে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক শ্রমিক পার্টির মধ্যে সংকট ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠছিল। কেননা পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলো তখনো মেনশেভিকদের দখলে, অথচ পার্টির সাধারণ স্তরে বলশেভিকদের প্রভাব। এ-অবস্থার অবসান হওয়া দরকার। পার্টির সাধারণ স্তর থেকেই দাবি উঠছিল যে তৃতীয় পার্টি কংগ্রেস ডাকা হোক।

তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের জন্যে প্রস্তুতি শুরু করলেন লেনিন। তিনি প্রস্তাব করলেন, কংগ্রেসে সকল পার্টি কমিটিকে ডাকা হোক, কি বলশেভিক কি মেনশেভিক। কিন্তু মেনশেভিকরা এই প্রস্তাবে রাজী হলেন না, তাঁরা তাঁদের নিজস্ব পার্টি কংগ্রেস ডেকে বসলেন।

বলশেভিকদের পার্টি কংগ্রেস বসল লণ্ডনে ১২ই (২৫এ) এপ্রিল তারিখে আর মেনশেভিকদের জেনিভায়। অর্থাৎ, লেনিনের ভাষায়, পরিস্থিতিটা দাঁড়াল : দুই কংগ্রেস—দুই পার্টি।

বলশেভিকদের কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন ২০টি বলশেভিক কমিটির পক্ষ থেকে ২৪জন প্রতিনিধি। পার্টির সমস্ত বৃহৎ সংগঠন থেকেই প্রতিনিধি এসেছিলেন। মেনশেভিকদের কংগ্রেসে প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল কম। এতকম যে মেনশেভিকরা নিজেরাই কংগ্রেস না বলে বলেছিলেন সম্মেলন।

দুই কংগ্রেসে আলোচিত হয়েছিল একই কৌশলগত প্রশ্ন কিন্তু সিদ্ধান্ত হয়েছিল একেবারে বিপরীত ধরনের। কৌশলগত প্রশ্নে বলশেভিকদের সঙ্গে মেনশেভিকদের তফাত যে কতখানি, এই দুই কংগ্রেস তার প্রমাণ।

কৌশলগত প্রশ্নে বলশেভিক কংগ্রেসের অর্থাৎ তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের বক্তব্য কী?

রুশদেশে যে বিপ্লব শুরু হয়েছে তার চরিত্র বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক। পুঁজিবাদের কাঠামোর মধ্যে যতোটুকু হওয়া সম্ভব তার বেশি এই বিপ্লবের পক্ষে হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এই সীমানার মধ্যেও বিপ্লবের পুর্ণ সাফল্য সম্পর্কে সত্যিকারের আগ্রহী হতে পারে একমাত্র প্রোলেতারিয়েত। কেননা এই বিপ্লব সফল হলে প্রোলেতারিয়েত নিজেদের সংগঠিত করতে পারবে, রাজনীতির দিক থেকে বড়ো শক্তি হয়ে উঠবে, নেতৃত্বদানের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা অর্জন করবে। প্রোলেতারিয়েত তখন এগিয়ে যাবে বুর্জোয়া বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে।

প্রোলেতারিয়েতের এই কৌশল সমর্থন লাভ করবে একমাত্র কৃষকের। কেননা বিপ্লব যদি সম্পূর্ণ সফল হয় একমাত্র তাহলেই কৃষকরা জমিদারদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে ও জমি দখল করতে পারবে। কৃষকরা হচ্ছে প্রোলেতারিয়েতের স্বাভাবিক মিত্র।

লিবার‍্যাল বুর্জোয়ারা নয়, কেননা বিপ্লবের পুর্ণ সাফল্যে লিবার‍্যাল বুর্জোয়াদের কোনো স্বার্থ নেই। লিবার‍্যাল বুর্জোয়ারা সবচেয়ে বেশি ভয় করে শ্রমিকদের ও কৃষকদের। অতএব শ্রমিকদের ও কৃষকদের দাবিয়ে রাখার জন্যে তাঁরা জারতন্ত্রের কড়া শাসন টিকিয়ে রাখার পক্ষপাতী। তবে অবশ্যই অপ্রতিহত প্রতাপে নয়, জারের ক্ষমতা খানিকটা খর্ব করে। সেটুকু হলেই লিবার‍্যাল বর্জোয়ারা অনায়াসে জারের সঙ্গে আপোস করবে।

কাজেই বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করার জন্যে প্রোলেতারিয়েতের নেতৃত্ব চাই, প্রোলেতারিয়েতের সঙ্গে কৃষকের মৈত্রী চাই, লিবার‍্যাল বুর্জোয়াদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা চাই। সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক পার্টি যদি জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের অভ্যুত্থানকে ঠিকমতো গড়ে তুলতে পারে তাহলে একটি অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার স্থাপন করা যাবে। বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করার জন্যে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি যোগ দেবে এই সরকারে।

ওদিকে মেনশেভিকদের সম্মেলনে বলা হল, রুশদেশে যে বিপ্লব চলছে তা বুর্জোয়া বিপ্লব, একমাত্র লিবার‍্যাল বুর্জোয়ারাই এই বিপ্লবের নেতা হতে পারে। অতএব প্রোলেতারিয়েতের মৈত্রী হওয়া দরকার কৃষকের সঙ্গে নয়, লিবার‍্যাল বুর্জোয়াদের সঙ্গে। অতএব প্রোলেতারিয়েত কদাচ এমন ভয়ানক রকমের

বিপ্লবী হবে না যার ফলে লিবার‍্যাল বুর্জোয়ারা ভয় পেতে পারে। কেননা তাহলে লিবার‍্যাল বুর্জোয়ারা পিছিয়ে যাবে।

সাফল্যমণ্ডিত অভ্যুত্থানের ফলে যদি অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠিত হয় তাহলে সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক পার্টি কোনো অবস্থাতেই এই সরকারে যোগ দেবে না, কেননা এই সরকার সমাজতন্ত্রী নয়। তার চেয়েও বড়ো কারণ, প্রোলেতারিয়েত তার বিপ্লবী চেতনা নিয়ে সরকারে যোগ দিচ্ছে বলেই লিবার‍্যাল বুর্জোয়ারা ভয় পেয়ে সরকার ছাড়তে পারে। এতে বিপ্লবের ক্ষতি হবে। মেনশেভিকদের মতে সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা হচ্ছে একটি ডুমা ধরনের আইনসভা গঠন। শ্রমিকশ্রেণী বাইরে থেকে সেই আইনসভার ওপরে চাপ সৃষ্টি করবে।

প্রোলেতারিয়েতের স্বার্থ মজুরের স্বার্থ, অতএব মজুরি বাড়ানোর দিকেই তার নজর থাকা উচিত, বুর্জোয়া বিপ্লবের নেতা হবার দিকে নয়। বুর্জোয়া বিপ্লবে আগ্রহ একমাত্র প্রোলেতারিয়েতের নয়, সকল শ্রেণীর।

দেখা যাচ্ছে, কোনো একটি জায়গাতেও বলশেভিকরা ও মেনশেভিকরা পাশাপাশি থাকতে পারেন নি। বরং বলা চলে একেবারে দুই মেরুতে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। একেবারে শুরু থেকেই। রুশদেশের বিপ্লব বলশেভিকদের মতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, মেনশেভিকদের মতে বুর্জোয়া বিপ্লব। বিপ্লবের চরিত্র নিয়েই যেখানে মতভেদ সেখানে কোনো একটি বিষয়েও মতের মিল হওয়াটা অস্বাভাবিক হত। বিপ্লবের চরিত্র ঠিক করা যে-কোনো রাজনৈতিক পার্টির পক্ষেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সবচেয়ে দুরূহও বটে। চরিত্র ঠিক করতে যদি ভুল না হয় তাহলেই পার্টি বিপ্লবের পথে ঠিক থাকতে পারে।

পার্টির মধ্যে শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীর সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসে বেশ খানিকটা আলোচনা হয়েছিল।

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে এসেছিলেন অধিকাংশই লেখাপড়া জানা লোক ও পার্টির দৈনন্দিন কর্মী। পার্টির জন্যে কোনো না কোনোভাবে তাঁরা প্রচুর কাজ করেছিলেন কিন্তু রুশদেশের সংগঠনের সঙ্গে তাঁদের বিশেষ যোগ ছিল না। কিন্তু তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের সময়ে ছবিটা অন্য রকম। ইতিমধ্যে রুশদেশে সংগঠনগুলো স্পষ্ট আকার নিয়েছে। কিন্তু গোপনে ও অত্যন্ত দুরূহ অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হত বলে এই সংগঠন বেআইনী কমিটির বেশি কিছু হতে পারে নি। কাজেই কমিটিতে শ্রমিক সদস্য প্রায় কোনো জায়গাতেই

ছিল না, যদিও শ্রমিক আন্দোলনের ওপরে কমিটির যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সেণ্ট পিটার্সবুর্গ কমিটিতে শ্রমিক আছেন মাত্র একজন, একথা শুনে লেনিন বলে উঠেছিলেন, 'লজ্জাকর'। বক্তৃতায় এমন কথাও বলেছিলেন, যে-কমিটিতে শ্রমিক নেই সেখানে বসতে তিনি অস্বস্তিবোধ করেন।

সমস্ত দিক বিবেচনা করে তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসে লেনিন প্রস্তাব আনলেন যে শ্রমিক সাধারণের সঙ্গে পার্টির সম্পর্ককে জোরদার করবার জন্যে সর্বপ্রকারে চেষ্টা করতে হবে এবং এজন্যে প্রোলেতারীয় ও আধা-প্রোলেতারীয়দের আরো ব্যাপক অংশকে সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক চেতনার স্তরে তুলে আনতে হবে।

বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লেনিন বললেন, 'আমি মনে করি প্রশ্নটিকে আমাদের আরো ব্যাপকভাবে দেখা উচিত। শ্রমিকদের কমিটিতে নিয়ে আসাটা আমাদের কর্তব্য, শুধু শিক্ষাগত নয়, রাজনীতিগতও। শ্রমিকদের আছে সহজাত শ্রেণীবোধ। সামান্য রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা হলে পরেই তাঁরা অল্প সময়ের মধ্যে হয়ে উঠতে পারেন পাকাপোক্ত সোশ্যাল-ডেমোক্রাট। আমি খুব খুশি হব যদি দেখি আমাদের কমিটিগুলোতে প্রত্যেক দুজন বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে শ্রমিক আছেন আটজন।'

লেনিনের কথা সবাই একবাক্যে মেনে নিয়েছিলেন তা নয়। তর্কবিতর্ক হয়েছিল। মিখাইলফ নামে একজন প্রতিনিধি বললেন, 'দেখা যাচ্ছে বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে দাম দেওয়া হচ্ছে বুদ্ধিজীবীদের বেলায় সামান্য, শ্রমিকদের বেলায় অতিমাত্রায়।' কারও বক্তৃতায় বাধা দেওয়া লেনিনের স্বভাব নয়। কিন্তু তিনি এত উত্তেজিত ছিলেন যে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'একেবারে খাঁটি কথা!'

পার্টির নিয়মাবলীর প্রথম যে ধারাটি দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে অগ্রাহ্য হয়েছিল তা এই তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত হল। এই ধারায় লেনিন স্পষ্টভাবে তিনটি শর্তের উল্লেখ করেছিলেন যা প্রত্যেক পার্টি সভ্যের পক্ষে অবশ্য পালনীয়: পার্টির মতাদর্শে বিশ্বাসী হওয়া, পার্টিকে টাকা দেওয়া, পার্টির কোনো একটি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকা। বিশেষ করে মার্তোফের প্রচণ্ড বিরোধিতার ফলে দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে এই ধারাটির পক্ষে কম ভোট পড়েছিল।

কংগ্রেসের সামনে অপর একটি বড়ো আলোচনার বিষয় ছিল প্রচার ও আন্দোলন। প্রতিনিধিদের আলোচনা থেকে বোঝা গেল পুরনো ধরনের প্রচার

অচল হয়ে গিয়েছে। প্রচার রূপ নিয়েছে আন্দোলনের। শ্রমিক আন্দোলনের বিপুল প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মৌখিক প্রচার, এমনকি আন্দোলনও আর চাহিদা মেটাতে পারছে না। প্রয়োজন হয়ে পড়েছে সহজ ভাষায় লেখা সাহিত্যের, সংবাদপত্রের, কৃষকদের জন্যে ও ভিন্ন ভাষাভাষী জাতিগুলির জন্যে পুস্তিকার। স্থির হল যে কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র হিসেবে 'প্রোলেতারি' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হবে, যেমন প্রকাশিত হচ্ছিল ইসক্রা। লেনিন হলেন এই পত্রিকার সম্পাদক।

বলশেভিকদের তৃতীয় পার্টি কংগ্রেস ও মেনশেভিকদের সম্মেলনের প্রস্তাবে যে নীতিগত পার্থক্য প্রকাশ হয়ে পড়ল তা বিশ্লেষণ করে লেনিন একটি পুস্তিকা লিখলেন: 'গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল ডেমোক্রেসির দুই কৌশল'। লেখার সময় ১৯০৫ সালের জুন ও জুলাই। পুস্তিকাটি জুলাই মাসের শেষ দিকে জেনিভায় প্রকাশিত।

'কৌশল' বলতে আমরা কী বুঝব? লেনিন বলছেন, কৌশল হচ্ছে পার্টির রাজনৈতিক আচরণ, কিংবা, রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রকৃতি ঝোঁক ও পদ্ধতি। বলশেভিকদের পার্টি কংগ্রেসে এক রকমের কৌশলের কথা বলা হয়েছে, মেনশেভিকদের সম্মেলনে আরেক রকমের। বিপ্লবী প্রোলেতারিয়েতের সামনে কোনটি সঠিক প্রস্তাব? এই প্রশ্নেরই জবাব লেনিনের এই পুস্তিকাটি। এই পুস্তিকাটি লিখে লেনিন মার্কসবাদী পার্টির কৌশলগত ভিত্তি স্থাপন করেছেন।

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে অগ্রণী ভূমিকা কার? বলশেভিক কংগ্রেসের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, প্রোলেতারিয়েতের। মেনশেভিক সম্মেলনের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, বুর্জোয়ার। অগ্রণী ভূমিকা যদি বুর্জোয়ার হয় তাহলে প্রোলেতারিয়েতের কর্তব্য কী? মেনশেভিক সম্মেলনের প্রস্তাব অনুসারে, প্রোলেতারিয়েত শুধু লিবারাল বুর্জোয়াদের সমর্থন করে চলবে, তার বেশি কিছু নয়। মেনশেভিকরা তাঁদের যুক্তির সমর্থনে পশ্চিম ইউরোপের বিপ্লবের দৃষ্টান্ত দিলেন।

রুশদেশের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ বিশ্লেষণ করে লেনিন দেখালেন, আঠারো ও উনিশ শতকের পশ্চিম ইউরোপের বিপ্লব আর

রুশদেশের বুর্জোয়া বিপ্লব এক পর্যায়ের নয়। রুশদেশের বিপ্লব অনুষ্ঠিত হচ্ছে ভিন্ন ঐতিহাসিক কালে—সাম্রাজ্যবাদের যুগে—প্রোলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার শ্রেণী-সংগ্রামের অনেক অগ্রসর স্তরে। রুশদেশের বুর্জোয়া বিপ্লব অতীতের অন্য সমস্ত বিপ্লব থেকে পৃথক এজন্যে যে রুশদেশের বিপ্লবে অগ্রণী শক্তি হচ্ছে প্রোলেতারিয়েত, বুর্জোয়া নয়।

মেনশেভিক প্রস্তাব অনুসারে, বুর্জোয়া বিপ্লবে সুবিধে একমাত্র বুর্জোয়াদের। লেনিন বললেন, এর চেয়ে ভুল কিছু হতে পারে না। দাসপ্রথার যে-সব অবশেষ টিকে আছে সেগুলো পুঁজিতন্ত্রের অবাধ ও দ্রুত বিকাশের পক্ষে বাধাস্বরূপ। দাসপ্রথার এই অবশেষগুলোকে নির্মূল করতে হলে বুর্জোয়া বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করতেই হবে, অতএব বুর্জোয়া বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করাটা নিঃসন্দেহেই শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ। লেনিন বললেন, "বুর্জোয়া বিপ্লব যতো অধিক সম্পূর্ণ সুসংবদ্ধ ও সুসমন্বিত হবে ততো অধিক নিশ্চয়তা লাভ করবে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে ও সমাজতন্ত্রের জন্যে প্রোলেতারিয়েতের সংগ্রাম।"

লেনিন দেখালেন, বুর্জোয়ারা বরং চাইবে বিপ্লবকে সীমিত করে রাখতে, একটা সাংবিধানিক রাজতন্ত্রী কাঠামোর মধ্যে ধরে রাখতে। পুলিস, আদালত ও স্থায়ী সৈন্যবাহিনী সমেত রাজতন্ত্র ও ফিউডাল রাষ্ট্র-কাঠামোকে টিকিয়ে রাখাটাই বুর্জোয়াদের স্বার্থ, কেননা শ্রমিকদের দাবিয়ে রাখতে হলে ও নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাঁচাতে হলে এগুলোর প্রয়োজন আছে। তারা চাইবে বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রবর্তিত হোক যতোটা সম্ভব ধীরে, অতি সতর্কভাবে, কদাচ বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে নয়। কাজেই প্রোলেতারিয়েতের স্বার্থ হবে যতোটা সম্ভব দ্রুততার সঙ্গে, অর্থাৎ বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে এই পরিবর্তন নিয়ে আসা।

অতএব, রুশদেশের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব একমাত্র তখনই সফল হবে যখন এই বিপ্লবে প্রোলেতারিয়েতের ভূমিকা হবে মুখ্য।

এই বিপ্লবের ফল কী হবে? লেনিন বললেন, এই বিপ্লবের ফলে বুর্জোয়ার একনায়কত্ব নয়, প্রতিষ্ঠিত হবে প্রোলেতারিয়েত ও কৃষকের বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব।

বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব। কথাটার মানে কি? লেনিন বললেন, "জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয়ের অর্থ, প্রোলেতারিয়েত ও কৃষকের বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব।...এই বিজয় সুনির্দিষ্টভাবেই রূপ নেবে একনায়কত্বের। অর্থাৎ, এজন্যে অনিবার্যভাবেই নির্ভর করতে হবে সামরিক

শক্তির ওপরে, জনতাকে সশস্ত্র করে তোলার ওপরে, অভ্যুত্থানের ওপরে— 'বৈধ' বা 'শান্তিপূর্ণ' উপায়ে প্রতিষ্ঠিত কোনো রকম সংস্থার ওপরে নয়। আর তার একমাত্র রূপটি হবে একনায়কত্বের। কেননা প্রোলেতারিয়েত ও কৃষকের পক্ষে যে-সমস্ত পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরী ও অপরিহার্য তা কার্যকর করতে হলে জমিদার, বৃহৎ বুর্জোয়া ও জারতন্ত্রের মরিয়া প্রতিরোধের সম্মুখীন হতেই হবে। একনায়কত্ব ছাড়া এই প্রতিরোধ চূর্ণ করা ও প্রতিবিপ্লবী প্রচেষ্টা হটিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এই একনায়কত্ব অবশ্যই হবে গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব, সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ব নয়। এই একনায়কত্ব (বৈপ্লবিক বিকাশে পর পর কতকগুলো মধ্যবর্তী স্তর ছাড়া) পুঁজিতন্ত্রের ভিত্তিকে নাড়া দিতে পারবে না।"

বিপ্লব কি এখানেই শেষ হবে? না, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে অগ্রসর করে নিয়ে যেতে হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে। লেনিন বললেন, "স্বৈরতন্ত্রের প্রতিরোধকে বলপূর্বক চূর্ণ করার জন্যে ও বুর্জোয়ার অনিশ্চিত মনোবৃত্তিকে পঙ্গু করে দেবার জন্যে কৃষকের সঙ্গে জোট বেঁধে প্রোলেতারিয়েতই গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাবে। বুর্জোয়ার প্রতিরোধকে বলপূর্বক চূর্ণ করার জন্যে এবং কৃষক ও পেটিবুর্জোয়ার অনিশ্চিত মনোবৃত্তিকে পঙ্গু করে দেবার জন্যে জনগণের আধা-প্রোলেতারীয় অংশের সঙ্গে জোট বেঁধে প্রোলেতারিয়েত-ই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাবে, এই হচ্ছে প্রোলেতারিয়েতের কর্তব্য..."

'গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল-ডেমোক্রেসির দুই কৌশল' পুস্তকটি হয়ে উঠেছে মার্কসবাদী পার্টির কৌশলগত ভিত্তি।

কংগ্রেস শেষ হতেই লেনিন হয়ে উঠলেন পুরোদস্তুর একজন গাইড। প্রতিনিধিদের কার্ল মার্কসের সমাধি দেখাতে নিয়ে গেলেন, ঘুরে ঘুরে দেখালেন গোটা লণ্ডন শহর। এ-কাজে তিনি সত্যিকারের আনন্দ পেতেন। লণ্ডনের মতো শহরকেও তিনি বেশ খানিকটা চিনতে পেরেছিলেন।

তারপরে জেনিভায় ফেরার পথে একদল প্রতিনিধি সহ অল্প সময় কাটিয়ে গেলেন প্যারিসে। বিপ্লবের দেশ ফ্রান্স, তার রাজধানী প্যারিসে বিপ্লবের অজস্র স্মৃতিচিহ্ন, বিশেষ করে সেই সমাধিক্ষেত্র যেখানে পারী কমিউনের যোদ্ধাদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। লেনিন নিজে দেখলেন, প্রতিনিধিদের

দেখালেন। প্রতিনিধিরা এসেছিলেন রুশদেশের বিপ্লবের মধ্যে থেকে। শ্রমিক-বিপ্লবের পুণ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে তাঁরা অনুভব করলেন, কমিউনার্ডরা জীবন দিয়েছেন শুধু পারী কমিউনের জন্যে নয়, দেশে দেশে শ্রমিক বিপ্লবের পথ রচনা করার জন্যও।

রুশদেশের বিপ্লব দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছিল ও গোটা দেশকে গ্রাস করতে চাইছিল। জার ভেবেছিলেন একটা আইনসভা গোছের ব্যাপার বা ডুমা মঞ্জুর করলেই বিপ্লব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তা হল না। লিবারাল বুর্জোয়ারা চেষ্টা করছিলেন জারের এই টোপটিকেই আরেকটু মাজাঘষা করে নিয়ে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে। এই উদ্দেশ্যে জারের ওপরে চাপ দেবার জন্যে তাঁরা মস্কোতে একটি সম্মেলনে মিলিত হলেন এবং কন্‌স্টিট্যুশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি নামে লিবার্যাল বুর্জোয়াদের একটি পার্টি গঠন করলেন। রুশ ভাষায় এই পার্টির নামের আদ্যক্ষর মিলিয়ে সংক্ষেপে এই পার্টিকে বলা হতে লাগল 'ক্যাডেট'। কিন্তু ফল কিছু হল না। সারা দেশ জুড়ে রুদ্রতেজে বিপ্লবের আগুন তেমনি ফুঁসে ফুঁসে উঠতে লাগল।

ধর্মঘট আর মিছিলের আর শেষ নেই। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড দাঙ্গাহাঙ্গামাও। সেপ্‌টেম্বর মাসের মাঝামাঝি ছাপাখানার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা ধর্মঘট করল। তাদের সঙ্গে যোগ দিল রুটিওলারা। তাদের সঙ্গে ডাক-তার বিভাগের অপারেটররা। এমনি একের পর এক। সব মিলিয়ে বিশাল এক জোয়ারের মতো।

দেখার মতো চোখ যাঁদের আছে তাঁরা দেখতে পেলেন। জারকে এই বলে সতর্কও করে দিলেন যে অবিলম্বে যদি বড়ো রকমের সুযোগ-সুবিধা ছেড়ে দেওয়া না হয় তাহলে রুশদেশে বিপ্লব অনিবার্য।

অক্টোবর মাসে সারা রুশ রেলওয়ে শ্রমিকদের ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হল। ১২ই অক্টোবর তারিখে গোটা রুশ সাম্রাজ্যে রেলের চাকা বন্ধ হয়ে গেল একেবারে। শুধু রেলের চাকা নয়, দেশের সমস্ত বড়ো বড়ো শিল্প। গভর্নমেণ্ট অচল হয়ে গেল।

আর এমনি সময়ে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে আবির্ভূত হল অন্য এক নতুন ধরনের গভর্নমেণ্ট—'শ্রমিক ডেপুটিদের সোভিয়েত'। সাধারণ ধর্মঘট পরিচালনার

জন্যে একটি কেন্দ্রীয় পরিচালনা-সংস্থার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এই প্রয়োজনের তাগিদেই সোভিয়েতের জন্ম।

১৩ই (২৬এ) অক্টোবর তারিখে কারখানায় কারখানায় নতুন সোভিয়েতের নির্বাচন হয়ে গেল। খ্রুস্তলেফ-নোসার নামে একজন তরুণ আইনজীবী হলেন সোভিয়েতের সভাপতি আর ট্রটস্কি ও নিকোলাই আভ্‌ক্‌-সেনতিয়েফ নামে একজন সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনারী হলেন উপ-সভাপতি।

১৩ই অক্টোবর তারিখে রুশদেশের এই প্রথম সোভিয়েতের অধিবেশন বসল টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটে। ২০,০০০ শ্রমিকের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি এলেন ৪০ জন। প্রতিনিধি পাঠাতে পারে নি এমন কারখানাও ছিল, যে-সব কারখানায় সময়ের অল্পতার জন্যে নির্বাচন সম্ভব হয় নি।

সোভিয়েতের প্রথম আবেদনে শ্রমিকশ্রেণীকে ধর্মঘটে যোগ দেবার জন্যে ডাক দেওয়া হল। আবেদনে বলা হল, "আগামী কয়েক দিনের মধ্যে রুশদেশে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ঘটতে চলেছে। এই ঘটনাবলীর দ্বারা বহু বছরের জন্যে রুশদেশের শ্রমিকশ্রেণীর ভাগ্য নির্ধারিত হবে। সোভিয়েতের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ থেকে এই ঘটনাবলীর মোকাবিলা করার জন্যে আমাদের অবশ্যই পুরোপুরি প্রস্তুত থাকতে হবে।"

রুশ জনগণের চোখের সামনে প্রকাশ্যেই সোভিয়েতের কার্যকলাপ চলতে থাকল। অল্পদিনের মধ্যেই এই সংস্থাটি হয়ে উঠল জনগণের হাতে ক্ষমতার হাতিয়ার। যার জন্ম হয়েছিল ধর্মঘট পরিচালনার জন্যে কেন্দ্রীয় একটি কমিটি হিসেবে, অল্পদিনের মধ্যেই বোঝা গেল তার সাহায্যে রাজনৈতিক আন্দোলন চলতে পারে, এমনকি বিপ্লবের পথও তৈরি হতে পারে। এমনিভাবে সোভিয়েত হয়ে উঠল বিপ্লবেরও হাতিয়ার।

১৫ই অক্টোবর তারিখে সোভিয়েত নির্দেশ দিল যে সমস্ত দোকানপাট বন্ধ রাখতে হবে, শুধু মুদির দোকান বাদে—তাও সকাল আটটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত। কলকারখানার মালিক ও দোকানদারদের সতর্ক করে দেওয়া হল যে তারা যদি ব্যবসা চালাতে চেষ্টা করে তাহলে জনগণের আক্রোশ থেকে তারা রেহাই পাবে না। দু-দিনের মধ্যেই ধর্মঘট হয়ে উঠল সর্বাত্মক, সেণ্ট পিটার্সবুর্গের জীবন একেবারে স্তব্ধ। টেলিফোন ও টেলিগ্রাম অচল, বিদ্যুৎ সরবরাহ কেটে দেওয়া হয়েছে, রেস্তোরাঁ-কাছারি-থিয়েটার স্কুল সব বন্ধ।

বিপ্লবের দাবানল সেণ্ট পিটার্সবুর্গকে পুরোপুরি গ্রাস করে বসল।

জার আতঙ্কিত হলেন। আইন রচনা করার ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ডুমা এবং বাক্-স্বাধীনতা সমাবেশ-স্বাধীনতা ধরনের কিছু কিছু "স্বাধীনতা" মঞ্জুর করে ১৭ই অক্টোবর তারিখে তিনি একটি ইস্তাহার প্রচার করলেন। এটা ছিল বিপ্লবের দাবানলকে কয়েক ফোঁটা জলের ছিটে দিয়ে নেবাবার একটা মরিয়া চেষ্টা।

সোভিয়েতের সংবাদপত্র 'ইজভেস্তিয়া'-র প্রথম সংখ্যায় জারের এই প্রচেষ্টাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে ধর্মঘট চালিয়ে যাবার জন্মে ডাক দেওয়া হল। বলা হল, "রুশ জনগণের রাজনৈতিক অধিকার যতোক্ষণ না সুদৃঢ় ভিত্তিতে কায়েম হচ্ছে, সমাজতন্ত্রের দিকে আরো অগ্রসর হবার সর্বোত্তম পথ যে গণতান্ত্রিক রিপাব্লিক তা যতোক্ষণ না প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, ততোক্ষণ সংগ্রামী বিপ্লবী প্রোলেতারিয়েত কখনোই অস্ত্রত্যাগ করবে না।"

১৮ই অক্টোবর তারিখে সেণ্ট পিটার্সবুর্গের রাস্তা কেঁপে উঠল প্রচণ্ড এক মিছিলে। ঝাণ্ডায় ঝাণ্ডায় আকাশ ছেয়ে গেল, বিপ্লবী গানে গানে বাতাসে ঝড় উঠল। মিছিল থেকে দাবি উঠল, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি চাই। মিছিল এগিয়ে চলল কারগার ভেঙে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত করে আনতে।

কারাগার অবশ্য ভাঙা যায় নি, মিছিল ফিরে গিয়েছিল। জারের সমর্থক চরম প্রতিক্রিয়াশীল ব্ল্যাক হানড্রেডরা পালটা মিছিল বার করেছিল, ছাত্রদের ওপরে মারপিট চালিয়েছিল।

২১এ অক্টোবর তারিখে ধর্মঘট শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ইজভেস্তিয়ার পৃষ্ঠায় বিপ্লবের ডাক বন্ধ হয় না। আওয়াজ ওঠে—স্বৈরতন্ত্রকে নিরস্ত্র করো! বিপ্লবকে সশস্ত্র করো! আরো একবার ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়।

ওদিকে জারের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রীর চোখে ঘুম নেই। ছলচাতুরি করে, মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে, চোখ রাঙিয়ে, জোর খাটিয়ে, সমস্ত রকম উপায়ে তিনি চেষ্টা করে চলেছেন বিপ্লব বানচাল করতে। মধ্যবিত্তরা তাঁর পক্ষে, সৈন্যরা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে, কৃষকদের সাড়া লক্ষণীয় নয়—তাঁর দিক থেকেও হতাশ হবার কোনো কারণ ছিল না। সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিকদের 'ভাইসব' সম্বোধন করে ধর্মঘট বন্ধ করার জন্মে ও শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্মে তিনি আবেদন জানালেন।

জারের মন্ত্রী মজুরদের বলছে 'ভাইসব'! এমনটি আগে কখনো শোনা যায় নি।

ঠিক এমনি সময়ে লেনিন উপস্থিত হলেন সেণ্ট পিটার্সবুর্গে। সেদিনের তারিখ ৮ই নভেম্বর ১৯০৫।

তৃতীয় পার্টি কংগ্রেস শেষ হবার পরে লেনিন ফিরে গিয়েছিলেন জেনিভায়। তারপরে জেনিভা থেকে তাঁর সম্পাদনায় কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র 'প্রোলেতারি' প্রকাশিত হতে থাকে। পুরনো ইসক্রা ও ভ্পেরিয়দ যে ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিল তাকেই আরো অগ্রসর করে নিয়ে চলে প্রোলেতারি। ছ-মাসের মধ্যে এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় লেনিনের প্রায় ৯০টি প্রবন্ধ ও অন্যান্য লেখা প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যাতেই ছিল তিনটি: 'রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক শ্রমিক পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসের রিপোর্ট' (সম্পাদকীয়), 'তৃতীয় কংগ্রেস' ও তৃতীয় কংগ্রেসের গঠন সম্পর্কিত প্রস্তাবের ব্যাখ্যামূলক নোট।

প্রোলেতারির সম্পাদনা করতে গিয়ে লেনিন সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছিলেন দুটি বিষয়ের ওপরে: তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের কৌশলগত লাইনের ব্যাখ্যা ও মেনশেভিকদের সুবিধাবাদী কৌশলের সমালোচনা।

তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং হত সেণ্ট পিটার্সবুর্গে, মিটিং-এর বিবরণ আসত লেনিনের কাছে, সেই সঙ্গে রুশদেশের খবর। এই বিবরণের জন্যে লেনিন অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করতেন, তাড়াতাড়ি বিবরণ পাঠাবার জন্যে ও আরো বিস্তৃতভাবে দেবার জন্যে তাগিদ দিতেন।

অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে প্রস্তাব উঠল, লেনিন ফিনল্যাণ্ডে আসুন, কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যরাও হাজির থাকবেন, পরস্পরের সাক্ষাতে কেন্দ্রীয় কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হোক।

কিন্তু লেনিন নিজে ব্যগ্র ছিলেন রুশদেশে ফিরে যেতে। দেশে যখন বিপ্লব শুরু হয়েছে তখনো বিদেশে থাকাটা তাঁর কাছে অসহ্য মনে হচ্ছিল। এবারে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে ফিরে যাবার জন্যেই তৈরি হতে লাগলেন। ঠিক হল ক্রুপ্‌সকায়া আরো সপ্তাহ দুয়েক জেনিভাতেই থেকে যাবেন, কিছু ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করার জন্যে। লেনিনের সমস্ত দরকারী কাগজপত্র সযত্নে গুছিয়ে রাখলেন ক্রুপ্‌সকায়া, পৃথক পৃথক খামে। লেনিন নিজেও দেখে রাখলেন

ঠিক ঠিক খামে ঠিক ঠিক কাগজপত্র ভরা হয়েছে কিনা। তারপরে খামগুলো একটা স্যুটকেসে ভরে একজনের জিম্মায় রাখা হল। এই স্যুটকেসটি লেনিনের মৃত্যুর পরেও পাওয়া গিয়েছে এবং এই স্যুটকেস থেকে তৎকালীন ইতিহাসের অনেক উপকরণ উদ্ধার করা হয়েছে।

রওনা হবার আগে রুশদেশ থেকে একটি সুখবর এল—একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করার মতো অবস্থা তৈরি হয়েছে। খবর শুনে লেনিনের তো দারুণ উত্তেজনা। সঙ্গে সঙ্গে প্লেখানফের কাছে একটি চিঠি লিখলেন, চিঠিতে অনুরোধ জানালেন—প্লেখানফ এই পত্রিকায় সঙ্গে সহযোগিতা করুন, কৌশলগত তফাত যেটুকু আছে তা বিপ্লবের প্রবল জোয়ারে ধুয়েমুছে যাবে। প্লেখানফের সঙ্গে দেখা করতেও চাইলেন। কিন্তু প্লেখানফ সাড়া দিলেন না। প্লেখানফ রয়ে গেলেন জেনিভায়। লেনিন রওনা হলেন সেণ্ট পিটার্সবুর্গের উদ্দেশে।

পথে দু-সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হল স্টক্‌হল্‌ম-এ সমুদ্রের ধারে। আগে থেকে ব্যবস্থা ছিল স্টকহল্‌ম-এ একজন এসে একটি ভুয়ো পরিচয়-পত্র দিয়ে যাবে, তাই নিয়ে লেনিন হাজির হবেন সেণ্ট পিটার্সবুর্গে। কিন্তু দু-সপ্তাহ অপেক্ষা করার পরেও যার আসার কথা ছিল তার দেখা পাওয়া গেল না। আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্যেও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হল। তারপরে বিনা পরিচয় পত্রেই হাজির হলেন সেণ্ট পিটার্সবুর্গে।

প্রথম দিনই সন্ধেবেলা সেণ্ট পিটার্সবুর্গের বলশেভিক কমিটির একটি বর্ধিত সভা বসল, অবশ্যই গোপনে। বিশেষ করে আলোচনা হল যে-প্রশ্নটি সে-সময়ে সবচেয়ে জরুরী তাই নিয়ে: সোভিয়েত সম্পর্কে পার্টির কর্তব্য কী? শ্রমিক ডেপুটিদের সোভিয়েতে নেতৃত্ব ছিল মেনশেভিকদের। বলশেভিকদের অনেকে তাই মনস্থির করতে পারেন নি সোভিয়েতকে কী চোখে দেখা উচিত।

লেনিন কিন্তু আগেই মনস্থির করেছিলেন। স্টকহল্‌ম-এ অপেক্ষা করার সময়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন সেণ্ট পিটার্সবুর্গে আইনসম্মতভাবে প্রকাশিত পার্টি-পত্রিকা 'নোভায়া ঝিজ্‌ন' (নতুন জীবন)-এর সম্পাদকের কাছে। চিঠির বক্তব্য বিষয় ছিল 'শ্রমিক ডেপুটিদের সোভিয়েত ও আমাদের কর্তব্য।' চিঠিটি সে-সময়ে প্রকাশিত হয় নি, পরে ১৯৪০ সালে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে।

চিঠিতে লিখেছিলেন, সেণ্ট পিটার্সবুর্গের সোভিয়েত হচ্ছে সারা-রুশ

রাজনৈতিক কেন্দ্রের ভ্রূণ। এই সোভিয়েতকে রূপান্তরিত করতে হবে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারে, যে-সরকার পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতার ধারণা বাস্তব করে তুলবে ও জাতীয় গণ-পরিষদ গঠন করবে।

বলশেভিকদের সভাতেও এই বক্তব্যই আরো পরিষ্কারভাবে তুলে ধরলেন। সোভিয়েতের নেতৃত্ব নিতে হবে পার্টিকে, সোভিয়েতের কার্যকলাপ পরিচালনা করবে পার্টি, কিন্তু তার মানে এই নয় যে পার্টির বদলে থাকবে সোভিয়েত, পার্টি লোপ পাবে।

সেন্ট পিটার্সবুর্গে লেনিন এসে পৌছবার পরেই সেন্ট পিটার্সবুর্গের সোভিয়েতে বলশেভিকদের কর্মতৎপরতা বেড়ে গেল।

পরদিন, অর্থাৎ ৯ই নভেম্বর নোভায়া ঝিজ্‌ন পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর ও স্থানীয় পার্টিকর্মীদের সভা ডাকলেন। এই পত্রিকার প্রকাশিকা ছিলেন ম্যাকসিম গর্কির স্ত্রী মারিয়া ফেদোরোভনা আন্দ্রেয়েভা। সম্পাদক ছিলেন কবি মিনস্কি। আর পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন গর্কি, লিওনিদ আন্দ্রেয়েফ, চিরিকফ, বালমোন্ত ও তেফি। বলশেভিকদের মধ্যে থেকে লিখতেন বোগ্‌দানফ, রুমিয়ান্তসিয়েফ, রোথকফ, গোল্ডেনবের্গ, অর্লোভিস্কি, লুনাচারস্কি, বাজারফ, কামেনেফ ও আরো কয়েকজন। সেক্রেটারি ও সংবাদ-সম্পাদক ছিলেন ডি আই লেশচেঙ্কো। পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা প্রায় ৮০,০০০ পর্যন্ত উঠেছিল।

লেনিন আসার পরে তিনিই হলেন সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি। এবং পত্রিকাটি হয়ে উঠল কার্যত পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র।

পরদিন, ১০ই নভেম্বর তারিখে পার্টির বৈধ পত্রিকায় প্রকাশিত হল লেনিনের প্রথম বৈধ প্রবন্ধ।

প্রবন্ধটির শুরু এইভাবে: "আমাদের পার্টির কাজের অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। সম্মেলন, ট্রেডইউনিয়ন ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি।" এই নতুন অবস্থায় পার্টির কাজ কি-ভাবে চলবে? লেনিন বললেন, গোপন বেআইনী কাজের ব্যবস্থা অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই গোপন ব্যবস্থার পাশাপাশি তৈরি করতে হবে প্রকাশ্য ও বৈধ ব্যবস্থা, আধা-বৈধ ব্যবস্থা। শ্রমিকদের বিপুল সংখ্যায় নিয়ে আসতে হবে পার্টির মধ্যে। শ্রমিকশ্রেণী সহজাতভাবেই, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, কিন্তু দশ বছর ধরে পার্টির কাজ চলার পরে এই স্বতঃস্ফূর্ততা রূপ

নিয়েছে শ্রেণী-চেতনার। লেনিন লিখলেন, "তৃতীয় কংগ্রেসে আমি এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম যে পার্টি কমিটিতে বুদ্ধিজীবী যদি থাকে দুজন তো শ্রমিক থাকবে আটজন। আজকের অবস্থায় এই ইচ্ছা একেবারেই বাতিলের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। এখন আমাদের ইচ্ছা হবে অবশ্যই এই যে নতুন পার্টি সংগঠনে সোশ্যাল-ডেমোক্রাট বুদ্ধিজীবী যদি থাকে একজন তো সোশ্যাল-ডেমোক্রাট শ্রমিক থাকবে কয়েক-শো।"

লেনিনের এই প্রবন্ধটির নাম ছিল 'পার্টির পুনর্গঠন'।

পার্টির কাজের এই নতুন অবস্থায় অবৈধ পত্রিকা ও বৈধ পত্রিকার তফাত মুছে যাচ্ছে। পার্টি সাহিত্যের প্রশ্নটি নিয়েও তাহলে ভাবতে হয়। ১৩ই নভেম্বর তারিখে লেনিন প্রবন্ধ লিখলেন : 'পার্টি সংগঠন ও পার্টি সাহিত্য'। লেনিনের এই প্রবন্ধটিকে বলা চলে প্রগতিশীল সাহিত্যের দিগ্-নির্দেশক। শুধু রুশদেশে নয়, বিশ্বের সমস্ত দেশে।

লেনিন লিখলেন, "সাহিত্যকে অবশ্যই হতে হবে পার্টি সাহিত্য। বুর্জোয়া রীতিনীতি, মুনাফাকারিতা, বুর্জোয়া পত্রপত্রিকার ব্যবসাপনা, সাহিত্যক্ষেত্রে বুর্জোয়া ভাগ্যান্বেষণ ও ব্যক্তিস্বতন্ত্রতা, 'অভিজাতসুলভ নৈরাশ্য', মুনাফা-শিকার —এসবের কোনোটাই নয়, এসবের সঙ্গে সুস্পষ্ট পার্থক্য টেনে সমাজতন্ত্রী প্রোলেতারিয়েতকে উপস্থিত করতে হবে পার্টি সাহিত্যের নীতি, এই নীতিকে অবশ্যই বিকশিত করতে হবে এবং যতোখানি সম্ভব পূর্ণতা দিয়ে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে।"

লেনিন লিখলেন, সমাজতন্ত্রী প্রোলেতারিয়েতের কাছে সাহিত্য কখনো শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য থেকে পৃথক পৃথক গোষ্ঠী বা ব্যক্তির সমৃদ্ধি সাধনের উপায় হতে পারে না। সাহিত্যকে অবশ্যই হতে হবে প্রোলেতারিয়েতের সাধারণ লক্ষ্যের অংশ, পার্টির সংগঠিত পরিকল্পিত কাজের অঙ্গীভূত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে যান্ত্রিক উপায়ে সমান বা সমতল করে দেবার ব্যাপারটা সাহিত্যেই সবচেয়ে কম চলে। ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ঝোঁক, চিন্তা ও কল্পনা, আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর স্থান সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেকখানি এবং তা মেনে নিতেই হবে। তা সত্ত্বেও, সর্বপ্রকারে ও অবশ্যম্ভাবী রূপে সাহিত্য যুক্ত থাকবে পার্টি-কাজের সঙ্গে, এর অন্যথা হতে পারে না।

বলা হয়ে থাকে, বুর্জোয়া সমাজে লেখকরা নাকি "স্বাধীন"। এই প্রবন্ধে

লেনিন দেখালেন, লেখকদের এই আপাত-স্বাধীনতা আসলে মুখোশপরা স্বাধীনতা। কি লেখক, কি শিল্পী, কি অভিনেতা, পুঁজিবাদী সমাজে সকলেরই টিকি বাঁধা টাকার থলির সঙ্গে, ঘুষের সঙ্গে। কপটতার সঙ্গে যাকে বলা হয় স্বাধীন সাহিত্য, তা আসলে বুর্জোয়াদের পদলেহী সাহিত্য। সত্যিকারের স্বাধীন সাহিত্য হচ্ছে সমাজতন্ত্রীদের। কেননা এই সাহিত্য খোলাখুলিভাবেই প্রোলেতারিয়েতের সঙ্গে যুক্ত ; কেননা এই সাহিত্যের বাণী হচ্ছে সমাজ-তন্ত্রের, শ্রমজীবী জনগণের প্রতি সহানুভূতির, লোভের নয়, ভাগ্যান্বেষণের নয়।

নোভায়া ঝিজ্‌ন পত্রিকায় লেনিন মোট তেরটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল একমাসের কিছু বেশি কাল। ২রা ডিসেম্বর তারিখে জারের গভর্নমেণ্ট পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয়। ৩রা ডিসেম্বর তারিখে পত্রিকার ২৮নং সংখ্যাটি, যেটি ছিল শেষ সংখ্যা, বেআইনীভাবে প্রকাশিত নয়। কিন্তু পত্রিকা ছাড়া পার্টির কাজ চলতে পারে না। নতুন পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে নানা নতুন নামে—যেমন, ভোল্‌না (তরঙ্গ), ভ্‌পেরিয়দ (এগিয়ে চলো), এখো (প্রতিধ্বনি)। জারের গভর্নমেণ্ট কোনো পত্রিকাই শেষ পর্যন্ত চলতে দেয় নি।

নোভায়া ঝিজ্‌ন পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরটি ছিল নেভ্‌স্কি প্রোসপেকট-এ। এখানেই কেন্দ্রীয় কমিটির ও সেণ্ট পিটার্সবুর্গ কমিটির গোপন বৈঠক বসত, পার্টি কমরেডদের গোপন দেখাসাক্ষাৎ চলত। ম্যাকসিম গর্কির সঙ্গে লেনিনের প্রথম দেখা এখানে। গর্কির স্ত্রী শ্রীমতী আন্দ্রেয়েভনা এই সাক্ষাৎ-কারের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখছেন, "পিছনদিকের একটি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে লেনিন দ্রুতপায়ে গর্কির কাছে এলেন। অনেকক্ষণ ধরে করমর্দন করলেন দুজনে। লেনিন ছিলেন খুব একটা খুশির মেজাজে। গর্কি একটু যেন আড়ষ্ট। তাঁর গলা এমনিতেই একটু চাপা, আড়ষ্ট ও বিব্রত বোধ করলে তা আরও চাপা হয়ে যায়, তেমনি গলায় বার বার বলতে লাগলেন, আপনি মানুষটি কেমন তা দেখা হয়ে গেল।...বেশ, বেশ! আমি খুব খুশি, খুব খুশি!" পরে, শুধু চোখের দেখায় নয়, গর্কি আরো অনেকবারই দেখতে পেয়েছিলেন লেনিন মানুষটি কেমন।

ক্রুপ্‌স্‌কায়া সেণ্ট পিটার্সবুর্গে ফিরে এলেন লেনিন আসার দশ দিন পরে। গোটা শহর তখন বিপ্লবের চুড়োয় অস্থিরভাবে কাঁপছে। যেখানে ফিরে আসার জন্যে ক্রুপ্‌স্‌কায়ার বিদেশের দিনগুলি প্রচণ্ড এক কামনায় ভরে থাকত, চার বছর পরে ফিরে এসে তিনি নিজেই যেন সেই অতি পরিচিত শহরটিকে ঠিকমতো চিনে উঠতে পারলেন না।

লেনিন তখন ছিলেন অন্য একজনের বাড়িতে। বাড়িটি সুন্দর, চমৎকার সাজানো-গোছানো। কিন্তু অন্যের বাড়িতে থাকতে হলে লেনিনের কাজকর্মে অসুবিধে হত। তিনি অস্বস্তি বোধ করছিলেন। ক্রুপ্‌স্‌কায়া আসতেই নেভ স্কি অঞ্চলে আলাদা একটি বাড়িতে দুজনে উঠে গেলেন।

গোড়ার দিকে দুজনের কেউ-ই কর্তৃপক্ষের কাছে নাম নথিভুক্ত করেন নি। পরিচয় গোপন রেখে চলছিলেন। ক্রুপ্‌স্‌কায়া পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন আর যতো রাজ্যের খবর সংগ্রহ করে এনে লেনিনকে শোনাতেন। পরে যতোদিন রুশদেশে ছিলেন, ক্রুপ্‌স্‌কায়াকে এই খবর-সংগ্রহ-কারিণীর ভূমিকাটি দায়িত্বের সঙ্গে পালন করতে হয়েছিল। ক্রুপ্‌স্‌কায়া যতোটা অবাধে বাইরের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারতেন, লেনিনের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না।

বিপদ শুরু হল নাম নথিভুক্ত করে আসার পরে। তখন তাঁরা উঠে এসেছেন গ্রেচেস্কি প্রোসপেক্ট-এর কাছাকাছি একটি বাড়িতে। নাম নথিভুক্ত করে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টের পেলেন গোটা বাড়িটা পুলিসের গোয়েন্দার দল ঘিরে ফেলেছে। বাড়ির মালিক তো ভয়ে অস্থির। একটা রিভলবার পকেটে নিয়ে সারারাত পায়চারি করে বেড়ালেন। বাধ্য হয়ে তখন নাম ভাঁড়াতে হল। ক্রুপ্‌স্‌কায়ার নাম হল প্রাস্‌কোভিয়া ইউগেনেভনা ওনেগিনা। লেনিনকে একটি নয় একাধিক নামের আশ্রয় নিতে হল। একসঙ্গে থাকা আর সম্ভব হল না, আলাদা আলাদা জায়গায় থাকতে লাগলেন।

তখন থেকেই দুজনের দেখা হওয়াটা একটু মুশকিলের ব্যাপার হয়ে উঠল। লেনিন সারাদিন ব্যস্ত থাকতেন নোভায়া ঝিজ্‌ন পত্রিকার দপ্তরে। এত ব্যস্ত থাকতেন যে কারও সঙ্গে কথা বলার সময় পেতেন না। সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক বসত কোনো একটা গোপন জায়গায়। ক্রুপ্‌স্‌কায়া যদিও ঠিকানা জানতেন কিন্তু গোপনতা বজায় রাখার জন্যেই সেখানে যেতে পারতেন না।

অসুবিধে খানিকটা কাটল লেনিন যখন নতুন আরেকটি নাম নিলেন ও থাকার জায়গা বদলালেন। দিনান্তে একবার ক্রুপ্‌সকায়া এই নতুন ঠিকানায় যেতেন, সদর দিয়ে নয় খিড়কি দিয়ে। কথা বলতে হত চাপা স্বরে, তাতে অবশ্য কোনো বিষয়ের আলোচনা আটকাত না।

এই বাড়িতে থাকতেই লেনিন একবার মস্কো গিয়েছিলেন। যেদিন ফিরে এলেন সেদিনই ক্রুপ্‌সকায়া এলেন দেখা করতে। আসার পথে লক্ষ করলেন লেনিনের বাড়ির চারদিকের রাস্তায় পুলিসের গোয়েন্দারা উঁকিঝুঁকি মারছে। লেনিন ব্যাপারটা টের পান নি, ক্রুপ্‌সকায়ার মুখেই শুনলেন। তারপরে লেনিনের ট্রাঙ্ক থেকে জিনিসপত্র বার করতে গিয়ে গোয়েন্দাকুলের নেকনজরের রহস্যটা টের পাওয়া গেল। মস্কোর কমরেডরা লেনিনের জন্যে কিছু ছদ্মবেশের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন: প্রকাণ্ড একটা লাল চশমা ও তার সঙ্গে মানানসই আরো কিছু জিনিসপত্তর। এই অপরূপ সাজসজ্জার মানুষটিকে দেখে গোয়েন্দা পুলিস যদি সন্দেহ করে বসে, চোর বা বাটপাড়, তাহলে তাদের বিশেষ দোষ দেওয়া চলে না। যাই হোক গোয়েন্দাগুলো যাতে বিদেয় হয় তার ব্যবস্থা করা দরকার।

তখন দুজনে এক কাণ্ড করলেন। হাত-ধরাধরি করে বেরিয়ে এলেন, যেদিকে যাবার কথা তার উল্‌টো দিকে হাঁটতে শুরু করলেন, একটা গাড়ি নিলেন, সেটা ছেড়ে দিয়ে আরেকটা, সেটা ছেড়ে দিয়ে আরেকটা, এপথ-ওপথ ঘুরে শেষ পর্যন্ত হাজির হলেন এক পরিচিতের বাড়িতে। গোয়েন্দার পাল ততোক্ষণে হদিস হারিয়ে বিদেয় নিয়েছে। রাত্তিরটা ক্রুপ্‌সকায়ার এক পুরনো বন্ধুর বাড়িতে কাটিয়ে সকালবেলা বাড়িতে ফিরতে গিয়ে দেখলেন গোয়েন্দার পাল তখনো দাঁড়িয়ে। সেখানে আর ফিরলেন না। সপ্তাহ দুয়েক বাদে একটি মেয়েকে পাঠিয়ে লেনিনের জিনিসপত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল ও বাড়িভাড়া চুকিয়ে দেওয়া হল।

ক্রুপ্‌সকায়া তখন কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করতেন। মাত্র একজন সহকারী নিয়েই বিভিন্ন কমিটি ও ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ ও দেখাসাক্ষাতের সময় ঠিক করার ব্যাপারগুলো সারতে পারতেন। কাজের চাপ ছিল প্রচণ্ড কিন্তু কাজের মধ্যে কোনো জটিলতা ছিল না। কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় উপস্থিত থেকে সভার বিবরণী লেখা, মস্ত মস্ত ফাইল বজায় রাখা, এসব কিছুই করতে হত না। সাংকেতিক ভাষায় লেখা জরুরী

ঠিকানাগুলো লুকিয়ে রাখা হত দেশলাইয়ের খোল বা বইয়ের বাঁধাইয়ের মধ্যে গুঁজে। নিঃশব্দে কাজ হয়ে চলত, এমনকি খবরদারি বা তদারকি করার জন্যেও মাথার ওপরে কাউকে বসানো হত না।

তারই মধ্যে সময় করে নিয়ে পুরনো দিনের সেই রবিবারের সান্ধ্য স্কুলেও গিয়েছিলেন! এখন আর চেনা যায় না। পড়াবার বিষয়, পড়াবার ধরন সবই পালটে গেছে। ক্রুপ্‌স্‌কায়ার সময়ে পড়ানো হত ভূগোল ও ইতিহাস, এখন সে-জায়গায় রাজনৈতিক সাহিত্য। ক্লাস নিচ্ছেন, ক্লাস নেবার দায়িত্ব পার্টি যাঁদের ওপরে দিয়েছে, তাঁরা। একদিন গিয়ে দেখলেন এমনি একজন তরুণ শিক্ষক পড়াচ্ছেন এঙ্গেলসের 'সমাজতন্ত্র : কল্পনা থেকে বিজ্ঞান'। শ্রমিকদের চোখের পাতা পড়ছে না, টান হয়ে বসে শুনছেন ও বিষয়টিকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছেন। নিঃশব্দে তাঁরা শুনে গেলেন, একটিও প্রশ্ন না করে।

নিচে নেমে এসে দেখলেন পার্টির মেয়েরা শ্রমিকদের জন্যে একটি ক্লাবের আয়োজন করছে। শহর থেকে আনা প্যাকেট থেকে খুলে খুলে গেলাস সাজাচ্ছে।

ফিরে এসে লেনিনকে আনুপূর্ব বিবরণ দিলেন। লেনিন গম্ভীর মুখে শুনে গেলেন, একটিও কথা বললেন না।

ক্রুপ্‌স্‌কায়া বুঝতে পারলেন, সান্ধ্য ক্লাসের বিবরণ শুনে লেনিন খুশি হতে পারেন নি। যদি শুনতেন যে শ্রমিকরা নিজেরাই ক্লাস নিচ্ছে, নিজেরাই ক্লাব গড়ে তুলছে, তাহলে হতেন। এমন যে কোথাও ঘটছে না তা নয়, কিন্তু লক্ষণীয় ভাবে নয়। পার্টির কাজের ধারা আর শ্রমিকদের তৎপরতার ধারা এখনো পর্যন্ত যেন পৃথক খাতেই প্রবহমান।

ক্রুপ্‌স্‌কায়ার সঙ্গে মাঝে মাঝে পুরনো ছাত্রদেরও দেখা হয়ে যায়। তখন বুঝতে পারেন, শ্রমিকরা অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। চার বছর আগেও যাকে দেখে গিয়েছেন ঘরসংসার সামলাতে ব্যতিব্যস্ত দিন-আনা-দিন-খাওয়া মজুর মাত্র, নিজেকে ছাড়িয়ে অন্য কোনো চিন্তা যার মাথায় ঢুকত না—সে এখন দেখা হলে বিপ্লবের কথা বলে, ধর্মঘটের বিবরণ দেয়, শ্রমিক-মালিকের সম্পর্কের ব্যাপারটা সে যে একজন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটের দৃষ্টি দিয়ে বিচার করতে পারছে তারও পরিচয় দেয়।

ক্রুপ্‌স্‌কায়া খুঁটিয়ে খবর সংগ্রহ করেন। নিজের খুশিতে তো বটেই, খবর শুনিয়ে লেনিনকে খুশি করতে পারবেন—সেজন্যেও।

ডিসেম্বর মাসের সাত তারিখে মস্কোতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু হল।

প্রস্তুতি চলছিল তিন সপ্তাহ আগে থেকেই। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি মস্কো কমিটির নির্দেশে দুজন প্রতিনিধি এসেছিলেন সেণ্ট পিটার্সবুর্গে কেন্দ্রীয় কমিটি ও বিশেষ করে লেনিনের সঙ্গে আলোচনা করতে। একজন হচ্ছেন ভি শান্তসের, মস্কো কমিটির সেক্রেটারি ও মস্কো সংগঠনে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধি। অপরজন এম লিয়াদফ, মস্কো সোভিয়েতের সদস্য। এই যোগাযোগেরই ফল মস্কোর সশস্ত্র অভ্যুত্থান।

লেনিন তাঁদের স্পষ্ট কতকগুলো নির্দেশ দিয়েছিলেন, অনেকটা এই ভাষায়: মস্কো সোভিয়েতের নেতৃত্বে রয়েছে মস্কো কমিটি। অতএব মস্কো কমিটি তাঁদের সমস্ত সিদ্ধান্ত মস্কো সোভিয়েতের মাধ্যমে কার্যকর করতে পারেন, পার্টির বাইরে শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপক অংশের ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। সেণ্ট পিটার্সবুর্গের সোভিয়েত পার্টির বাইরের জনগণের পিছনে পিছনে চলে, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আওয়াজকে খেলো করতে চায়। মস্কো কমিটি তাঁদের আওয়াজের পিছনে শ্রমিক জনগণকে জড়ো করতে পারেন ও সত্যিকারের জঙ্গী বলশেভিক সংগঠন খাড়া করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন।

এই নির্দেশের অর্থই হচ্ছে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্যে প্রস্তুতি করা। ৫ই ডিসেম্বর তারিখে মস্কোর বলশেভিকরা একটি সম্মেলনে মিলিত হয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত করলেন সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়ার ও সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার পক্ষে। ৭ই ডিসেম্বর তারিখে শুরু হল জারের সৈন্যদের সঙ্গে মস্কোর শ্রমিকদের ব্যারিকেড সংগ্রাম। সারা শহরে প্রায় হাজারখানেক ব্যারিকেড তুলে পুরো ন দিন ধরে মস্কোর শ্রমিকরা জারের সৈন্যদের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই চালিয়ে গেলেন।

সেণ্ট পিটার্সবুর্গের বলশেভিকরা চেষ্টা করেছিলেন ট্রেনের লাইন উড়িয়ে দিতে, অস্ত্রাগার দখল করতে, যাতে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে মস্কোতে সৈন্য যেতে না পারে। কিন্তু তাঁদের চেষ্টা সফল হয় নি। জারের গভর্নমেণ্ট কয়েক রেজিমেণ্ট সৈন্য পাঠাতে পারলেন মস্কোর অভ্যুত্থানকে দমন করবার জন্যে।

লেনিনের প্রস্তাবে ও কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে মস্কোর সশস্ত্র সংগ্রাম বন্ধ করা হল।

মস্কোর সশস্ত্র অভ্যুত্থান পরাজিত হল বটে কিন্তু ব্যর্থ কিছুতেই নয়।

পরে লেনিন লিখেছিলেন, "১৯০৫ ডিসেম্বরের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আগে শোষকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালাবার ক্ষমতা রাশিয়ার জনগণের ছিল না। কিন্তু ডিসেম্বরের পরে তারা আর পুরনো দিনের মানুষ নয়। তাদের নতুন জন্ম হয়েছে। অগ্নিদীক্ষা হয়েছে। বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে তারা হয়ে উঠেছে ইস্পাতের মতো সুদৃঢ়। তারা শিক্ষা দিয়েছে সেই সংগ্রামীদের যারা ১৯১৭ সালে বিজয়ী হয়েছিল।"

মস্কোর পরে রুশদেশের অন্য নানা জায়গায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল। বিদ্রোহগুলো ছিল বিচ্ছিন্ন এবং প্রত্যেকটি বিদ্রোহ নৃশংসভাবে দমন করা হয়েছিল।

ডিসেম্বরের সশস্ত্র বিদ্রোহের পরাজয়ের পরে মেনশেভিকরা ঘোষণা করলেন, ধর্মঘটের ডাক দেওয়াটা অনুচিত হয়েছে, প্রোলেতারিয়েতের শক্তি জয়লাভের পক্ষে যথেষ্ট নয়। প্লেখানফ ঘোষণা করলেন, প্রোলেতারিয়েতের অস্ত্র হাতে নেওয়া উচিত হয় নি।

লেনিন জবাব দিলেন, "আমাদের অস্ত্র হাতে নেওয়া উচিত ছিল আরো উদ্যমের সঙ্গে, আরো আক্রোশের সঙ্গে।"

বিপ্লবের সময়ে বলশেভিকদের সংগ্রাম চলেছিল ক্যাডেটদের বিরুদ্ধেও। লেনিন তাঁর লেখায় ক্যাডেটদের আসল চেহারা তুলে ধরেছিলেন। ক্যাডেটরা যে গণতন্ত্রের কথা বলে, সে-সব ভুয়ো কথা। ওদের মুখের কথার সঙ্গে কাজের মিল নেই, ওরা চায় শুধু জনগণকে শান্ত করবার জন্যে ছোটখাটো সংস্কার। ওরা হচ্ছে ভীরু কাপুরুষ একদল প্রতি-বিপ্লবী।

লেনিন বললেন, "প্রোলেতারিয়েত সংগ্রাম করছে আর বুর্জোয়ারা চোরের মতো ক্ষমতা হাতিয়ে নিচ্ছে। প্রোলেতারিয়েত তার সংগ্রাম দিয়ে স্বৈরতন্ত্রকে চুরমার করছে আর ক্ষীয়মান স্বৈরতন্ত্র দলে টানবার জন্যে যে খাদ্যের টুকরো-গুলো ছুঁড়ে দিচ্ছে তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে বুর্জোয়ারা। সমগ্র জনগণের সামনে প্রোলেতারিয়েত উঁচে তুলে ধরেছে সংগ্রামের পতাকা আর বুর্জোয়ারা তুলে ধরেছে ছোটখাটো সুবিধা, ভাগ-বাঁটোয়ারা ও দর-কষাকষির পতাকা।"

১৯০৬ সালের মার্চ মাসে লেনিন একটি পুস্তিকা লিখলেন, নাম 'ক্যাডেটদের জয় ও শ্রমিক পার্টির কর্তব্য'। এই পুস্তিকায় ক্যাডেটদের তিনি বলেছিলেন "বিপ্লবের কবরে কীট"। ক্যাডেটরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বিরোধী, ডুমাকে

তারা আশ্রয় করতে চায় বিপ্লব থেকে জনগণের মনোযোগ সরিয়ে নেবার জন্যে, তারা সবচেয়ে বেশি ভয় পায় বিপ্লবে প্রোলেতারিয়েতের আধিপত্যকে।

সে-সময়ে রুশদেশের বিপ্লবের বাস্তব অবস্থাটাই ছিল এমন যে গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্যেও শ্রেণী-সংগ্রামকে আশ্রয় করতে হত। ডুমার ভিতরের কার্যকলাপ শুধু নয়, তার সঙ্গে যুক্ত করতে হত ডুমার বাইরের কার্যকলাপ। লেনিন হুঁশিয়ারি দিলেন, এ-সময়ে সংসদীয় মোহ সৃষ্টি করার চেয়ে ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক আর কিছু হতে পারে না। সংসদীয় মোহ ছড়ানো আর সুবিধাবাদী বুর্জোয়া বিষ ছড়ানো একই কথা। ক্যাডেটরা চাইছে এই বিষই জনগণের মনে ঢুকিয়ে দিতে। প্রোলেতারীয় পার্টিকে এ-সমস্ত মোহের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে এবং শ্রমিকদের ও কৃষকদের বোঝাতে হবে যে আগের মতো এখনো ব্যাপক জনগণের সরাসরি বৈপ্লবিক সংগ্রামই হচ্ছে আন্দোলনের আসল চেহারা।

বিপ্লবের জোয়ার আস্তে আস্তে নামতে লাগল। আচমকা একদিনে নয়। সৈনিকরা ও নাবিকরা নানা জায়গায় অভ্যুত্থান ঘটাল, ডাক-তার কর্মীদের ধর্মঘটের ফলে যোগাযোগ-ব্যবস্থা আরো একবার অচল হয়ে গেল। কল-কারখানার মালিকরা বিপ্লবের জুজু দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগল আর সরকারের ওপরে কঠোর দমনমূলক ব্যবস্থা নেবার জন্যে চাপ দিতে লাগল।

বলশেভিক ও মেনশেভিক উভয় দলকেই উদ্দেশ করে জেনিভা থেকে প্লেখানফ চিঠি পাঠালেন, এই মুহূর্তে অবিরাম কোনো সঙ্ঘর্ষের দিকে যাওয়াটা ঠিক হবে না, পরিস্থিতি এখন শত্রুর পক্ষে সুবিধাজনক, এখন সামলে চললেই সবদিক থেকে ভালো।

মস্কোর অভ্যুত্থান দমন হবার পরে পরিস্থিতি পুরোপুরিভাবেই জারের পক্ষে সুবিধাজনক হয়ে দাঁড়াল। অকটোবরের ইস্তাহারে জার যে-সব ঘোষণা করেছিলেন—যেমন ডুমা গঠন, সামান্য পরিমাণ ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা—বাস্তবে তারও কোনো অস্তিত্ব থাকল না। বিপ্লবের পক্ষে সামান্য কিছু লেখা বেরোলেই সংবাদপত্র বাজেয়াপ্ত হতে লাগল। সমাজতন্ত্রী নেতাদের গ্রেপ্তার করা হল।

লেনিন লিখলেন, "বিপ্লবের দুটি মহান মাসের (নভেম্বর ও ডিসেম্বর) অভিজ্ঞতা আমাদের সংগ্রহ করতেই হবে। স্বৈরতন্ত্র পুনঃস্থাপিত হয়েছে, এই



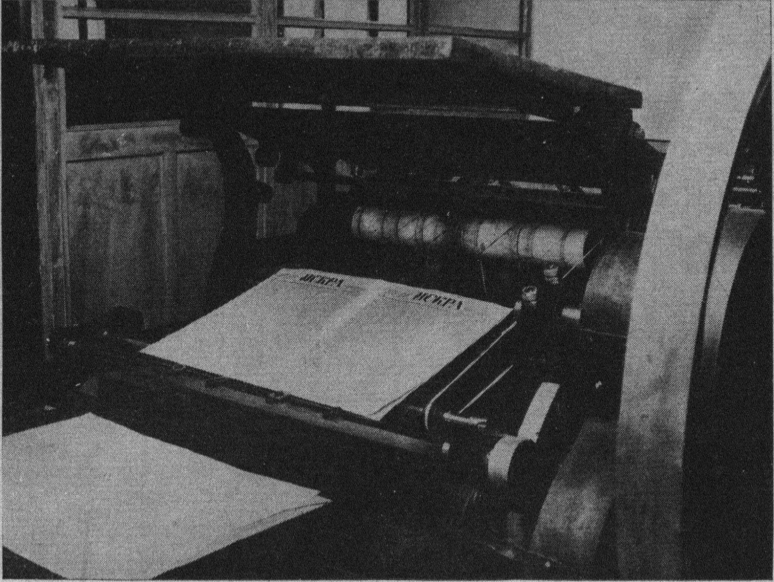
লেনিন (ছদ্মবেশে)
(১৯১৭)



তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেসে (মার্চ ১৯১৯)
সভাপতিমণ্ডলীর মধ্যে লেনিন



তৃতীয় আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেস (২২এ জুন থেকে ১২ই জুলাই ১৯২১)
লেনিন ভাষণ দিচ্ছেন



লাইপ্‌ৎসিকের ছাপাখানায় 'ইসক্রা'-র প্রথম সংখ্যা ছাপা হচ্ছে
(ডিসেম্বর ১৯০০)

অবস্থার সঙ্গে আবার আমাদের মানিয়ে চলতেই হবে আর প্রয়োজন হলে আরো একবার গোপন কার্যকলাপ আশ্রয় করার দিকে যেতে হবে।"

গোপন কার্যকলাপ আশ্রয় করার দিকে যেতেই হয়েছিল। নতুন করে গড়ে তুলতে হয়েছিল গোপন সংগঠন। রুশদেশের গোটা অঞ্চল থেকে কমরেডরা আসত আলোচনা করতে কাজ নিয়ে নীতি নিয়ে। তাদের সঙ্গে গোপন বৈঠকের ব্যবস্থা করতে হত।

সে-সময়ে এমন একটা অস্থিরতার মধ্যে লেনিনের জীবন কাটছিল যে রাত্রিবেলা ঘুমোতে পারতেন না। ফলে অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করতেন। অনবরত ঠিকানা বদল করে থাকাটা তিনি ঠিক বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। বারে বারেই তাঁকে নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হচ্ছিল। তাছাড়া, যেখানেই থাকুন, গৃহকর্ত্রীদের ব্যবহার ছিল তাঁর প্রতি সহৃদয়। এতে আরো অস্বস্তি বোধ করতেন। তিনি চাইতেন একমনে কাজ করে যেতে, হয় বাড়িতে নয় লাইব্রেরিতে। দুটোর কোনোটাই সম্ভব হচ্ছিল না।

ক্রুপ্‌সকায়ার সঙ্গে দেখা হত ভিয়েনা রেস্তোরাঁয়। কিন্তু সেখানে প্রচুর লোক, কথা বলার সুবিধে হত না। তখন চলে যেতেন কোনো একটি হোটেলে গাড়ি ভাড়া করে। সেখানে পৃথক একটি ঘর নিয়ে রাতের খাবার অর্ডার দিতেন। কখনো কখনো দেখা করতেন কোনো একটি রাস্তার কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে। ভিয়েনা রেস্তোরাঁয় আর যেতেন না। সোজা হোটেলে।

এই অস্থির জীবন শেষ পর্যন্ত অসহ্য ঠেকল। তখন একটি বাসা নিয়ে দুজনে আবার একসঙ্গে থাকতে শুরু করলেন।

ওদিকে লেনিনের ওপরে কড়া নজর ছিল পুলিসের। একদিন একটা মিটিং-এ যাবার ছিল, সেখানে একটা রিপোর্ট দেবার কথা, কিন্তু পুলিসের চোখকে কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারলেন না। ফেরার সময়ে বিপদ অনিবার্য, এটা বুঝতে পেরে আর ফিরলেন-ই না। সোজা চলে গেলেন একেবারে ফিনল্যাণ্ডে। স্টকহল্‌মে চতুর্থ কংগ্রেস (১০ই এপ্রিল, ১৯০৬) শুরু হবার আগে পর্যন্ত ফিনল্যাণ্ডেই ছিলেন।

ওদিকে লেনিনের ফিরে আসার অপেক্ষায় ক্রুপ্‌সকায়া সারারাত জানলায় বসে। ভোর হয়ে গেল তবুও লেনিন ফিরলেন না। ক্রুপ্‌সকায়া ধরেই নিলেন, লেনিন গ্রেপ্তার হয়েছেন। পরে আসল খবর পেলেন।

ডুমা গঠনের প্রতিশ্রুতিকে পুরোপুরি বাতিল করতে জারের সাহস হল না। অতএব ডুমার প্রস্তুতি-পর্ব শুরু হয়ে গেল।

ডুমার বিচারে রাজনৈতিক দলগুলো একমত ছিল না।

ক্যাডেটরা মনে করত, ডুমার যথেষ্ট ক্ষমতা থাকবে, ডুমার মারফত আইন পাস করিয়ে রুশদেশের চেহারা পাল্‌টানো যাবে, জারকে নতি স্বীকার করতে হবে ডুমার কাছে।

রেভলিউশনারী সোশ্যালিস্টরা এতখানি আশা পোষণ করত না। জার ডুমার কাছে নতি স্বীকার করবে, এটা মেনে নিতে তাদের দ্বিধা ছিল। তবে ক্যাডেটদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য ছিল ডুমার নির্বাচনের কৌশল সংক্রান্ত ব্যাপারে।

মেনশেভিকরা মনে করত, ডুমার সুযোগ নিয়ে পুরোদমে নির্বাচনী প্রচারে নেমে পড়া উচিত। তাদের মতে, নির্বাচনী প্রচার হচ্ছে জনগণের কাছে নিজেদের কর্মসূচী উপস্থিত করার একটা সুযোগ। তারপরে ডুমায় ডেপুটি নির্বাচিত হতে পারাটা হবে আরো বড়ো একটা সুযোগ, কেননা সেক্ষেত্রে মেনশেভিক ডেপুটিরা সংসদীয় নিরাপত্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে বর্তমান শাসনব্যবস্থার নির্মম সমালোচনা করতে পারবেন এবং ডুমাকে করে তুলতে পারবেন সংগ্রাম পরিচালনার একটি সুবিধাজনক ঘাঁটি। ডুমার নির্বাচনে মেনশেভিকরা ক্যাডেটদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার প্রস্তাব তুলল।

লেনিন বললেন, ডুমা হচ্ছে সম্পূর্ণ একটা ভাঁওতা এবং ডুমার নির্বাচন সর্বতোভাবে বর্জন করা উচিত। ডুমা হচ্ছে বিপ্লব থেকে জনগণকে, বিশেষ করে কৃষককে সরিয়ে নেবার ও বিভ্রান্ত করার সুচতুর একটা উপায়। সে-সময়ে কৃষকের একটা বড়ো অংশের ধারণা ছিল ডুমার মারফত তারা জমি পাবে। ক্যাডেটরা, সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনারীরা ও মেনশেভিকরা তাদের বুঝিয়েছিল যে অভ্যুত্থানের কোনো প্রয়োজন নেই, বিপ্লবের কোনো প্রয়োজন নেই, শান্তিপুর্ণ উপায়েই তারা যে-ব্যবস্থা চায় পেতে পারে। এও একধরনের ভাঁওতা এবং এই ভাঁওতার বিরুদ্ধে জনগণকে সজাগ করবার জন্যে লেনিন ডুমা বর্জনের ডাক দিলেন। পরে লেনিন স্বীকার করেছেন, এই প্রথম ডুমা বর্জনের ডাক দেওয়াটা ভুল হয়েছিল, যদিও সামান্য ভুল। কেননা ডুমা বর্জনের ডাক তখনই দেওয়া চলে যখন বিপ্লবের জোয়ার বেড়ে চলার দিকে, তখন নয় যখন নেমে যাওয়ার দিকে।

২৭শে এপ্রিল তারিখে প্রথম ডুমার অধিবেশন বসার কথা; তার আগে ১০ই থেকে ২৫এ এপ্রিল পর্যন্ত স্টকহল্‌ম-এ রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক শ্রমিক পার্টির চতুর্থ (একতা) কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল। পার্টি-কংগ্রেসের ও পার্টির একতার দাবি উঠছিল বিপ্লবের সময় থেকেই। লেনিন ও বলশেভিকরা এই দাবি সমর্থন করেছিলেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্পষ্ট করে রেখেছিলেন যে ঐক্য হতে পারে একমাত্র মতাদর্শগত ও সংগঠনগত ভিত্তিতে। বিপ্লবের প্রশ্নে মৌলিক পার্থক্যগুলি এড়িয়ে গিয়ে ঐক্য সম্ভব নয়।

চতুর্থ পার্টি কংগ্রেসে আলোচনার বিষয় ছিল কৃষি কর্মসূচী, সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও শ্রেণী হিসেবে প্রোলেতারিয়েতের কর্তব্য এবং স্টেট ডুমা সম্পর্কে পার্টির মনোভাব।

কৃষি প্রশ্নে লেনিন চেয়েছিলেন জমি জাতীয়করণ, যা সম্ভব হতে পারে বিপ্লব যদি জয়ী হয় তবেই। বিপ্লব জয়ী হওয়া মানেই জারতন্ত্রের উচ্ছেদ, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি বাজেয়াপ্তকরণ ও কৃষকদের হাতে তা তুলে দেওয়া। এই শর্ত পূরণ হলে পরেই গরীব কৃষকের সহায়তায় প্রোলেতারিয়েতের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে যাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হয়।

মেনশেভিকদের প্রস্তাব—জমি তুলে দেওয়া হোক 'জেম্‌স্ত্‌ভো' বা স্থানীয় পৌরসংস্থার হাতে। কৃষকরা খাজনা দিয়ে জমি বন্দোবস্ত নিক। লেনিন বললেন, মেনশেভিকদের এই কর্মসূচী কৃষকদের কোনো সময়েই বৈপ্লবিক সংগ্রামে সামিল করবে না। এই কর্মসূচী হচ্ছে বিপ্লবকে অর্ধপথে থামিয়ে দেবার কর্মসূচী।

চতুর্থ কংগ্রেসে সংখ্যাধিক্য ছিল মেনশেভিকদের। কাজেই মেনশেভিকদের কর্মসূচীই কংগ্রেসের সমর্থন পেল। তিনজন বলশেভিক ও ছ-জন মেনশেভিককে নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হল। কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করা হল পুরোপুরিভাবেই মেনশেভিকদের নিয়ে।

চতুর্থ (একতা) কংগ্রেস শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেল, এই কংগ্রেসে আর যাই হোক একতা সম্ভব হয় নি। পার্টির আভ্যন্তরিক সংগ্রাম চলতেই থাকবে।

২৭শে এপ্রিল প্রথম স্টেট ডুমা শুরু হবার দিন। সেণ্ট পিটার্সবুর্গের রাস্তায়

বেকারদের একটা মিছিল বার হল। মে দিবসের আগেই শুরু হল নোভায়া ঝিজ্‌ন-এর জায়গায় নতুন একটি পত্রিকার প্রকাশ। পত্রিকাটির নাম 'ভোলনা'। মে দিবসটি এল বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছিল আন্দোলন আবার বেড়ে ওঠার দিকে।

স্টকহল্‌ম কংগ্রেস থেকে ফিরে লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া বাসা নিলেন জাবালকানস্কি এলাকায়, ভুয়ো নামে। বাসাটা ভালোই ছিল, একই উঠোনকে ঘিরে ঘরগুলো হওয়া সত্ত্বেও কোনো রকম গোলমাল বা হৈচৈ ছিল না। পাশে থাকত একজন মিলিটারির লোক। সে শুধু মাঝে মাঝে বৌয়ের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই শুরু করে দিত। চুলের মুঠি ধরে বৌকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেত বারান্দার এমাথা থেকে ওমাথায়, ওমাথা থেকে এমাথায়। আর মাঝে মাঝে এসে বসত বাড়িউলী বুড়ী। তার ধারণা, লেনিনের আত্মীয়-স্বজনদের তিনি ভালো করে চেনেন, লেনিনকেও, লেনিন যখন চার বছরের শিশু তখন থেকেই, লেনিনের মাথায় তখন নাকি ঘন কালো চুল ছিল। মুশকিল বাধত যখন নাকি বুড়ী এসে লেনিনের আত্মীয়স্বজনদের কাল্পনিক নাম ধরে ধরে খোঁজখবর শুরু করে দিত।

ফিরে এসে একতা কংগ্রেসের একটি বিবরণ লিখলেন লেনিন। জরুরী প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনার সময়ে কংগ্রেসে কী কী পার্থক্য লক্ষ করা গেছে তা স্পষ্ট করে উল্লেখ করলেন। "আলোচনায় চাই স্বাধীনতা, কাজের চাই একতা।" স্টেট ডুমার নির্বাচন সম্পর্কে লিখলেন, ঐক্যবদ্ধভাবে অবশ্যই কাজ করতে হবে, "কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করেছে, যেখানেই নির্বাচন হোক আমরা ভোটে যোগ দেব। নির্বাচন চলার সময়ে নির্বাচনে কেন যোগ দিচ্ছি তা নিয়ে কোনো সমালোচনা হওয়া উচিত নয়, প্রোলেতারিয়েত যা করবে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধভাবে করবে।"

মে মাসে ভ্‌পেরিয়দ পত্রিকায় এই বিবরণ প্রকাশিত হল।

৯ই মে তারিখে বিরাট এক জনসভায় বক্তৃতা দিলেন লেনিন। রুশদেশে ফিরে আসার পরে প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতা এই তাঁর প্রথম। তবে স্বনামে নয়, কার্পোফ ছদ্মনামে।

সভাটি হয়েছিল পানিনা ভবনে। সকল অঞ্চল থেকে শ্রমিকরা উপস্থিত হয়েছিলেন। হলঘরে তিলধারণের স্থান ছিল না। আর সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, শ্রমিকদের এতবড়ো একটা সভায় পুলিসের টিকিটি পর্যন্ত দেখা

যাচ্ছিল না। সভা শুরু হবার আগে দুটো পুলিস ইন্‌সপেকটরকে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করতে দেখা গিয়েছিল, কিন্তু সভার কাজ শুরু হতে তারাও উধাও।

ক্যাডেট দলের ওগোরোদনিকফের পরে ডাক পড়ল কার্পোফের। ক্রুপ্‌সকায়া লিখছেন, "ভিড়ের মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। ইলিচ অত্যন্ত উত্তেজিত। মিনিটখানেক সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তাকে ভয়ানক ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। তার শরীরের সমস্ত রক্ত তার হৃৎপিণ্ডে গিয়ে জড়ো হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করা যাচ্ছিল বক্তার উত্তেজনা শ্রোতাদের মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে। আচমকা প্রচণ্ড হাততালি শুরু হয়ে গেল—পার্টি-সভ্যরা ইলিচকে চিনে ফেলেছে। আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল একজন শ্রমিক, সারা মুখে বিহ্বল উত্তেজনা। জোর গলায় সে জিজ্ঞেস করল, 'কে বক্তৃতা দিচ্ছে? কে?' কেউ তার কথার জবাব দিল না। হাততালি থামল। ইলিচের বক্তৃতা শেষ হতে অসাধারণ এক উত্তেজনা ভাসিয়ে নিয়ে গেল উপস্থিত শ্রোতাদের। সেই মুহূর্তে প্রত্যেকেই ভাবছিল লড়াইয়ের কথা, যে লড়াই লক্ষ্যে পৌঁছনো না পর্যন্ত চলবে। গায়ের লাল জামা ছিঁড়ে পতাকা করা হল, বিপ্লবী গান গাইতে গাইতে তারা ছড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন এলাকায়।"

১৯০৫ সালের বিপ্লবের সময়ে প্রকাশ্য জনসভায় লেনিনের বক্তৃতা এই প্রথম ও এই শেষ।

২৭এ তারিখে প্রথম ডুমার অধিবেশন বসল। লেনিন তখনো স্টকহল্‌ম-এ।

সেণ্ট পিটার্সবুর্গ শহরের চেহারা সেদিন অবরুদ্ধ নগরের মতো। রাস্তায় রাস্তায় মিলিটারি টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, মোড়ে মোড়ে সৈন্য মোতায়েন। মিছিল বার হয় কিনা সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হচ্ছে।

ডুমার প্রথম কাজ হল কতকগুলো সংস্কারের ফিরিস্তি বানিয়ে জারের কাছে আরজি পেশ করা। এই ফিরিস্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান, মৃত্যুদণ্ড অবলোপ, সংখ্যালঘু জাতিগুলির সমানাধিকার, পোল্যাণ্ড ও ফিনল্যাণ্ডের স্বায়ত্তশাসন, ব্যাপক ভোটাধিকার, জমিদারি উচ্ছেদ ইত্যাদি। ডুমায় ক্যাডেট দলের নেতা ছিলেন মিলিউকফ। এই ফিরিস্তি নিয়ে তিনি জারের সঙ্গে আলোচনায় বসার চেষ্টা করতে লাগলেন।

প্লেখানফ ও মেনশেভিকরা শ্রমিকদের উদ্দেশে আবেদন জানালেন: লিবার‍্যাল বুর্জোয়াদের সঙ্গে (অর্থাৎ ক্যাডেটদের সঙ্গে) বিভেদ ভুলে যান, ডুমায় লিবার‍্যাল বুর্জোয়াদের পিছনে দাঁড়ান। প্লেখানফ লিখলেন, "সমাজতন্ত্রের জন্যে সাফল্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা চাই। এখন আপনাদের সমস্ত শক্তি ও মনোযোগ যদি এই লক্ষ্যের ওপরে নিবদ্ধ না রাখেন তবে তা হবে আপনাদের দুর্ভাগ্য, সমগ্র দেশের দুর্ভাগ্য।"

লেনিনের লেখা বলশেভিক প্রস্তাবে বলা হল, "ডুমার কাছে দায়িত্বশীল একটি মন্ত্রিসভা গঠনের দাবি সংসদীয় মোহকেই শুধু আরো জোরদার করে, জনগণের বিপ্লবী চেতনাকে বিপথগামী করে।"

'এখো' পত্রিকায় লেনিন লিখলেন, "বিপ্লবের জয় বাস্তব ও সুনিশ্চিত করে তুলতে রাজকীয় ডুমা উপযুক্ত সংস্থা নয়। পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে পারে একমাত্র একটি সর্বজনসমর্থনপুষ্ট গণ-পরিষদ, যে গণ-পরিষদ নির্বাচিত হবে স্ত্রী-পুরুষ বা ধর্ম বা জাতীয়তা নির্বিশেষে সকল নাগরিকের পূর্ণ ভোটাধিকার ও সমান প্রত্যক্ষ ও গোপন ভোটে, যে গণ-পরিষদের থাকবে ব্যাপক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা।"

লেনিন তাই ডুমা বয়কটের আওয়াজ তুলেছিলেন। বছরখানেক আগে বুলিগিন ডুমার বেলাতেও একই বয়কটের আওয়াজ ছিল। কিন্তু দু-বারের অভিজ্ঞতা হল দু-রকম। প্রথম বারে বয়কটের আওয়াজ ডুমাকেই বানচাল করে দিয়েছিল, সংসদীয় পথের বিপদ সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করেছিল। ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে, বয়কটের নীতিই সে-সময়ে ছিল একমাত্র সঠিক নীতি। কিন্তু বছরখানেক পরে প্রথম ডুমার সময়ে কিন্তু এই একই আওয়াজ সফল হল না। কেন? লেনিন বলছেন, বুলিগিন ডুমা বয়কটের আওয়াজ তোলা হয়েছিল এমন এক সময়ে যখন বিপ্লবের জোয়ার বেড়ে-চলার দিকে। কিন্তু প্রথম ডুমা বয়কটের আওয়াজ তোলা হয়েছিল যখন ডিসেম্বর অভ্যুত্থান পরাজিত ও জার বিজয়ী। অর্থাৎ, বিপ্লবের জোয়ার নেমে-যাওয়ার দিকে।

"তবুও," লেনিন লিখছেন, "বলা বাহুল্য যে সে-সময়ে এই বিজয়কে (অর্থাৎ, জারের বিজয়কে) চূড়ান্ত বিজয় রূপে মেনে নেবার কোনো কারণ ঘটে নি। ১৯০৫ সালের ডিসেম্বরের অভ্যুত্থানের ধাক্কা গিয়ে পৌঁছেছিল ১৯০৬ সালের গ্রীষ্মকালে পর পর কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ও আংশিক সামরিক অভ্যুত্থানে ও ধর্মঘটে। ভিটে ডুমা (অর্থাৎ, প্রথম ডুমা) বয়কট করার ডাক

দেওয়া হয়েছিল এই অভ্যুত্থানগুলোকে কেন্দ্রীভূত করতে ও সাধারণ একটি রূপ দিতে।"

এই ডাক সফল হয় নি, কেননা বিপ্লব তখন বেড়ে-চলার দিকে নয়, নেমে যাওয়ার দিকে। লেনিন লিখছেন,

"১৯০৫ সালে বলশেভিকরা 'পার্লামেণ্ট' বয়কট করেছিল। তার ফলে বিপ্লবী প্রোলেতারিয়েত লাভ করেছিল অতি মূল্যবান রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং একথা স্পষ্ট হয়েছিল যে বৈধ ও অবৈধ, সংসদীয় ও সংসদ-বহির্ভূত রীতির সংগ্রামকে যুক্ত করতে হলে কখনো কখনো সংসদীয় রীতি বর্জন করাটা প্রয়োজন বা এমনকি অপরিহার্য হয়ে পড়ে।...তবে বলশেভিকদের ১৯০৬ সালের ডুমা বয়কটটা ভুল হয়েছিল, যদিও সামান্য ধরনের ও সহজেই সংশোধন করা চলে এমন ভুল।...ব্যক্তির পক্ষে যা খাটে, প্রয়োজনীয় রদবদলের পরে রাজনীতি ও পার্টির পক্ষেও তা খাটে। বিজ্ঞ সে নয় যে ভুল করে না। ভুল করে না এমন মানুষ নেই, থাকতে পারে না। বিজ্ঞ সে-ই যে কোনো গুরুতর ভুল করে না এবং সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যে তা সংশোধন করতে পারে।"

২৪এ মে তারিখে 'ভোল্না' বন্ধ করে দেওয়া হল। ২৬এ মে তারিখে প্রকাশিত হল 'ভ্‌পেরিয়দ'। নতুন নামে পত্রিকাটি চলল ১৪ই জুন পর্যন্ত। ২২এ জুন তারিখে আবার নতুন নাম 'এখো'। ৭ই জুলাই এখো বন্ধ হল।

৮ই জুলাই ডুমা ভেঙে দেওয়া হল। কেননা, জারের ধারণা হয়েছিল ডুমা তাঁর প্রতি যথেষ্ট অনুগত নয় এবং বিপ্লব যখন প্রায় থেমে গিয়েছে তখন অনায়াসেই তিনি এই ডুমা ভেঙে দিয়ে নতুন ডুমা নির্বাচনের হুকুম জারি করতে পারেন। আর শুধু ডুমা ভেঙে দেওয়াই নয়, বন্ধ করে দেওয়া হল সমস্ত সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক পত্রিকা। প্রচণ্ড নির্যাতন ও নির্বিচার গ্রেপ্তার শুরু হল।

দু-এক জায়গায় বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। নৃশংসভাবে তা দমন করা হল।

বলশেভিকরা আবার বেআইনীভাবে 'প্রোলেতারি' প্রকাশ করতে শুরু করলেন ও গোপন সংগঠন আশ্রয় করলেন। মেনশেভিকরা ধরলেন অন্য পথ, আইন বাঁচিয়ে বুর্জোয়া পত্রপত্রিকায় লিখতে শুরু করলেন। আওয়াজ

তুললেন সাধারণ শ্রমিক কংগ্রেসের। তৎকালীন অবস্থায় পার্টির আওতার বাইরে শ্রমিক কংগ্রেস ডাকার অর্থই হচ্ছে পার্টি তুলে দেওয়া। বলশেভিকদের পক্ষ থেকে আওয়াজ উঠল বিশেষ পার্টি কংগ্রেসের।

১৯০৬ সালের গ্রীষ্মকালের শেষদিকে লেনিন তাঁর গোপন আস্তানা পাতলেন ফিনল্যাণ্ডের কুওকালা গ্রামে 'ভাজা' নামে একটা বাড়িতে। ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। সেণ্ট পিটার্সবুর্গের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। মাঝে মাঝে গোপনে নিজেও ঘুরে আসতেন।

ফিনল্যাণ্ডে এসে প্রথমেই বেআইনী পত্রিকা প্রোলেতারি-র প্রকাশ সংক্রান্ত সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে ফেললেন। ১৯০৬ সালের আগস্ট থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে লাগল। ব্যবস্থাটি হয়েছিল এই রকম: ফিনল্যাণ্ডের ভাইবর্গ-এ পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলো কম্পোজ হত ও তার ম্যাট্রিক্স তৈরি হত। সেই ম্যাট্রিক্স পাঠিয়ে দেওয়া হত সেণ্ট পিটার্সবুর্গে। সেখানে পত্রিকাটি ছাপা হত। প্রোলেতারি ছিল বলশেভিকদের কেন্দ্রীয় মুখপত্র, প্রকাশিত হয়েছিল তিন বছরেরও বেশি কাল ধরে এবং এই সময়ের মধ্যে লেনিন এই পত্রিকায় একশোটিরও বেশী প্রবন্ধ ও নোট লিখেছিলেন।

'ভাজা' ছিল গ্রামের বাগানবাড়ির মতো, বেশ বড়োসড়ো, কিন্তু থাকার জায়গা হিসেবে বিশেষ আরামের নয়। অনেক দিন থেকেই এই বাড়িটা বিপ্লবীদের একটা আশ্রয়। গোড়ায় লেনিন একা এসেছিলেন, তাঁকে দেওয়া হয়েছিল একপাশের একটি ঘর। এই ঘরে বসেই তিনি সে-সময়ের প্রবন্ধ ও পুস্তিকাগুলি লিখেছেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির ও সেণ্ট পিটার্সবুর্গ কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ও জেলার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এই ঘরটিই হয়ে উঠেছিল বলশেভিকদের সমস্ত কাজকর্মের পরিচালনা-কেন্দ্র।

কিছুদিন পরে ক্রুপ্‌সকায়াও এলেন ভাজা-য়। একতলায় অন্য যিনি থাকতেন তিনি উঠে যেতেই পুরো একতলাটা লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়ার দখলে চলে এল। তখন ক্রুপ্‌সকায়ার মাও এসে থাকতে লাগলেন, পরে কিছুদিনের জন্যে মারিয়া ইলিনিচনাও। ওপরের তলায় থাকতে এলেন বোগ্‌দানফরা।

সে-সময়ে ফিনল্যাণ্ড ছিল অনেকটা রুশ পুলিসের নজরের বাইরে। ফলে ফিনল্যাণ্ডে যে-সব বিপ্লবী থাকতেন তাঁদের বেশ কিছুটা স্বাধীনতা ছিল। ভাজা-র সদর কখনো বন্ধ করা হত না। খাবার-ঘরে সব সময়ে রেখে দেওয়া হত এক পাত্র দুধ ও একটি পাঁউরুটি। আর একটি বিছানা তৈরি থাকত।

প্রস্তুত সব আয়োজন বেশি রাতে কেউ যদি উপস্থিত হন তাঁর জন্যে। প্রায়ই দেখা যেত কোনো একজন কমরেড খাবার ও বিছানার সদ্ব্যবহার করেছেন।

প্রতিদিন বিশেষ লোক মারফত লেনিনের কাছে খবরের কাগজ, চিঠিপত্র ও অন্যান্য দরকারী জিনিস এসে পৌছত। লেনিন সঙ্গে সঙ্গে জবাব লিখতে বসতেন, কখনো-বা সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রবন্ধ লিখে সেই একই লোকের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিতেন।

ক্রুপ্‌সকায়া প্রতিদিন সকালে চলে যেতেন সেণ্ট পিটার্সবুর্গে। ফিরে আসতেন সন্ধেবেলা অজস্র খবর ও কাজের দায়িত্ব নিয়ে।

১৯০৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে দ্বিতীয় ডুমার নির্বাচন হবার কথা। নির্বাচনে বলশেভিকদের কৌশল কী হবে তা স্থির করার প্রয়োজনটা জরুরী হয়ে দেখা দিল।

বিষয়টি নিয়ে লেনিন গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। পরিস্থিতি এখন আর আগের মতো নয়। এই নতুন পরিস্থিতিতে ডুমাকে নিশ্চয়ই ব্যবহার করা যেতে পারে বৈপ্লবিক প্রচারের জন্যে ও স্বৈরতন্ত্রের নীতির বিরুদ্ধে জনগণকে সজাগ করার জন্যে। লেনিন বললেন, নির্বাচনী প্রচারে শ্রমিক-শ্রেণীর পার্টির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখেই একটি বামপন্থী ব্লক গঠন করা যেতে পারে—অর্থাৎ, গ্রামের ও শহরের গণতান্ত্রিক পেটিবুর্জোয়া দলগুলির সঙ্গে এক সঙ্গে কাজ করার একটি চুক্তি। লেনিনের মতে, পেটিবুর্জোয়া স্তরকে, প্রধানত কৃষকদের ক্যাডেটদের প্রভাব থেকে ছিনিয়ে আনাটাই বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রেসির মূল কর্তব্য। ফলে লেনিনকে মেনশেভিকদের প্রচণ্ড বিরোধিতা করতে হল। মেনশেভিকরা চেয়েছিলেন ক্যাডেটদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে একটি ব্লক গঠন করতে ও ডুমায় ক্যাডেটদের সমর্থন করতে। এই নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে ক্রমেই বেশি বেশি মাত্রায় তাঁরা ক্যাডেটদের নেতৃত্বের অনুগামী হয়ে পড়ছিলেন এবং ডুমার আসনের জন্যে ক্যাডেটদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছিলেন।

লেনিন লিখলেন, "প্লেখানফের·· উদ্দেশ্য খুব ভালোই বলতে হবে। তিনি চাইছেন ব্ল্যাক হানড্রেড বিপদের বিরুদ্ধে ক্যাডেটদের সঙ্গে শান্তি ও সদিচ্ছার সম্পর্ক। কিন্তু তার ফল দাঁড়াচ্ছে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের পক্ষে কলঙ্কের ও কালিমার।"

মেনশেভিকদের প্রকৃত চেহারা তুলে ধরে লেনিন একটি পুস্তিকা লিখলেন: 'সেণ্ট পিটার্সবুর্গের নির্বাচন ও একত্রিশজন মেনশেভিকের ভণ্ডামি'। মেনশেভিকরাও প্রচণ্ড আক্রমণ চালালেন লেনিনের বিরুদ্ধে। চতুর্থ পার্টি কংগ্রেসের পরে কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁদের হাতে। লেনিনকে শায়েস্তা করার জন্যে তাঁরা এই কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে একটি ট্রাইবুনাল খাড়া করলেন এবং ট্রাইবুনালের সামনে হাজির হবার জন্যে লেনিনকে তলব পাঠালেন। ১৯০৭ সালের মার্চ মাসে ট্রাইবুনালের সামনে লেনিনের বিচার শুরু হয়ে মাত্র দুটি অধিবেশনেই শেষ হয়ে গেল। মেনশেভিকদের কার্যকলাপ পার্টির পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর হচ্ছে তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে লেনিন একটি বক্তৃতা দিলেন।

ডুমার নির্বাচন উপলক্ষে এ-ব্যাপারটা অনেকের কাছেই পরিষ্কার হয়ে গেল যে মেনশেভিক অধ্যুষিত কেন্দ্রীয় কমিটি বিপ্লব-বিরোধী ও আপোসমূলক নীতির অনুসারী। অধিকাংশ পার্টি সংগঠন এই নীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করল এবং অবিলম্বে নতুন পার্টি কংগ্রেস ডাকার জন্যে দাবি তুলল।

সরাসরি পার্টি কংগ্রেস ডাকতেও মেনশেভিকদের আপত্তি ছিল। তাঁরা চেয়েছিলেন একটি শ্রমিক কংগ্রেস—সকলকে নিয়ে। লেনিন বললেন, মেনশেভিকদের শ্রমিক-কংগ্রেসের অর্থ দাঁড়াবে প্রোলেতারীয় পার্টির পাট একেবারে চুকিয়ে দেওয়া। আসলে শ্রমিক কংগ্রেস ডাকার পিছনে মেনশেভিকদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বলশেভিকদের প্রভাব খর্ব করা।

কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হয় নি। পঞ্চম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল লণ্ডনে ৩০শে এপ্রিল থেকে এবং এই কংগ্রেসে বলশেভিকদের বিপুল জয় সূচিত হয়েছিল।

১,৪৭,০০০ পার্টি-সদস্যের পক্ষ থেকে পঞ্চম পার্টি কংগ্রেসে প্রতিনিধি এসেছিলেন ৩৩৬জন। এই কংগ্রেসে সংখ্যাধিক্য ছিল বলশেভিকদের। লেনিন কংগ্রেসের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন ও সাতটি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন।

কংগ্রেসের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল: বুর্জোয়া পার্টিগুলোকে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক শ্রমিক পার্টি কী চোখে দেখবে? আলোচনার ভিত্তি ছিল এ-বিষয়ে লেনিনের রিপোর্ট। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা যে-সব বিষয়ে মতভেদ থাকার জন্যে পার্টি দুটি শিবিরে ভাগ হয়ে গিয়েছিল তার মধ্যে একটি প্রধান বিষয় হচ্ছে বুর্জোয়া বিপ্লবের মূল্যায়ন। বুর্জোয়া পার্টিগুলো

সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেনিন বললেন যে সবার আগে বিভিন্ন পার্টির শ্রেণী-চরিত্র ঠিক করা দরকার। তারপরে ঠিক করা দরকার বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে চলা বা বাড়িয়ে নিয়ে চলার সঙ্গে এই শ্রেণীগুলির স্বার্থের সম্পর্ক ও বিপ্লবে বিভিন্ন পার্টির ভূমিকা।

কংগ্রেসে লেনিনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হল। প্রস্তাবে বলা হল, ব্ল্যাক হানড্রেড ও জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের পার্টিগুলোর বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই চালিয়ে যেতে হবে, ক্যাডেটদের ভণ্ডামিপূর্ণ গণতান্ত্রিক বুলিগুলোকে ফাঁস করে দিতে হবে। ত্রুদোভিকদের* সম্পর্কে বলা হল, কৃষক জনতা ও শহরের পেটিবুর্জোয়াদের স্বার্থের পক্ষে ত্রুদোভিকরা যখন কাজ করবে তখন তাদের সঙ্গে হাত মেলানো যেতে পারে এবং জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে ও ক্যাডেটদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জোট বাঁধা যেতে পারে। তাই বলে সমালোচনা থামবে না, ত্রুদোভিক ও নারোদনিকদের সমাজতান্ত্রিক চরিত্র যে কত ভুয়ো তা জনসমক্ষে তুলে ধরার কাজটি চালিয়ে যেতে হবে।

মেনশেভিকরা চেয়েছিলেন ক্যাডেটদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার পক্ষে প্রস্তাব আনতে। কার্যত এই প্রস্তাবের অর্থ দাঁড়াত প্রোলেতারিয়েতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিসর্জন। কংগ্রেসে মেনশেভিকদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। এ-সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে পরে লেনিন বলেছিলেন, 'লণ্ডন কংগ্রেসে অ-প্রোলেতারীয় পার্টিগুলো সম্পর্কে বলশেভিকদের যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তার মানে দাঁড়াচ্ছে শ্রমিক-পার্টি কর্তৃক শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে সকল বিচ্যুতি পরিহার এবং অ-প্রোলেতারীয় পার্টিগুলো সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক সমালোচনা ও বর্তমান বিপ্লবে প্রোলেতারিয়েতের স্বাধীন বিপ্লবী কর্তব্যপালন স্বীকার।"

লেনিন স্টকহল্‌ম থেকে লণ্ডনে এসেছিলেন বার্লিন হয়ে। সেখানে তাঁর সঙ্গে ম্যাকসিম গর্কির দেখা হয়েছিল। দেশ দেখার নেশা লেনিনের বরাবর, তার ওপরে চিরকালের ভবঘুরে গর্কি হচ্ছেন সঙ্গী। ফলে, অতি-ব্যস্ততার মধ্যেও সময় করে নিয়ে মনের আনন্দে দুজনে খানিকটা ঘুরে বেড়ালেন।

* ত্রুদোভিক—পেটিবুর্জোয়া ডেমোক্রাটদের একটি গোষ্ঠী। প্রথম ডুমার কৃষক ডেপুটিরা ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে এই গোষ্ঠী গড়েছিলেন। ত্রুদোভিকরা চাইতেন কৃষকের হাতে জমি, জমিদার-ভিত্তিক ও জাতীয়তা-ভিত্তিক সকল বাধানিষেধ অবলোপ, সর্বজনের ভোটাধিকার।

গর্কি লণ্ডন কংগ্রেসেও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর লেখায় লণ্ডন কংগ্রেসের কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। লেনিন সম্পর্কে তিনি বলছেন :

"ভ্লাদিমির ইলিচ দ্রুত পায়ে মঞ্চে উঠলেন। 'র' শব্দটি তিনি উচ্চারণ করেন দমক দিয়ে দিয়ে। মনে হয়েছিল বক্তা হিসেবে তিনি সুবিধে করতে পারবেন না। কিন্তু মিনিটখানেকের মধ্যেই অন্য সকলের মতো আমাকেও তাঁর বক্তৃতা পুরোপুরি আচ্ছন্ন করল। সবচেয়ে জটিল যে-সব রাজনৈতিক প্রশ্ন তা নিয়ে যে এত সহজভাবে কথা বলা যায় তা আগে আমার ধারণায় ছিল না। এমন নয় যে বক্তা খুব সুন্দর সুন্দর শব্দ সাজিয়ে চলেছেন। মনে হচ্ছিল শব্দগুলো তাঁর হাতের তালুতে ধরা রয়েছে, একটি একটি করে তিনি উপস্থিত করছেন আর আশ্চর্য সহজভাবে প্রত্যেক শব্দের সঠিক অর্থ মেলে দিচ্ছেন। মনের ওপরে তিনি যে অসামান্য ছাপ ফেলতে পেরেছিলেন, ভাষায় তার বর্ণনা দেওয়া শক্ত।

হাত সামনে বাড়ানো, একটু ওপরের দিকে তোলা, মনে হচ্ছিল তিনি যেন প্রত্যেকটি শব্দ ওজন করে করে দেখছেন, বিরোধীদের উক্তিগুলো ঝাড়াই-বাছাই করছেন, বিরোধীদের উক্তির বিরুদ্ধে ভারী ভারী যুক্তি উপস্থিত করছেন—এই প্রমাণ সহ যে লিবার‍্যাল বুর্জোয়াদের পিছনে পিছনে নয়, এমন কি পাশাপাশিও নয়, নিজস্ব পথে চলাটাই শ্রমিকশ্রেণীর অধিকার ও কর্তব্য। গোটা ব্যাপারটাই অতীব অসাধারণ, কথাগুলো বেরিয়ে আসছে তাঁর ভিতর থেকে যেন নয়, ইতিহাসের মূল স্রোতধারা থেকেই। তাঁর বক্তৃতার সুদৃঢ়তা, ঔজ্জ্বল্য, অকপটতা ও শক্তি, তিনি যতোক্ষণ মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর সবকিছু মিলেমিশে যেন হয়ে উঠেছে একটি শিল্পকর্ম। সবকিছু যথাস্থানে। এমন কিছুই নেই যা বাহুল্য, যা অলঙ্কার, কিংবা যদি থেকেও থাকে তা অদৃশ্য, কেননা তাঁর বাগ্‌বিভূতি মুখে একজোড়া চোখের মতো বা হাতে পাঁচটি আঙুলের মতো অপরিহার্য।

পূর্ববর্তীদের চেয়ে অল্প সময় তিনি বললেন কিন্তু যতোখানি নাড়া দিলেন তা অনেক বেশি। এটা যে শুধু আমার একার অনুভূতি তা নয়, পিছন থেকে আমি শুনছিলাম উল্লসিত চাপা মন্তব্য :

'বাঃ, কী পরিষ্কার কথা!'

একেবারে তাই। তাঁর প্রত্যেকটি যুক্তি যেন তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তিতে ভর করেই নিজেকে প্রকাশ করছে, নিজেকে মেলে দিচ্ছে।

লেনিনের বক্তৃতা, তার চেয়েও বেশি মাত্রায় লেনিন মানুষটাকে পর্যন্ত মেনশেভিকরা ঘোরতর অপছন্দ করছিল। যতোই তিনি জোর দিয়ে দিয়ে বলছিলেন যে বাস্তবক্ষেত্রে কাজের সকল দিককে পরখ করে দেখার জন্যে বৈপ্লবিক তত্ত্বের উচ্চতা লাভের প্রয়োজন পার্টির আছে ততোই তাঁর বক্তৃতায় জঘন্য রকমের বাধা আসছিল :

'কংগ্রেসটা দর্শন কপ্‌চাবার জায়গা নয়!'

'আমাদের শেখাতে হবে না! আমরা স্কুলের ছেলে নই!'

যারা বাধা দিচ্ছিল তাদের মধ্যে দোকানদারের মতো দেখতে দাড়িওলা প্রকাণ্ড চেহারার একটা লোকই ছিল সবচেয়ে ওঁচা। সীট থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে সে চেঁচাচ্ছিল, কথা আটকে যাচ্ছিল তার মুখে :

'চ-চ-চক্রান্তকারী…চ-চ-চক্রান্ত করাটাই তোদের খে-খে-খেলা! বা-বা-ব্লাঙ্কুইস্ট!'

অন্যদিকে রোজা লুকসেমবুর্গ কিন্তু লেনিনের বক্তৃতা শুনে তারিফ করার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছিলেন। পরে, শেষের দিকের একটা অধিবেশনে বড়ো চমৎকার জবাব তিনি দিয়েছিলেন মেনশেভিকদের :

'আপনারা মার্কসবাদের জন্যে দাঁড়াতে পারেন না, মার্কসবাদের ওপরে বসেন, এমন কি মার্কসবাদকে কাদার মতো মাখামাখি করেন।'

হলঘরের মধ্যে উত্তপ্ত ক্রুদ্ধ ঝড় বয়ে যাচ্ছে—বিরক্তির, শ্লেষের, ঘৃণার। শত শত চোখ ভ্‌লাদিমির ইলিচ লেনিনের ওপরে নিবদ্ধ, তাঁকে দেখছে নানান আলোকে। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে আক্রমণাত্মক শ্লেষ তিনি গায়ে মাখেন না। তাঁর কথায় উত্তাপ, কিন্তু কথাগুলো ওজনে ভারী ও অবিচলিত। বাইরের এই স্থৈর্যের জন্যে তাঁকে যে দাম দিতে হচ্ছে তা আমাকে দিন কয়েক পরে জানতে হয়েছিল। পার্টির মধ্যেকার বিভেদগুলো স্পষ্ট দেখা যেতে পারে তত্ত্বের উচ্চতা থেকে—এটা স্বতঃপ্রতীয়মান সত্য। কথাটা অদ্ভুতও বটে আবার বেদনাদায়কও বটে যে এই স্বতঃপ্রতীয়মান সত্য থেকেই বিরোধিতার উদ্ভব। আমার মধ্যে এ-ধারণা ক্রমেই জোরালো হচ্ছে যে কংগ্রেসের এক-একটি দিন যায় আর ভ্‌লাদিমির ইলিচ যেন আরো শক্তিধর হয়ে ওঠেন, আরো তেজী, আরো নিঃসংশয়। দিনে দিনে তাঁর বক্তৃতা হয়ে উঠছে আরো সুদৃঢ় এবং কংগ্রেসের সমগ্র বলশেভিক অংশ হয়ে উঠছে আরো কঠিন, আরো দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। তাঁর বক্তৃতা শুনে তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে

রোজা লুক্সেলবুর্গের বক্তৃতা শুনেও। মেনশেভিকদের প্রচণ্ড আঘাত করে চমৎকার বক্তৃতা দিলেন রোজা লুক্সেমবুর্গ।

অবসর সময়ে, সে-অবসর কয়েক ঘণ্টারই হোক বা কয়েক মিনিটের, তাঁকে দেখা যেত শ্রমিকদের মধ্যে, শ্রমিক জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে তিনি প্রশ্ন করছেন।

'মেয়েদের খবর কি? ঘরের কাজকর্ম নিয়েই তারা নাকাল, নয় কি? লেখাপড়া করার বা বই পড়ার সময় কি তাদের আছে?'

লেনিনকে আগে দেখে নি এমন কয়েকজন শ্রমিক কংগ্রেসে লেনিনকে দেখে আসার পরে হাইড পার্কে দাঁড়িয়ে নিজদের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে কথা-বলাবলি করছিল। তাদের যা বৈশিষ্ট্য তার পরিচয় দিয়েই একজন মন্তব্য করল:

'আমি জানি না···ইউরোপে এই মানুষটির মতো বুদ্ধিমান মানুষ শ্রমিকরা আরো পেতে পারে। যেমন বেবেল, বা এমনি আর কেউ। কিন্তু প্রথম দেখার সঙ্গে সঙ্গেই এই মানুষটিকে যতোটা পছন্দ করেছি তেমন পছন্দ আর কাউকে করতে পারব, তা বিশ্বাস হয় না!'

কথাটা শুনে আরেকজন মুখ টিপে হেসে বলল, 'এই মানুষটি আমাদেরই লোক!'

"প্লেখানফও আমাদের লোক!' আরেকজন প্রতিবাদ করল।

'প্লেখানফ হচ্ছেন শিক্ষক ও কর্তা, কিন্তু লেনিন হচ্ছেন কমরেড ও নেতা!' জবাব পাওয়া গেল।

'প্লেখানফ যে ফ্রক-কোট পরে থাকেন তা যেন একটু অস্বস্তির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়,' কুণ্ঠার সঙ্গে মন্তব্য করল অল্পবয়সী একটি ছোকরা।

একবার ভ্লাদিমির ইলিচ রেস্তোরাঁয় যাচ্ছেন, পথে একজন মেনশেভিক শ্রমিক তাঁকে পাকড়াও করে কী যেন একটা প্রশ্ন করলেন। শুনে তিনি চলার বেগ কমালেন ও অন্যদের থেকে পিছিয়ে পড়লেন। রেস্তোরাঁয় এসে পৌছলেন মিনিট পাঁচেক দেরিতে। ভুরু কুঁচকে মন্তব্য করলেন:

'এমন একটা অর্বাচীন যে পার্টি কংগ্রেস পর্যন্ত পৌছতে পারে তা ভাবতেই অবাক লাগে! আমার কাছে জানতে চাইল আমাদের মতভেদের আসল কারণটা কী। আমি বললাম, তাহলে শোন, তোমার কমরেডরা চায় পার্লামেন্টে বসতে অথচ আমরা নিশ্চিতভাবেই বুঝি যে শ্রমিকশ্রেণীর উচিত লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হওয়া। মনে হল, ও আমার কথাটা বুঝেছে···'

আমরা ছোট একটা দল বরাবরই খাওয়া সারতাম একটা সস্তার ছোট রেস্তোরাঁয়। আমি লক্ষ করতাম ভ্লাদিমির ইলিচ খান কম: একটি ওমলেট, একটুকরো বেকন, আর তা গলা দিয়ে নামাবার জন্যে এক মগ ঘন কালো বীয়ার। নিজের জন্যে তাঁর মোটেই দুশ্চিন্তা ছিল না। কিন্তু শ্রমিকদের জন্যে তাঁর দরদ দেখলে অবাক হতে হত। শ্রমিকদের খাওয়া-দাওয়া তদারক করার ভার ছিল আন্দ্রেয়েভনার ওপরে। তিনি বার বার তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন:

'কি বলো, আমাদের কমরেডরা পেট ভরে খেতে পাচ্ছে তো? কেউ খিদে নিয়ে থাকছে না? আচ্ছা আরো বেশি করে স্যাণ্ডউইচ তৈরি করলে কেমন হয়?'

আমার হোটেলে আমাকে দেখতে এসে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে বিছানা ওলোটপালোট করতে লাগলেন।

'কী করছেন আপনি?'

'বিছানার চাদর-টাদর রোদে দেওয়া হয় তো?'

আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, লণ্ডনে বিছানার চাদর ইত্যাদি কী অবস্থায় থাকে তা জেনে তাঁর লাভ কী। আমি যে খানিকটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছি তা তিনি নিশ্চয়ই লক্ষ করলেন।

'নিজের স্বাস্থ্যের দিকে আপনার নজর রাখা উচিত।'

...যা-কিছু তাঁর মনে ছাপ ফেলত সবই কেন্দ্রীভূত হত একটিমাত্র চিন্তাধারায়। তা যে কত সহজ ও কত সাবলীলভাবে তার বর্ণনা দেওয়া শক্ত।

কম্পাসের কাঁটার মতো তাঁর চিন্তাও সবসময়ে নির্দেশ করত একটিমাত্র দিক: শ্রমজীবী জনগণের শ্রেণী-স্বার্থ। লণ্ডনে থাকার সময়ে একদিন সন্ধেবেলা আমাদের বিশেষ কিছু করার ছিল না। আমরা ছোট একটা দল হাজির হলাম একটি মিউজিক হলে—ছোট একটি থিয়েটার, সাধারণ মানুষই যার নিত্যকার দর্শক। মঞ্চে ক্লাউনদের দেখে ও কমিক গান শুনে ভ্লাদিমির ইলিচ প্রাণ খুলে হাসলেন, বাদবাকি অংশের বেশির ভাগ সময়েই রইলেন উদাসীন। কিন্তু মনোযোগের সঙ্গে দেখলেন ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার জনদুই কাঠুরের গাছ কাটার দৃশ্যটি। ছোট মঞ্চটি সাজানো হয়েছে কাঠুরেদের একটা শিবিরের মতো করে আর কুড়ুলের ঘা মেরে মেরে একগজ পুরু কাঠের গুঁড়িটি কেটে শেষ করতে লোকদুটির সময় লাগল মিনিটখানেক।

ভ্লাদিমির ইলিচ মন্তব্য করলেন, 'বুঝতেই পারা যাচ্ছে, দর্শকদের সুবিধের জন্যেই ব্যাপারটা করা হল, তাই বলে এত তাড়াতাড়ি এ-কাজ শেষ করা যায় না। সে যাই হোক, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ওরা এখানে কুড়ুল ব্যবহার করে। এতে অনেকখানি ভালো কাঠ চিলতে হয়ে গিয়ে নষ্ট হয়। এই হচ্ছে সভ্য ব্রিটিশ!'

কথায় কথায় তিনি বললেন পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন কী খাপছাড়াভাবে হয়ে থাকে ও কী প্রচুর পরিমাণ কাঁচামাল নষ্ট হয়। আক্ষেপ করলেন যে এ-বিষয়ে একটা বই লেখার কথা এখনো কেউ ভাবে নি। কথাটা আমার কাছে পুরোপুরি পরিষ্কার হল না। কিন্তু আমি কোনো প্রশ্ন করার আগেই তিনি প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়েছেন, বলছেন 'বাতিকগ্রস্ততা' সম্পর্কে, যা হচ্ছে নাট্যশিল্পের বিশেষ একটি রীতি। এমনভাবে বলছেন যে সব ভুলে গিয়ে শুনতে হয়।

'ব্যাপারটা হচ্ছে, যা কিছু প্রচলিত তার প্রতি শ্লেষ বা ছিদ্রান্বেষীর মনোভাব, উল্‌টেপাল্‌টে ও বেঁকিয়ে-চুরিয়ে দেওয়ার অদম্য একটা কামনা, আর চিরাচরিতের মধ্যে যা অসঙ্গত তাকে প্রকাশ করা। ব্যাপারটা জটিল— আর কৌতূহল জাগিয়ে তোলে।'

…লণ্ডন থেকে বিদায় নেবার সময়ে তিনি আমাকে কথা দিয়ে গেলেন যে বিশ্রাম নেবার জন্যে ক্যাপ্রি-তে যাবেন।"

কংগ্রেস থেকে লেনিন ফিরলেন সবার শেষে। এমন এক চেহারা নিয়ে যে ক্রুপ্‌সকায়ার পর্যন্ত তাঁকে চিনতে কষ্ট হচ্ছিল। গোঁফ ছোট করে ছাঁটা, দাড়ি পরিষ্কার করে কামানো, মাথায় পরেছেন মস্ত একটি খড়ের টুপি। অল্পবয়সী ছোকরার মতো দেখাচ্ছিল তাঁকে।

কিন্তু দেখতে যেমনই হোক ভিতরে ভিতরে শরীরটা একেবারে ভেঙে পড়েছিল। কংগ্রেস চলার সময়ে যে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছিল তা একা একজন মানুষের পক্ষে অতিরিক্তই বলতে হবে। এত ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে গিয়েছিলেন যে খেতে পর্যন্ত পারতেন না। তাঁর অবস্থা দেখে ক্রুপ্‌সকায়া তাঁকে বিশ্রামের জন্যে পাঠিয়ে দিলেন ফিনল্যাণ্ডের ভিতরের দিকে স্তিরস্সুদেন নামে একটা জায়গায়। জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে ও অন্য সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে নিজেও হাজির হলেন দিন কয়েক পরে।

লেনিন তখন অনেকটা সামলে উঠেছেন। স্তিরস্দেনে যাবার পরেও গোড়ার কয়েকটা দিন লেনিনের কেটেছিল অস্বাভাবিক একটা ঝিমুনির মধ্যে। বসে থাকতে থাকতে ঝিমিয়ে পড়তেন। বাচ্চারা তাঁর নামই দিয়েছিল 'ঝিমুনে বুড়ো'। একটা ফার গাছের নিচে গিয়ে বসতেন আর সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়তেন।

কিন্তু কয়েকটা দিন মাত্র। তারপরেই লেনিন আবার আগেকার মতো সজাগ ও প্রখর, প্রকৃতির সৌন্দর্যে শিশুর মতো মুগ্ধ। নিবিড় অরণ্য ও নীল সমুদ্র দিয়ে আঁকা স্তিরস্দেনের আশ্চর্য দিনগুলির সঙ্গে লেনিনও সাড়া দিয়ে উঠলেন। লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া সমুদ্রের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াতেন কিংবা সাইকেলে চেপে দূর দূর এলাকায় পাড়ি দিতেন। তবে সাইকেল দুটো ছিল খুবই পুরনো, যতোটা সময় তাতে চড়া যেত তার চেয়ে বেশি সময় মেরামতির কাজে লেগে থাকতে হত। সাইকেলের চাকার পাংচার সারাতেও দুজনে খুবই পটু হয়ে উঠলেন।

একজন প্রতিবেশীর বাড়িতে মাঝে মাঝে গানের আসর বসত। গায়িকার গলাটি ছিল ভারি মিষ্টি। লেনিন মুগ্ধ হয়ে শুনতেন।

আর যাঁর বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন তাঁর বিশেষ নজর ছিল লেনিনের খাওয়াদাওয়ার দিকে। ভোজ্যতালিকায় নিত্য থাকত ওমলেট ও বল্‌গা হরিণের মাংস।

অল্পদিনের মধ্যেই লেনিন পুরোপুরি সেরে উঠলেন।

গোড়ার দিককার ঝিমুনি কেটে যাবার পরে মায়ের কাছে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: "আমি এখানে ফিরে এসেছি ভয়ানক রকমের ক্লান্ত হয়ে। এখন কিছুটা বিশ্রাম পাওয়া গেছে। বিশ্রাম নেবার পক্ষে এ-জায়গাটা ভারি সুন্দর। স্নান করা, ঘুরে বেড়ানো, নির্জনতা উপভোগ করা আর সম্পূর্ণভাবে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া—আমার পক্ষে এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না। আরো সপ্তাহ দুয়েক এখানে কাটাবার ইচ্ছে রাখি, তারপরে কাজে ফিরব।"

১৯০৭ সালের ৩রা জুন তারিখে—লেনিন তখনো বিশ্রামের জন্যে স্তিরস্দেনে আসেন নি—জারের হুকুমে দ্বিতীয় ডুমাও ভেঙে দেওয়া হল।

বলশেভিক ডেপুটিদের অধিকাংশ গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। জনকয়েক পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে রাত্রিবেলা চলে এলেন কুওকালায়। ক্লান্ত ও অবসন্ন শরীর নিয়েও লেনিন সেদিন সারা রাত ধরে বৈঠক করেছিলেন ও পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

দ্বিতীয় ডুমা ভেঙে দেবার পরেই অত্যাচার চরমে উঠল। পিটুনী অভিযান চালিয়ে নির্বিচারে হত্যা করা হল বহু শ্রমিক ও কৃষককে। সারা দেশ জুড়ে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব। সে-সময়ে জারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন স্তলিপিন। তিনি এক কুখ্যাত ব্যক্তি হয়ে উঠলেন। তাঁরই নাম অনুসারে এই সময়টির নাম হয়ে গেল স্তলিপিন প্রতিক্রিয়ার কাল।

ফলে স্তিরস্দেনে থাকার সময়ে লেনিন যতোই রাজনৈতিক আলোচনা এড়িয়ে চলুন, যতোই প্রাণভরে বিশ্রাম নিতে চেষ্টা করুন, তাঁর পক্ষে পুরোপুরি রেহাই পাওয়া সম্ভব ছিল না। স্তিরস্দেন থেকে যেতে হল তেরিওকির একটি সম্মেলনে। গ্রামের এক ছোট্ট বাড়ি, তারই মধ্যে বলশেভিকরা মিলিত হলেন তৃতীয় ডুমা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে তাই নিয়ে আলোচনা করতে। বিষয়টি নিয়ে লেনিন আগেই ভেবে রেখেছিলেন। সম্মেলনে তিনি স্পষ্টভাষায় মতপ্রকাশ করলেন তৃতীয় ডুমা বয়কট করার বিরুদ্ধে। বয়কট করার পক্ষে একদল অবশ্যই ছিল। এবার শুরু হল তাদের বিরুদ্ধে লড়াই। এই পন্থাবলম্বীরা ছিলেন বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য, মুখের কথায় বিপ্লব ঘটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু ১৯০৫ সালে যিনি সত্যিকারের বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন, সামরিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ছিল যাঁর ওপরে, সেই ক্রাসিন কিন্তু একটি কথাও বললেন না। সাইকেলের সীটের ওপরে চেপে বসে জানলার বাইরে থেকে লেনিনের পুরো বক্তৃতাটি অখণ্ড মনোযোগে শুনলেন, তারপরে সাইকেল থেকে নেমে ঘরের ভিতরে আর ঢুকলেন না, গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়ে আপন মনে হাঁটতে লাগলেন।

লেনিনের বক্তৃতায় অবশ্যই প্রচুর চিন্তার খোরাক ছিল।

তেরিওকির সম্মেলন হয়েছিল জুলাই মাসে। পরের মাসে লেনিন গেলেন স্টুটগার্টে, রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক শ্রমিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি প্রেরিত প্রতিনিধি-দলের সদস্য হিসেবে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কংগ্রেসে। কোনো একটি আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে যোগদান লেনিনের এই প্রথম।

এই কংগ্রেসে লেনিনকে সুবিধাবাদী মতবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হয়েছিল। আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল দুটি: উপনিবেশ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ও যুদ্ধ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি।

উপনিবেশ সম্পর্কিত প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে পুঁজিবাদ উপনিবেশগুলোকে "সভ্য করে তোলে," অতএব সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক নীতি সমর্থনীয়। লেনিন বললেন, এই প্রস্তাব বুর্জোয়া মতাদর্শের কাছে প্রোলেতারিয়েতের নতিস্বীকারের সামিল। কংগ্রেসে লেনিন জয়ী হলেন।

যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রস্তাবটি তুলেছিলেন জার্মানির বিখ্যাত শ্রমিক-নেতা বেবেল। লেনিন ও রোজা লুকসেমবুর্গ এই প্রস্তাবে কিছু মূলগত সংশোধন আনলেন। সংশোধিত প্রস্তাবে বলা হল, যুদ্ধ যদি শুরু হয় তাহলে শ্রমিকশ্রেণী ও বিভিন্ন সংসদের শ্রমিক-প্রতিনিধিরা অবশ্যই চেষ্টা করবেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বার্থে যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট সংকটের সুযোগ নিতে। আন্তর্জাতিক সোশ্যাল-ডেমোক্রেসির ইতিহাসে যুদ্ধ সম্পর্কে এ-ধরনের প্রস্তাব এই প্রথম।

কংগ্রেস চলার সময়ে লেনিন আরো একটি দুরূহ কাজে হাত দিয়েছিলেন। তা হচ্ছে আন্তর্জাতিক সোশ্যাল-ডেমোক্রেসির বামপন্থী শক্তিগুলিকে সংহত করে তোলা।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের এই কংগ্রেস সম্পর্কে মোটামুটি একটা সন্তুষ্ট মনোভাব নিয়ে লেনিন ফিরে এলেন কুওকালায়। পরের দু-মাসে দুটি প্রবন্ধ লিখলেন স্টুটগার্ট কংগ্রেস সম্পর্কে।

ফিরে এসে আরো একটি বড়ো কাজে হাত দিয়েছিলেন: তাঁর সমস্ত রচনা তিনটি খণ্ডে প্রকাশ করা, 'বারো বছর' এই নামে। ১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি প্রথম খণ্ডের ছাপার কাজ শেষ হল, ১৮৯৫ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত লেখা এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অংশটি প্রকাশিত হল ১৯০৮ সালের গোড়াব দিকে। দুই খণ্ডেই লেখক হিসেবে নাম ছিল: ভ্‌ল ইলিন।

এই ইলিন-ই যে লেনিন সে-কথা গোপন ছিল না। সেণ্ট পিটার্সবুর্গে 'বারো বছর' বাজেয়াপ্ত হল। আর লেনিনকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে পুলিসের দল সারা ফিনল্যাণ্ড তোলপাড় করে বেড়াতে লাগল।

অবস্থা দেখে বোঝা গেল পুলিসের দাপট সহজে থামবার নয়। প্রতিক্রিয়াই জেঁকে বসছে ও বেশ কয়েক বছর ধরে তা চলবে: লেনিন ও ক্রুপ সকায়া

বুঝতে পারলেন ফিনল্যাণ্ডে থাকা আর কিছুতেই নিরাপদ নয়, সুইজারল্যাণ্ডে ফিরে যাওয়াই উচিত। 'প্রোলেতারি' পত্রিকাটিও বিদেশ থেকে প্রকাশ করা হবে স্থির হল।

ক্রুপ্‌সকায়ার বৃদ্ধা মা ছিলেন অসুস্থ। তাঁকে নিয়ে ক্রুপ্‌সকায়া গেলেন সেণ্ট পিটার্সবুর্গে তাঁর একটা ব্যবস্থা করার জন্যে ও অন্যান্য হাজারটা দায়িত্ব সারবার জন্যে। কথা রইল লেনিন প্রথম সুযোগেই স্টকহল্‌ম-এ চলে যাবেন ও সেখানে ক্রুপ্‌সকায়ার জন্যে অপেক্ষা করবেন।

কুওকালা থেকে স্টকহল্‌ম-এ যেতে হলে আবো থেকে স্টীমারে উঠতে হয়। কিন্তু এভাবে যাওয়াটা নিরাপদ ছিল না, বহু কমরেড স্টীমারে উঠতে গিয়েই গ্রেপ্তার হয়েছেন। তখন ঠিক হল কাছের একটা দ্বীপ থেকে স্টীমারটা ধরা হবে। কিন্তু এই দ্বীপে পৌছতে হলে বেশ কিছুটা পথ বরফ পার হয়ে যেতে হয়। আর পথও অতি দুরূহ। পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে কেউ-ই রাজী নয়। শেষপর্যন্ত মাতাল গোছের দুজন চাষীকে গাইড পাওয়া গেল।

শেষপর্যন্ত অবশ্য দ্বীপে পৌছতে পেরেছিলেন, কিন্তু অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচে গিয়ে। রাত্রিবেলা বরফ পেরিয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ এক জায়গায় লেনিনের পায়ের নিচে বরফ নড়ে উঠল। অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে কোনোক্রমে লেনিন পরিত্রাণ পেয়ে গেলেন। পরে ক্রুপ্‌সকায়ার কাছে এই ঘটনাটি বলতে গিয়ে লেনিন বলেছিলেন যে পায়ের নিচ থেকে বরফ সরে যাওয়ার অন্তিম মুহূর্তে তিনি শুধু ভেবেছিলেন, 'এভাবেই যদি মরতে হয়, কী অর্থহীন এই মৃত্যু!'

প্রতিক্রিয়ার বছরগুলিতে

১৯০৮ সালের জানুয়ারি মাসে এক ঠাণ্ডা ঝড়ো দিনে লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া জেনিভায় পৌঁছলেন। রুশদেশের তিন বছরের বিপ্লবের মধ্যে থেকে এসে জেনিভাকে মনে হতে লাগল ঘুমন্ত শহর।

জেনিভায় পৌঁছবার পরে লেনিনের মনের অবস্থা কেমন ছিল তা জানা যায় বোন মারিয়ার কাছে লেখা একটি চিঠি থেকে। চিঠিতে লিখেছিলেন, "দিন কয়েক হল আমরা এই হতকুচ্ছিৎ গর্তটার মধ্যে ঠাঁই নিয়েছি। কিন্তু উপায় নেই, থাকতেই হবে। মানিয়েও নিতে হবে। তোমাদের খবর কী? ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছ না তো? মা কেমন? মাকে আমার হয়ে চুমু দিও।"

এবারের জেনিভা অসহ্য লাগছিল। দিনগুলো যেন ভারী বোঝার মতো। মনের মধ্যে হতাশা ও অবসাদ। একদিন বেড়াতে বেড়াতে ক্রুপ্‌সকায়াকে বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে আমি যেন কবর হবার জন্যে এই শহরে এসেছি।'

আরো এক সপ্তাহ পরে মাকে চিঠি লিখলেন: "একটু একটু করে সহ্য হয়ে এসেছে, স্থিতি হচ্ছে, আগে যেমন ছিলাম তার চেয়ে খারাপ অবস্থায় নয়। এখানে আসার পরেই গর্কির কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। গর্কি লিখেছে ক্যাপ্রিতে ওর কাছে যেতে। নাদিয়া (ক্রুপ্‌সকায়ার নাম) ও আমি তো পা বাড়িয়েই আছি। ভাবছি, গর্কির ডাকে সাড়া দিয়ে ইতালিতে ঘুরে আসাই যাক। (গর্কি লিখেছে ক্যাপ্রিতে এখন নাকি নার্সিসাস ফোটার সময়।) কিন্তু এক্ষুনি যেতে পারছি না। আগে সব কিছুর ব্যবস্থা করতে হবে। তারপরে বেরিয়ে পড়ব প্রমোদ ভ্রমণে।"

ক্রুপ্‌সকায়া লিখেছেন, "বিপ্লবের পরে আবার সেই নির্বাসিতের জীবনে অভ্যস্ত হওয়াটা আমাদের পক্ষে খুব শক্ত ছিল। ভ্‌লাদিমির ইলিচ সারাটা দিনই কাটাত লাইব্রেরিতে। তারপরে সন্ধের সময়ে আমরা ভেবেই পেতাম না নিজেদের নিয়ে কী করি। ঠাণ্ডা নিরানন্দ যে ঘরটা আমরা ভাড়া নিয়েছিলাম সেখানে বসে থাকবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমাদের থাকত না, আমরা চাইতাম লোকের মধ্যে থাকতে। রোজ সন্ধেবেলা আমরা যেতাম কোনো না কোনো সিনেমায় বা থিয়েটারে, যদিও শেষপর্যন্ত বসে থাকতাম খুব

কম দিনই। মাঝামাঝি সময়ে উঠে আসতাম, আর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতাম, অধিকাংশ দিনই লেকের ধারে।”

জেনিভায় আসার কয়েক দিন পরেই একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি হল।

ঘটনার আশু কারণ, একটি পাঁচশো রুবলের নোট ভাঙাবার চেষ্টা। নোটটি ছিল নম্বরী, ১৯০৭ সালের জুন মাসে তিফ্‌লিস-এ সরকারী কোষাখানা লুট হয়েছিল, সবই ছিল পাঁচশো রুবলের নোট, তারই একটি।

সরকারী কোষাখানা কারা লুট করেছিল?

ক্রুপ্‌সকায়া লিখছেন, “বিপ্লবী আন্দোলন যখন তুঙ্গে, স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে যখন ব্যাপক ফ্রণ্টে লড়াই চলছে, তখন সরকারী কোষাখানা লুট করা, বা যাকে বলা হত মালিকানাচ্যুত করা, বলশেভিকরা উচিত কাজ বলেই মনে করত। তিফ্‌লিস-এ এমনি একটি লুট চালানো হয়েছিল। তিফ্‌লিস-এর এই লুট থেকে যে অর্থ পাওয়া গিয়েছিল তা তুলে দেওয়া হয়েছিল বলশেভিকদের হাতে বিপ্লবের কাজের জন্যে।”

লুটের বিবরণ যা পাওয়া যায় তা এই রকম:

১৯০৭ সালের ১৩ই জুন সকাল সাড়ে-দশটার সময় তিফ্‌লিস ডাকঘরে প্রকাণ্ড একটা টাকার থলে এসে পৌঁছল। মোট অঙ্কের টাকা, সে-সময়ে বলা হয়েছিল ৩,৪১,০০০ রুবল, কিন্তু পরবর্তীকালের সোভিয়েত ঐতিহাসিকদের মতে, ২,৫০,০০০ রুবল। স্টেট ব্যাঙ্কের স্থানীয় শাখার নামে টাকা, অতএব থলেটা ব্যাঙ্কে পৌঁছে দেবার জন্যে গাড়িতে তোলা হল। গাড়িটাকে পাহারা দেবার জন্যে পিছনে পিছনে চলল আরো একটা সৈন্য বোঝাই গাড়ি আর রাস্তার দু-পাশে সার দিয়ে সশস্ত্র কসাক।

সশস্ত্র পাহারায় ডাকের গাড়িটি সবে শহরের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে পৌঁছেছে, রাস্তার পাশের একটা বাড়ির ছাদ থেকে বোমা পড়ল। বিস্ফোরণ হল এমন প্রচণ্ড যে একমাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে সমস্ত জানলার শার্সি ভেঙে চুরচুর। সঙ্গে সঙ্গে কসাকদের ওপরে বোমা এসে পড়তে লাগল। একদল নিরীহ পথচারী আচমকা রিভলবার বার করে বসল। গোলমাল থামলে দেখা গেল ডাকের গাড়ি থেকে টাকার থলে উধাও।

পরবর্তী অনুসন্ধানে ঘটনার আরো কিছু বিবরণ পাওয়া গেল। প্রথম বোমাতেই ডাকের গাড়ি থেকে কোষাধ্যক্ষ ও হিসাবরক্ষক রাস্তায় ছিটকে পড়েছিল। কিন্তু গাড়ির কোনো ক্ষতি হয় নি, ঘোড়াগুলো ভয় পেয়ে ছুটতে শুরু করেছিল। একজন পথচারী এসে গাড়িটা ধরে ফেলে আর ঘোড়ার পায়ের নিচে একটা বোমা ফাটায়। তারপরে আর কিছু দেখা যায় নি, ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। শুধু একজন সাক্ষী বলল, সে নাকি তারপরেও ডাকের গাড়ির পাশে অন্য একটি গাড়িকে আসতে দেখেছে, সেই গাড়ি থেকে অফিসারের পোশাক পরা লম্বা একটি লোককে ডাকের গাড়ি থেকে একটা জিনিস টেনে নিতে দেখেছে, তারপরে গুলি চালাতে চালাতে তাকে চলে যেতে দেখেছে।

আরো জানা গেল লুট করার দলে দুজন মহিলাও ছিল। পুরুষরা অপেক্ষা করছিল একটি রেস্তোরাঁয়, মহিলা দুজন সংকেত দিয়ে জানায়। বোমা সরবরাহ করেছিলেন লিওনিদ ক্রাসিন। অফিসারের পোশাক পরা লম্বা লোকটি কামো নামে পরিচিত।

আরো একজনের নাম পাওয়া গেল, যিনি ছিলেন কামোরও মাথার ওপরে, ককেসাসের পার্টির নেতা। তাঁর নাম কমরেড কোবা, কখনো কখনো জোসেফ দ্যুগাশভিলি, পরবর্তীকালে স্তালিন।

তিফ্‌লিসের ডাকগাড়ি লুটের একজন নায়ক সেণ্ট পিটার্সবুর্গ হয়ে ফিনল্যাণ্ড যাচ্ছিলেন। কেউ একজন বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তিনি সেণ্ট পিটার্সবুর্গ স্টেশনেই গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন ও পরে নির্বাসিত হলেন। অন্যতম নায়ক কামো পালিয়ে গেলেন বার্লিনে।

ক্রুপ্‌সকায়া লিখছেন, "কিন্তু টাকাটা কাজে লাগানো সম্ভব হল না, নোট-গুলো ছিল সবই ৫০০ রুবলের, সেগুলো আগে ভাঙাতে হত। রুশদেশে নোটগুলো ভাঙানো সম্ভব নয়, কেননা প্রত্যেক ব্যাঙ্কের কাছে নোটের নম্বর পৌঁছে গেছে আর নজর রাখা হচ্ছে। সময়টা তখন প্রতিক্রিয়ার দাপটের। জেলখানায় যে-সব বিপ্লবীর ওপরে অত্যাচার চলছে তাদের পালাবার ব্যবস্থা করা দরকার। আন্দোলনে যাতে ভাটা না পড়ে সেজন্যে দরকার গোপন ছাপাখানা বসিয়ে বইপত্র প্রকাশ করা। ভীষণভাবে টাকা দরকার। তখন একদল কমরেড ব্যবস্থা করল যে কয়েকটি শহরে একই সঙ্গে ৫০০ রুবলের নোটগুলো ভাঙাবার চেষ্টা করা হবে। জেনিভায় আমরা পৌঁছবার মাত্র

কয়েক দিন পরেই এই চেষ্টাটি হল। ঝিতোমিরস্কি নামে একটা দালাল এই ব্যবস্থার কথা জানত ও ঘটনার সঙ্গে নিজেকে জড়িত করতে পেরেছিল। ঝিতোমিরস্কি যে দালাল তা তখনো পর্যন্ত কেউ জানত না, সবাই তাকে পুরো-পুরি বিশ্বাস করত। কিন্তু এ-ঘটনার আগেই সে বার্লিনে বিশ্বাসঘাতকতা করে কমরেড কামোকে ধরিয়ে দিয়ে এসেছে। কমরেড কামোর কাছে ছিল স্যুটকেস, তার মধ্যে ডিনামাইট, ঝিতোমিরস্কির বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সবসুদ্ধু সে ধরা পড়ে যায়। জার্মান পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করে ও লম্বা মেয়াদের কারাদণ্ড দেয়, পরে তুলে দেয় রুশ কর্তৃপক্ষের হাতে। এই ঝিতোমিরস্কি লোকটাই আগে থেকে পুলিসকে সতর্ক করে দিয়েছিল যে নোট ভাঙাবার চেষ্টা করা হবে। ফলে নোট ভাঙাতে গিয়ে সবাই গ্রেপ্তার হয়ে গেল। জুরিখ গ্রুপের একজন লেট্‌জাতীয় কমরেড গ্রেপ্তার হল স্টকহল্‌মে। রাশিয়া থেকে সদ্য-আগত আমাদের পার্টির জেনিভা গ্রুপের ওল্‌গা রাভিচ ও এন খোদঝামিরিয়ান গ্রেপ্তার হল মিউনিকে। জেনিভায় গ্রেপ্তার হল এন এ সেমাশ্‌কো।"

এই হল ঘটনা। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। ঘটনার সুযোগ নিয়ে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে কুৎসার বান ডাকানো হল।

বৈপ্লবিক আন্দোলন যখন তুঙ্গে থাকে তখন বিপ্লবের কাজে টাকা তোলার জন্যে মালিকানাচ্যুত করার পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়াতে কোনো দোষ থাকতে পারে না, মেনশেভিকরা তা মানত না। তাঁদের নজর থাকত সব সময়েই লিবার্যাল বুর্জোয়াদের দিকে। আর সব সময়েই এই আশঙ্কায় মরে থাকত যে এই বুঝি এমন কিছু করে ফেলা হচ্ছে যাতে লিবার্যাল বুর্জোয়ারা দূরে সরে যায়। ১৯০৫ সালের মস্কো অভ্যুত্থানকেও তাই তারা নিন্দে করেছিল। কখনো স্বীকার করত না যে বিপ্লব পরাজয়ের মুখে এলে তাদের শ্রেণী-চরিত্রের জন্যেই লিবার্যাল বুর্জোয়ারা বিপ্লবের শিবির ত্যাগ করে চলে যাবে। বলত, বলশেভিকদের সংগ্রামের পদ্ধতি দেখেই লিবার্যাল বুর্জোয়ারা ভয় পেয়ে সরে গেছে।

নোট ভাঙাবার চেষ্টা ধরা পড়ে যেতে একই ব্যাপার ঘটল। সুইজার-ল্যাণ্ডের নাগরিকরা তো ভয়ে কাঠ, রাস্তা দিয়ে ককেসীয় পোশাক পরা লোক দেখলেও জানলা বন্ধ হয়ে যায়। লিবার্যাল বুর্জোয়া মহলে ছি-ছি রব। কিন্তু মেনশেভিকরা? মেনশেভিকরাও বলশেভিকদের নিন্দায় লিবার্যাল বুর্জোয়াদের সঙ্গে পাল্লা দিতে শুরু করল।

আক্সেলরদ চিঠি লিখলেন প্লেখানফকে, বিদেশীদের চোখে বলশেভিকদের বেইজ্জৎ করার পরিকল্পনা জানিয়ে। এই পরিকল্পনায় বিশেষ করে এই নোট ভাঙাবার ঘটনাটা ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছিল। প্রস্তাব ছিল যে এই ঘটনার একটি বিস্তৃত রিপোর্ট লেখা হোক ফরাসী ও জার্মান ভাষায় এবং বিভিন্ন মহলে সেটি পাঠিয়ে দেওয়া হোক, আন্তর্জাতিক সোশ্যালিস্ট ব্যুরোর কাছেও।

শেষোক্ত সংস্থার কাছে লেনিন তখন সরকারীভাবে একটি বিবৃতি পেশ করলেন। জেনিভায় যিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন—এন এ সেমাশ্‌কো—তিনি ছিলেন গর্কির পরিচিত। গর্কিকে চিঠি লিখে অনুরোধ করলেন, সেমাশ্‌কোর মুক্তির জন্যে গর্কি যেন সুইজারল্যাণ্ডের পত্রপত্রিকায় কিছু লেখেন।

সেমাশ্‌কো ছাড়া পেয়ে গিয়েছিলেন।

এই সেমাশ্‌কোর মুক্তির জন্যে দাবি তোলার ব্যাপারে সুইজারল্যাণ্ডের সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক পার্টির ভূমিকা ছিল অতি সুবিধাবাদী। এই পার্টির পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হল যে সুইজারল্যাণ্ড হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে গণতান্ত্রিক দেশ, অতএব ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপরে কোনো রকম হামলা এখানে বরদাস্ত করা চলে না।

রুশ গভর্নমেণ্ট দাবি জানিয়ে আসছিলেন, নোট ভাঙাবার ব্যাপারে যেখানে যতো লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সবাইকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হোক। সুইডেনের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা আপত্তি জানাতে রাজী ছিলেন, কিন্তু তার আগে তাঁরা চেয়েছিলেন জুরিখ গ্রুপ ঘোষণা করুক যে যে-ছেলেটিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সে তাঁদের দলের এবং বরাবরই স্টকহল্‌মে থেকেছে। কিন্তু জুরিখ গ্রুপে ছিল মেনশেভিকদের আধিপত্য। এ-ধরনের কোনো ঘোষণা করতে তাঁরা গররাজী।

লেনিন লিখলেন, "আমি যখন দেখি সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা গর্ব ও আত্ম-সন্তোষের সঙ্গে ঘোষণা করছে, 'আমরা নৈরাজ্যবাদী নই, চোর নই, বাটপাড় নই, আমরা এ-সবের ওপরে, আমরা দলীয় সংগ্রাম বাতিল করি,' তখন আমি নিজেকে প্রশ্ন করি, এই লোকগুলো কি বোঝে তারা কী বলছে?"

বৈপ্লবিক আন্দোলনের জোয়ারের সময়ে পার্টির ভিতরে ক্লেদ ও ময়লা জমতে পারে না, কিন্তু ভাটার সময়ে এই ক্লেদ ও ময়লা প্রকট হবার সুযোগ পায়। কুৎসারটনা ও চরিত্রহননও রাজনৈতিক লড়াইয়ের অস্ত্র হয়ে ওঠে। অমুক লোকটা একটা স্কাউণ্ড্রেল, ওকে কেন কমিটিতে রাখা হয়েছে—এমনি

ধরনের মন্তব্য ও অভিযোগও তখন আর অস্বাভাবিক শোনায় না। এমনি শুনতে শুনতে লেনিন একবার বলেছিলেন, 'বিপ্লব বড়ো শক্ত ব্যাপার। হাতে দস্তানা পরে আর নখে পালিশ লাগিয়ে বিপ্লব করা যায় না। পার্টি মেয়েদের বিশ্রাম-ঘর নয়। পেটিবুর্জোয়া নীতিবোধের সংকীর্ণ মাপকাঠি দিয়ে পার্টি-সভ্যদের বিচার করা উচিত নয়। মাঝে মাঝে স্কাউণ্ড্রেলও পার্টির কাজে লাগে, অন্য কোনো কারণে নয়—স্কাউণ্ড্রেল বলেই।'

ক্যাপ্রি যাওয়া স্থগিত রাখতে হল যে-সব কাজের ব্যবস্থা করার জন্যে তার মধ্যে প্রধান কাজটি ছিল 'প্রোলেতারি' প্রকাশ করা। পত্রিকাটি জেনিভা থেকেই প্রকাশিত হবে, না, বিদেশের অন্য কোনো জায়গা থেকে তা চূড়ান্ত-ভাবে স্থির করতে তখনো বাকি ছিল। অষ্ট্রিয়া ছিল সম্ভাব্য অন্য একটি জায়গা। রুশ সীমান্তের কাছাকাছি বলে অষ্ট্রিয়া থেকে রুশদেশে পত্রিকা পাচার করাটাও সুবিধের। খানিকটা খোঁজখবরও নেওয়া হল। কিন্তু জেনিভা ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় গিয়ে পত্রিকাটি প্রকাশ করা সম্ভব হবে এমন আশা লেনিনের ছিল না। তখন জেনিভাতেই পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন করার দিকে মন দিলেন।

খানিকটা সুবিধেও হয়ে গেল। সেই ১৯০৫ সালে পত্রিকা প্রকাশের যে আয়োজন ছিল তার কিছু টাইপ ও কিছু পাতলা কাগজ থেকে গিয়েছিল। সেগুলো হাতে এল। সেই পুরনো দিনের কম্পোজিটরটিও হাজির হলেন। অপর একজন ম্যানেজারির দায়িত্ব নিলেন। পত্রিকা প্রকাশের উপযোগী একটি ছাপাখানা মোটামুটি খাড়া করা গেল।

২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে গর্কিকে একটি চিঠি লিখলেন লেনিন: "সবকিছু তৈরি। কয়েক দিনের মধ্যেই কাগজ বেরিয়ে যাচ্ছে। আপনার নাম আমরা লেখক হিসেবে ঘোষণা করেছি। দু-লাইন লিখে আমাকে জানাবেন প্রথম সংখ্যায় আপনি লিখতে পারবেন কিনা…"

সে-সময়ে লুনাচারস্কিও ছিলেন ক্যাপ্রিতে, গর্কির সঙ্গে। তাঁর কাছেও লেনিন চিঠি লিখলেন। জানতে চাইলেন লুনাচারস্কির পক্ষে লেখা সম্ভব হবে কিনা।

তিনজনকে নিয়ে পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী: লেনিন, বোগদানফ ও

ইনোকেন্টি (আই দুব্রোভিনস্কি)। সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে একটি চিঠি লেখা হল ভিয়েনায় ট্রটস্কির কাছে, লেখার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে। ট্রটস্কি অক্ষমতা জানালেন। তিনি নাকি ভয়ানক ব্যস্ত। আসলে ব্যস্ততার চেয়েও বড়ো কারণ ছিল বলশেভিকদের সঙ্গে একসঙ্গে কোনো কাজ করতে তাঁর অনিচ্ছা। কিন্তু খোলাখুলি কথাটা বলতে চান না।

পত্রিকাটি গোপনে রুশদেশে পাচার করাটাও সহজ কাজ ছিল না। নানাভাবে ব্যবস্থা করতে হল সেজন্যে। কয়েকটা দিন লেনিনকে খুবই ব্যস্ততার মধ্যে কাটাতে হল।

অবশেষে ১৯০৮ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে জেনিভায় প্রকাশিত হল 'প্রোলেতারি'-র প্রথম সংখ্যা। প্রথম সংখ্যায় প্রথম প্রবন্ধে লেনিন লিখলেন ঃ

"বিপ্লবের আগে বহু বছর ধরে আমরা কাজ করতে পেরেছি। আমাদের সম্পর্কে বলা হয় যে আমরা গ্রানাইটের মতো কঠিন, কথাটা অকারণে বলা হয় না। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা একটি প্রোলেতারীয় পার্টি গড়ে তুলেছে। প্রথম সামরিক আক্রমণের ব্যর্থতায় এই পার্টি হতাশ হবে না, মাথা খারাপ করবে না, হঠকারিতায় পা দেবে না। পার্টি সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে, বুর্জোয়া বিপ্লবের কোনো একটি পর্বের ফলাফলের সঙ্গে তার বিশ্বাস বাঁধা নয়। আর ঠিক এই কারণেই বুর্জোয়া বিপ্লবের দুর্বলতা থেকেও পার্টি মুক্ত। এবং এই প্রোলেতারীয় পার্টি অগ্রসর হয়ে চলেছে বিজয়ের দিকে।"

সে-সময়ে লেনিনের চিন্তা এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাচ্ছে। পরাজয়ের মধ্যে থেকেও তিনি প্রোলেতারিয়েতের জয়লাভের স্বপ্ন দেখতেন।

এই জয়লাভের জন্যে প্রোলেতারিয়েতের কর্তব্য কী? লেনিন বললেন, "বিপ্লবী সংগ্রামের ঐতিহ্য রক্ষা করা, যে বিপ্লবী সংগ্রাম বুদ্ধিজীবীরা ও বুর্জোয়ারা অতিক্রুত বর্জন করেছে; এই ঐতিহ্যকে বিকশিত করা ও জোরদার করা; জনগণের ব্যাপক অংশে এই ঐতিহ্য সঞ্চারিত করা; গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরবর্তী অপরিহার্য উত্থানে এই ঐতিহ্যকে বহন করে নিয়ে যাওয়া।"

এই দায়িত্ব পালন করবে অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণী। লেনিন লিখলেন, "শ্রমিকরা নিজেরা নিজেদের থেকেই হুবহু এই লাইনটি অনুসরণ করছে।" অক্টোবরের ও ডিসেম্বরের লড়াইয়ের পরে শ্রমিকরা খুব স্পষ্টভাবেই বুঝেছে যে সরাসরি বৈপ্লবিক সংগ্রাম ছাড়া তাদের অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। শ্রমিকদের

মনোভাব বোঝাবার জন্তে লেনিন একজন শ্রমিকের একটি উক্তি উল্লেখ করলেন : 'আমরা যেটুকু আদায় করেছিলাম মালিকরা আবার সব ছিনিয়ে নিয়েছে, ফোরম্যানরা আবার আমাদের ওপরে আগের মতো অত্যাচার চালাচ্ছে, কিন্তু সবুর করো, ১৯০৫ সাল আবার ফিরে আসবে।' লেনিন বললেন, ১৯০৫ সাল আবার ফিরে আসবে—এই হচ্ছে শ্রমিকদের মনোভাব। এই মনোভাব নিয়েই তারা প্রস্তুত হচ্ছে। ১৯০৫ থেকে তারা শিক্ষা নিয়েছে কী তাদের করতে হবে। বুদ্ধিজীবী ও দলত্যাগী মধ্যবিত্তদের মতো তারা নয়, যাদের কাছে ১৯০৫ হচ্ছে উন্মত্ততার বছর, কী করা উচিত নয় তার দৃষ্টান্ত নেবার বছর। বিপ্লবের অভিজ্ঞতাকে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে প্রোলেতারিয়েত শিক্ষা নেবে লড়াইয়ের পদ্ধতিকে কি-ভাবে আরো সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা যায়, অকটোবরের ধর্মঘট আন্দোলন ও ডিসেম্বরের সশস্ত্র সংগ্রামকে কি-ভাবে আরো ব্যাপক, আরো ঘনীভূত ও আরো শ্রেণী-সচেতন সংগ্রামে পরিণত করা যায়।

লেনিন এই দৃষ্টি নিয়েই সামনের দিকে তাকাতেন। এই বিশ্বাসে তিনি স্থির ছিলেন যে বৈপ্লবিক সংগ্রামে অল্প সময়ের জন্তে একটা "ছেদ" এসেছে মাত্র, তার সুযোগ নিয়ে আরো জোর কদমে বিপ্লবের প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে হবে। ১৯০৫ ফিরে আসবেই।

১৯০৮ থেকে লেনিনের ও ক্রুপ্‌সকায়ার এই যে দ্বিতীয়বারের নির্বাসিতের জীবন শুরু হল তা চলেছিল ১৯১৭ পর্যন্ত। এই দশটি বছরকে ক্রুপ্‌সকায়া তিনটি কালে ভাগ করে দেখিয়েছেন : ১৯০৮–১৯১১, ১৯১১-১৯১৪, ১৯১৪-১৭। তিনটি কালের তিনরকম লক্ষণ। গোড়ায় জঘন্য প্রতিক্রিয়া, তারপরে আবার নতুন করে আন্দোলন, তারপরে বিশ্বযুদ্ধ।

১৯০৮ থেকে ১৯১১—এই জঘন্য প্রতিক্রিয়ার কালে জারের অত্যাচার চরমে উঠেছিল, বিশেষ করে বিপ্লবীদের ওপরে। নরকের মতো জেলখানা-গুলো বন্দীতে ভরে গিয়েছিল। বন্দীদের ওপরে মারপিট ও নানা রকমের শারীরিক শাস্তি সমানে চলত। মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। পার্টির বেআইনী সংগঠনগুলোর গোপনতা সম্পর্কে অনেকখানি সতর্ক হবার পরেও পুলিসের নজর থেকে পুরোপুরি চাপা দেওয়া গেল না। অসুবিধেও

ছিল। বিপ্লবের সময়ে যারা পার্টিতে এসেছে তারা বিপ্লবের আগেকার সময়ের পার্টির গোপন কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিত নয়। গোপনতা বজায় রাখার কায়দাকানুন তারা জানত না। তার ওপরে দালাল ও গুপ্তচর তৈরি করার জন্যে সরকারী টাকা ঢালাও খরচ করা হত। বিশেষ করে গুপ্তচরবৃত্তির ব্যবস্থাটা এমন সুপরিকল্পিত ছিল যে পার্টির কেন্দ্রীয় সংগঠনে পর্যন্ত গুপ্তচর ঢুকে গিয়েছিল।

ট্রেডইউনিয়ন ও সংবাদপত্রের মতো বৈধ সংগঠনগুলির ওপরে পর্যন্ত সমানে নির্যাতন চলত। সমস্ত রকমে চেষ্টা চলত শ্রমিকরা বিপ্লবের সময়ে যতোটুকু আদায় করতে পেরেছে তা থেকে তাদের বঞ্চিত করা।

শুধু জারের অত্যাচার ও নির্যাতন নয়, অন্যদিকে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যেও শুরু হয়েছিল মতাদর্শগত বিভ্রান্তি। চেষ্টা চলছিল মার্কসবাদকে সংশোধন করার, যে-বস্তুবাদ হচ্ছে মার্কসীয় তত্ত্বের ভিত্তি সেই বস্তুবাদকেই খারিজ করার। বোগদানক ছিলেন এই সংশোধন-প্রয়াসীদের মাথা, তাঁর সঙ্গে ছিলেন লুনাচারস্কি, বাজারফ ও আরো কয়েকজন।

শুধু দর্শনের ক্ষেত্রেই নয়, রাজনীতির ক্ষেত্রেও এই সময়ে বোগদানফের ভূমিকা ছিল বিরোধিতার। তিনি একটি ছোটখাটো চক্র গড়ে তুলেছিলেন, এমন একদলকে নিয়ে যাঁদের বলা হত অট্জোভিস্ট বা প্রত্যাহারবাদী ও চরম-পত্রবাদী। প্রত্যাহারবাদীরা মনে করতেন, ডুমা এমনই একটা প্রতিক্রিয়াশীল ব্যাপার যে সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক সদস্যদের ডুমা থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত। চরমপত্রবাদীরা বলতেন, ডুমার সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক সদস্যদের চরম পত্র দিয়ে বলা হোক যে ডুমায় তাঁরা এমন বক্তৃতা দিন যেন ডুমা থেকে তাঁদের উৎখাত হতে হয়। প্রত্যাহারবাদী ও চরমপত্রবাদীরা ছিল মূলত একই দলের। এমনকি ট্রেডইউনিয়ন ও বৈধ সংগঠনগুলিতে কাজ করা সম্পর্কেও তাঁদের আপত্তি ছিল। বলশেভিকরা হবে কঠিন ও অনমনীয়, এই ছিল তাঁদের মত। লেনিন এই মত মানতেন না। এই মত মেনে নিলে বাস্তব কাজের ক্ষেত্র থেকে সরে আসতে হয়, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হয়। বিপ্লবের আগে বলশেভিকরা শ্রমিকদের দৈনন্দিন দাবি নিয়ে লড়াই করেছিল—শ্রমিকদের চায়ের জন্যে গরম জল চাই, এ-ধরনের দাবি নিয়েও। এমনি ধরনের লড়াইয়ের মধ্যে দিয়েই শ্রমিকদের ধাপে ধাপে তুলে এনেছিল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিকে।

অন্যদিকে এই একই সময়ে তীব্র লড়াই চলেছিল পার্টি ও তার বেআইনী সংগঠনকে বজায় রাখার জন্যে।

প্রতিক্রিয়ার সময়ে মেনশেভিকরা স্বভাবতই হতাশাগ্রস্ত হয়েছিলেন। অবশ্য বিপ্লবের সময়েও তাঁরা যে বিপ্লবী আওয়াজে গলা মেলাতে পেরেছিলেন তা নয়। বরং চেয়েছিলেন বিপ্লবী আওয়াজগুলোকে আরেকটু মোলায়েম ও লিবার‍্যাল বুর্জোয়াদের আরো গ্রহণযোগ্য করে তুলতে। লিবার‍্যাল বুর্জোয়াদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার জন্যে তাঁরা বরাবরই অতিমাত্রায় ব্যগ্র ছিলেন। এবারে তাঁরা প্রকাশ্যেই রব তুললেন যে পার্টির আর কোনো প্রয়োজন নেই, পার্টি উঠিয়ে দেওয়াই ভালো, পার্টি থাকলেই পুলিসের হামলা ও গ্রেপ্তার ইত্যাদি। মেনশেভিকদের এই দলটিকে বলা হত লিকুইডেটর্স বা অবলোপকারী। মেনশেভিকদের সকলেই সমান জোরের সঙ্গে অবলোপের পক্ষে গলা মিলিয়েছিলেন তা নয়। বিশেষ করে অবলোপের পক্ষে প্রচার যখন অনিবার্যভাবেই ক্রমে ক্রমে মার্কসবাদ-বিরোধী প্রচারের রূপ নিতে লাগল—প্লেখানফের মতো মেনশেভিকরা সরে দাঁড়ালেন।

প্রতিক্রিয়ার বছরগুলির গোড়ার পর্বে এই ছিল অবস্থা। পার্টির ওপরে আক্রমণ আসছিল শুধু বাইরে থেকে নয়, ঘরের ভিতর থেকেও। পার্টিকে টিকে থাকতে হলে ঘরে-বাইরে অনেকগুলো শত্রুর সঙ্গে একসঙ্গে লড়াই চালাবার দরকার ছিল। যারা অল্পকাল আগেও ছিল লড়াইয়ের ময়দানে সহযোদ্ধা, কমরেড, পার্টিকে টিকিয়ে রাখার জন্যে লড়াই তাদের বিরুদ্ধেও। এক্ষেত্রে ভাবাবেগের ঠাঁই নেই। বিপ্লবের প্রয়োজনেই এককালের সহযোদ্ধাদের বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে হয়।

লেনিন দাঁড়িয়েছিলেন। পার্টি যারা তুলে দিতে চায়, মার্কসবাদকে যারা বিকৃত করে, তাদের ক্ষমার চোখে দেখাটা শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করারই সামিল—এককালের যতো বড়ো কমরেডই তারা হোক। যারা অবস্থাটা সঠিকভাবে বুঝত না তাদের অনেকের সে-সময়ে ধারণা হয়েছিল লেনিন লোকটার মতো ঝগড়াটে ও কুঁদুলে লোক বোধহয় দ্বিতীয় কেউ নেই, এই লোকটার জন্যেই এত খেয়োখেয়ি এত অশান্তি, এই লোকটার জন্যেই পার্টি ভাঙছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, প্রতিক্রিয়ার বছরগুলিতে লেনিনের নীতিই ছিল সঠিক। এই সঠিক নীতিটি ছিল বলেই পার্টি টিকে থেকেছে এবং পরের পর্যায়ে রুশদেশে আবার আন্দোলন জেগে উঠতেই সারা

দেশময় তাকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছে, আরো পরের পর্যায়ে বিপ্লবকে সাফল্যের দিকে নিয়ে গেছে।

এই সময়ে লেনিন কৃষি-প্রশ্ন নিয়ে বিশেষ ভাবনাচিন্তা করেছিলেন। তার বিশেষ কারণও ঘটেছিল।

বৈপ্লবিক আন্দোলন দমন করার জন্যে নির্যাতন, পিটুনী অভিযান, গুলি-চালনা, কারাদণ্ড ও গ্রেপ্তার সমানে চলছিল। কিন্তু শুধু দমন-নীতিতে কাজ হয় না, জারের গভর্নমেণ্ট তাই আরো বড়ো একটা চালের আশ্রয় নিলেন। গ্রামের দিকে এমন একটা ব্যবস্থা করতে চাইলেন যেন গ্রামের কৃষকদের সমর্থন জারের প্রতি থাকে।

ব্যবস্থাটি হচ্ছে একটি নতুন কৃষি-আইন। কমিউন ছেড়ে নিজস্ব পৃথক খামার প্রতিষ্ঠা করার অধিকার দেওয়া হল কৃষকদের। অর্থাৎ কৃষক ইচ্ছে করলেই কমিউনের বাইরে চলে আসতে পারে, যদি আসে সেক্ষেত্রে কমিউন কৃষককে জমি দিতে বাধ্য থাকবে। কৃষককে বলা হল কমিউন ছেড়ে দিতে।

এই ব্যবস্থার ফল হল এই যে ধনী কৃষকরা, অর্থাৎ কুলাকরা, গরীব কৃষকদের জমি কম দামে কিনে নেবার সুযোগ পেয়ে গেল। নতুন আইন প্রবর্তিত হয়েছিল ১৯০৬ সালের ৯ই নভেম্বর তারিখে। তারপরে কয়েক বছরের মধ্যেই দশলক্ষেরও অধিক গরীব কৃষক জমি খুইয়ে বসে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। কৃষকদের হাত থেকে জমি চলে যাচ্ছিল আর কুলাকদের খামারের জমি বাড়ছিল।

১৮৬১ সালে দাসতন্ত্র থেকে মুক্তির সময়ে কৃষকদের জমি গ্রাস করেছিল জমিদাররা, আর এবারে নতুন আইনের সুযোগে কমিউনের জমি গ্রাস করতে লাগল কুলাকরা। সবচেয়ে সেরা জমির খণ্ডগুলোকে তারা নিজেদের দখলে নিল ও গরীব কৃষকদের জমি বিক্রি করতে বাধ্য করল। গরীব কৃষকের অবস্থা হল আরো গরীব, অল্প জমি যাদের তারা হল ভূমিহীন আর মস্ত মস্ত জমিদারির মতো এক-একটা খামারের মালিক হয়ে বসল কুলাকরা। স্তলিপিন চেয়েছিলেন, গ্রামের বুর্জোয়াদের একটা বড়ো অংশকে, অর্থাৎ কুলাকদের জারের অনুগত করে তুলতে। লক্ষণ দেখে বোঝা গেল তিনি যেমনটি চেয়েছিলেন তাই হতে চলেছে।

অন্যদিকে ছিল ১৯০৫-০৭ সালের বিপ্লবের সময়ে কৃষক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা। কৃষকদের দাবির বিপ্লবী প্রকৃতি বিপ্লবের সময়ে কিছুমাত্র অস্পষ্ট ছিল না। চতুর্থ (একতা) পার্টি কংগ্রেসের কৃষি কর্মসূচী (সেই কংগ্রেসের কৃষি-কর্মসূচী ছিল মেনশেভিকদের, কেননা তারা সংখ্যায় বেশি ছিল) যে সঠিক নয়, এমনকি ক্ষতিকর, তা বিপ্লবের সময়ে বোঝা গিয়েছিল। জমি সম্পর্কে মেনশেভিক কর্মসূচীতে বলা হয়েছিল পৌরকরণের কথা, বলশেভিকরা দাবি তুলেছিল জাতীয়করণের। অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা গেল বিপ্লবে কৃষককে সামিল করতে হলে জমি জাতীয়করণের আওয়াজটিই সঠিক আওয়াজ। এ-সমস্ত কারণে গোটা প্রশ্নটি নিয়েই গভীর ভাবনাচিন্তা করার প্রয়োজন ছিল এবং জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছিল রুশদেশের অবস্থায় মার্কসীয় তত্ত্ব সঠিকভাবে প্রয়োগ করে সঠিক একটি কৃষি-কর্মসূচী খাড়া করা।

লেনিন এ-কাজটি করলেন '১৯০৫-০৭ সালের প্রথম রুশ বিপ্লবে সোশ্যাল-ডেমোক্রেসির কৃষি কর্মসূচী' লিখে। মার্কসীয় তত্ত্ব ও কৌশলের রূপায়ণের ক্ষেত্রে এটি একটি দামী লেখা। জমির মালিকানা সম্পর্কিত নতুন তথ্যগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন লেনিন এই লেখায়।

রুশদেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে কৃষির চেহারাটা কী দাঁড়াচ্ছে? প্রুশীয়, না, আমেরিকান? জমির মালিকানার ব্যবস্থা বজায় রাখা কি না-রাখা? এখানেই বিপ্লবের অর্থনৈতিক ভিত্তি। কৃষি কর্মসূচী সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করতে হলে এই ভিত্তিটি স্পষ্ট করে তোলা দরকার। স্তলিপিন ও ক্যাডেট পার্টির কার্যকলাপ দেখে বোঝা যাচ্ছে, তারা জমির মালিকানা ব্যবস্থা বজায় রাখতে ও দাসতন্ত্রের অবশেষ টিকিয়ে রাখতে চান।

জমি পৌরকরণের পক্ষে মেনশেভিকদের প্রধান যুক্তি: নিজেদের ভাগের জমি জাতীয়করণে কৃষকরা বাধা দেবে এবং তার ফলে কৃষক আন্দোলন সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক পার্টির আওতার বাইরে থেকে যাবে, এমনকি পার্টির বিরুদ্ধেও যেতে পারে। এখানে ভাগের জমির ব্যাপারটা মেনশেভিকরা যে-চোখে দেখছেন তার মধ্যেই ফাঁক আছে। লেনিন বললেন, কৃষকরা নিজেদের ভাগে জমি পাচ্ছে, এই যে ব্যবস্থা, এর মধ্যে টিকিয়ে রাখা হচ্ছে যেমন জমির মালিকানার ব্যবস্থাকে তেমনি মধ্যযুগীয় কাঠামোকে। অথচ এই দুটিকে ভাঙা দরকার। জমি পৌরকরণের মাধ্যমে এই ভাঙন কিছুতেই সম্ভব হয়। সেজন্যে চাই জমি জাতীয়করণ। কমিউন ও জমি-ভাগাভাগির

মধ্যযুগীয় ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে হলে জমি জাতীয়করণের আওয়াজ তুলতেই হবে। এই ধ্বংসকার্য সম্পন্ন হলে উপকৃত হবে কৃষকরাই। তিন বছরের বিপ্লবে কৃষকরাও বুঝতে পেরেছেন, জারের কাছে তাঁদের আশা করার কিছুই নেই, মধ্যযুগীয় জমি-ব্যবস্থার অবশ্যই অবসান চাই।

'১৯০৫-০৭ সালের প্রথম রুশ বিপ্লবে সোশ্যাল-ডেমোক্রেসির কৃষি-কর্মসূচী' প্রকাশিত হয় সেন্ট পিটার্সবুর্গে ১৯০৮ সালে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। মাত্র একটি কপি উদ্ধার করা গিয়েছিল, তাতেও পিছনের কয়েকটি পৃষ্ঠা ছিল না। দশ বছর পরে, ১৯১৭ সালের সেপ্‌টেম্বরে লেনিন এই পৃষ্ঠাগুলো নতুন করে লিখে দেন।

প্রতিক্রিয়ার যুগে লেনিনকে লড়াই চালাতে হয়েছিল নিজেদের শিবিরের মধ্যেও, এককালের ঘনিষ্ঠ কমরেডদের বিরুদ্ধেও। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই লড়াই ছিল মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে তো বটেই, বলশেভিকদের মধ্যেও অট্‌জোভিস্ট বা প্রত্যাহারবাদী ও চরমপন্থবাদীদের বিরুদ্ধে। এঁরা মানতেই চাইতেন না প্রতিক্রিয়ার যুগে অবস্থা যেমন নতুন তেমনি লড়াইয়ের লাইনও হওয়া চাই তার উপযোগী। পার্টির গোপন সংগঠন অবশ্যই বজায় রাখতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে ডুমাকেও ব্যবহার করতে হবে শ্রমিক ও কৃষক সাধারণের কাছে পার্টির বক্তব্য পৌঁছে দেবার জন্যে। প্রতিক্রিয়ার যুগে এটাই লড়াইয়ের নতুন চেহারা। প্রত্যাহারবাদীরা তা আদপেই স্বীকার করত না। তারা চাইত বিপ্লবের যুগে লড়াইয়ের যে চেহারা ছিল প্রতিক্রিয়ার যুগেও তাই বজায় থাকুক। লেনিন তাদের নাম দিয়েছিলেন লেফ্‌ট-লিকুইডেটরস বা বামপন্থী-অবলোপকারী। অর্থাৎ, এই লোকগুলো এমনই লড়াই চালিয়ে যেতে চায় যে তার ফলে পার্টির অস্তিত্বই লোপ পাবার আশঙ্কা।

প্রত্যাহারবাদীদের মধ্যে সবচেয়ে চড়া সুরে যিনি কথা বলতেন তাঁর নাম আলেক্‌সিনস্কি। তিনি এই সময়ে জেনিভায় ফিরে এলেন। লেনিন এই কমরেডটিকে আদপেই পছন্দ করতে পারলেন না। রাজনৈতিক মতবিরোধের জন্যে নয়, রাজনৈতিক মতবিরোধ তো মার্তোফের সঙ্গে আরো বেশি কিন্তু তাই বলে মার্তোফ কি মানুষ হিসেবে তাঁর কাছে ছোট হয়েছে! লেনিন আলেক্‌সিনস্কিকে অপছন্দ করলেন কতকগুলো প্রশ্নের জবাবে একেবারে শেষ

কথা বলে দেবার মতো ভঙ্গিতে তাঁর কাটা-কাটা জবাব শুনে। ডুমার সুযোগ কেন নিতে চান না? জবাব শুনে মনে হল দ্বিতীয় ডুমা ভেঙে যাবার পরে তিনি আর ডুমায় নেই, অতএব ডুমায় বক্তৃতা দেবার সুযোগ তাঁর নেই, অতএব ডুমার ব্যাপারটাই তাঁর কাছে খারিজ।

বলশেভিক শিবিরের মধ্যেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন লড়াই শুরু হল আলেক্‌সিনস্কির বিরুদ্ধে, তেমনি মতাদর্শের ক্ষেত্রে লড়াই শুরু হওয়ার উপক্রম হল বোগদানফের বিরুদ্ধে—লেখক ও কমরেড বোগদানফ, প্রথম নির্বাসনের সময়ে যাঁর সঙ্গে লেনিন বহু বিষয়ে পরামর্শ করতেন ও বহুক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন।

ঘটনার সূত্রপাত রুশদেশে একটি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশে, নাম 'মার্কসবাদের দর্শন-বিষয়ক অনুশীলন'। সংকলনটি প্রবন্ধের, লেখকদের মধ্যে আছেন বোগ্‌-দানফ, লুনাচারস্কি, বাজারফ, সুভোরফ, বেরমান, য়ুশ্‌কেভিচ ও হেলফণ্ড। প্রবন্ধগুলি লেখার উদ্দেশ্য, মার্কসবাদ সংশোধন—মার্কসের বস্তুবাদী দর্শন, মানব-সমাজের বিকাশ সম্পর্কিত বস্তুবাদী ধারণা ও শ্রেণী-সংগ্রামকে মেজেঘষে নতুন চেহারায় উপস্থিত করা।

এই লেখকরা কিন্তু কেউ-ই ঘোষণা করছেন না যে মার্কসবাদে তাঁদের আর বিশ্বাস নেই। তাঁরা নিজেদের পরিচয় দিচ্ছেন মার্কসবাদী বলেই, তবে তাঁরা মার্কসবাদকে কিছুটা শুধরে নিতে চান মাত্র! পাঁচজন লেখকের মধ্যে তিনজনই বলশেভিক (বোগদানফ, বাজারফ ও লুনাচারস্কি)। প্রবন্ধগুলো এমনভাবে লেখা যেন মার্কসবাদের সমর্থনেই তাঁরা লিখছেন কিন্তু আসলে তাঁরা একই সঙ্গে দ্বিমুখী আক্রমণ চালিয়েছেন মার্কসবাদের যা মূল ভিত্তি—দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ—তারই বিরুদ্ধে। নিজেদের চেহারা গোপন করার এই চেষ্টা এক ধরনের ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ভণ্ডামি পার্টির সাধারণ সভ্যদের পক্ষে সমূহ বিপদের কারণ। মার্কসবাদের নামে এই মার্কসবাদ-বিরোধিতা তাদের বিভ্রান্ত করে।

বিপ্লব পরাজিত হলে ও প্রতিক্রিয়ার দাপট শুরু হলে এমনিতেই পার্টির সর্বস্তরে দালাল ও গুপ্তচররা ঢুকে পড়ে। বিপ্লবের সময়ে এমন অনেকেই পার্টির মধ্যে আসে যারা দুর্বল প্রকৃতির, যারা স্বার্থান্বেষী। পরে এই লোক-গুলোই অত্যাচারের ভয়ে বা টাকার লোভে শত্রুপক্ষে যোগ দেয়। এদের বিশ্বাসঘাতকতায় পার্টির বহু কমরেড ধরা পড়ে, বহু কর্মসূচী বানচাল হয়ে যায়।

পার্টির ক্ষতি এরা করে যথেষ্ট কিন্তু একবার চিনতে পারলে এদের আর নিস্তার নেই। কিন্তু যারা দালাল বা গুপ্তচর নয়, সংগ্রামে পোড় খাওয়া পার্টি-কমরেড, তারা ভণ্ডামির আশ্রয় নিয়ে মার্কসবাদের বিরোধিতা করলে যতোখানি ক্ষতি করতে পারে তা আরও মারাত্মক। কেননা তারা পার্টির মতাদর্শগত ভিত্তিতেই ফাটল ধরাতে চাইছে।

এক্ষেত্রে সজাগ থাকার প্রয়োজন আরো বেশি। কেননা মতাদর্শগত ভিত্তিতে ফাটল ধরলে পার্টির আর দাঁড়াবার জায়গা থাকে না।

পার্টিকে যারা ধ্বংস করতে চায় তাদের সবসময়েই একটা চেষ্টা থাকে পার্টির মতাদর্শগত ভিত্তিতে ফাটল ধরাবার দিকে। কাজেই প্রতিক্রিয়ার শক্তির দিক থেকেও এ-চেষ্টা থাকবেই। এও পার্টির বিরুদ্ধে আক্রমণের আরেকটি দিক। আক্রমণের হাতিয়ারটিকে অনেক সময়েই নিরীহ মনে হতে পারে, যে-কারণে এই আক্রমণ সম্পর্কে সজাগ থাকাটা আরো বেশি জরুরী। প্রতিক্রিয়ার শক্তি এই আক্রমণ চালিয়ে থাকে একদল ফ্যাশানদুরস্ত শৌখিন লেখক সৃষ্টি করে। তারা মার্কসবাদের "সমালোচনা" করে, মার্কসবাদ "ধূলিসাৎ" করে, বিপ্লব নিয়ে করে হাসিমস্করা, যৌনতা নিয়ে বাড়াবাড়ি, "একাকীত্ব" ইত্যাদি বুলির আড়ালে চরম যথেচ্ছাচার। তার ওপরে আছে ভুয়ো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের নামাবলী পরিয়ে নানা ধরনের ধর্মীয় ঝোঁকের আমদানী। সব মিলিয়ে এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা যেখানে কোনো মতাদর্শে বিশ্বাসী হওয়াটাকেই অধঃপতন বলে মনে হতে পারে।

অবস্থার গুরুত্ব লেনিন বুঝলেন।

১৯০৮ সালের ২৫এ ফেব্রুয়ারি তারিখে গর্কির কাছে লেখা একটি চিঠি থেকে তাঁর এ-সময়ের মনোভাব বোঝা যায়।

চিঠির প্রথম অংশে আছে বোগদানফের সঙ্গে তাঁর মতভেদের বিবরণ। নির্বাসনে থাকার সময়েই লেনিন বোগদানফের 'প্রকৃতির ঐতিহাসিক ধারণার মূলগত উপাদান' বইটি পড়েছিলেন। কিন্তু তখনো পর্যন্ত বোগদানফের মতামত এতটা স্পষ্ট রূপ নেয় নি যা পরবর্তীকালের দার্শনিক লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। ১৯০৩ সালে লেনিন ও প্লেখানফ যখন একসঙ্গে কাজ করতেন, প্লেখানফ একাধিক বার বোগদানফের দার্শনিক মতামতের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করেছিলেন। ১৯০৪ সালে বোগদানফের বই 'এম্পিরিও-অদ্বৈতবাদ' (প্রথম খণ্ড) প্রকাশিত হল। লেনিন তখন খোলাখুলি ঘোষণা করলেন যে তিনি

প্লেখানফের মতামতকেই সঠিক মনে করেন, বোগদানফের নয়। গর্কির কাছে লেখা চিঠিতে লেনিন বললেন :

"১৯০৪ সালের গ্রীষ্ম ও শরৎকালে বোগদানফ ও আমি বলশেভিক হিসেবে পুরোপুরি একমত হয়েছিলাম। সে-সময়ে বিনা শোরগোলে আমরা জোট বাঁধতে পেরেছিলাম এবং বিনা শোরগোলে দর্শনকে রাখা হয়েছিল একটি নিরপেক্ষ বিষয় হিসেবে। গোটা বিপ্লবের সময়ে এই জোট বজায় ছিল এবং আমরা মিলিতভাবে কার্যকর করতে পেরেছিলাম বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রেসির রণকৌশল—অর্থাৎ, বলশেভিকবাদ, যা ছিল, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, গ্রহণীয় একমাত্র সঠিক রণকৌশল।

বিপ্লব যখন তুঙ্গে, দর্শন নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমাদের বড়ো একটা ছিল না। ১৯০৬ সালের শুরুতে কারাগারে থাকার সময়ে বোগদানফ অন্য একটা বিষয়ে লিখলেন, তাঁর 'এম্পিরিও-অদ্বৈতবাদ'-এর তৃতীয় খণ্ড। ১৯০৬ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি আমাকে এই বইয়ের একটি কপি উপহার দিলেন। বইটি আমি খুঁটিয়ে পড়লাম, পড়া শেষ হলে অস্বাভাবিক রকমের বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হলাম। আগের চেয়ে আরো স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম বোগদানফ যে-পথ নিয়েছে তা চূড়ান্তরকমের ভ্রান্ত অ-মার্কসীয় পথ। আমি তখন তাঁকে একটি 'প্রেম-পত্র' লিখলাম। পত্রের বিষয়—দর্শন। তিনটি নোটবই লেগেছিল পত্রটি লিখতে। তাঁকে স্পষ্ট করেই বলি যে দর্শনের ক্ষেত্রে আমি একজন সাধারণ শ্রেণীভুক্ত মার্কসবাদী। কিন্তু তাঁর লেখা এত স্বচ্ছ এত সহজবোধ্য ও এত চমৎকার বলেই আমি নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছি তিনি ভ্রান্ত, প্লেখানফ সঠিক। আমার নোটবুকগুলো কয়েকজন বন্ধুকে দেখিয়েছিলাম (লুনাচারস্কি তাদের একজন), ভাবছিলাম 'একজন সাধারণ শ্রেণীভুক্ত মার্কসবাদীর দর্শন-বিষয়ক মতামত' নামে প্রকাশ করি। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক তখন তা করি নি। এখন আপসোস হচ্ছে কেন তখন সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করলাম না!

তারপরে এখন 'মার্কসবাদের দর্শন-বিষয়ক অনুশীলন' প্রকাশিত হয়েছে। আমি এই বইয়ের সবক'টি প্রবন্ধ পড়েছি, সুভোরফের প্রবন্ধটি বাদে (সেটি এখন পড়ছি) আর প্রত্যেকটি প্রবন্ধই আমাকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। এ-ধরনের ধ্যানধারণা প্রচার করে যে-বই বা যে গোষ্ঠী তাতে লেখা বা সেই গোষ্ঠীর সদস্য হওয়ার চেয়ে আমি বরং একঘরে হতে রাজী।

আমি আবার 'একজন সাধারণ শ্রেণীভুক্ত মার্কসবাদীর দর্শন-বিষয়ক মতামত' নিয়ে বসেছি এবং লিখতে শুরু করেছি। 'অনুশীলন' পড়তে পড়তেই আলেকসান্দর আলেকসান্দ্রোভিচ (বোগদানফ)-কে* চিঠি লিখে আমার মতামত জানিয়েছি, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যা আমার মনে হয়েছে তার কোনোকিছুই গোপন না করে।"

চিঠিটা পেয়ে গর্কি চেষ্টা করলেন দুজনের সামনাসামনি একটা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে মিটমাট করাতে। বোগদানফ, বাজারফ ও আরো অনেকে তখন থাকতেন ক্যাপ্রিতে। গর্কি চিঠি লিখে লেনিনকেও আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু লেনিন রাজী নন। এটা একটা সাধারণ ঝগড়ার ব্যাপার নয় যে সামনা-সামনি কথা হওয়ার সুযোগ ঘটলে দু-পক্ষ মেনে নিতে পারে এমন একটা মীমাংসায় পৌঁছনো সম্ভব। ১৬ই এপ্রিল তারিখে একটি চিঠি লিখে গর্কিকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, "গিয়ে কোনো লাভ নেই, যাওয়াটা আমার পক্ষে ক্ষতিকর হবে। ধর্মের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদকে যুক্ত করে যারা প্রচারে নেমেছে তাদের মতো লোকের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না, আমি কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না। তর্ক করে কোনো ফল পাওয়া যাবে না, খামোকা নিজেকে ব্যতিব্যস্ত করাটা অর্থহীন।"

গর্কি তবুও পীড়াপীড়ি করে চিঠি লিখতে লাগলেন। লেনিনকে শেষ পর্যন্ত যেতে হল। যাবার আগে একথাটি আরো একবার স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন যে ক্যাপ্রিতে তিনি যাচ্ছেন বোগদানফ বা বাজারফ বা লুনাচারস্কির সঙ্গে ধর্ম ও দর্শন নিয়ে আলোচনা করতে নয়, গর্কির সঙ্গেই কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসতে, 'প্রোলেতারি'র সঙ্গে গর্কি কি-ভাবে আরো ঘনিষ্ঠ হতে পারেন তা নিয়ে আলোচনা করতে।

মাত্র কয়েকটা দিন লেনিন কাটিয়ে গিয়েছিলেন ক্যাপ্রিতে। চেনা-পরিচিতের ভিড় ছিল যথেষ্ট, হৈ-চৈ গল্পগুজব লেগেই থাকত, কিন্তু তারই মধ্যে লেনিন ও গর্কি পরস্পরের সান্নিধ্যে কয়েকটা দিন কাটাতে পেরে পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বিশেষ করে গর্কির ওপরে লেনিনের এই কয়েকটি দিনের সাহচর্যের প্রভাব পড়েছিল খুব বেশি মাত্রায়।

একসঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন দুজনে—নেপ্‌ল্‌স-এ, জাতীয় মিউজিয়মে, পম্পেই-এর ধ্বংসাবশেষের এলাকায়। একসঙ্গে ভিসুভিয়সের চুড়োয় উঠেছিলেন। একসঙ্গে সমুদ্রে যেতেন ক্যাপ্রির জেলেদের সঙ্গে। গর্কি তাঁর স্মৃতিকথায়

লিখেছেন, লেনিনের ব্যক্তিত্বে এমন একটা কিছু ছিল যা "চুম্বকের মতো আকর্ষণ করত।" এমন একটা কিছু যা শ্রমজীবী মানুষের হৃদয় জয় করত। রুশদেশের আরো অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি ক্যাপ্রির জেলেদের সঙ্গে দিন কাটিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু লেনিন এমনভাবে তাদের ভালোবাসা কেড়েছিলেন যা আর কেউ পারেন নি। লেনিন চলে আসার পরেও বহুদিন পর্যন্ত ক্যাপ্রির জেলেরা লেনিনের কথা বলাবলি করত।

আর গর্কিকে দেখেও মনে হতে পারত, লেনিনের মতো এমন শ্রোতা তিনি বোধ হয় আর কখনো পান নি। লেনিনকে সামনে বসিয়ে নিজের জীবনের গল্প বলে যেতেন —তাঁর শৈশবের কথা, নিঝ্‌নি নভ্‌গোরদে তাঁর প্রথম যৌবনের দিনগুলির কথা, বিরাট নদী ভল্‌গার কথা, রুশদেশের শহরে ও গ্রামে তাঁর পরিব্রাজক জীবনের কথা। লেনিন মন দিয়ে শুনতেন, পরে পরামর্শ দিয়েছিলেন গর্কি যেন তাঁর জীবনের কাহিনী পাঠকদের কাছেও উপস্থিত করেন, পাঠকদের ভালো লাগবে। লেনিনের এই পরামর্শ মনে রেখেছিলেন গর্কি। তিনটি খণ্ডে—আমার ছেলেবেলা, পৃথিবীর পথে, পৃথিবীর পাঠশালায়—নিজের জীবনের কাহিনী লিখে এক অসাধারণ জীবনী-সাহিত্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন।

লেনিনকে এত সামনে থেকে দেখার সুযোগ গর্কির এই প্রথম। মানুষটিকে দেখে কী মনে হত গর্কির? গর্কি লিখেছেন, "সব বিষয়েই এই মানুষটির সমান আগ্রহ—কি দাবাখেলায়, কি 'পোশাকের ইতিহাস' সম্পর্কিত বইয়ে, কি কমরেডদের সঙ্গে তর্কবিতর্কে, কি মাছ-ধরায়, কি দক্ষিণাঞ্চলের তপ্ত রৌদ্রে পাহাড়ে পাহাড়ে টো টো করে ঘুরে বেড়ানোয়, কি 'জেনিস্তার সোনালী রঙের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকায়, কি জেলেদের গাঁয়ের শিশুদের সঙ্গে কথা বলায়।"

গর্কিকে লেনিন বলেছিলেন, লেখককে চলতে হবে দেশের সঙ্গে ও মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে। কথাটা পুরনো, তবুও লেনিনের মুখে এই পুরনো কথাটাই গর্কিকে নাড়া দিল।

দিন কয়েকের মধ্যেই ক্যাপ্রি থেকে ফিরে এসেছিলেন লেনিন। তবে বোগদানফদের সঙ্গে দার্শনিক আলোচনা একেবারে এড়িয়ে আসতে পারেন নি। লেনিন তাঁর স্পষ্ট মতপার্থক্য জানিয়ে শেষে প্রস্তাব করেছিলেন,

আপাতত নিজেদের সমস্ত সামর্থ্য নিয়ে মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে নামা যাক, বিপ্লবের ইতিহাসের যে ব্যাখ্যা মেনশেভিকরা উপস্থিত করছে, যা পার্টিকে অবলোপ করারই সামিল, তার বিরুদ্ধে বিপ্লবের বলশেভিক ইতিহাস উপস্থিত করে লড়াই শুরু করা যাক। কিন্তু বোগদানফরা রাজী নন, নিজস্ব দার্শনিক মতামত প্রচার করাটাই তাঁদের কাছে মুখ্য কাজ।

ফিরে এসে ক্যাপ্রির অন্য নানা গল্প করতেন, কিন্তু এই আলোচনার প্রসঙ্গ বড়ো একটা তুলতেন না। ক্রুপ্‌সকায়াকে শুধু বলেছিলেন, 'ওদের বলে এসেছি, আমাদের পথ আলাদা হয়ে গিয়েছে।'

আর কিছু বলতেন না, কিন্তু বোঝা যেত চিন্তাটা মনের মধ্যে আছে এবং তা তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলছে।

ক্যাপ্রি থেকে ফিরে এসেই দর্শনের বইয়ের মধ্যে ডুব দিলেন।

এই সময়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন ভোরোভস্কি নামে একজন কমরেডকে—'ভ্‌পেরিয়দ' বার করার সময়ে, ১৯০৫ সালের বিপ্লবের সময়ে তাঁর সহকর্মী ভোরোভস্কি।

চিঠিটি এই :

"প্রিয় বন্ধু, তোমার চিঠির জন্যে ধন্যবাদ। যে দুটি 'সন্দেহ' তুমি প্রকাশ করেছ, দুটিই ভুল। আমি মেজাজ খারাপ করি নি, কিন্তু অবস্থাটাই বড়ো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বোগদানফের সঙ্গে বিচ্ছেদ আর কিছুতেই ঠেকানো যাবে না। আসল কারণটা এই : বোগদানফের দার্শনিক মতামতের বিরুদ্ধে সভাসমিতিতে (সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় নয়) তীব্র মতপ্রকাশ হয়েছে, এতে বোগদানফ খুব রুষ্ট। এখন বোগদানফ ইচ্ছে করেই মতবিরোধগুলো খুঁচিয়ে তুলতে চাইছে। ও আর আলেক্‌সিনস্কি এখন ধরে বসে আছে বয়কট (অর্থাৎ ডুমা বয়কট)···এই আলেক্‌সিনস্কি লোকটির স্বভাব-ই ঝগড়া করা, আমি ওর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি।···এই বয়কটকেই, ওদের এই এম্‌পিরিও-অদ্বৈতবাদী বয়কটকেই কারণ হিসেবে তুলে ধরে ওরা চাইবে ফাটল ধরাতে। অল্পদিনের মধ্যেই ঘটনাটা পাকিয়ে উঠবে। আগামী সম্মেলনে লড়াই অনিবার্য। বিচ্ছেদ ঘটে যেতেও পারে। 'বাম'-দের এই লাইন আর নির্ভেজাল 'বয়কটবাদ' যদি টিকে যায় তাহলে আমি সঙ্গে সঙ্গে ফ্র্যাকশন ছাড়ব। তোমাকে তাই তাড়াতাড়ি চলে আসতে বলেছিলাম, তুমি এলে অবস্থাটা সহজ করে তুলতে আমাদের সহায় হতে পারবে। আগস্ট

মাসের (নতুন ক্যালেণ্ডারের হিসেবে) সম্মেলনে প্রতিনিধি হয়ে তুমি আসবে, এটা নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েই আমরা অগ্রসর হচ্ছি। তোমার কাজের পরিকল্পনা অবশ্যই এমনভাবে কোরো যাতে বিদেশে আসা চলে। যে সব বলশেভিক আসবে তাদের সকলের যাতায়াতের খরচ আমরা পাঠাব। স্থানীয় সংগঠনগুলিতে আওয়াজ তোলো : সম্মেলনে যাবে স্থানীয় কর্মী ও সাচ্চা কর্মী—শুধু তারাই! তোমাকে বিশেষ অনুরোধ, আমাদের কাগজের জন্যে লেখা পাঠাও। আমরা এখন লেখার জন্যে টাকা দিতে পারি, নিয়মিত দিয়ে যাব। ইতি—

পুঃ—দর্শনের যে বইটি আমি লিখব তা প্রকাশ করতে পারে এমন কোনো প্রকাশক তোমার সন্ধানে আছে কি ?"

এই চিঠিটি পড়ে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এই বিষয়টিও জানা যাচ্ছে যে লেনিনের হাতে সে-সময়ে পার্টির কাজে খরচ করার মতো টাকা ছিল। কোথা থেকে এল এই টাকা ? ক্রুপ্‌সকায়ার মুখেই ঘটনাটা শোনা যাক।

"এ-সময়ে বলশেভিকদের হাতে টাকার সংস্থান ছিল বেশ ভালো রকম। মোরাজফের (একজন ধনী শিল্পপতি) ভাইপো, মস্কোর প্রেসনায়া অঞ্চলের একটি আসবাবের কারখানার মালিক তরুণ নিকোলাই পাভলোভিচ শ্মিট ১৯০৫ সালে শ্রমিকদের দিকে চলে আসে ও বলশেভিকদের দলে যোগ দেয়। 'নোভায়া ঝিঝ্‌ন' প্রতিষ্ঠার জন্যে ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার জন্যে টাকা সে-ই দিয়েছিল। শ্রমিকদের সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়ে উঠেছিল খুবই অন্তরঙ্গ। সে ছিল শ্রমিকদের একজন সেরা বন্ধু। পুলিসের লোকেরা বলত যে শ্মিটের কারখানা হচ্ছে একটি 'শয়তানের বাসা'। মস্কো অভ্যুত্থানের সময়ে এই কারখানা গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। পরে নিকোলাই পাভলোভিচ গ্রেপ্তার হয়ে যায়। কারাগারে তার ওপরে সমস্ত রকমের অত্যাচার চলে। পুলিস তাকে এনে দেখায় তার কারখানার কী হাল করা হয়েছে, শ্রমিকদের কি ভাবে হত্যা করা হয়েছে। শেষপর্যন্ত তাকেও কারাগারের ভিতরে হত্যা করা হয়। মৃত্যুর আগে সে বাইরের বন্ধুদের কাছে এই খবরটুকু পৌছে দিতে সমর্থ হয় যে সে তার সমস্ত সম্পত্তি বলশেভিকদের দিয়ে যাচ্ছে।

নিকোলাই পাভলোভিচের সম্পত্তির কিছু অংশ পেয়েছিল তার ছোটবোন

এলিজাবেথা পাভ্‌লোভনা শ্মিট। সেও ঠিক করে যে তার ভাগের সম্পত্তি বলশেভিকদের দিয়ে দেবে। কিন্তু সে তখনো সাবালিকা নয়। এজন্যে, সে যা চায় সেই মতেই যাতে তার সম্পত্তির ব্যবস্থা করতে পারে, সেজন্যে তার একটি ভুয়ো বিয়ে দেওয়া হবে স্থির হয়। পার্টির লড়িয়ে দলের কমরেড ইগ্‌নাতিয়েফ, বৈধভাবে বাইরেই যে থাকতে পেরেছিল, তার সঙ্গে এলিজাবেথা পাভলোভনার বিয়ের একটা লোক-দেখানো অনুষ্ঠান করা হয়। আইনের চোখে বিয়ে হয়ে যাবার পরে এলিজাবেথা পাভলোভনা লাভ করে স্বামীর সম্মতি নিয়ে নিজের সম্পত্তি সম্পর্কে যা-খুশি করার অধিকার। কিন্তু এই বিয়েটা ছিল প্রকৃতই ভুয়ো বিয়ে। এলিজাবেথা পাভলোভনার সত্যিকারের বিয়ে হয়েছিল অন্য একজন বলশেভিকের সঙ্গে—সে হচ্ছে ভিক্তর তারাতুতা। লোক-দেখানো বিয়েটা হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া সম্পত্তির ওপরে তার অধিকার কায়েম হয়ে যায়। তখন সেই সম্পত্তি তুলে দেওয়া হয় বলশেভিকদের হাতে। এ-কারণেই ইলিচ এত নিশ্চিতভাবে 'প্রোলেতারি'-তে লেখার জন্যে নিয়মিত টাকা দেবার কথা ও সম্মেলনের প্রতিনিধিদের যাতায়াতের জন্যে খরচ দেবার কথা বলতে পেরেছিল।"

লেনিন ও বোগদানফ ছাড়া 'প্রোলেতারি'-র অপর সদস্য ছিলেন ইনোকেন্‌টি (আই দুব্রোভিন্‌স্কি)। তিনি এই সময়ে জেনিভায় ছিলেন ও লেনিনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

ইনোকেন্‌টিকে লেনিন প্রথম দেখেছিলেন উনিশ-শো পাঁচের বিপ্লবের সময়ে। বিপ্লবের কাজে পুরোপুরি অনুগত একজন কমরেড, যতো বিপজ্জনক ও যতো শক্ত কাজই হোক, কখনোই পিছু-পা নন, বিনা দ্বিধায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। লড়াইয়ের সময়েও তিনি সবার আগে—মস্কো অভ্যুত্থানের সময়ে মস্কোতে, ক্রনস্টাট অভ্যুত্থানের সময়ে ক্রনস্টাটে। কোনো পার্টি-কংগ্রেসেই যোগ দিতে পারেন নি, প্রত্যেক বারেই তিনি ছিলেন জেলে। বিদ্বান বলতে যা বোঝায় তা তিনি নন কিন্তু তাঁর বক্তৃতা শুনে শ্রমিকরা সংগ্রামের প্রেরণা পায়।

জেনিভায় এমন একজন কমরেডকে কাছে পেয়ে লেনিন আন্তরিক খুশি হয়েছিলেন। ভাবনার জগতে দুজনের মধ্যে মিলও অনেক। পার্টির যে কতখানি গুরুত্ব তা দুজনেই স্বীকার করতেন। যারা বলে পার্টির কোনো

গোপন ও বেআইনী সংগঠন থাকা উচিত নয়, থাকলে পার্টির কাজে ব্যাঘাত হয়, আর এই বলে যারা পার্টির অস্তিত্বকেই লোপ করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে অবিচলিত সংগ্রাম চালাতে হবে—দুজনেরই এই ছিল মত। প্লেখানফ সম্পর্কে দুজনেরই উঁচু ধারণা এবং প্লেখানফ পার্টি-অবলোপকারীদের সঙ্গে যোগ দেন নি দেখে দুজনেই খুশি। দুজনেই মনে করতেন, প্লেখানফের দার্শনিক মতামতটাই ঠিক, বোগদানফের নয়, সম্পর্ক কাটা উচিত বোগদানফের সঙ্গে। দর্শনের ফ্রন্টে লড়াইকে দুজনের কেউ-ই খাটো করতেন না। একই ভাবনায় ভাবিত ছিলেন এই দুটি মানুষ। সে-সময়ে লেনিনের আশেপাশে এমন কমরেড দ্বিতীয় আর কেউ ছিলেন না যাঁর মধ্যে লেনিন নিজের চিন্তাধারার এমন একটা মিল পেতে পারতেন। ইনোকেন্‌টি হয়ে উঠলেন লেনিনের সবচেয়ে কাছের মানুষ।

সময়টা ছিল বড়ো কঠিন। রুশদেশে পার্টির সংগঠন ভেঙে পড়ছে, দালাল ও গুপ্তচররা পার্টির ভালো ভালো কর্মীদের পুলিসের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে, সভাসমিতি একেবারেই বন্ধ। আর পার্টির যাঁরা খানিকটা পরিচিত নেতা তাঁদের তো রেহাই পাবার কোনো পথই ছিল না। গোড়াতেই গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। কামেনেফ, জিনোভিয়েফ ও এমনি আরো অনেককেই জেলে যেতে হল।

যাঁরা নির্দেশ দিতে পারেন, পথ দেখাতে পারেন, এমন কমরেডরা বাইরে না থাকলে অবস্থা যা হবার তাই হল। আন্দোলনে ও প্রচারে কারও কোনো উৎসাহ থাকল না। সাধারণ মানুষ আশ্রয় নিল ঘরের মধ্যে। লড়িয়ে দল যে-সমস্ত খাড়া করা হয়েছিল, নেতা না থাকাতে ও গণ-সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকাতে তারাও ঝিমিয়ে পড়ল। ভিড় কমল না শুধু পাঠচক্রগুলিতে, সবাই জানতে চায়, কী ঘটে গেল তা বুঝতে চায়। কিন্তু পাঠচক্রগুলির সংগঠনেও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল, কেননা পাঠচক্র পরিচালনার দক্ষতা আছে এমন কমরেড বিশেষ কেউ বাইরে ছিলেন না। আন্দোলন বাড়তে লাগল শুধু প্রত্যাহারবাদীদের, যেহেতু হতাশা ও বিশৃঙ্খলার অবস্থাই এই আন্দোলনের পক্ষে সুবিধের।

এমনি অবস্থার মধ্যেও ইনোকেন্‌টি তাঁর কর্মক্ষমতার পরিচয় দিতে পারলেন। সে-সময়ে এমন বহু জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, ইনোকেন্‌টির সাহায্য না পেলে যা থেকে উদ্ধার পাওয়া শক্ত হত।

লেনিন ব্যস্ত ছিলেন তাঁর দর্শনের বই লেখা নিয়ে। বইটি তিনি তাড়াতাড়ি শেষ করতে চেয়েছিলেন। দর্শনের নানা প্রশ্ন নিয়ে চারদিকে আলোচনা শুরু হয়েছিল এবং দর্শনের ক্ষেত্রেও সুযোগ বুঝে নানা বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছিল। সমস্ত বিভ্রান্তির জবাব দেওয়া ও সঠিক চিন্তাধারার নির্দেশ দেওয়াটা হয়ে উঠেছিল জরুরী প্রয়োজন। তবে জেনিভায় বসে বইটি লিখতে লেনিন অসুবিধে বোধ করছিলেন। প্রথমত বইটি লিখতে হলে যে-সমস্ত উপকরণ হাতের কাছে পাওয়া দরকার জেনিভার লাইব্রেরিতে তার অভাব ছিল। দ্বিতীয়ত বোগদানফ ও লুনাচারস্কি ক্যাপ্রি থেকে জেনিভায় ফিরে আসার পরে জেনিভার বলশেভিক মহলের রাজনৈতিক আবহাওয়া কিছুটা অস্থির ছিল। লেখার জন্যে যে আয়োজন দরকার ও যে শান্ত পরিবেশ, দুয়েরই অভাব ঘটেছিল জেনিভায়। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে বসে বইটি শেষ করবেন মনস্থ করে লেনিন কিছুদিনের জন্যে জেনিভা থেকে বিদায় নিলেন।

ক্রুপ্‌সকায়া একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ করেছেন যা থেকে বোঝা যায় এই বইটির চিন্তা সে-সময়ে লেনিনকে কতখানি গ্রাস করে বসেছিল। ক্রুপ্‌সকায়া ফরাসীভাষা শিখছিলেন। ফরাসীভাষার ব্যাকরণের বই, ইতিহাসের বই, ইত্যাদি ধরনের অনেকগুলো বই ছিল তাঁর সংগ্রহে। দর্শনের বইয়ের কাজ করতে করতে লেনিন যখন অত্যন্ত শ্রান্ত বোধ করতেন তখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্রুপ্‌সকায়ার এই ফরাসীভাষা-শিক্ষার বইগুলো পড়তেন। এই বইগুলো তখন তাঁর কাছে হয়ে উঠত বিশ্রামের উপকরণ, দর্শনের চিন্তায় উত্তেজিত স্নায়ু শান্ত হত।

লেনিন যখন লণ্ডনে, জেনিভায় একটি সভার ঘোষণা শোনা গেল। দর্শনের বিষয়ে সভা, প্রধান বক্তা লুনাচারস্কি। লণ্ডন থেকে লেনিন একটি বক্তৃতার খসড়া পাঠিয়ে দিলেন আর এই খসড়ার ওপরে ভিত্তি করে পুরো বক্তৃতাটি তৈরি করে নিয়ে ইনোকেন্‌টি যোগ দিলেন এই সভায়। শ্রমিকদের সভায় শ্রমিকদের ভাষায় বক্তৃতা দিতে অভ্যস্ত এই তথাকথিত "অশিক্ষিত" কমরেডটি উচু মহলের দুরূহ দার্শনিক বিষয়েও ভালোই বক্তৃতা দিয়েছিলেন। নিজের নামে ও লেনিনের নামে স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করেছিলেন, এম্‌পিরিও-অদ্বৈতবাদ নামে যে দার্শনিক চিন্তা বোগদানফ আমদানী করেছেন তার সঙ্গে বলশেভিকবাদের বিন্দুমাত্র মিল নেই, তিনি ও লেনিন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে বিশ্বাসী এবং প্লেখানফের পক্ষে। বোগদানফও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন, ইনোকেন্‌টিকে

তীব্র আক্রমণ করে তিনি বক্তৃতা করেছিলেন, কিন্তু ইনোকেন্‌টিকে বিচলিত করতে পারেন নি।

লেনিন লণ্ডন থেকে ফিরে এলেন খুশি মনে। যে উদ্দেশ্যে তাঁর লণ্ডন যাওয়া তা সিদ্ধ হয়েছে বোঝা গেল। ইনোকেন্‌টি তাঁকে এই সভার বিবরণ শোনালেন।

লেনিন ফিরে আসার কিছুদিন পরেই ২৪-এ আগস্ট তারিখে বসল কেন্দ্রীয় কমিটির সভা। স্থির হল যে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব পার্টির সম্মেলনের আয়োজন করা হবে।

মেনশেভিকদের মধ্যে তখন অবলোপকারীদেরই প্রাধান্য। তারা চায় পার্টি উঠিয়ে দিতে, পার্টির বেআইনী সংগঠন ভেঙে দিতে। তাদের ধারণা, যতো গ্রেপ্তারের মূলে এই পার্টি আর তার বেআইনী সংগঠন। এ দুয়ের অস্তিত্ব না থাকলে গ্রেপ্তার হওয়ার কারণও থাকে না। পার্টির কাজকর্ম সীমাবদ্ধ থাকুক পুরোপুরি বৈধ সংগঠনগুলির মধ্যে—যেমন, ট্রেডইউনিয়ন, সমাজ-কল্যাণ সমিতি, ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্যদিকে বলশেভিকদের মধ্যে বিপরীত প্রান্তে রয়েছে প্রত্যাহারবাদীরা ও চরমপত্রবাদীরা। তাদের আপত্তি শুধু ডুমায় যোগ দেবার ব্যাপারে নয়; সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান, ক্লাব স্কুল, বৈধ ট্রেডইউনিয়ন, শ্রমিকদের জীবনবীমা সমিতি ইত্যাদি সংগঠনের সঙ্গে পর্যন্ত কোনোরকম সম্পর্ক রাখতে তারা অনিচ্ছুক। মেনশেভিক অবলোপ-কারীরা এবং প্রত্যাহারবাদীরা ও চরমপত্রবাদীরা শেষপর্যন্ত একই জায়গায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। তা হচ্ছে বিপ্লবের কাজ থেকে সরে আসা, নেতৃত্ব ছেড়ে দেওয়া, সমস্ত সুবিধার জায়গা থেকে পিছু হটা। প্রতিক্রিয়ার দাপটের আমলের নতুন পরিস্থিতি এরা কেউ-ই ঠিকভাবে বিচার করতে পারে নি। উভয় পক্ষেরই ভূমিকা শেষপর্যন্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে পার্টি অবলোপকারীর।

এই অবস্থার মধ্যেই পার্টি সম্মেলনের প্রস্তুতির কাজ হাতে নিতে হল। স্থির হল যে প্রতিনিধি নির্বাচনের আন্দোলনে এই দক্ষিণ ও বাম উভয়পক্ষের অবলোপকারীদের প্রকৃত চেহারা তুলে ধরতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে জোর প্রচার চালাতে হবে। এই পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্যে ইনোকেন্‌টি সেন্ট পিটার্সবুর্গে ফিরে গেলেন এবং মোটামুটি সফলও হলেন। কিন্তু এবারেও তিনি নিজে পার্টি সম্মেলনে যোগ দিতে পারলেন না। সম্মেলনটি হয়েছিল ১৯০৮ সালের ডিসেম্বরে। তার সপ্তাহ দুয়েক আগে তিনি ওয়ারশ' স্টেশনে

গ্রেপ্তার হয়ে যান। পরে জানা গিয়েছিল সেই ঝিতোমিরস্কি নামে দালালের বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই পুলিস তাঁর হদিস পেয়ে গিয়েছিল। গ্রেপ্তারের পরেই তিনি নির্বাসিত হন।

লেনিন তাঁর দর্শনের বইটি শেষ করলেন সেপ্‌টেম্বর মাসে, ইনোকেন্‌টির ভিয়েনা ছেড়ে চলে যাবার পরে। বইটি প্রকাশিত হল আরো পরে, ১৯০৯ সালের মে মাসে, মস্কোর একটি প্রকাশ-ভবন থেকে। বইটি যাতে তাড়াতাড়ি প্রকাশিত হয় সেজন্যে লেনিন যে কতখানি ব্যগ্র ছিলেন তা বোঝা যায় আনার কাছে লেখা তাঁর একটি চিঠি থেকে: "বইটি তাড়াতাড়ি বেরোক, এটা খুবই জরুরী। একটা বই বেরোচ্ছে, আমার কাছে শুধু এটুকুই কারণ নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে গুরুতর রাজনৈতিক বিবেচনাও।"

বইটির নাম 'বস্তুবাদ ও এম্‌পিরিও-ক্রিটিসিজ্‌ম'।

কোন অবস্থায় বইটি তাঁকে লিখতে হয়েছে তার বিবরণ দিতে গিয়ে লেনিন লিখেছেন:

"ছ-মাসেরও কম সময়ের মধ্যে এমন চারটি বই প্রকাশিত হয়েছে যাতে প্রধান ও প্রায় সম্পূর্ণ আক্রমণ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বিরুদ্ধে। এগুলির মধ্যে প্রথম ও প্রধান স্থান একটি সংকলনের, যার লেখকদের মধ্যে আছেন— বাজারফ, বোগদানফ, লুনাচারস্কি, বেরমান, হেলফণ্ড, য়ুশ্‌কেভিচ ও সুভোরফ। সংকলনটির নাম, 'মার্কসবাদের দর্শন বিষয়ে (?—'বিরুদ্ধে' বললে কি আরো সঙ্গত হত না ?) অনুশীলন'। তারপরে য়ুশ্‌কেভিচের 'বস্তুবাদ ও বিচার-সাপেক্ষ বাস্তববাদ', বেরমানের 'আধুনিক জ্ঞানতত্ত্বের আলোকে ডায়ালেক্‌টিক্‌স', ভালেন্‌তিনফের 'মার্কসবাদের দার্শনিক নির্মিতি'।...এঁদের মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক মতভেদ, তা সত্ত্বেও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বিরোধিতার ক্ষেত্রে এঁরা ঐক্যবদ্ধ, সঙ্গে সঙ্গে আবার দর্শনের ক্ষেত্রে নিজেদের মার্কসবাদী বলে দাবিও করছেন। বেরমান বলেছেন, এঙ্গেলসের ডায়ালেক্‌টিকস হচ্ছে 'রহস্যবাদ'। বাজারফ বলছেন, 'এঙ্গেলসের মতামত 'অপ্রচলিত'। এমন কথার পিঠে কথা বলে যাবার মতো করে বলছেন যেন এটা একটা স্বতঃপ্রতীয়মান ঘটনা। ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হতে পারে—'আধুনিক জ্ঞানতত্ত্বের' কথা, 'সাম্প্রতিক দর্শন' (বা 'সাম্প্রতিক প্রত্যক্ষবাদ')-এর কথা, 'আধুনিক প্রকৃতি-

বিজ্ঞানের দর্শনের' কথা বা এমনকি 'বিংশ শতকের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দর্শনের' কথা ইত্যাদি কথা নিয়ে যাঁরা গর্বের সঙ্গে কথা বলে যেতে পারেন, আমাদের সেই সাহসী যোদ্ধাদের হাতে বস্তুবাদ বুঝি নাকচ হয়ে গিয়েছে।"

লেনিন বলছেন, মার্কসবাদের নামে এঁরা যে জিনিস উপস্থিত করছেন তা অবিশ্বাস্য রকমের "ঘোলাটে, বিভ্রান্তিকর ও প্রতিক্রিয়াশীল"। কোথায় এঁদের আটকাচ্ছে তা অনুসন্ধান করে দেখার জন্যেই তিনি এই বইটি লিখেছেন।

লেনিনের বইয়ের পরিসর শুধু এই অনুসন্ধানটুকু নয়, তার চেয়ে অনেক বড়ো, অনেক ব্যাপক। সমালোচনা তিনি করেছেন বোগদানফ ও বাজারফদের তো বটেই, তাঁদের যাঁরা দার্শনিক শিক্ষাগুরু সেই মাখ্ ও আভেনারিয়ুসেরও।

লেনিন দেখিয়েছেন, মাখ্ ও আভেনারিয়ুসও মার্কসীয় বস্তুবাদের বিরোধী দার্শনিক, ভাববাদী দর্শনকেই তাঁরা উপস্থিত করেছেন খানিকটা সূক্ষ্ম ও মাজাঘষা চেহারায়। তবে এসব সমালেচনার চেয়েও বড়ো কথা, লেনিন তাঁর এই বইয়ে জোরালো যুক্তি উপস্থিত করেছেন দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পক্ষে—মার্কসবাদের যা তত্ত্বগত ভিত্তি। এঙ্গেলসের মৃত্যুর সময় থেকে এই বইয়ের প্রকাশকাল পর্যন্ত যে ঐতিহাসিক কাল পার হয়েছে, লেনিন তাঁর এই বইয়ে বস্তুবাদী দৃষ্টি থেকে তুলে ধরেছেন সেই সমগ্র কাল, সেই কালের বিজ্ঞান—বিশেষ করে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। অর্থাৎ, এঙ্গেলসের সময় পর্যন্ত এঙ্গেলস যে-দায়িত্বটি পালন করেছেন—মার্কসীয় দর্শনকে কালের পটভূমিতে স্থাপন করার দায়িত্ব—এঙ্গেলসের পরবর্তীকালে সেই একই দায়িত্ব পালন করলেন লেনিন। 'বস্তুবাদ ও এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম' বইটিকে এদিক থেকে বলা চলে মার্কসীয় দর্শনে নতুন লেনিনীয় পর্ব।

লেনিন দেখিয়েছেন, মাখ্ ও অন্যান্য বুর্জোয়া দার্শনিকরা তাঁদের নতুন দর্শন বলে যে-জিনিসটি চালাতে চাইছেন তা আসলে ভাববাদী দর্শনেরই রকমফের মাত্র—সেই একই জঞ্জাল। 'এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম'—এই গালভরা দুর্বোধ্য নামের আড়ালে যে-দর্শন উপস্থিত হচ্ছে তা আসলে আঠারো শতকীয় কূপমণ্ডুকতার খানিকটা পালিশ-দেওয়া চেহারা ছাড়া কিছু নয়। মূল বক্তব্যে একই জায়গায় স্থিতি : বিষয়ীনির্ভর ভাববাদ।

এই বিশ্ব মাখ্পন্থীর কাছে বিষয়ীনির্ভর অনুভূতির সমষ্টি মাত্র। লেনিন

এই মাখ্‌পন্থীর সামনে একটি প্রশ্ন রাখলেন : মানুষ আসার আগে কি প্রকৃতির অস্তিত্ব ছিল না? বিশ্ব যদি অনুভূতির সমষ্টিই হয়ে থাকে তাহলে কি এই উদ্ভট সিদ্ধান্তে পৌছতে হয় না যে বিশ্বজগৎ ও প্রকৃতি ও মানুষ সকলেরই অস্তিত্ব শুধু আমাদের অনুভূতিতে—দার্শনিকের মনে? লেনিন প্রশ্ন করলেন, মানুষ কি মস্তিষ্কের সাহায্য নিয়ে চিন্তা করে না? এক্ষেত্রে এম্‌পিরিও-ক্রিটিসিজ্‌ম-পন্থীদের জবাব হল আরো উদ্ভট : মস্তিষ্ক নাকি চিন্তার অঙ্গ নয়। লেনিন ঠাট্টা করে বললেন, এম্‌পিরিও-ক্রিটিসিজম-এর দর্শন হচ্ছে মস্তিষ্কহীন দর্শন। বস্তুবাদী বলেন, বস্তুই মুখ্য, চেতনা ও চিন্তা গৌণ। প্রতিদিনের ঘটনার সাক্ষ্য বস্তুবাদীর এই বক্তব্যকেই প্রমাণ করে।

মানুষকে কাজ করতে হয় আর এই কাজের মধ্যে দিয়ে তার জ্ঞানলাভ হয়। অর্থাৎ জ্ঞানলাভ করাটা একটা প্রক্রিয়া আর এই প্রক্রিয়ায় হাতেকলমে কাজ করার বা সাধনক্রিয়ার একটা ভূমিকা আছে। বিষয়টি নিয়ে লেনিন তাঁর বইয়ে বিস্তৃত আলোচনা তুলে বললেন, সাধনক্রিয়ার প্রয়োজন থেকেই জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উৎপত্তি। জ্ঞানলাভ করতে হলে বাস্তব তৎপরতা চাই। জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়ায় এই বাস্তব তৎপরতা বা সাধনক্রিয়াই হচ্ছে মুখ্য চালিকাশক্তি।

সত্য যাচাইয়ের মানদণ্ড হচ্ছে এই সাধনক্রিয়া, একথাটিও লেনিন তাঁর বইয়ে স্পষ্ট করে তুলে ধরলেন। এই মানদণ্ডে যাচাই করা হলে ভাববাদ, অজ্ঞেয়বাদ, যা-কিছু বানানো, যা-কিছু মিথ্যা—সবই বাতিল হয়ে যায়। সাধন-ক্রিয়া মানুষকে নিয়ে চলে অবিরাম অগ্রগতির দিকে, নতুন সৃষ্টির দিকে। কোনো জ্ঞান-ই তখন আর পরম ও শেষ জ্ঞান বিবেচিত হতে পারে না বা অন্ধবিশ্বাসের রূপ নিতে পারে না। মার্কসবাদ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও বৈপ্লবিক সাধনক্রিয়ার মধ্যে একটা সামগ্রিক ঐক্য স্বরূপ।

সে-সময়ে রুশদেশে ও পশ্চিম ইউরোপে প্রচণ্ড একটা রব তোলা হয়েছিল যে মাখ্‌বাদ হচ্ছে "প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নতুন দর্শন"। এটা যে একটা অসার কথা, তা প্রতিপন্ন করার প্রয়োজন ছিল। সেজন্যে আরো প্রয়োজন বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারগুলির দার্শনিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করার। লেনিন তাঁর বইয়ে দুটি কাজই যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করলেন।

উনিশ শতক শেষ হবার মুখে অনেকগুলো বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছিল—যেমন, এক্স-রে (১৮৯৫), তেজস্ক্রিয়তা (১৮৯৬), ইলেকট্রন (১৮৯৭), রেডিয়াম (১৮৯৮), বস্তুর ইলেকট্রন তত্ত্ব ইত্যাদি। আরো প্রমাণ

পাওয়া গেল যে ইলেকট্রনের ভর নির্ভর করে বেগের ওপরে এবং মৌলিক পদার্থের রূপান্তর সম্ভব। ফলে সাবেকীকালের পদার্থবিদ্যা জগৎ সম্পর্কে যা-কিছু ভাবতে শিখিয়েছিল তা একেবারে বাতিল হয়ে গেল। শুরু হল পদার্থবিজ্ঞানে একটা সংকটের অবস্থা।

নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে সৃষ্ট পদার্থবিজ্ঞানের এই সংকটের অবস্থার সুযোগ নিলেন ভাববাদী দার্শনিকরা। ইলেকট্রনের ভর পরিবর্তিত হয়—এই ঘটনার উল্লেখ করে তাঁরা বললেন, এ থেকে প্রমাণ হচ্ছে বস্তু ছাড়াই গতি ও তেজ পাওয়া যেতে পারে, বস্তুর অস্তিত্বই লোপ পাচ্ছে, বস্তু বলতে আমরা যে ধারণা পোষণ করি তা বাতিল হয়ে যাচ্ছে।

এই বক্তব্য যে অসার লেনিন তা প্রমাণ করলেন। আসল প্রশ্ন কী? ইলেকট্রনের কি বাস্তব অস্তিত্ব আছে? মানুষের মনের ওপরে নির্ভর না করে ইলেকট্রনের কি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে? বিজ্ঞানীকে স্পষ্ট ভাষায় এ-প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। বিজ্ঞানী অবশ্যই ইলেকট্রনের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করে নেবেন। তাই যদি হয় তাহলে বস্তুবাদই প্রতিষ্ঠিত হল।

লেনিন বললেন, ইলেকট্রন কখনোই বস্তুর শেষকথা হতে পারে না। যেমন পরমাণু তেমনি ইলেকট্রনও অফুরন্ত। প্রকৃতির শেষ নেই।

লেনিন প্রমাণ করলেন, বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারগুলি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বক্তব্যের সঙ্গেই পুরোপুরি খাপ খাচ্ছে। পরমাণু ধ্বংস হওয়া, পরমাণু ফুরিয়ে না যাওয়া, বস্তুর ও তার গতির রূপ বদলে যাওয়া—সমস্ত ঘটনার মধ্যেই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের জোরালো সমর্থন।

'বস্তুবাদ ও এম্‌পিরিও-ক্রিটিসিজম' বইটি সে-সময়ে পার্টির হাতে একটি জোরালো হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। এই হাতিয়ার নিয়ে পার্টি লড়াই চালিয়েছিল সকল প্রকারের সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে এবং মার্কসবাদকে যারা বিকৃত করছে তাদের বিরুদ্ধে।

লেনিনের 'কী করতে হবে?' বইটি ছিল পার্টি গড়ে তোলার মতাদর্শগত প্রস্তুতি, লেনিনের 'এক পা আগে, দুই পা পিছে' বইটি ছিল পার্টি গড়ে তোলার সাংগঠনিক প্রস্তুতি, লেনিনের 'গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল-ডেমোক্রেসির দুই কৌশল' বইটি ছিল পার্টি গড়ে তোলার রাজনৈতিক প্রস্তুতি, তেমনি লেনিনের 'বস্তুবাদ ও এম্‌পিরিও-ক্রিটিসিজম' বইটি হয়ে উঠল পার্টি গড়ে তোলার তত্ত্বগত প্রস্তুতি।

শেষপর্যন্ত জেনিভার জীবনেরও পাঠ উঠল, এমন এক সময়ে যখন মনে হচ্ছিল জেনিভাতেই আরো কয়েক বৎসরের স্থিতি হতে চলেছে।

তার আগে ক্রুপ্‌সকায়ার মা এসেছিলেন জেনিভায় মেয়ে ও জামাইয়ের সঙ্গে থাকতে। ছোট একটি বাসা ভাড়া নেওয়া হয়েছিল আর মা ও মেয়ে পুরোদস্তুর ঘরকন্না করছিলেন।

এসেছিলেন আরো অনেকে—জিনোভিয়েফ ও লিলিনা, কামেনেফ ও তাঁর পরিবার, লিয়াদফ ও ঝিতোমিরস্কি। জেনিভায় এসে লিলিনার একটি ছেলে হয়েছিল। ছোট একটি বাসায় তাঁরা উঠে গিয়েছিলেন।

এমনি সব মানুষজনের যাতায়াত—কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের এই ছোট মধ্যবিত্ত শহরে কোনো প্রাণের সাড়া ছিল না। লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া মাঝে মাঝে ভাবতেন, অন্য কোথাও, কোনো একটা বড়ো কেন্দ্রে যাওয়া যায় কিনা। মেনশেভিকরা ও সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনারিরা আগেই প্যারিসে চলে গিয়েছিলেন। ফলে প্যারিস হয়ে উঠেছিল নির্বাসিত রুশীদের বড়ো ঘাঁটি। লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়াও জেনিভা ছেড়ে প্যারিসে চলে এলেন।

দ্বিতীয়বারের নির্বাসনে এই প্যারিসের জীবনই হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে কষ্টের। লেনিন মাঝে মাঝে আক্ষেপ করে বলতেন, 'কোন শয়তানের কথা শুনে যে প্যারিসে এসেছিলাম!'

প্যারিসের জীবন শুরু ১৯০৮ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে।

শহরের উপকণ্ঠে বাসা ভাড়া নেওয়া হল। চারটি বড়ো বড়ো ঘর, প্রচুর আলোবাতাস, প্রত্যেক ঘরে অগ্নিকুণ্ডের ওপরকার তাকে আয়না বসানো। একটি ঘরে ক্রুপ্‌সকায়ার মা, একটি ঘরে লেনিনের বোন মারিয়া (প্যারিসে সে পড়তে এসেছিল), একটি ঘরে লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া, একটি ঘরে বৈঠকখানা। কিন্তু লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া যে-ভাবে জীবন কাটাতে অভ্যস্ত তার আয়োজনের সঙ্গে এই বাসাবাড়িটিকে ঠিক যেন মানাতে পারা গেল না। আসবাব বলতে জেনিভা থেকে নিয়ে এসেছিলেন কয়েকটা অতি সাধারণ টেবিল চেয়ার ও টুল। এই সামান্য উপকরণ দিয়ে, যতো চেষ্টাই করা হোক না কেন, বাসার শ্রী ফোটানো যায় না। জমাদারনী একটু অবাক হয়েই তাকাত বাড়ির মানুষ-গুলোর দিকে আর বাড়ির কৃপণ আয়োজনের দিকে।

আর প্যারিসে এসে ক্রুপ্‌সকায়াকে টের পেতে হল ঘরকন্না করার কাজটাও জেনিভার মতো সহজ ও সরলভাবে সারা যায় না, প্যারিসে ঝামেলা অনেক বেশি। ক্রুপ্‌সকায়ার মনে হল, প্যারিসে লালফিতের বাঁধন শুধু সরকারী দপ্তরে নয়, সর্ব ব্যাপারে। অনেকখানি সময় যায় লালফিতের বাঁধন খুলতে।

প্যারিসে এসে লেনিন সবচেয়ে বড়ো অসুবিধেয় পড়লেন লাইব্রেরি থেকে বই আনার ব্যাপারে। বাড়িওলার সুপারিশ না থাকলে প্যারিসের লাইব্রেরি থেকে বাড়িতে বই আনা যায় না। লেনিনের বাড়িওলা লেনিনের বাড়ির হাল দেখে সুপারিশ করতে ঠিক ভরসা পাচ্ছিলেন না। আরো একটা অসুবিধে, লেনিন যেখানে বাড়ি নিয়েছেন সেখান থেকে বিব্‌লিওথেক নাৎসিওনাল অনেকটা পথ। বাধ্য হয়ে লেনিন সাইকেলে ভর করলেন। আর প্যারিসের রাস্তায় সাইকেল চালানোটা খুব একটা নিরাপদ ব্যাপার নয়, একদিন তো গুরুতর একটা দুর্ঘটনা থেকে অল্পের জন্যে বেঁচে গেলেন। একটা মোটরগাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল, শেষ মুহূর্তে লাফিয়ে পড়েছিলেন, সাইকেলটা চুরমার হয়ে গিয়েছিল। একটি সাইকেল তো লাইব্রেরিতে খোয়ালেন। লাইব্রেরির পাশের বাড়ির সিঁড়ির নিচে রেখে যেতেন সাইকেলটি, জমাদারনীর জিম্মায়। সেজন্যে দশ সেণ্টিম করে দিতে হত। কিন্তু একদিন লাইব্রেরি থেকে ফিরে এসে সাইকেলটি আর পেলেন না। জমাদারনীকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, সে শুধু সাইকেল রাখার জায়গার জন্যে ভাড়া নিয়েছে, সাইকেল পাহারা দেবার জন্যে নয়।

লাইব্রেরি থেকে বই নেওয়াটাও একটা ঝামেলার ব্যাপার ছিল। সেখানেও লালফিতে। আরো অসহ্য লাগত দুপুরে খাওয়ার সময়ে লাইব্রেরি যখন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যেত। অন্য কোনো লাইব্রেরিতে এর চেয়ে সুবিধের ব্যবস্থা কিনা পরখ করে দেখতে গিয়ে হতাশ হয়েছিলেন। মনে মনে প্যারিস ও তার বিব্‌লিওথেক নাৎসিওনালের মুণ্ডুপাত করতেন লেনিন।

এই সময়ে, ১৯০৯ সালের বসন্তকালে, ছোটবোন মারিয়া পড়ল অসুখে। অ্যাপেন্‌ডিসাইটিস। রুশদেশে ছোটভাই দ্‌মিত্রির কাছে চিঠি লিখলেন লেনিন :

"মানিয়ুশা বোনটি তোমার কাছে আগেই চিঠি লিখে তার অসুখের কথা জানিয়েছে। আমি তোমার পরামর্শ চাই। ডাক্তাররা বলছেন, ওর অ্যাপেন্‌ডিক্‌স পেকে উঠেছে। আমি এখানকার একজন ভালো সার্জনের

সঙ্গে আলাপ করেছি, তিনি বলছেন অপারেশন করতে। শুনছি এই অপারেশন নাকি মোটেই মারাত্মক নয় আর অপারেশনে রোগ সারে। এই সার্জনের খুবই নামডাক। সম্প্রতি আমার স্ত্রীর একজন বন্ধু এই সার্জনের কাছে অপারেশন করিয়েছেন।···চমৎকার! রক্ত বেরিয়েছে মাত্র চায়ের চামচের এক চামচ। আট দিনের মধ্যেই রোগী বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। ··· আমার বিশেষ অনুরোধ, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিও। আমি চাই অপারেশন হোক, কিন্তু তোমার পরামর্শ ছাড়া সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পাচ্ছি। জবাব দিতে দেরি কোরো না। অপারেশন যে ভালো হবে এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

মা-র কাছে এ-বিষয়ে কিছু লিখছি না। আমি চাই না মা এ-নিয়ে অকারণে দুশ্চিন্তা করুক। ভয়ের কোনো কারণ নেই। মানিয়ুশাকে সারা সময় বিছানায় শুয়ে থাকতেও হবে না। আনিয়ুতার কাছেও লিখছি না, আনিয়ুতার কাছে চিঠি লিখলে সে-চিঠি মায়ের হাতে পড়ে যেতে পারে। তোমার জবাবের অপেক্ষায় রইলাম। এখানে সবাই বলছে তাড়াতাড়ি অপারেশন করিয়ে ফেলতে। তুমি কি বলো?"

এই শল্য-চিকিৎসক ডাক্তারটির নাম দুবোশিয়ে। তিনি সাফল্যের সঙ্গেই অপারেশন করলেন। তারপরে মারিয়ার শরীর যথেষ্ট তাড়াতাড়ি সারছে না দেখে মাসখানেকের জন্যে লেনিন সপরিবারে উঠে এলেন শহর থেকে গ্রামের দিকে। গ্রামটির নাম বোঁ-বোঁ, সীন নদীর ধারে। সেখানকার একটি বোর্ডিং-হাউস, দিনে দশ ফ্রাঁতে চারজনের থাকা-খাওয়া। জায়গাটা সকলেরই পছন্দ হল। এই বোর্ডিং হাউস থেকে মায়ের কাছে লেখা লেনিনের একটি চিঠি:

"মানিয়ুশার জন্যে তোমার এত চিন্তা কেন বলো তো! ও তো খুব ভালোভাবে সেরে উঠছে। হাঁটাহাঁটি এখনো বিশেষ পারে না। অপারেশনের পরে ওর ডানপায়ে সামান্য একটু ব্যথা হয়েছে।···আমরা এখানে তিন সপ্তাহ আছি, এই তিন সপ্তাহের মধ্যেই ওর স্বাস্থ্যের খুব উন্নতি হয়েছে। আমি ওকে বলেছি প্রচুর দুধ খেতে আর দই খেতে। দই ও নিজেই পাতে কিন্তু আমার মনে হয় না নিজে ও যথেষ্ট খায়। আর এই খাওয়া নিয়ে আমরা অনবরত ঝগড়া আর মারামারি করি। এখানকার ঘরগুলো চমৎকার, খাবার ভালো, দাম ন্যায্য (দিনে দশ ফ্রাঁতেই আমাদের চারজনের হয়ে যায়)। নাদিয়া ও আমি সাইকেলে খুব ঘুরে বেড়াই। আমার ভালোবাসা নিও আর শরীরের দিকে নজর দিও।"

লেনিনের লেখা এমনি চিঠি অজস্র আছে। এ থেকে বোঝা যায় *মায়ের জন্যে ও অন্য সকলের জন্যে তাঁর কতখানি মমতা, কতখানি দরদ।* এমনি মমতা ও এমনি দরদ পার্টির কমরেডদের জন্যেও। এমনকি শত্রুপক্ষের লেখকরাও নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে সহকর্মীদের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি লেনিনের মমতা ও দরদের বহু মর্মস্পর্শী ঘটনা তাঁদের স্মৃতিকথায় লিখেছেন।

একবার মায়ের কাছে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন, "তোমার ঘরটা ঠাণ্ডা, শুনে ভীষণ অস্বস্তিতে আছি।···সাবধানে থেকো, ঠাণ্ডা যেন না লাগে। ···আচ্ছা, এক কাজ করলে পারো···ঘরের মধ্যে ছোট একটা লোহার চুল্লি বসিয়ে নাও না কেন?"

মারিয়া লিখেছে, লেনিন সবসময়েই চাইতেন মা এসে তাঁর সঙ্গে থাকুন, কয়েকবার চিঠিও দিয়েছেন চলে আসতে। কিন্তু লেনিনের মা বিদেশে এসে লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে পেরেছেন মাত্র দু-বার, তাও অল্প সময়ের জন্যে। তিনি আবার চাইতেন ছেলেমেয়েদের মধ্যে যার কাছে তাঁর থাকার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি তাঁর কাছেই থাকতে।

প্যারিসে এসে ক্রুপ্‌সকায়া ও তাঁর মা যখন নতুন বাসার বন্দোবস্ত করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন, লেনিনের সাহায্য তাঁরা বিশেষ পান নি। সে-সময়ে লেনিনের সমস্ত চিন্তা অধিকার করে ছিল রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক শ্রমিক পার্টির আসন্ন পঞ্চম সারা-রুশ সম্মেলন। সম্মেলনটি হবার কথা প্যারিসে, ২১শে ডিসেম্বর থেকে।

লেনিন এই সম্মেলনের ওপরে খুবই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সে-সময়ে রুশদেশের বিভিন্ন কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা খুব ভালো নয়। কাজেই রুশদেশের বিভিন্ন সংগঠন থেকে এই সম্মেলনে প্রতিনিধিরা আসবেন, এমন আশা বিশেষ ছিল না। আর হলও তাই। সম্মেলনের প্রথমদিনে রুশদেশ থেকে প্রতিনিধি এসেছিলেন মাত্র তিনজন—মস্কো থেকে দুই ও উরাল থেকে এক। দ্বিতীয়দিনে আরো একজন—সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে তৃতীয় ডুমার একজন সদস্য। বাদবাকি প্রতিনিধিরা সবই নির্বাসিত রুশীদের মধ্যে থেকে। লেনিন যোগ দিয়েছিলেন আর-এস-ডি-এল-পির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধি

হিসেবে। প্রত্যাহারবাদীরা এসেছিলেন জোট বেঁধে, দারুণ উত্তেজিত অবস্থায়। মেনশেভিকরা এই সম্মেলনে যোগ দেবার আগে নিজেরা পৃথকভাবে একটি সম্মেলন করে এসেছিলেন।

২১এ ডিসেম্বর শুরু হয়ে ২৭এ ডিসেম্বর পর্যন্ত (৩রা থেকে ৯ই জানুয়ারি, ১৯০৯) চলল এই সম্মেলন। লেনিন সম্মেলনে এসেছিলেন দুই ফ্রণ্টে লড়াই চালাবার জন্যে তৈরি হয়ে। একটি ফ্রণ্টে লড়াই মেনশেভিক অবলোপকারীদের বিরুদ্ধে, অপর ফ্রণ্টে "বামপন্থী" সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে—অর্থাৎ প্রত্যাহারবাদী ও চরমপত্রবাদীদের বিরুদ্ধে। 'বর্তমান পরিস্থিতি ও পার্টির কর্তব্য' নামে একটি রিপোর্ট পেশ করলেন লেনিন এই সম্মেলনে। তুমুল আলোচনা ও বাগ্‌বিতণ্ডার পরে সম্মেলনে লেনিনের প্রস্তাবটি গৃহীত হল। পার্টিকে যারা তুলে দিতে চাইছে তাদের কার্যকলাপের কঠোর নিন্দা করা হল এই প্রস্তাবে। সম্মেলনের পরে কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামে এই প্রস্তাব অনুমোদিত হল।

এই প্রস্তাবের ওপরে দাঁড়িয়েই লেনিন প্রচণ্ড আক্রমণ চালালেন পার্টি-অবলোপকারীদের বিরুদ্ধে। প্লেখানফও অবলোপকারীদের বিরুদ্ধে ছিলেন। এ-ঘটনাকে লেনিন মনে করতেন বলশেভিকদের জয়।

সম্মেলনে স্থির হয়েছিল পার্টির মুখপত্র হবে 'সোৎসিয়াল দেমোক্রাৎ'। কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামে লেনিন, জিনোভিয়েফ, কামেনেফ, মার্তোফ ও মারখেলভস্কিকে নিয়ে নতুন সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করা হল। এঁদের মধ্যে একমাত্র মার্তোফই ছিলেন মেনশেভিক। কিন্তু লেনিনের সঙ্গে কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে তিনি ভুলে যেতেন যে তিনি মেনশেভিক। ক্রুপ্‌সকায়া লিখছেন, "মনে পড়ে ভ্‌লাদিমির ইলিচ একবার খুশির সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন যে মার্তোফের সঙ্গে কাজ করেও আনন্দ, সাংবাদিক হিসেবে মার্তোফ উঁচুদরের প্রতিভাবান।" ১৯০৯ সালে 'সোৎসিয়াল দেমোক্রাৎ' পত্রিকার আটটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

প্রত্যাহারবাদীদের কার্যকলাপ ক্রমেই উগ্র হয়ে উঠছিল এবং তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কও ক্রমেই খারাপ হচ্ছিল। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষদিকে সম্পর্ক একেবারেই কেটে যায়। প্রত্যাহারবাদীদের মধ্যে বিশেষ করে বোগদানফের সঙ্গে লেনিনের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। বছরের পর বছর তাঁরা একসঙ্গে কাজ করেছেন, একসঙ্গে লড়াই করেছেন। এমন একজন কমরেডের সঙ্গে বিচ্ছেদ লেনিনের কাছে অবশ্যই বেদনাদায়ক ছিল। কিন্তু লড়াই যেখানে পার্টির

নীতি নিয়ে সেখানে লেনিন কখনো অতীতের সম্পর্কের কথা ভেবে নরম হতে পারতেন না। এজন্যে বাইরে থেকে দেখে কখনো বা মনে হতে পারত মানুষটির মনে মায়াদয়ার লেশমাত্র নেই।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনি ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠেছিলেন। এই উত্তেজনা এই তিক্ততা তাঁর স্নায়ুর সহের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। প্রত্যাহারবাদীদের সঙ্গে প্রচণ্ড তর্কবিতর্কের পরে একদিন সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরেছেন, ক্রুপ্‌স্কায়া তো দেখে চিনতেই পারেন না। উত্তেজনায় মুখটা বিকৃত, কথা বলার ক্ষমতা নেই। মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে ক্রুপ্‌স্কায়া তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন নীস্‌-এ, দিন সাতেক বিশ্রামের জন্যে। অনেকটা সুস্থ হয়ে লেনিন ফিরে এলেন।

স্থির হল যে 'প্রোলেতারি'-র সম্পাদকমণ্ডলীর একটি বর্ধিত সভা ডাকা হবে এবং প্রত্যাহারবাদীদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ করার প্রশ্নটি নিয়ে সেখানে আলোচনা তোলা হবে। লেনিনের বই 'বস্তুবাদ ও এম্‌পিরিও-ক্রিটিসিজ্‌ম' তখনো প্রকাশিত হয় নি। মস্কোতে আনার কাছে চিঠি লিখে লেনিন মাঝে মাঝে তাগিদে দিচ্ছেন—বইটি যাতে তাড়াতাড়ি প্রকাশিত হয়। ২৬মে তারিখে আনার কাছে লেখা একটি চিঠিতে লেনিন লিখলেন, "স্পালত্‌ুঙ (বিভেদ) অনিবার্য। আশা করি মাস দেড়েকের মধ্যে তোমার কাছে সঠিক বিবরণ পাঠাতে পারব।"

প্রত্যাহারবাদীরা সোশ্যাল-ডেমোক্রাট পার্টি-কর্মীদের জন্যে একটি স্কুল গড়ে তুলেছেন ক্যাপ্রি-তে। স্কুলের সঙ্গে যুক্ত আছেন বোগদানফ, লুনাচারস্কি ও গর্কি। "পাকাপোক্ত ও বিশ্বস্ত" ছাত্র সংগ্রহ করে আনার জন্যে একজন কর্মীকে পাঠানো হয়েছিল রুশদেশে। ছাত্রের অভাব হয় নি, কেননা জানার আগ্রহ শেখার আগ্রহ শ্রমিকদের মধ্যে তখন প্রচুর। কিন্তু ছাত্র হয়ে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা সকলেই বিপ্লবে পোড় খাওয়া শ্রমিক। তাঁরা সহজেই ধরতে পারলেন ক্যাপ্রি স্কুল আসলে একটি উপদলের সদর-দপ্তর, পার্টিকে ভাঙবার জন্যেই এই স্কুলের আয়োজন। তাঁরা তখন লেনিনকে আমন্ত্রণ জানালেন ক্যাপ্রির স্কুলে কয়েকটি বক্তৃতা দেবার জন্যে। লেনিন রাজী হলেন না। তিনি ছাত্রদের ডেকে পাঠালেন প্যারিসে।

'প্রোলেতারি'-র সম্পাদকমণ্ডলীর বর্ধিত সভা হয়ে গেল ৪ঠা থেকে ১৩ই জুলাই পর্যন্ত। যোগ দিয়েছিলেন লেনিন, জিনোভিয়েফ, কামেনেফ, বোগদানফ

ও রুশদেশের বলশেভিক সংগঠনগুলির কয়েকজন প্রতিনিধি। সভায় কয়েকটি প্রস্তাব নেওয়া হল—একটি প্রস্তাব প্রত্যাহারবাদী ও চরম-পত্রবাদীদের সম্পর্কে, একটি প্রস্তাব পার্টি-ঐক্য সম্পর্কে, একটি প্রস্তাব বিশেষ বলশেভিক কংগ্রেস ডাকার বিরুদ্ধে এবং অপর একটি প্রস্তাব ক্যাপ্রির স্কুলে নতুন একটি উপদলীয় সংগঠন গড়ে তোলার বিরুদ্ধে।

বোগদানফ ঘোষণা করলেন তিনি এই সভার সিদ্ধান্ত মানবেন না। ফলে বলশেভিক ফ্র্যাকশন থেকে বোগদানফ বিতাড়িত হলেন। ক্রাসিন সমর্থন করলেন বোগদানফকে। যে ভাঙন অনেক দিন থেকেই শুরু হয়েছিল তা এবারে পাকাপাকি হল।

এই সভার জন্যে লেনিনকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছিল। সভা শেষ হবার পরে শহরের হট্টগোলে তিনি ক্লান্ত বোধ করতে লাগলেন। এমনিতেই প্যারিস শহরটা যেন চাকায় বাঁধা হয়ে ঘুরছে। নির্বাসিত রুশীরা দলে দলে ভিড় করেছে এই শহরে। প্যারিসের কাফেগুলোতে তারাও অনেক রাত পর্যন্ত বসে থাকে। প্যারিসের উদ্দাম উচ্ছল জীবনের ঢেউ ভাসিয়ে নিতে চায় সবাইকে। কিন্তু লেনিন এত ক্লান্ত যে তিনি চাইছিলেন কিছুদিনের জন্যে প্যারিস থেকে পালাতে, কিছুদিনের জন্যে পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিতে। ওদিকে অপারেশনের পরে মারিয়ার শরীরটাও ঠিক সারছিল না। ওরও দরকার বাইরে যাওয়া। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন খুঁজে খুঁজে একটি সস্তার বোর্ডিং-হাউসের সন্ধান পাওয়া গেল। গ্রামের নাম বোঁ-বোঁ, সীন নদীর ধারে মনোরম একটি অঞ্চল। মাসখানেকের জন্যে লেনিন এই গ্রামেই ডেরা পাতলেন।

লেনিনের বয়স তখন সবে চল্লিশ পেরিয়েছে। কর্মজীবনের শিখরে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে পারেন, কি শারীরিক কি মানসিক। শরীরে তাঁর কোনো রোগ নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে অনিদ্রায় ভোগেন। একটানা উত্তেজনার কারণ ঘটলে স্নায়ুর ওপরে এত বেশি চাপ পড়ে যে শরীর বইতে চায় না। প্যারিসে এসেছেন মাত্র মাস সাতেক, কিন্তু এরই মধ্যে দু-বারের দুটি সম্মেলন তাঁর মধ্যে থেকে খানিকটা করে জীবনীশক্তি শুষে নিয়ে গেল যেন। বিশ্রাম না নিয়ে পারলেন না। আরো বড়ো ঝড়ের মুখে দাঁড়াবার জন্যে তৈরি থাকতে হলেও এই বিশ্রামটুকু দরকার। একুশ বছর বয়স থেকে টাক পড়তে শুরু করেছিল, অনেক আগেই তা সারা

মাথায় ছড়িয়েছে। বয়সের তুলনায় তাই তাঁকে একটু বুড়োই দেখায়। কিন্তু চোখের দিকে তাকিয়ে নয়। আশ্চর্য তাঁর চোখের দৃষ্টি। যে-কোনো মানুষের মনের ভিতরটা তিনি পড়ে নিতে পারেন। নিজের পথ সম্পর্কে যাঁর মনে কোনো সন্দেহ নেই, কোনটা বিপথ তা যিনি নির্ভুলভাবে বিচার করতে পারেন—তাঁর প্রত্যয়-ই চোখের তারায় আলো হয়ে ফুটে ওঠে।

প্রচণ্ড পরিশ্রম যিনি করতে পারেন, পরিপূর্ণ বিশ্রাম নেবার ক্ষমতাও তাঁর থাকে। বোঁ-বোঁতে এসে এই পরিপূর্ণ বিশ্রামের মধ্যেই নিজেকে ছেড়ে দিলেন। রাজনীতির আলোচনা পর্যন্ত নয়, শুধু ঘুরে বেড়ানো, শুধু অলস চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে চারদিকের বিচিত্র জীবনের স্বাদ নেওয়া। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে মাঝে মাঝে সাইকেলে চেপে পাড়ি দিতেন পনেরো কিলোমিটার দূরের ক্লামার জঙ্গলে। ঘাসের সবুজ আর গাছপালার সবুজের ছোঁয়া লাগত যেন মনের ভিতরেও। রাজনীতির মধ্যে বড়ো হয়ে ওঠা চল্লিশের কোঠার দুটি মানুষ ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে উঠতেন।

বোঁ-বোঁ থেকে ফিরে এসে প্যারিসের বাসা বদলালেন। একই এলাকায়, তবে অন্য একটি রাস্তায়—রু মারী রোজ্-এ। এবারের বাসায় ঘর দুটি ও একটি কিচেন। বাধ্য হয়ে এই কিচেনেই বৈঠকখানা বসাতে হল। অনেক অন্তরঙ্গ আলাপ-আলোচনার সাক্ষ্য হয়ে থাকল এই রান্নাঘরটি।

নতুন বাসায় এসে লেনিন কড়াকড়ি একটা নিয়মের মধ্যে চলতে শুরু করলেন। সকাল আটটায় বিছানা ছেড়ে ওঠেন, বিব্লিওথেক নাৎসিওনাল লাইব্রেরিতে যান, দুপুর দুটোয় ফিরে আসেন, তারপরে আবার নিজের ঘরে বসে অনেক রাত পর্যন্ত কাজ। প্রচুর লোক দেখা করতে আসে। ক্রুপ্‌স্কায়া চেষ্টা করেন সাধ্যমতো ঠেকাতে। প্যারিসে তখন দেশত্যাগী রুশীদের সংখ্যা প্রচুর। জারের অত্যাচারের মুখে অনেককেই দেশ ছাড়তে হয়েছে। তারা আসে রুশদেশের প্রচুর খবর নিয়ে, মনে হয় রুশদেশের মাটির গন্ধ গায়ে মেখে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই রুজি-রোজগারের ধান্দায় এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে, ছোটখাটো সমস্যা নিয়ে এত বেশি বিব্রত হয়ে ওঠে যে সেই আনকোরা রুশী মানুষগুলোকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনি একটা ভিড় ক্রুপ্‌স্কায়ার কিচেনেও অনবরত হাজির হয়। লেনিনকে ব্যতিব্যস্ত না করে ক্রুপ্‌স্কায়া নিজেই সামলাতে চেষ্টা করেন।

এমনি সময়ে ক্যাপ্রির স্কুল থেকে ছ'জনের একটি দল এসে হাজির

প্যারিসে। লেনিনপন্থী বলে নিজেদের ঘোষণা করাতে তাঁরা স্কুল থেকে বিতাড়িত। এই দলের সঙ্গে এসেছেন কমরেড ভিলোনফ, ক্যাপ্রির স্কুলের যিনি ছিলেন অন্যতম সংগঠক, যিনি রুশদেশে ঘুরে ঘুরে স্কুলের প্রথম দলের বারোজন ছাত্র যোগাড় করে এনেছিলেন।

ভিলোনফ এলেন লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে। কথায় কথায় বলতে শুরু করলেন একাতেরিনোস্লাভ-এ তাঁর কাজের কথা। লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া কৌতূহলী হলেন। একাতেরিনোস্লাভ থেকে একজন শ্রমিক সংবাদদাতা চিঠি পাঠাতেন তাঁদের কাছে। সে-সব চিঠিতে পাওয়া যেত পার্টি ও কারখানার জীবন সম্পর্কে সবচেয়ে জরুরী কথাগুলো। চিঠির নিচে নাম লিখতেন মিশা জাভোদ্‌স্কি।

ক্রুপ্‌সকায়া জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি মিশা জাভোদ্‌স্কিকে চেনেন?'

ভিলোনফ বললেন, 'আমিই তো।'

সঙ্গে সঙ্গে লেনিনের ভাবান্তর হল। কথা বলতে শুরু করলেন যেন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে এমনিভাবে। অনেকক্ষণ ধরে কথা বললেন।

সেই দিনই সন্ধের সময় একটি চিঠি লিখলেন গর্কিকে:

"প্রিয় আলেক্‌সি মাক্‌সিমিচ,

এতকাল আমার বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে নতুন ফ্র্যাকশনের সবচেয়ে গোঁড়া সমর্থক হচ্ছেন আপনি ও কমরেড মাইকেল, অতঃপর আপনাদের সঙ্গে বন্ধুভাবে কথা বলার চেষ্টা করাটাও আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। কমরেড মাইকেলের সঙ্গে আজ এই প্রথম আমার দেখা হল। সমস্ত বিষয় নিয়ে এবং আপনার বিষয় নিয়ে আমরা মন খুলে কথা বলেছি। আমি বুঝতে পেরেছি আমি মস্ত ভুল করেছিলাম। হায় ভগবান! দার্শনিক হেগেল ঠিক কথাই বলে গিয়েছেন: জীবন অগ্রসর হয় বিরোধের মধ্যে দিয়ে, আর জীবন্ত বিরোধগুলি হয় অনেক বেশি সমৃদ্ধ, অনেক বিচিত্র ও গভীর, যা মানুষের পক্ষে গোড়ায় ধারণা করাও সম্ভব নয়। আমি ভাবতাম স্কুলটা নতুন ফ্র্যাকশনের কেন্দ্র ছাড়া কিছু নয়। দেখা যাচ্ছে আমার ভাবনাটা ভুল। এই অর্থে নয় যে স্কুলটা নতুন ফ্র্যাকশনের কেন্দ্র নয় (কেন্দ্র আগেও ছিল এখনো আছে), এই অর্থে যে এটুকুই সব কথা নয়, সবখানি সত্যি নয়। বিষয়ীগত বিচারে, কতিপয় ব্যক্তি এই স্কুলকে এমনি একটি কেন্দ্রই করে তুলছিল। বিষয়গত বিচারে, এই স্কুল এমনি একটি কেন্দ্রই ছিল। কিন্তু তার ওপরেও

কথা আছে—এই স্কুল টানতে পেরেছে প্রকৃত শ্রমিকশ্রেণীর জীবন থেকে প্রকৃত আগুয়ান শ্রমিকদের।”

চিঠি শেষ করলেন এই বলে যে রুশদেশে বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রেসির সুস্পষ্ট রূপায়ণ হবেই হবে—অভিশপ্ত নির্বাসিতের জীবনের অবস্থা থেকে তাকিয়ে সময় সম্পর্কে যে-ধারণাই করা হোক না কেন, তার চেয়ে অনেক কম সময়ের মধ্যে ; কমরেড মাইকেলের মতো শ্রমিকরাই তার সুস্পষ্ট লক্ষণ।

শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি সম্পর্কে স্থির ও অবিচলিত বিশ্বাস না থাকলে এমন কথা বলা যায় না।

প্রথম দল ছাত্র এসেছিলেন নভেম্বরের গোড়ার দিকে। ডিসেম্বরের শেষদিকে ক্যাপ্রির স্কুল-ই উঠে গেল আর বাকি ছাত্ররাও চলে এলেন প্যারিসে। এই ছাত্রদের নিয়েও লেনিন ক্লাস করলেন ও রুশদেশের স্তলিপিন আমলের ভূমি-সংস্কার, প্রোলেতারিয়েতের মুখ্য ভূমিকা, ডুমায় সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক ডেপুটিদের কাজ, ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করলেন।

ক্লাসের শেষে সবাই ফিরে গেলেন রুশদেশে, শুধু একজন বাদে। তিনি হচ্ছেন কমরেড ভিলোনফ। তাঁর যক্ষ্মা হয়েছিল। চিকিৎসার জন্যে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু তারপরে আর তিনি বেশিদিন বাঁচেন নি। ১৯১০ সালের ১লা মে তারিখে মারা যান।

প্যারিসে অনেকেই যাতায়াত করতেন, অনেক সময় পুরনো কমরেডের সঙ্গেও দেখাসাক্ষাৎ হয়ে যেত। তারই মধ্যে, এমন দুজন কমরেডও এসে হাজির যাঁদের আশা করা যায় নি। একজন কমরেড ইনোকেন্‌টি, অপরজন কমরেড কামো। দুজনেই নির্বাসন থেকে পালিয়ে এসেছেন।

ইনোকেন্‌টি এলেন দু-পায়ে গভীর ক্ষত নিয়ে। নির্বাসনে নিয়ে যাবার সময়ে তাঁর দু-পায়ে বেড়ি পরানো হয়েছিল, সেই লোহার শেকল তাঁর পায়ের মাংসে কেটে বসেছে। খুবই অসুস্থ তিনি।

দলের ডাক্তাররা তাঁকে পরীক্ষা করলেন কিন্তু অনেক জ্ঞানের কথা বলা ছাড়া তাঁরা বিশেষ কিছু করতে পারলেন না। তখন তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল সার্জন-ডাক্তার দুবোশিয়ের কাছে। দলের ডাক্তাররা ইনোকেন্‌টিকে

পরীক্ষা করে যে-সব জ্ঞানের কথা বলেছেন তা শুনে ডাঃ দুবোশিয়ে অট্টহাসি হেসে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, আপনাদের ডাক্তার-কমরেডরা ভালো বিপ্লবী হতে পারেন কিন্তু ডাক্তার হিসেবে আস্ত এক-একটি গর্দভ।' লেনিনও হো-হো করে হেসে উঠলেন। পরে তিনি বহুবার বহুজনের কাছে এই গল্পটি বলেছেন। ইনোকেন্‌টিকে দীর্ঘকাল চিকিৎসায় থাকতে হয়েছিল।

ইনোকেন্‌টিকে কাছে পেয়ে লেনিন খুবই খুশি হলেন। রাজনৈতিক মতামতের দিক থেকে দুজনের মধ্যে খুবই মিল। প্লেখানফ সম্পর্কে দুজনের একই মনোভাব। দুজনেই খুশি যে অবলোপকারীদের দল থেকে প্লেখানফ নিজেকে সরিয়ে নিতে শুরু করেছেন। প্লেখানফ ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন যে 'গোলোস সোৎসিয়াল দেমোক্রাতা'র ('সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কণ্ঠস্বর'— অবলোপকারীদের পত্রিকা) সম্পাদকমণ্ডলী থেকে তিনি পদত্যাগ করবেন। তারপরেও তাঁর মধ্যে যেটুকু ইতস্তত-ভাব ছিল তা আর থাকল না যখন ১৯০৯ সালের ২৬এ মে তারিখে প্রকাশিত হল মেনশেভিক সংকলন-গ্রন্থ 'বিংশ শতকের শুরুতে রুশদেশের সামাজিক আন্দোলন'। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে প্রোলেতারিয়েতের মুখ্য ভূমিকা অস্বীকার করে একটি প্রবন্ধ লিখে-ছিলেন পেত্রোসফ এই সংকলনগ্রন্থে। সঙ্গে সঙ্গে প্লেখানফ 'গোলোস সোৎসিয়াল দেমোক্রাতা'-র সম্পাদকমণ্ডলী থেকে পদত্যাগ করলেন। লেনিন ও ইনোকেন্‌টি দুজনেই এই মত পোষণ করতেন যে প্লেখানফের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করা যেতে পারে, কাজ করা সম্ভব।

মাত্র একবার লেনিনের সঙ্গে ইনোকেন্‌টির এই সম্পূর্ণ মতের মিল খানিকটা টলে উঠেছিল। ১৯১০ সালের জানুয়ারি মাসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামের অধিবেশন চলার সময়ের ঘটনা। পার্টি-ঐক্য সম্পর্কিত প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলছে। লেনিন ঐক্যের বিরোধীও নন কিন্তু সে ঐক্য হবে এমন যাতে পার্টির অস্তিত্ব বজায় থাকে, পার্টি হয়ে ওঠে একটি গোটা পার্টি—অবলোপকারীদের সঙ্গে আপোস করে ঐক্য কিছুতেই নয়। মেনশেভিকদের মধ্যে যাঁরা পার্টির অস্তিত্ব বজায় রাখার পক্ষে তাঁদের সঙ্গে ও প্লেখানফ-পন্থীদের সঙ্গে অবশ্যই ঐক্য সম্ভব, লেনিনও তা চেয়েছিলেন। পার্টির এই ঐক্য অবলোপকারীদের বিরুদ্ধে লড়াইকেই আরো জোরদার করে। কিন্তু এই অধিবেশনে ট্রটস্কির ভূমিকা ছিল অন্যরকম। তিনি চেয়েছিলেন পুরোপুরি আপোস, অবলোপকারীদের সঙ্গেও। লেনিন এই

আপোসপন্থার তীব্র বিরোধিতা করলেন। এই আপোসপন্থা ঐক্যের পথ নয়, এতে পার্টি জোরদার হয় না, বরং পার্টিকে লোপ করার পথই পরিষ্কার করা হয়। ইনোকেন্‌টিও এখানেই ভুল করেছিলেন। ঐক্যের পক্ষে দাঁড়াতে গিয়ে তিনি ঝুঁকলেন ট্রটস্কির এই আপোসপন্থার দিকে। অবশ্য লেনিন তাঁকে আবার শুধরে দিতে পেরেছিলেন।

প্লেনামের পরেই ইনোকেন্‌টি রুশদেশে ফিরে যান। সেখানে ঐক্যের পক্ষে প্রচারে নামেন। কিন্তু ক্রুপ্‌সকায়া লিখছেন, রুশদেশে তাঁর প্রচারের অপব্যাখ্যা করা হয়েছিল। বলশেভিক-বিরোধীরা তাঁকে এমনভাবে তুলে ধরত যাতে মনে হত তিনি আপোসপন্থার পক্ষে। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আবার গ্রেপ্তার হয়ে যান।

কথাটা যখন উঠেছে, ১৯১০ সালের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামের আরো কয়েকটি সিদ্ধান্তের কথা এখানে বলে নেওয়া যেতে পারে। বলা হয়ে থাকে, এই প্লেনামে লেনিন নাকি সংখ্যাধিক্যের ভোটের কাছে নতিস্বীকার করেন ও আপোসপন্থীদের জয়জয়কার হয়। কিন্তু ক্রুপ্‌সকায়া লিখছেন, কথাটা ঠিক নয়। প্লেনামে প্রত্যেকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল সর্বসম্মতিক্রমে। ছ-মাস আগে অনুষ্ঠিত 'প্রোলেতারি'-র সম্পাদকমণ্ডলীর বর্ধিত অধিবেশনের প্রস্তাবের সঙ্গে এই প্লেনামের প্রস্তাবের কোনো অমিল নেই। প্রথমোক্ত অধিবেশনে প্রস্তাব পাশ হয়েছিল পার্টি-ঐক্যের পক্ষে এবং পৃথকভাবে বলশেভিক কংগ্রেস ডাকার বিরুদ্ধে। উভয় প্রস্তাবেই লেনিনের সমর্থন ছিল। সময়টা হচ্ছে প্রতিক্রিয়ার দাপটের। প্রতিক্রিয়া তার সমস্ত শক্তি দিয়ে পার্টিকে চুরমার করতে চাইছে। পার্টির মধ্যেও সুবিধাবাদ। অবলোপ-কারীরা চাইছে পার্টিকে তুলে দিতে, পার্টির বেআইনী গোপন সংগঠন বজায় রাখার তারা ঘোরতর বিরোধী। অথচ প্রতিক্রিয়ার এই বছরগুলিতে সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন হচ্ছে পার্টির অস্তিত্ব বজায় রাখা, পার্টির বেআইনী গোপন সংগঠনগুলিকে টিকিয়ে রাখা। মেনশেভিকদের একটি অংশ পার্টির অস্তিত্ব বজায় রাখার পক্ষে। প্লেখানফও তাই চান। কাজেই পার্টির স্বার্থেই মেনশেভিকদের এই অংশের সঙ্গে ও প্লেখানফের সঙ্গে ঐক্য গড়ে তোলা চাই। লেনিন তাই ছ-মাস আগেও ঐক্য প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন, ছ-মাস

পরেও আছেন। আরো একটি কথা আছে। লেনিনের দৃঢ় বিশ্বাস, পার্টিকে একসময়ে পুরোপুরিভাবেই বলশেভিক লাইন নিতে হবে, এমনি একটি বলশেভিক পার্টিই তিনি চান, বলশেভিক একটি ফ্র্যাকশন বা উপদল কখনোই নয়। তাই তিনি পৃথকভাবে বলশেভিক কংগ্রেস করার বিরুদ্ধেও। এমনি দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব নিয়েই লেনিন ১৯১০ সালের কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামে যোগ দিয়েছিলেন। সাংগঠনিক প্রশ্নে যতোদূর সম্ভব সুবিধে ছেড়ে দিতে তিনি রাজী, কিন্তু নীতির প্রশ্নে কোনো আপোস নয়। লেনিনের এই দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব থেকে বিচার করলে প্লেনামের কোনো সিদ্ধান্তকেই তাঁর পক্ষে পরাজয় মনে হয় না। প্লেনামে সিদ্ধান্ত হয় যে অতঃপর বলশেভিক ফ্র্যাকশনের মুখপত্র 'প্রোলেতারি' তুলে দেওয়া হবে, ৫০০ রুবলের যে-সব নোট তখনো পর্যন্ত ভাঙানো যায় নি তা নষ্ট করে ফেলা হবে, বলশেভিক ফ্র্যাকশনের তহবিল তুলে দেওয়া হবে একটি "ট্রাস্টির" হাতে যার সদস্য হবেন তিনজন জার্মান কমরেড—কাউট্স্কি, মেএরিঙ ও ক্লারা ৎসেটকিন—সাধারণভাবে পার্টির কাজের জন্যে খরচ করা হবে এই তহবিল থেকে আর পার্টি যদি ভাগ হয়ে যায় তাহলে তহবিলের বাকি অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া হবে বলশেভিকদের হাতে। কামেনেফকে পাঠানো হয় ভিয়েনায় ট্রটস্কিপন্থী 'প্রাভদা' (এটি একটি পৃথক পত্রিকা, ট্রটস্কি পরিচালিত, পরবর্তীকালের বিখ্যাত 'প্রাভদা' নয়) পত্রিকায় বলশেভিক প্রতিনিধি হিসেবে।

তিন সপ্তাহের প্লেনাম শেষ হবার পরে লেনিন একটি চিঠি লিখেছিলেন আনাকে, "সম্প্রতি এখানকার ব্যাপার-স্যাপার প্রচণ্ড একটা ঝড়ের আকার নিয়েছিল। তবে, মেনশেভিকদের সঙ্গে আপোস করার একটা চেষ্টায় তা শেষ হয়েছে। আর হ্যাঁ, শুনলে অবাক হবে, কিন্তু কথাটা সত্যি, ফ্র্যাকশনের মুখপত্র আমরা বন্ধ করে দিয়েছি, আমরা চেষ্টা করছি ঐক্যের দিকে জোর কদমে এগিয়ে যেতে।"

কমরেড কামো-কে আমরা ছেড়ে এসেছিলাম বার্লিনে, জার্মান পুলিসের হাতে। তাঁর সঙ্গে ছিল একটি সুটকেস, সুটকেসের মধ্যে ডিনামাইট। চার বছর পরে, প্রায় কবর থেকে উঠে আসার মতো, হঠাৎ তিনি হাজির হলেন প্যারিসে, সোজা লেনিনের কাছে। এই চার বছরের ইতিহাস সংক্ষেপে

হলেও জানা দরকার। জানলে বোঝা যাবে—আর কিছু নয়, আবার বাইরে বেরিয়ে পার্টির কাজ করবেন, শুধু এজন্যে পার্টির একজন কমরেড কতখানি সহ্য করতে পারে।

কামো যখন গ্রেপ্তার হন, ইঞ্জিনিয়ার ক্রাসিন তখন চাকরি করছিলেন বার্লিনে। কামোকে তিনিই পরামর্শ দিলেন পাগলামির ভান করতে। পরামর্শটা কামো শুনলেন।

শুরু হল তাঁর পাগলামি। তারস্বরে চেঁচাচ্ছেন, পরনের জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলছেন, খাবার খেতে দিলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে দিচ্ছেন, সামনে কেউ এলে আক্রমণ করে বসছেন। তাঁকে চালান করা হল মাটির নিচের হিমঘরে, সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায়। ন-দিন সমানে ফেলে রাখা হল। কিন্তু তাঁর পাগলামি সারবার কোনো লক্ষণ নেই।

বিচারের দিন তো উন্মত্ত পাগল। কারাগারের উন্মাদ-চিকিৎসালয়ে রেখে কিছুদিন পর্যবেক্ষণের হুকুম দিলেন বিচারপতিরা। কামোর পাগলামি যেন আরো বেড়ে গেল। চারটি মাস খাড়া দু-পায়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, ঘুম তো দূরের কথা, একটি বার শোওয়া পর্যন্ত নয়। তাঁকে জোর করে খাওয়াবার চেষ্টা হল। এমনই পাগলের মতো বাধা দিলেন যে কয়েকটি দাঁত ভেঙে গেল।

তাঁর পাগলামি যেন ক্রমেই বাড়তে লাগল। একদিন মাথার অর্ধেক চুল টেনে উপড়ে ফেললেন, তারপরে সেই চুল দিয়ে ছোট ছোট মাদুর বুনে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখলেন কম্বলের ওপরে। আরেক দিন গেলেন গলায় দড়ি দিতে। অনেক কষ্টে তাঁকে টেনে নামানো হল।

এমন নিখুঁত ছিল তাঁর পাগলামি যে কারও মনে সন্দেহ হয় নি তিনি ভান করছেন মাত্র।

১৯০৯ সালের মার্চ মাসে জার্মান ডাক্তারদের অভিমত শুনে আবার তাঁকে বিচারের জন্যে পাঠানো হল। সঙ্গে সঙ্গে আবার পাগলামি। তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল কারাগারের হাসপাতালে। সেখানে দেখা দিল নতুন একটা রোগের লক্ষণ। তাঁর শরীরের চামড়া নাকি অসাড় হয়ে গিয়েছে। ডাক্তাররা পিন ফোটান, গরম ইস্ত্রীর ছেঁকা লাগান, সাড়া জাগবার কোনো লক্ষণই নেই, মুখ ফসকেও উঃ-আঃ নয়। ডাক্তারদের সিদ্ধান্ত করতে হল কামোর শরীরের চামড়া প্রকৃতই অসাড় হয়ে গিয়েছে।

ডাক্তাররা আরো একটা সিদ্ধান্ত করলেন : এই পাগলটাকে রুশ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়াই ভালো, জার্মান করদাতাদের ওপরে কেন এই বোঝা চাপানো!

১৯০৯ সালের অক্টোবর মাসে রুশ-জার্মান সীমান্তে কামোকে তুলে দেওয়া হল রুশী সেপাইদের হাতে। সেখান থেকে সামরিক বিচারের জন্যে কামোকে নিয়ে আসা হল তিফ্‌লিস-এ। বিচারে তাঁর যে প্রাণদণ্ড হবে সেটা প্রায় নিশ্চিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে কামোর মুক্তির দাবি জানিয়ে ইউরোপের পত্রপত্রিকায় প্রচণ্ড লেখালেখি শুরু হয়ে গিয়েছে। স্তলিপিন সরকার কামোকে প্রাণদণ্ড দিতে সাহস পেলেন না। বার্লিনের বিশেষজ্ঞদের অভিমত মেনে নিয়ে তিফ্‌লিসের আদালতেও সিদ্ধান্ত করা হল যে কামো প্রকৃতই বিকৃতমস্তিষ্ক এবং তাঁর এই রোগ সারবার নয়। আদালতের সুপারিশ অনুসারে তাঁকে রাখা হল তিফ্‌লিসের মেতেখ দুর্গের উন্মাদ-চিকিৎসালয়ে।

দুর্গের ডাক্তারও একই সিদ্ধান্ত করলেন। এই বদ্ধ পাগলকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন একটি মানসিক হাসপাতালে।

এই হাসপাতাল থেকেই পালালেন কামো। সেখান থেকে মালের সঙ্গে বোঝাই হয়ে মালবাহী জাহাজে পাড়ি দিলেন ফ্রান্সে। শেষপর্যন্ত প্যারিসে।

প্যারিসে এসে সোজা লেনিনের কাছে। লেনিন তাঁকে আশ্রয় দিলেন।

কামো যে-সময়ে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন আর যে-সময়ে ফিরে এসেছেন, তার মধ্যে কয়েকটি বছর পার হয়েছে। অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েছে এই সময়ে। লেনিনের মুখে তিনি শুনছেন কিন্তু ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। তারপরে যখন শুনলেন যে বোগদানফ ও ক্রাসিনের সঙ্গে লেনিনের সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে, তিনি একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। তাঁকে দেখে মনে হতে লাগল এবার তিনি সত্যি সত্যিই না পাগল হয়ে যান। বাইরে যখন ছিলেন এই তিনজনের সঙ্গেই তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। লেনিন সময় নিলেন, ধীরেসুস্থে একটু একটু করে সমস্ত ব্যাপারটা কামোর কাছে ব্যাখ্যা করে বললেন।

কামো ক্রুপ্‌সকায়াকে বলতেন বাদাম কিনে আনতে। বৈঠকখানায় বসে সেই বাদাম খেতেন আর গল্প জুড়ে দিতেন, যেমন তিনি করতেন দেশের বাড়িতে থাকার সময়ে। বলতেন—কেমন করে বার্লিনে গ্রেপ্তার হন, জেলে থাকার সময়ে কেমন করে পাগলামির ভান করতেন। বলতেন সেই

চড়ুইপাখির কথা যেগুলোকে জেলে পোষ মানিয়েছিলেন। লেনিন শুনতেন আর এই অসাধারণ বীর ও শিশুর মতো সরল কমরেডটির জন্যে দুঃখবোধ করতেন। যতোদিন জেলে ছিলেন কামোর সামনে একটা স্থির লক্ষ্য ছিল : যে করে হোক তাঁকে বাইরে বেরোতেই হবে। প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করে তিনি বাইরে এসেছেন কিন্তু এখন যেন বুঝতেই পারছেন না পার্টির কী কাজ তিনি করবেন। নানা অসম্ভব কল্পনা করেন, নানা উদ্ভট প্রস্তাব রাখেন, লেনিন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কথার প্রতিবাদ করেন না, একটু একটু করে বুঝিয়ে আবার তাঁকে এই বাস্তব জগতে ফিরিয়ে আনেন। কী করবেন তাহলে কামো ? লেনিন বুঝিয়ে বলেন, পার্টি-সাহিত্য প্রচার করাটাই এখন সবচেয়ে বড়ো কাজ। শেষপর্যন্ত স্থির হয়, কামো প্রথমে যাবেন বেলজিয়ামে চোখের অপারেশন করাতে (কোমো ছিলেন ট্যারা, যে-কারণে পুলিসের টিকটিকিরা সহজেই তাঁকে চিনে ফেলতে পারত), সেখান থেকে যাবেন দক্ষিণ রাশিয়ায়, তারপরে ককেসাসে। কামো তখন রওনা হবার জন্যে তৈরি হতে লাগলেন।

কামোর গায়ের কোটের দিকে লেনিনের নজর পড়ল। জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার গরম কোট নেই ? এই কোট পরে থাকলে স্টীমারের ডেকে তোমার ঠাণ্ডা লাগবে।'

লেনিন যখনই স্টীমারে যাতায়াত করেন, তাঁর একটা অভ্যেস—স্টীমারের ডেকে অনবরত পায়চারি করা। তখন তিনি পরে থাকেন নরম কাপড়ের ছাইরঙা একটি ওভারকোট—স্টকহল্‌মে থাকার সময়ে এই জামাটি তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন তাঁর মা। জামাটি তাঁর খুব প্রিয়।

কামো বললেন, 'আর তো নেই, এই একটিই।'

লেনিন তখন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় জামাটি কামোকে দিয়ে দিলেন।

লেনিনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আর লেনিনের সদয় ব্যবহারে কামো অনেকটা প্রকৃতস্থ হয়েছিলেন। শান্ত মন নিয়েই তিনি রওনা হতে পারলেন।

অক্টোবর বিপ্লবের পরে গৃহযুদ্ধের সময়ে পার্টির প্রতি এই একান্ত বিশ্বস্ত কমরেডটি অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। আবার নতুন অর্থনৈতিক নীতির আমলে তিনি কিছুটা বিভ্রান্ত ছিলেন এবং বীরত্বপূর্ণ কিছু করার জন্যে ছটফট করতেন। লেনিনের মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে তিফলিসের ভেরিয়েস্ক ঢালুপথে সাইকেলে নামার সময়ে একটি মোটরগাড়ির ধাক্কায় তিনি নিহত হন।

প্যারিসে থাকার সময়ে লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া একদিন গিয়েছিলেন পল লাফার্গ ও লরার সঙ্গে দেখা করতে। আগের বার প্যারিসে থাকার সময়ে অল্পক্ষণের জন্যে পল লাফার্গের সঙ্গে লেনিনের দেখা হয়েছিল কিন্তু পল লাফার্গ তখন লেনিনের কোনো পরিচয় পান নি। এবারে একজন ফরাসী কমরেডের মধ্যস্থতায় পরিচয় করিয়ে দেবার কাজটি সম্পন্ন হয়েছিল।

পল লাফার্গ ও লরা থাকেন দ্রাভেই-এ, প্যারিস থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে। সক্রিয় রাজনীতি থেকে তাঁরা অবসর নিয়েছেন। সাইকেলে চেপে লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া দেখা করতে এলেন। আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন তাঁদের পল লাফার্গ ও লরা।

পল লাফার্গকে লেনিন বলতে শুরু করলেন তাঁর দর্শনের বইটির কথা। লরা আর ক্রুপ্‌সকায়া পায়চারি করতে বেরোলেন পার্কে। ক্রুপ্‌সকায়া লিখছেন, "আমি এই ভেবে খানিকটা উত্তেজনা বোধ করছিলাম যে আমি হাঁটছি মার্কসের মেয়ের সঙ্গে। মার্কসের মুখের সঙ্গে ওঁর মুখের আদল আছে কিনা খুঁজে বার করার জন্যে আমি ওঁর মুখখানা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম।" এই মহিলার সঙ্গে কী বিষয়ে কথা বলবেন ভেবে না পেয়ে ক্রুপ্‌সকায়া শেষকালে বলতে শুরু করলেন—বিপ্লবের কাজে রুশী মেয়েরাও যে এগিয়ে আসছে, সেই কথা। লরা শুনে গেলেন, মাঝে মাঝে একটা-দুটো মন্তব্য করলেন মাত্র। যে কোনো কারণেই হোক আলাপটা ঠিক জমল না।

দুজনে যখন ফিরে এলেন, পল লাফার্গ ও লেনিন তখনো দর্শন নিয়ে আলোচনা করছেন।

লরা তাঁর স্বামীর সম্পর্কে বললেন, 'ওঁর দার্শনিক প্রত্যয়ে যে কোনো ফাঁকি নেই সে-প্রমাণ উনি শিগগিরই দেবেন।' তারপরে অর্থপূর্ণদৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকালেন। ক্রুপ্‌সকায়া লিখছেন, "এই উক্তি ও এই অর্থপূর্ণদৃষ্টি-বিনিময়ের তাৎপর্য আমি বুঝতে পেরেছিলাম ১৯১১ সালে, লাফার্গ দম্পতির মৃত্যুর খবর শুনে। তাঁরা আত্মহত্যা করেছিলেন, এই মর্মে চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলেন যে বার্ধক্যের জন্যে ও সংগ্রাম চালিয়ে যাবার পক্ষে শরীর অশক্ত হয়ে যাওয়ার জন্যে তাঁরা মৃত্যুবরণ করছেন।"

কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামের প্রস্তাবগুলিতে খুব একটা উৎসাহের ছবি নেই। থাকার কথাও নয়।

রুশদেশে বলশেভিক কেন্দ্রগুলির নেতারা তখন প্রায় সবাই কারাগারে বা নির্বাসনে। পুলিসের টিকটিকি আর দালালরা প্রায় সমস্ত সংগঠনে ঢুকে পড়েছে। ফলে কোনো সংগঠনই জোরদার হতে পারছে না। যারা বাইরে থাকলে সংগঠন জোরদার হয়, তাদের খবর গোয়েন্দা পুলিসের দপ্তরে আগেভাগেই পৌছে যাচ্ছে আর ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে হাজির হয়ে পুলিস বেছে বেছে সেই লোকগুলোকেই ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

সমাজতন্ত্রী কাগজ অবশ্য বেরোয়। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পরে সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা যতোটুকু পাওয়া গিয়েছে তাতে কাগজ একেবারে বন্ধ করা যায় না। তবে সেন্সর বিভাগের হামলা প্রচণ্ডতর। নানা অছিলা খুঁজে বার করে প্রায়ই কাগজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু পরদিন থেকেই সেই একই কাগজ নতুন নামে বেরোতে থাকে।

ট্রেডইউনিয়ন ও সমবায় ধরনের সমিতি গড়ে তোলার স্বাধীনতা শ্রমিকরা অর্জন করেছে। এখানেও, রাজনৈতিক প্রচার করা হচ্ছে এই অছিলায়, ট্রেডইউনিয়নকে বেআইনী করা হয় ও নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। তবুও যতোটুকু অধিকার পাওয়া গিয়েছে তারই মধ্যে শ্রমিকরা চেষ্টা করেন সংগঠন গড়ে তুলতে।

কিন্তু পার্টির পক্ষে সবচেয়ে বড়ো বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মেনশেভিকদের কার্যকলাপ। পুলিসের ধরপাকড়ের হিংস্রতা ও ব্যাপকতা দেখে তাঁরা ভাবতে শুরু করেছেন, পার্টি ও তার গোপন বেআইনী সংগঠনের জন্যেই এই ধরপাকড়। তাঁরা চান, ট্রেডইউনিয়ন ও সমবায় সমিতির মতো বৈধ সংগঠনগুলোকেই আপাতত অবলম্বন করা যাক। সকলের নয়, মেনশেভিকদের বড়ো একটি অংশের এই ছিল মনোভাব। এই অংশটি শুধু ট্রেডইউনিয়ন ও সমবায় সমিতি ইত্যাদি নিয়ে লেগে রইল, পার্টি থেকে সরে এল। এরাই হচ্ছে অবলোপকারী। এই অবলোপকারীদের বিরুদ্ধেই লেনিনের সংগ্রাম চলছিল।

আর শুধু তো অবলোপকারীরা নয়, তার ওপরে ছিল সুবিধাবাদীরা ও সুযোগসন্ধানীরা—দালাল বা পুলিসের চর হতেও যাদের কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। সুযোগ বুঝে কখনো এরা মেনশেভিক, কখনো বলশেভিক।

অবস্থাটা কি-রকম দাঁড়িয়েছিল, পার্টির সর্বোচ্চ মহলের নেতাদের মধ্যেও কি ভাবে দালাল ও পুলিসের চর ঘাঁটি করেছিল, এবং বহুকাল পর্যন্ত সেই

অবস্থানে এমনকি লেনিনের মতো নেতার বিশ্বাসভাজন হয়ে থেকে পার্টির সর্বনাশ করার কাজ চালিয়ে যেতে পেরেছিল—নিচের ঘটনা থেকে তা বোঝা যাবে। পুরো ঘটনাটি একসঙ্গে বলা যাবে না, কারণ ঘটনাটি ঘটেছিল সাত-আট বছর ধরে এবং বিপ্লবের পরে তার ওপরে যবনিকা পড়েছিল। যে-সময়ে ঘটনার যতোটুকু অংশ প্রকাশ পেয়েছে, সময়ের সঙ্গে চলতে চলতে আমরাও ততোটুকু অংশই প্রকাশ করে যাব।

সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিকদের সবচেয়ে বড়ো সংগঠন ছিল সেণ্ট পিটার্সবুর্গ ধাতু-শ্রমিকদের ইউনিয়ন। ১৯০৬ সালে এই ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন একজন শ্রমিক—রোমান মালিনোভস্কি। তাঁর দেশ পোল্যাণ্ড (সে-সময়ে রুশদেশের অংশ) এবং দেশে থাকার সময়েও বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কাজে প্রচণ্ড উৎসাহ, চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারেন, কাজেই সহকর্মীদের তিনি অনায়াসেই জয় করতে পেরেছিলেন। ১৯০৯ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার ও সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে বহিষ্কার করা হয়। তিনি হাজির হন মস্কোতে এবং স্থানীয় মেনশেভিক সংগঠনে যোগ দেন। ১৯১০ সালের এপ্রিল নাগাদ কয়েকজন কমরেড সমেত একটি জনসভা থেকে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে যান। অন্য কমরেডরা জেলেই থেকে যায়। তিনি কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই বেরিয়ে আসেন, যদিও যে-জনসভা থেকে সবাইকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সেখানে তাঁর বক্তৃতাই ছিল সবচেয়ে জ্বালাময়ী। মুক্তির অল্পদিন পরেই যোগ দেন বলশেভিকদের সংগঠনে।

কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হয়ে যায় মস্কোর বলশেভিকদের মধ্যে ব্যাপক ধরপাকড়। সে-সময়ে বলশেভিক সংগঠনের একজন প্রথম সারির নেতা ছিলেন নিকোলাই বুখারিন (পরে সোভিয়েত আমলের গোড়ার দিকেও প্রথম সারির নেতা ছিলেন, ১৯৩৮ সালে স্তালিনের আমলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন)। তিনিও গ্রেপ্তার হন। মালিনোভস্কির ওপরে গোড়া থেকেই বুখারিনের সন্দেহ ছিল। তিনি লক্ষ করেছিলেন, কোনো কমরেডের সঙ্গে হয়তো তিনি গোপন সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছেন কিন্তু কি করে যেন খবরটি গোয়েন্দা পুলিসের কাছে পৌঁছে যায় এবং কমরেডটিকে গ্রেপ্তার করার জন্যে ঠিক সময়ে গোয়েন্দা পুলিস ওত পেতে থাকে। বেশ কয়েকজন কমরেড বুখারিনের সঙ্গে দেখা করতে এসে পুলিসের হাতে ধরা পড়ে গেলেন। তৃতীয় যে প্রাণী এই সমস্ত সাক্ষাতের খবর জানতেন তিনি হচ্ছেন মালিনোভস্কি।

নিজেও যখন ধরা পড়লেন তখন বুখারিন নিঃসন্দেহ হলেন যে পথ পরিষ্কার করার জন্যে মালিনোভস্কি তাঁকে সরিয়েছে। আর হলও তাই, পার্টি সংগঠনে মালিনোভস্কি দ্রুত উঁচুদিকে উঠতে লাগলেন।

বিপ্লবের পরাজয়ের পরে জারতন্ত্র মারমুখী, কিন্তু তাই বলে শ্রমিকদের দাবিয়ে রাখা গেল না। সেন্ট পিটার্সবুর্গ, মস্কো ও আরো কয়েকটি বড়ো বড়ো শহরে শ্রমিকদের সাফল্যমণ্ডিত ধর্মঘট হয়ে গেল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্যে শ্রমিকদের মধ্যে লড়াইয়ের মনোভাব জাগিয়ে তুলতে তৃতীয় ডুমার সোশ্যাল-ডেমোক্রাট সদস্যদের বড়ো রকমের ভূমিকা ছিল। ডুমায় তাঁরা যে-সব বক্তৃতা দিতেন, এক্ষেত্রে তা খুবই কাজের হত। প্রতিক্রিয়ার দাপটের সময়ে ডুমায় যোগ দেওয়া উচিত এবং আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যেই ডুমা ব্যবহার করা উচিত—লেনিনের এই নীতি যে কত সঠিক, এ-ঘটনা তার প্রমাণ।

আন্দোলন যখন আবার বাড়ছে, রুশদেশের বলশেভিকরা প্রায় একই সঙ্গে দুটি পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন করলেন। সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে 'জভেজ্‌দা' (তারকা) ও মস্কো থেকে 'মীস্‌ল' (চিন্তা)। সেন্ট পিটার্সবুর্গের পত্রিকাটি ছিল একটি বড়ো আকারের সাপ্তাহিক। পত্রিকাটি সাড়া জাগাল আরো বিশেষ করে এই কারণে যে প্লেখানফ এই পত্রিকায় লিখতে রাজী হলেন। তাঁর শর্ত ছিল এই যে গোপন পার্টি-সংগঠন তুলে দেওয়ার যারা বিরোধী এমন সমস্ত সোশ্যাল-ডেমোক্রাট গোষ্ঠীর মুখপাত্র হবে এই পত্রিকাটি। ডুমার একজন সদস্য, একজন বলশেভিক ও একজন প্লেখানফ-পন্থী মেনশেভিককে নিয়ে সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হল।

লেনিন প্রবন্ধ লিখে পাঠালেন, শুরু হোক মিছিল! ডাক দিলেন: "কমরেডস, কাজ শুরু করে দাও! সংগঠন গড়ে তোলো, সোশ্যাল-ডেমোক্রাট সেল তৈরি করো ও জোরদার করো, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাও। প্রথম রুশ বিপ্লবে জনগণকে প্রোলেতারিয়েত শিখিয়েছে মুক্তির জন্যে লড়াই করতে, দ্বিতীয় বিপ্লবে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে বিজয়ের দিকে।"

এই প্রবন্ধের তারিখ ১৯১০ সালের ৩১এ ডিসেম্বর। বছরের শেষদিন।

প্রবন্ধের সুর ও মেজাজ উল্লসিত আশাবাদের। রুশদেশে আন্দোলনের সাড়া জাগছে, দু-দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে—চিরকালের আশাবাদী লেনিন তাই উল্লসিত। ক্রুপ্‌সকায়ার ভাষায়, "ইলিচ সঙ্গে সঙ্গে প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠলেন।" নিঃসংশয় বিশ্বাস নিয়ে ঘোষণা করতে পারলেন, দ্বিতীয় বিপ্লবের জয় হবেই।

১৯১০ সালে বহু ঘটনা ঘটে গিয়েছে, সভাসমিতিও কম হয় নি, আলাপ-আলোচনা দেখা-সাক্ষাতের তো বিরাম ছিল না, নানা জায়গায় আমন্ত্রিত হয়ে বক্তৃতাও কয়েকটি দিয়েছেন, লিখেওছেন অবিরাম, কিন্তু খানিকটা যেন বিরুদ্ধ স্রোত বুক দিয়ে ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিতে। এমন সময়ও গিয়েছে যখন তিনি সারা-রাত ঘুমোতে পারেন নি, চারদিককার আবহাওয়াকে মনে হয়েছে বিষাক্ত ও শ্বাসরোধকারী।

১১ই এপ্রিল ১৯১০, চিঠি লিখছেন গর্কিকে: "মনে হচ্ছে ঐক্যের মধ্যে সবচেয়ে জোরে বেজে উঠছে হাস্যকর সুরটি, যা থেকে উপচে পড়তে চাইছে চাপা হাসি ঠাট্টাতামাশা ও এমনি আরো কিছু। এই 'হাস্যকরতার' মধ্যে, এই ইতর ঝগড়া ও কুৎসা-রটনার মধ্যে বেঁচে থাকতে হলে দম বন্ধ হয়ে আসে। এই জীবনের দিকে তাকিয়ে নিজেকে অসুস্থ মনে হয়। কিন্তু মনের ভাব যাই হোক না কেন তার কাছে কিছুতেই নতি স্বীকার করা চলে না। নির্বাসিতের জীবন বিপ্লবের আগে যা ছিল এখন তার চেয়ে একশোগুণ কষ্টকর। নির্বাসন ও ইতর ঝগড়া একসঙ্গেই থাকে। কিন্তু ইতর ঝগড়াটা তো ছোট ব্যাপার, দশভাগের ন-ভাগ ইতর ঝগড়াই হয়ে থাকে বিদেশে, এটা নিতান্তই আনুষঙ্গিক ব্যাপার। আসল ব্যাপার হল পার্টির অগ্রগতি। সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক আন্দোলনের অগ্রগতি—নরকের মতো দুরূহ বর্তমান অবস্থার মধ্যেও এই অগ্রগতি অব্যাহত।"

এই চিঠি লেখার আগে একদিন সারা-রাত প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, ফিরে এসেও দু-চোখের পাতা এক করতে পারেন নি। প্যারিসের একটি কাফেতে লেনিনপন্থী বলশেভিকদের একটি জমায়েত হয়েছিল। আচমকা এই জমায়েতে আলেক্‌সিনস্কির নেতৃত্বে প্রত্যাহারবাদী বলশেভিকরা এসে হাজির। আলেক্‌সিনস্কির দাবি, তাঁকেও বলতে দিতে হবে। জমায়েতের উদ্যোক্তারা তাতে রাজী নন। ব্যস, প্রচণ্ড একটা মারামারি ঘটে আর কি। ব্যাপার দেখে কাফের মালিক আলো নিবিয়ে দেন। অনেক কষ্টে মারামারি থামানো যায়।

অন্যদিকে চরম একটা দুরবস্থার ছবি। নির্বাসিত রুশী বিপ্লবীরা প্রচুর সংখ্যায় এসে হাজির হয়েছেন এই শহরে। কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা? দু-বেলা দু-মুঠো খাওয়ার মতো রোজগারটুকু তো থাকা চাই। শ্রমিক কমরেডরা যে-করে হোক চালিয়ে নিতে পারছিলেন কিন্তু মুশকিলে পড়েছিলেন বুদ্ধিজীবী কমরেডরা। হাতের কাজ তাঁদের জানা নেই, কী তাঁরা করতে পারেন! দুস্থ কমরেডদের সাহায্য করার জন্যে ও খাওয়াবার জন্যে একটি ব্যবস্থা অবশ্য আছে। এই ব্যবস্থার দ্বারস্থ হতে বুদ্ধিজীবী কমরেডদের আত্মসম্মানে বাধে। একজন কমরেড চেষ্টা করলেন পালিশের কাজ শিখতে, না পেরে অন্য ধান্দায় ঘুরতে লাগলেন। শেষে না-খেয়ে-খেয়ে না-খেয়ে-খেয়ে এমন দুর্বল হয়ে পড়লেন যে বিছানা ছেড়ে ওঠার ক্ষমতা নেই। তখন একটি চিঠি লিখে পাঠালেন কমিটির কাছে। কিছু টাকা চেয়ে পাঠালেন, সঙ্গে অনুরোধ—টাকাটা যেন সরাসরি তাঁর হাতে পৌছে দেওয়া না হয়, জমাদারনীর মারফত যেন আসে।

অপর একজন কমরেড প্যারিসে এসেছিলেন দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড চেহারা ও অসম্ভব গায়ের জোর নিয়ে। স্বামী-স্ত্রী কাজও জুটিয়েছিলেন। কিন্তু আয় ছিল এত সামান্য যে পেটভরা খাবার জুটত না। ফলে শরীর ভাঙতে শুরু করল, ভরাট মুখখানা অজস্র বলিরেখায় ভরে গেল। মানুষটিকে দেখলে তখন আর চেনা যায় না।

এমনি অজস্র ঘটনা।

নরকের চেয়েও দুরূহ এই অবস্থার মধ্যে থেকেই লেনিন চিঠি লেখেন গর্কিকে: "অনুমান করতে পারি, আশির দশকের শেষ ও নব্বইয়ের শুরুর দিকে দুরূহ অবস্থার মধ্যে সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক আন্দোলনের বাড়বৃদ্ধি যাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে জানেন নি, তাঁদের পক্ষে এখনকার দুরূহ অবস্থা উপলব্ধি করা কত কষ্টকর। সে-সময়ে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের গুনে নেওয়া যেত এককে যদি নাও হয় তো দশকে তো বটেই। আর এখন গুনতে হবে শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে। তাই সংকটের পর সংকট। কিন্তু সমগ্রভাবে ধরলে সোশ্যাল-ডেমোক্রেসি এই সংকট কাটিয়ে উঠছে—খোলাখুলিভাবে ও সততার সঙ্গে।"

এই সংকটের ছাপ পড়েছে লেনিনের চেহারাতেও। তাঁকে দেখে মাঝে মাঝে মনে হয় ক্লান্ত একজন মানুষ। রাতে ঘুমোতে পারেন না, মাথার মধ্যে

কেমন একটা যন্ত্রণা। কিন্তু এই সমস্ত উপসর্গের জন্যে কাজের ক্ষতি হতে দেবেন এমন মানুষই লেনিন নন। আরো প্রচণ্ডভাবে কাজ করে চলেন।

মাঝে মাঝে থিয়েটারে যান, কিন্তু প্রথম অঙ্কের পরে কদাচিৎ বসে থাকেন। ক্রুপ্‌সকায়া লিখেছেন, 'কমরেডরা আমাদের এই বলে ঠাট্টা করত যে আমরা পয়সা দিয়ে টিকিট কিনি অথচ তার পুরোটা উসুল করি না।' মাত্র একবার লেনিন একটি নাটক শেষপর্যন্ত দেখেছিলেন। সেটি ছিল তলস্তয়ের 'জীবন্ত শব'।

বরং তিনি বেশি আনন্দ পান শ্রমিক এলাকার ক্যাবারেগুলোতে গিয়ে। শ্রমিকেরা হেঁড়ে গলায় প্রোলেতারীয় গান গায়, তিনি শোনেন। তবে সত্যিকারের আনন্দ পান শহরের বাইরে ঘন গাছপালার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে।

প্যারিসের এই বিষাক্ত আবহাওয়া অনেকের কাছেই অসহ্য মনে হয়েছিল। ফলে কিছু কমরেড প্যারিস ছাড়লেন। কিছু পুরোপুরিভাবে যোগ দিলেন ফরাসী ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনে। লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়াও চাইছিলেন ফরাসী আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তুলতে। তাঁরা ভাবলেন, বিস্‌কে উপসাগরের তীরে পোর্নিক গ্রামের কাছে ফরাসী পার্টি সংগঠিত বিশ্রাম-নিবাসে কয়েকটা দিন কাটিয়ে এলে মন্দ হয় না। প্রথমে গেলেন ক্রুপ্‌সকায়া ও তাঁর মা। গিয়ে বিশেষ ভালো লাগল না। ফরাসীদের দেখে মনে হল অ-মিশুক, যে-কোনো কারণেই হোক রুশীদের প্রতি তাদের মনোভাব ঠিক যেন বন্ধুত্বপুর্ণ নয়। ইতিমধ্যে আরো দুজন রুশী কমরেড এসে হাজির। এই দুজনের পক্ষেও মানিয়ে নেওয়া একটু শক্ত হল। তখন এই চারজন রুশী একসঙ্গে উঠে চলে গেলেন পোর্নিক গ্রামে, উপকূল রক্ষীদের কাছ থেকে ঘরভাড়া নিলেন, আর লেনিনের আসার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

লেনিন এলেন ১লা আগস্ট তারিখে। প্রচুর ঘুরে বেড়ালেন, প্রচুর গল্পগুজব করলেন, প্রচুর কাঁকড়া খেলেন, শরীরে ও মনে তাজা হয়ে রওনা হলেন কোপেনহেগেনে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অষ্টম কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্যে। কোপেনহেগেনে পৌছলেন ২৬এ আগস্ট।

আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে এই তাঁর দ্বিতীয় যোগদান। এবারের কংগ্রেসে

রুশী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের প্রতিনিধি-দলটি বেশ বড়ো। তাঁদের মধ্যে ছিলেন লেনিন ছাড়াও জিনোভিয়েফ, কামেনেফ, প্লেখানফ, ভারস্কি, মার্তোফ, মার্তিনফ, ট্রটস্কি, লুনাচারস্কি ও কোলোন্‌তাই। সকলেই সোশ্যাল-ডেমোক্রাট বটে কিন্তু রাজনৈতিক মতামতে অভিন্ন নন। এই দশজন ছাড়াও সাতজন সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও তিনজন ট্রেডইউনিয়ন প্রতিনিধি। সব মিলিয়ে বিচিত্র একটি দল। দলটিতে সুবিধাবাদীরাই ছিল সংখ্যায় বেশি, ফলে শুরু হয়ে গেল লেনিনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ।

রুশী প্রতিনিধিদের পৃথক একটি সভায় উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতী ক্র্‌ঝিঝানো-ভস্কায়া। তিনি শুনতে পেলেন চারদিকে চাপা মন্তব্য হচ্ছে: 'গোটা পার্টির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে একা এই একটা লোক! পার্টিকে ভাঙছে! এই লোকটা চলে গেলে বা মরলে পার্টির পক্ষে কি ভালোই না হয়।' একজন লেনিন-বিরোধীকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'একটা লোক গোটা পার্টির সর্বনাশ করছে —এ কেমন করে হয়?' সে বলল, 'কারণ এই লোকটা অন্য কারও মতো নয়, দিনে-রাত্তিরে চব্বিশ ঘণ্টাই শুধু বিপ্লবের চিন্তা করে এমন লোক পার্টিতে এই একজন ছাড়া আর কেউ নেই।'

কংগ্রেসের কাজের বিবরণ দিতে গিয়ে লেনিন লিখছেন, "সংশোধনবাদীদের সঙ্গে মতপার্থক্যটাই বড়ো হয়ে দেখা দিচ্ছে। কিন্তু সংশোধনবাদীরা এখনো তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র কর্মসূচী ঘোষণা করতে পারে নি। সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আপাতত মুলতুবি রাখা হয়েছে। কিন্তু সংগ্রাম অনিবার্য।"

সংশোধনবাদের ও সুবিধাবাদের লক্ষণগুলো কোপেনহেগেন কংগ্রেসে অস্পষ্ট ছিল না। কিন্তু চার বছর পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতেই তার উৎকট চেহারাটা ফেটে বেরিয়ে পড়েছিল। লেনিনও জানতেন সংগ্রাম অনিবার্য, তিনিও অনেক আগে থেকেই এই সংগ্রাম হাতে তুলে নিয়েছিলেন। কোন্ কোন্ ফ্রণ্টে সংগ্রাম, কি-ভাবে, তার নির্দেশ কোপেনহেগেন কংগ্রেসে আসার আগে লেখা কয়েকটি প্রবন্ধেও পাওয়া গিয়েছিল। একটি প্রবন্ধে প্রসঙ্গত বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন ভারত পারস্য ও অন্যান্য দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে দমন করবার জন্যে 'সভ্য' ইউরোপীয় 'রাজনীতিকদের' পৈশাচিক দমন-নীতির কথা।

কোপেনহেগেন কংগ্রেস চলবার সময়ে লেনিন, প্লেখানফ, জিনোভিয়েফ ও তৃতীয় ডুমার দুজন সদস্য পৃথক একটি বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। তাঁরা

স্থির করেন যে বিদেশ থেকে 'রাবোচায়া গাজেতা' (শ্রমিকদের পত্রিকা) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হবে। প্লেখানফ অবশ্য এই বৈঠকে মন খুলে কথা বলেন নি কিন্তু প্রথম সংখ্যায় লেখা দেবার প্রতিশ্রুতি দেন।

মন খুলে কথা বলেন নি লুনাচারস্কিও। বৈঠকে নয়, পৃথকভাবে বসে লুনাচারস্কির সঙ্গে লেনিন দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন। লেনিনের ধারণা হয়েছিল আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। প্যারিসে ফিরে গিয়ে কথাটা ক্রুপ্‌স্কায়াকেও বলেছিলেন, বেশ খুশির মেজাজেই। লুনাচারস্কি সম্পর্কে লেনিনের বরাবরই উঁচু ধারণা, লুনাচারস্কিকে স্বমতে আনতে পেরেছেন ভেবে লেনিনের খুশি হবারই কথা। কিন্তু প্যারিসে ফিরে আসার পরে চোখে পড়ল 'ল্য পোপ্ল্' পত্রিকায় লুনাচারস্কির প্রবন্ধ: 'আমাদের পার্টিতে কৌশলগত ঝোঁক'। প্রবন্ধটি পুরোপুরি প্রত্যাহারবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা। এই প্রবন্ধ সম্পর্কে লেনিন কারও কাছে কোনো মন্তব্য করলেন না, নিজে একটি প্রবন্ধ লিখে জবাব দিলেন।

কোপেনহেগেন কংগ্রেস থেকে ফিরে অন্যরাও চুপ করে ছিলেন না। জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের পত্রিকা 'ফোরভের্টস'-এ বিনা নামে ট্রটস্কির একটি লেখা প্রকাশিত হল। লেখায় ছিল বলশেভিকদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ ও ট্রটস্কির নিজের কাগজ 'প্রাভদা'-র প্রশংসা। এই লেখাটি প্রকাশ করার জন্যে প্রতিবাদ জানিয়ে পত্র দিলেন প্লেখানফ, লেনিন ও ভারস্কি। প্লেখানফ ট্রটস্কিকে একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতেন না, সেই ১৯০৩ সালে ট্রটস্কির প্রথম বিদেশে আসার সময় থেকেই। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের আগে তো পত্রিকা প্রকাশ করা নিয়ে দুজনের মধ্যে ফাটাফাটি হয়ে গিয়েছিল। কোপেনহেগেন কংগ্রেসেও প্লেখানফ বিনা বাক্যে ট্রটস্কির কাজের প্রতিবাদে সই দিয়েছেন। ট্রটস্কিও শোধ তুলতে লাগলেন। প্রচণ্ড প্রচার চালালেন 'রাবোচায়া গাজেতার' বিরুদ্ধে। প্রতিবাদে কামেনেফ ট্রটস্কির 'প্রাভদা' কাগজের সম্পাদকমণ্ডলী থেকে পদত্যাগ করলেন। প্যারিসের একদল আপোসপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটও ট্রটস্কির সঙ্গে যোগ দিয়ে 'রাবোচায়া গাজেতার' বিরুদ্ধে প্রচারে গা ভাসাল। লেনিন সবচেয়ে ঘৃণা করতেন নীতি-বর্জিত এই আপোসকামিতাকে। তাঁর মতে, নির্বিচারে সকলের সঙ্গে আপোস করা আর প্রচণ্ড লড়াইয়ের সময়ে হার স্বীকার করে নেওয়া—এ দুয়ের মধ্যে কোনো তফাত নেই।

ট্রটস্কির আরো একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হল জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের অপর পত্রিকা 'নয়ে ৎসাইট'-এর একটি সংখ্যায়। প্রবন্ধটির নাদ 'রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রেসির বিকাশে ঝোঁক'। পরের সংখ্যাতেই প্রকাশিত হল মার্তোফের প্রবন্ধ: 'রুশীদের আলোচনা ও অভিজ্ঞতা'। এই দুটি প্রবন্ধের জবাবে লেনিন একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠালেন: 'রুশদেশের পার্টির আভ্যন্তরিক সংগ্রামের ঐতিহাসিক অর্থ'। 'নয়ে ৎসাইট' পত্রিকার সম্পাদকদ্বয়—কাউটস্কি ও ভুর্ম—এই প্রবন্ধ ছাপতে অস্বীকার করলেন।

কোপেনহেগেন থেকে প্যারিসে এসেছিলেন সরাসরি নয়, স্টকহল্‌ম হয়ে। তখন সেপ্‌টেম্বর মাসের মাঝামাঝি। স্টকহল্‌মে এসে দেখেশুনে তিনজনের থাকার ব্যবস্থা করলেন। তারপরে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কার জন্যে অপেক্ষা করছেন লেনিন? মায়ের জন্যে। লেনিনের মা, লেনিনের 'আমার মাগো'। পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধা মারিয়া আলেক্‌সান্দ্রোভনা ছোট মেয়ে মারিয়াকে সঙ্গে নিয়ে স্টকহল্‌মে আসছেন তাঁর ভোলোদিয়ার সঙ্গে দেখা করতে। তেইশ বছর আগে সিমবির্স্ক থেকে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে যাওয়ার চেয়েও এবারকার যাত্রা বেশি কষ্টের।

মায়ের সঙ্গে ছেলের শেষ দেখা হয়েছিল বিপ্লবের সময়ে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে, কুওকালায় ও সাব্‌লিনোতে। তিন বছর পরে আবার এই দেখা। দশটি দিন পার হয়ে গেল একটা নিশ্বাসের মতো। সকালবেলাটা লেনিন কাটান লাইব্রেরিতেই, পড়াশুনো করে। কিন্তু বিকেল ও সন্ধে পুরোপুরি মায়ের জন্যে। ছেলেবেলার দিনগুলি ফিরে এসেছে যেন। প্রকাণ্ড মাথা নিয়ে টলমল করে হাঁটা শিশুটিই যেন মায়ের কোলে আশ্রয় নিচ্ছে।

একদিন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের একটি সভায় বক্তৃতা দেবার কথা ছিল। মাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন।

'আমার মাগো, চুপটি করে শোনো।'

মারিয়া আলেক্‌সান্দ্রোভনা ম্লান হাসলেন। সম্ভবত মনে পড়ছিল আরো একবার এক ছেলের বক্তৃতাও চুপটি করে শুনেছিলেন। শুনতে শুনতে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। মেয়ে মারিয়া লিখেছে, "আমার মনে হচ্ছিল, ওর (লেনিনের) বক্তৃতা শুনতে শুনতে মা ভাবছিল বিচারের সময় তাঁর অন্য

ছেলে আলেক্সান্দর ইলিচ যে বক্তৃতা দিয়েছিল সেই বক্তৃতার কথা। যেভাবে মায়ের মুখচোখের ভাব বদলাচ্ছিল তা থেকেই আমি বুঝতে পারছিলাম।"

অবশেষে বিদায়ের দিন এল। মাকে জাহাজে ওঠাতে এসে ভারাক্রান্ত মনে লেনিন জাহাজঘাটার পাড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। জাহাজে ওঠার সাহস নেই, রুশী জাহাজ, গ্রেপ্তার হয়ে যেতে পারেন। তাঁর মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা ছিল মায়ের সঙ্গে এই হয়তো শেষ দেখা।

তাই হয়েছিল। মা ও ছেলের আর দেখা হয় নি। এই শেষ দেখা হওয়ার ছ-বছর পরে ১৯১৬ সালে মারিয়া আলেক্সান্দ্রোভনা মারা যান। আর লেনিন রুশদেশে ফেরেন ১৯১৭ সালে। তাঁর ছেলের নেতৃত্বে রুশদেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য মা দেখে যেতে পারেন নি।

১৯১০ সালে প্যারিসের জীবনে পার্টির কাজের সূত্রে ক্রুপ্‌সকায়া ছাড়া আরও একজন মহিলা লেনিনের খুব কাছাকাছি এসেছিলেন। তিনি হচ্ছেন ইনেসা আরমাঁ। তাঁর জন্ম প্যারিসে ১৮৭৪ সালে। আঠারো বছর বয়সে প্যারিসের এক শিল্পপতির ছেলের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ক্রুপ্‌সকায়া বলছেন, তাঁর দুটি ছেলেমেয়ে। অন্য সূত্রের খবর, পাঁচটি ছেলেমেয়ে। চের্নিশেভস্কির 'কী করতে হবে?' উপন্যাসটি পড়ে তিনি নিজের জীবনকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন উপন্যাসের কল্পনাপ্রবণ নায়িকার মতো করে। তিরিশ বছর বয়সে স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যায়। চলে যান সুইডেনে, পড়াশুনো করতে। সে-বছরই পড়েন লেনিনের 'কী করতে হবে?' এই বইটি পড়ে পুরোপুরি বলশেভিক হন। চলে যান রুশদেশে, সংগঠনের কাজে। সেখানে ১৯০৫ সালের জানুয়ারিতে গ্রেপ্তার হন, অক্টোবরে ছাড়া পান। আবার গ্রেপ্তার হন ১৯০৭ সালে, এবারে দু-বছরের নির্বাসন। নির্বাসনের মেয়াদ শেষ হবার দু-মাস আগে পালিয়ে চলে আসেন। প্রথমে ব্রুসেল্‌স এ, তারপরে প্যারিসে। আরো দুজন কমরেডের সঙ্গে তাঁর ওপরে দায়িত্ব পড়ে বিদেশের অন্যান্য সোশ্যাল-ডেমোক্রাট গোষ্ঠীর সঙ্গে চিঠিপত্রের যোগাযোগ বজায় রাখার কাজের। তাঁর চেহারাটি ছিল সুন্দর—চোখে পড়ার মতো, স্বভাব মার্জিত। ক্রুপ্‌সকায়া লিখছেন, "বলশেভিক হিসেবে তাঁর মধ্যে প্রচুর উদ্দীপনা ছিল

এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আমাদের প্যারিসের জনতাকে নিজের চারদিকে জড়ো করে ফেললেন।"

এই ইনেসাকে দিয়ে লেনিন অনেকগুলো দুরূহ কাজ করিয়েছিলেন। লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়ার জীবনের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন ইনেসা। লেনিনের সঙ্গে এই মহিলার সম্পর্ক নিয়ে কিছু কানাঘুষো পর্যন্ত উঠেছিল। কিন্তু লেনিন ভ্রূক্ষেপ করেন নি, ক্রুপ্‌সকায়াও নয়। কার কতখানি দাম, কাকে দিয়ে কী হতে পারে, তার বিচারে লেনিনের ভুল হত না। ইনেসার ক্ষেত্রেও হয় নি।

১৯০৭ সালের পার্টি কংগ্রেসে যখন ভিক্‌তরকে* (মস্কোর শিল্পপতি শ্মিটের বোনের সঙ্গে যাঁর বিয়ে হয়েছিল) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মনোনীত করেছিলেন, তখনো প্রবল প্রতিবাদ উঠেছিল। কিন্তু লেনিন জানতেন ভিক্‌তরকে দিয়ে পার্টির কী কাজ হতে পারে। প্রয়োজন হলে এমনকি গিগোলো হতেও— অর্থাৎ ধনী উত্তরাধিকারিণীর সম্পত্তির জন্যে তার সঙ্গে একত্রে বসবাস করতেও ভিক্‌তরের আপত্তি হবে না। একজন উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপক ভিক্‌তরের নামে অভিযোগ জানাতে এলে লেনিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'পার্টির জন্যে আপনি গিগোলো হতে পারবেন?' ভদ্রলোককে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে একটু হেসে বলেছিলেন, 'পারবেন না। আমিও পারব না। কিন্তু ভিক্‌তর পারবে।'

ইনেসার বেলাতেও লেনিন জানতেন ইনেসা কী পারবে, কতখানি পারবে।

*ভিক্‌তরের আসল নাম ছিল তারাতুতা। ক্রুপ্‌সকায়ার স্মৃতিকথায় কমরেড তারাতুতা সম্পর্কে সপ্রশংস উল্লেখ আছে। কিন্তু বোগদানফ, লুনাচারস্কি ও আরো অনেক বলশেভিক নেতা ভিক্‌তরকে আদপেই পছন্দ করতেন না। তাঁদের ধারণা ছিল এই লোকটি জারের চর। শেষপর্যন্ত ভিক্‌তরকে পার্টির আদালতে উপস্থিত করা হয়। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও পার্টির সংগঠন থেকে বাদ দেওয়া হয় তাঁকে। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক জীবন এখানেই শেষ নয়। বিপ্লবের পরে তিনি ছিলেন ফ্রান্সে কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকে মস্কোর প্রতিনিধি। পরে সোভিয়েত সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদে একটি উঁচু পদে কাজ করেছিলেন।

বৈপ্লবিক জাগরণের বছরগুলিতে

'জ্‌ভেজ্‌দা'-র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হল ১৯১০ সালের ১৬ই (২৯এ) ডিসেম্বর তারিখে। সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন বঞ্চ-ব্রুয়েভিচ (বলশেভিক), য়োর্দান্‌স্কি (প্লেখানফপন্থী মেনশেভিক) ও পোক্রোভস্কি (বলশেভিক দরদী ডুমা সদস্য)। পত্রিকাটি ছিল ডুমার সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক পার্টির মুখপত্র।

এই পত্রিকায় লেখার জন্যে লেনিন গর্কিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। গর্কির বিখ্যাত 'ইতালির গল্প'-এর সাতটি প্রকাশিত হয়েছিল এই পত্রিকায়। লেনিন চিঠি লিখেছিলেন গর্কিকে: "আমি খুব খুশি যে আপনি 'জ্‌ভেজ্‌দা'-কে সাহায্য করছেন। কিন্তু আমরা পড়েছি বড়ো কঠিন অবস্থায়—কি বাইরে, কি ভিতরে, কি টাকাপয়সার ব্যাপারে—তবুও এখনো পর্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছি।"

বিদেশ থেকে পত্রিকা প্রকাশ করে রুশদেশে পাচার করাটা সম্প্রতি বিশেষ অসুবিধের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষ করে দালালদের হস্তক্ষেপে। শুধু রুশদেশের ভিতরে নয়, বিদেশেও এই দালালদের অস্তিত্ব ছিল প্রায় সর্বত্র, তাদের চোখকে সহজে ফাঁকি দেওয়া যেত না। এমনকি রুশদেশে গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার পরেও পত্রিকা অনেক সময়ে শ্রমিকদের হাতে পৌঁছত না। ক্রুপ্‌সকায়া তাঁর স্মৃতিকথায় একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি যদিও ১৯১২ সালের জানুয়ারির কিন্তু ১৯১০ সালে এবং তার আগেও একই ধরনের ঘটনা ঘটত।

সে-সময়ে প্রাগে বলশেভিকদের একটি সম্মেলন হবার কথা। লেনিন চলে গিয়েছেন। এমন সময়ে প্রাগে যাবার পথে মস্কোর দুজন বলশেভিক প্রতিনিধি প্যারিসে এসে হাজির। একজনের নাম ব্রেদিন্‌স্কি। বেআইনী পত্রিকা মস্কোর শ্রমিকদের মধ্যে বিলি করার ভার এই কমরেডটির ওপরে। পশ্চিম ইউরোপে রওনা হবার ঠিক আগে ভিল্‌নায় ব্রেদিন্‌স্কিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ছাড়া পায় দশদিন পরে। অন্য কমরেডটির মুখে ক্রুপ্‌সকায়া শুনলেন, ব্রেদিন্‌স্কি যখন জেলে ছিল তখন এই কমরেডটির কাছে পত্রিকা নিতে এসে সকলেই ধরা পড়ে গিয়েছে।

ক্রুপ্‌সকায়া শুনে আসছিলেন মস্কোয় নাকি বলশেভিক পত্রপত্রিকা আদপেই বিলি হয় না। তখন তিনি জেরা করতে শুরু করলেন। ব্রেদিন্‌স্কি বলল যে

মস্কোর শ্রমিকদের মধ্যে সে পত্রপত্রিকা বিলি করে। তাদের নাম কি? ঠিকানা কি? ব্রেদিন্‌স্কি থতমত খেয়ে গেল। ক্রুপ্‌সকায়া বুঝলেন ব্রেদিন্‌স্কি মিথ্যে বলছে। আরো কিছুক্ষণ জেরা করতেই ব্রেদিন্‌স্কি স্বীকার করতে বাধ্য হল যে বিদেশ থেকে পত্রপত্রিকা যা সে পেত সরাসরি তুলে দিত গোয়েন্দা পুলিসের হাতে। ক্রুপ্‌সকায়া লিখছেন, "আমার খুব গর্ব হচ্ছিল যে একটা দালালের হাত থেকে সম্মেলনকে আমি বাঁচিয়েছি। কিন্তু আমি তখন জানতাম না যে সম্মেলনে দুটো গুপ্তচর হাজির হতে পেরেছিল।"

লেনিনও জানতেন না, অন্য কোনো বলশেভিক নেতাও নন। এ-তথ্য জানা গিয়েছিল অনেক পরে। এই দুজন গুপ্তচরের একজনের নাম আমরা জেনেছি: রোমান মালিনোভস্কি। অপরজন ক্যাপ্রির একটি ছাত্র, নাম রোমানফ।

আর শুধু তো নিচের দিকে নয়, কেন্দ্রীয় কমিটিতে পর্যন্ত এই দালাল আর গুপ্তচররা ঢুকে পড়েছিল। 'বামপন্থী কমিউনিজম, শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা' বইয়ে মালিনোভস্কি সম্পর্কে লেনিন লিখছেন, "সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার, ১৯১২ সালে দালাল মালিনোভস্কি বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটিতে ঢুকে পড়তে পেরেছিল। সেরা ও সবচেয়ে অনুগত বহু বহু কমরেডের প্রতি সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তার জন্যে তাদের জেলে যেতে হয়েছিল, সময়ের আগেই মরতে হয়েছিল। তবে বৈধ ও অবৈধ কাজের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক বজায় ছিল বলেই লোকটা আরো বেশি ক্ষতি করতে পারে নি।"

বৈধ ও অবৈধ কাজের মধ্যে সঠিক সম্পর্কের দিক থেকেই রুশদেশে বৈধ মার্কসবাদী পত্রিকা প্রকাশ করাটা ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ব্যাপার। 'জ্‌ভেজ্‌দা'-র প্রথম সংখ্যা হাতে পেয়ে লেনিন তাই খুশি হলেন।

আরো খুশি হলেন মস্কো থেকে প্রকাশিত 'মীস্‌ল' পত্রিকাটি পেয়ে। গর্কিকে লিখলেন, "এই পত্রিকাটি পুরোপুরি আমাদের, আমার তাই খুব আনন্দ হচ্ছে।"

দুই পত্রিকাতেই লেনিন প্রচুর লিখতে লাগলেন। তবে, যে-কথা লেনিন গর্কিকে লিখেছেন, বৈধ মার্কসবাদী পত্রিকা চালানোর পক্ষে অবস্থা ছিল খুবই কঠিন। সম্পাদকমণ্ডলী ও কর্মীদের মধ্যে অনেকেই গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। টাকাপয়সার অভাব তো ছিলই। ফলে দুটি পত্রিকাই বন্ধ হয়ে গেল, চারমাস নিয়মিত বেরোবার পরে 'মীসল' একেবারেই, আর পঁচিশটি সংখ্যা বেরোবার

পরে 'জ্‌ভেজ্‌দা' সাময়িকভাবে।' 'জ্‌ভেজ্‌দা' আবার বেরোতে থাকে নভেম্বর থেকে, পুরোপুরি বলশেভিক পত্রিকা হিসেবে।

এই দুটি পত্রিকায় লেনিন অনেকগুলো প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সব মিলিয়ে পঞ্চাশটিরও বেশি। দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের নাম: 'মার্কসবাদের ঐতিহাসিক বিকাশের কয়েকটি লক্ষণ' ও 'ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলনে প্রভেদ।'

মার্কসবাদ অন্ধবিশ্বাস নয়, কাজের নির্দেশ—মার্কসবাদ সম্পর্কে এঙ্গেলসের এই বিখ্যাত সূত্রটির উল্লেখ করে লেনিন তাঁর প্রবন্ধে বলেন যে এঙ্গেলসের এই সূত্রের মধ্যেই মার্কসবাদ সম্পর্কে সবচেয়ে গভীর কথাটি পাওয়া যাচ্ছে। মার্কসবাদ যে অন্ধবিশ্বাস নয়, কাজের নির্দেশ—একথা যখনই আমরা ভুলে যাই তখনই মার্কসবাদকে করে তুলি একপেশে, বিকৃত ও প্রাণহীন। তখনই মার্কসবাদকে আমরা বিচ্যুত করি তার মূল তত্ত্বগত ভিত্তি—ডায়ালেকটিক্‌স থেকে। খাটো করি সুনির্দিষ্ট বাস্তব কর্তব্যের সঙ্গে মার্কসবাদের সম্পর্ককে—যে কর্তব্য ইতিহাসের প্রত্যেক নতুন মোড় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে পারে।

ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলনে তত্ত্ব ও কৌশলের মধ্যে যে-সব প্রভেদ লক্ষ করা যাচ্ছে তাই নিয়ে আলোচনা করলেন অপর প্রবন্ধে। এক্ষেত্রে মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুতি ঘটছে দু-দিকে—একদিকে সংশোধনবাদ ও সুবিধাবাদ, অন্যদিকে নৈরাজ্যবাদ। পুঁজিবাদী সমাজের প্রকৃতিটাই এমন যে তার মধ্যে থেকেই এই দু-ধরনের বিচ্যুতির উদ্ভব ঘটে থাকে।

এই দুটি প্রবন্ধে ও এই সময়ের অন্যান্য লেখাতে লেনিন নিদর্শন রাখলেন সেই মার্কসবাদের যার মধ্যে মতান্ধতা নেই, জড়ত্ব নেই, যা নিয়ত বিকাশমান।

১৯১১ সালের বসন্তকালে প্যারিসের কাছে একটি গ্রামে বলশেভিকদের নিজস্ব পার্টি-স্কুল খোলা গেল। স্কুলের ছাত্রদের নেওয়া হল বলশেভিক, পার্টিপন্থী মেনশেভিক (অর্থাৎ যে-সব মেনশেভিক পার্টির বেআইনী গোপন সংগঠন বজায় রাখার পক্ষে) ও প্রত্যাহারবাদীদের মধ্যে থেকে। অধিকাংশ ছাত্রই এসেছিলেন সেণ্ট পিটার্সবুর্গ, মস্কো ইত্যাদি বড়ো বড়ো শহরের শিল্প-কেন্দ্র থেকে।

গ্রামটির নাম লঁজুমো। ছাত্ররা এসে গ্রামের মধ্যে ঘরভাড়া নিলেন।

ইনেসা ভাড়া নিলেন পুরো একটি বাড়ি। ইনেসা ছাড়াও আরো তিনজন কমরেডের ঠাঁই হল এখানে আর থাকল ছাত্রদের জন্যে রান্না ও খাওয়ার জায়গার ব্যবস্থা। তদারকের ভার দেওয়া হল কাতিয়া নামে একজন কমরেডের ওপরে।

লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া দুটি ঘর ভাড়া নিলেন গ্রামের অন্য প্রান্তে। তবে খেতে আসতেন বারোয়ারী ভোজনালয়ে। খাওয়ার টেবিলে প্রচুর গল্প জমে উঠত।

স্কুলটি খুব ভালোভাবেই চলতে লাগল। লেনিন মোট ক্লাস নিলেন পঁয়তাল্লিশটি—ত্রিশটি রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞানে, দশটি কৃষি প্রশ্নে, পাঁচটি সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব ও প্রয়োগ সম্পর্কে। ইনেসার পড়াবার বিষয় ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান। জিনোভিয়েফ ও কামেনেফের—পার্টির ইতিহাস। এঁরা ছাড়াও আরো বেশ কয়েকজন শিক্ষক ছিলেন। রিয়াজানফ পড়াতেন পশ্চিম ইউরোপে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস বিষয়ে। সকল শিক্ষকই থাকতেন গ্রামের মধ্যে ঘর নিয়ে, একমাত্র কামেনেফ বাদে! তিনি যাতায়াত করতেন প্যারিস থেকে। কামেনেফ তখন তাঁর 'দুই পার্টি' নামে বইটি লিখছিলেন। বিষয়টি নিয়ে লেনিনের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হত। গ্রামের বাইরে মাঠে চলে যেতেন দুজনে, ঘাসের ওপরে শুয়ে শুয়ে লেনিন তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করতেন। এই বইয়ের একটি ভূমিকাও লিখেছিলেন লেনিন।

আর প্যারিসের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখতেন ক্রুপ্‌সকায়া। এজন্যে প্রায়ই তাঁকে প্যারিসে চলে যেতে হত।

স্কুলের ছাত্ররা খুবই পরিশ্রম করতেন। তবে কোনো কোনো সন্ধ্যায় বেরিয়ে পড়তেন মাঠে, খড়ের গাদার ওপরে শুয়ে শুয়ে গান গাইতেন ও নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। ছাত্রদের দলে মাঝে মাঝে যোগ দিতেন লেনিনও।

আর মাঝে মাঝে লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া বেরিয়ে পড়তেন সাইকেল নিয়ে। পাহাড়টার চূড়োয় উঠতেন, সেখান থেকে চলে যেতেন এরোড্রম পর্যন্ত। জায়গাটা ছিল অতি নির্জন। কখনো কখনো এমন হত যে লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া ছাড়া তৃতীয় কোনো বাইরের প্রাণীর সাক্ষাৎ পাওয়া যেত না। লেনিন দাঁড়িয়ে এরোপ্লেনের ওঠানামা দেখতেন।

স্কুল শেষ হবার পরে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া প্যারিসে ফিরে এলেন।

এই স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে থেকে একজন মাত্র দালাল বেরিয়েছিল। বাকিরা রুশদেশে ফিরে গিয়ে পার্টির কাজে এক-একজন সেরা কর্মী হতে পেরেছিলেন, কয়েকজন বিপ্লবের সময়ে অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে প্রাণ দিয়েছিলেন, কয়েকজন বিপ্লবের পরেও দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদে কাজ করেছিলেন।

পার্টি-স্কুল কেমন হওয়া উচিত তার মডেল ছিল বলশেভিকদের এই স্কুলটি।

১৯১০ সালে অনেক চেষ্টার পরে পার্টির বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে ঐক্য গড়ে তোলা হয়েছিল তা আস্তে আস্তে ভাঙতে শুরু করে। রুশদেশে কাজের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই বোঝা গেল একসঙ্গে কাজ করা অসম্ভব। বাস্তব কাজের তাগিদ-ই মেনশেভিকদের আসল চেহারা প্রকাশ করে দিল। ট্রটস্কির আপোস যে কাদের সঙ্গে আপোস তা বুঝতেও বাকি থাকল না, কেননা ট্রটস্কি চেষ্টা করছিলেন অবলোপকারীদের ও প্রত্যাহারবাদীদের একত্রিত করতে। পার্টির ঐক্য ছিল কৃত্রিম ঐক্য, এই ঐক্য নিয়ে পার্টির সংগঠন কখনো জোরদার করা চলে না। ১৯১০ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষদিকেই বিদেশস্থিত কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যুরোর কাছে লেনিন জিনোভিয়েফ ও কামেনেফ প্রস্তাব রাখলেন যে কেন্দ্রীয় কমিটির একটি প্লেনাম ডাকা হোক। ব্যুরো গোড়ার দিকে গড়িমসি করতে লাগল ও পরে এই প্রস্তাব নাকচ করে দিল। ব্যুরোর বলশেভিক সদস্য ছিলেন কমরেড সেমাশ্‌কো, তিনি ব্যুরো থেকে পদত্যাগ করলেন। তারপরে বলশেভিকরা নিজেদের উদ্যোগেই কেন্দ্রীয় কমিটির যে-সব সদস্য তখন বিদেশে ছিলেন তাঁদের একটি বৈঠক ডাকলেন। বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হল প্যারিসে, ২৮এ মে থেকে ৪ঠা জুন পর্যন্ত (১০-১৭ই জুন)। পার্টি সম্মেলনের প্রস্তুতি করার জন্যে বৈঠকে একটি সংগঠনী কমিটি গঠন করা হল। কমিটির সদস্যরা রুশদেশে ফিরে পার্টি সম্মেলনের জন্যে ব্যাপক প্রচার শুরু করে দিলেন। রুশদেশেও একটি রুশী সংগঠনী কমিটি গঠিত হল ও সারা দেশ জুড়ে পুরোদমে পার্টি সম্মেলনের প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়ে গেল।

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক শ্রমিক পার্টির এই সারা রুশ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রাগে, ১৯১২ সালের ৫ই (১৮ই) জানুয়ারি থেকে।

সেপ্‌টেম্বর মাসের শেষদিকে লেনিন গিয়েছিলেন জুরিখে, আন্তর্জাতিক সোশ্যালিস্ট ব্যুরোর সম্মেলনে যোগ দিতে। সেখানে আলোচনা হয়েছিল জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে লেখা একটি চিঠি নিয়ে। চিঠিতে মতপ্রকাশ করা হয়েছিল যে নির্বাচনের সামনে দাঁড়িয়ে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের উচিত হবে জার্মান গভর্নমেণ্টের ঔপনিবেশিক নীতির সমালোচনা না করা। রোজা লুক্সেমবুর্গ এই সুবিধাবাদী নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। লেনিন রোজাকে সমর্থন করেছিলেন।

অক্টোবর মাসে লাফার্গ দম্পতি আত্মহত্যা করলেন। এ-ঘটনায় লেনিন ভীষণভাবে বিচলিত হন। পার্টির জন্যে কাজ করার ক্ষমতা আর নেই, এই সত্যকে স্বীকার করাটা কী মর্মান্তিক তা লেনিনও যেন উপলব্ধি করলেন। একটি শোক-বাণীতে তিনি বললেন, কার্ল মার্কসের যে উদ্দেশ্য পল ও লরার জীবনেরও উদ্দেশ্য ছিল তা আরো বড়ো হবে, আরো ছড়িয়ে পড়বে—এমনকি দূর এশিয়াতেও।

বাণীটি লেনিন মুখে মুখে বলে গেলেন, ইনেসা ফরাসীতে অনুবাদ করলেন। পল ও লরার সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে, রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক শ্রমিক পার্টির পক্ষ থেকে, গভীর আবেগের সঙ্গে বাণীটি পড়লেন লেনিন।

প্রাগ সম্মেলনে প্রচুর সংখ্যক প্রতিনিধি এসেছিলেন রুশদেশ থেকে। অধিকাংশই কারখানার শ্রমিক ও পার্টির কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সম্মেলনটি সত্যিকারের সারা-রুশ চরিত্র পেয়েছিল। এ-ধরনের একটি সম্মেলন ১৯০৮ সালের পরে এই প্রথম।

লেনিন ঘোষণা করলেন—এই সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে রুশদেশের প্রত্যেকটি সক্রিয় পার্টি-সংগঠনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে; যে-সব সংগঠন এই আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করেছে, বুঝতে হবে তারা পার্টিকে সাহায্য করতে অনিচ্ছুক। সম্মেলনকে ধরতে হবে পার্টির সর্বোচ্চ ক্ষমতাবিশিষ্ট সমাবেশ হিসেবে এবং কেন্দ্রীয় সংস্থা নির্বাচনের ও পার্টি পুনর্গঠনের পূর্ণ ক্ষমতা এই সম্মেলনের আছে।

রুশদেশের পার্টি-সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে সম্মেলনে রিপোর্ট পেশ করা হল। লেনিন এ-ধরনের বিবরণে বিশেষ আগ্রহ বোধ করতেন। গভীর মনোযোগের সঙ্গে তিনি প্রত্যেকটি রিপোর্ট শুনলেন ও তার নোট নিলেন।

সম্মেলনে আলোচনার বিষয় ছিল—রুশদেশের পরিস্থিতি ও পার্টির কর্তব্য, চতুর্থ ডুমার নির্বাচন, ডুমায় সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক ফ্র্যাকশনের কাজ, পার্টির কাজের চরিত্র ও সাংগঠনিক রূপ, রুশদেশে সে-সময়ে যে দুর্ভিক্ষ চলছিল তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কর্তব্য, শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয় বীমা ও স্বাক্ষর অভিযান।*

আলোচনার পরে প্রস্তাব। সমস্ত আলোচনা শেষ করতে ও প্রস্তাব নিতে তেইশটি অধিবেশনের প্রয়োজন হল।

'অবলোপবাদ ও অবলোপকারী গোষ্ঠী' সম্পর্কে প্রস্তাবে বলা হল, পার্টি বহু আগেই অবলোপবাদকে এই বলে নিন্দা করেছে যে "অবলোপবাদ হচ্ছে প্রোলেতারিয়েতের ওপরে বুর্জোয়া প্রভাবের ফল।" প্রস্তাবে আরো বলা হল, অবলোপকারীরা চার বছর ধরে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক শ্রমিক পার্টির কর্মসূচী ও কৌশল সংশোধন করার কথা বলে আসছে, "বেআইনী পার্টির গুরুত্ব" অস্বীকার করছে ও বৈধ পত্রপত্রিকার আশ্রয় নিয়ে পার্টির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এই সমস্ত কার্যকলাপ প্রোলেতারীয় পার্টির বিরুদ্ধে যাচ্ছে। প্রস্তাবে ঘোষণা করা হল, অবলোপকারীদের আচরণ "নিশ্চিতভাবেই তাদের দাঁড় করিয়েছে পার্টির বাইরে"।

অবলোপকারীদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল সম্মেলনে। সিদ্ধান্তটি ঐতিহাসিক। এই সিদ্ধান্তের ফলে বলশেভিক ও মেনশেভিকদের মধ্যে যতোটুকু আনুষ্ঠানিক মিল ছিল তা লোপ পেল এবং বলশেভিক পার্টির স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হল। পার্টির নাম পরিবর্তনের কোনো প্রশ্ন ছিল না, সেই পুরনো নামই থেকে গেল—রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক শ্রমিক পার্টি—তবে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বোঝাবার জন্যে ব্র্যাকেটে লেখা হতে লাগল 'বলশেভিক'। ১৯১৮ পর্যন্ত এই ব্র্যাকেটের বলশেভিক বহাল ছিল।

* তৃতীয় ডুমার "জনগণের প্রতিনিধিদের" কাছে পেশ করার জন্যে একটি দরখাস্তে স্বাক্ষর সংগ্রহের অভিযান শুরু করেছিল অবলোপকারীরা ও ট্রটস্কির পত্রিকা 'প্রাভদা'। দরখাস্তে চাওয়া হয়েছিল শ্রমিকদের জন্যে সমাবেশের স্বাধীনতা।

প্রস্তাবে প্রচ্ছন্ন-অবলোপকারীদেরও নিন্দা করা হল এবং হুঁশিয়ারি দেওয়া হল যে বিদেশের সমস্ত গোষ্ঠীকে রুশদেশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক পার্টির রুশী কেন্দ্রের মারফত, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় কমিটির মারফত। কেন্দ্রীয় কমিটিকে অবজ্ঞা করে রুশদেশের সঙ্গে যারা সরাসরি যোগাযোগ করতে চাইবে, রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক শ্রমিক পার্টির নাম ব্যবহার করার কোনো অধিকার তাদের থাকবে না। এই প্রস্তাবের লক্ষ্য ছিল 'গোলোস'-পন্থীরা*, ট্রটস্কিপন্থীরা, 'ভ্‌পেরিয়দ'-পন্থীরা ও এমনি আরো কয়েকটি দল।

চীনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে অভিনন্দন জানিয়ে সম্মেলনে প্রস্তাব নেওয়া হল। প্রস্তাবে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হল চীনা জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ঐতিহাসিক তাৎপর্যের ওপরে।

সম্মেলনে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হল। কমিটিতে রইলেন লেনিন, জিনোভিয়েফ ও আরো কয়েকজন এবং মালিনোভস্কি। কেন্দ্রীয় কমিটির রুশী ব্যুরোর প্রধান করা হল—মালিনোভস্কিকে। রুশী-ব্যুরোর প্রধান হিসেবে তাঁর ক্ষমতা থাকল রুশদেশে ফিরে গিয়ে প্রয়োজন বোধ করলে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির নতুন সদস্য নিতে পারবেন। কেন্দ্রীয় কমিটির কোনো সদস্য যদি গ্রেপ্তার হয়ে যান তাহলে তাঁর জায়গায় কাজ করার জন্যে বিকল্প সদস্যের নামও তৈরি রাখা হল।

বিকল্প সদস্য হলেন বুব্‌নফ, কালিনিন ও আরো দুজন।

গর্কির কাছে একটি চিঠিতে লেনিন লিখলেন, "সম্মেলনের প্রস্তাবগুলো আপনার কাছে শীঘ্রই পাঠাচ্ছি। শেষ পর্যন্ত পার্টিকে ও তার কেন্দ্রীয় কমিটিকে জাগিয়ে তুলতে আমরা সমর্থ হয়েছি—অবলোপকারী স্কাউণ্ড্রেলগুলো যাই বলুক যাই করুক না কেন। আশা করি এ ঘটনায় আপনি আমাদের মতোই খুশি হবেন।"

স্বভাবতই অবলোপকারী "কাউণ্ড্রেলগুলো" প্রাগ সম্মেলনের বিরুদ্ধে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিয়েছিল। কিন্তু পার্টি তখন স্পষ্ট একটা চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছে, অবলোপকারীদের চিৎকারে তার গায়ে আঁচড়টিও লাগে নি।

* মেনশেভিক অবলোপকারীদের একটি দল 'গোলোস সোৎসিয়াল-দেমোক্রাতা' নামে একটি পত্রিকা বার করত। ফেব্রুয়ারি ১৯০৮ থেকে ডিসেম্বর ১৯১১ পর্যন্ত পত্রিকাটি বেরিয়েছিল, প্রথমে জেনিভায় ও পরে প্যারিসে।

এমনকি মালিনোভস্কির মতো গুপ্তচর কেন্দ্রীয় কমিটিতে ঘাঁটি পেতে বসে থাকা সত্ত্বেও পার্টির বাড়বৃদ্ধি ঠেকানো যায় নি।

প্রাগ সম্মেলনে আরো একটি জরুরি বিষয় নিয়ে আলোচনা সেরে রাখা হয়েছিল। তা হচ্ছে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে একটি বৈধ দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করা। সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে 'জ্‌ভেজ্‌দা' অবশ্য প্রকাশিত হচ্ছিল। গোড়ায় ছিল সাপ্তাহিক, তারপরে চাহিদা এত বেড়ে গেল যে মার্চমাস থেকে সপ্তাহে তিনটি করে সংখ্যা বার হতে লাগল। তবুও 'জ্‌ভেজ্‌দা' পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই অজস্র লেখা বেরোতে লাগল একটি দৈনিক পত্রিকার জন্যে অনুরোধ ও দাবি জানিয়ে। শ্রমিকরা চিঠি লিখে জানালেন, দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করার জন্যে তাঁরা টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করবেন। তারপরে এপ্রিল মাসের একটি ঘটনায় দেশ জুড়ে যখন বিপ্লবী সাড়া জাগল তখন পত্রিকার চাহিদা গেল আরো অনেক বেড়ে—একটি দৈনিক পত্রিকা ছাড়া যে-চাহিদা পুরণ করা সম্ভব ছিল না।

ঘটনাটি এই: লেনা স্বর্ণখনির শ্রমিকরা ধর্মঘট করেছিল। ১৯১২ সালের ৪ঠা (১৭ই) এপ্রিল তারিখে জারের সৈন্যরা ধর্মঘটী শ্রমিকদের ওপরে গুলি চালায়। গুলিচালনার প্রতিবাদে সারা দেশে শুরু হয়ে যায় প্রতিবাদ ধর্মঘট। গোটা দেশের ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে যেতে শুরু করে।

এই সময়ে লেখা একটি প্রবন্ধে লেনিন মন্তব্য করেছিলেন, "ঝড় ওঠে যখন জনগণ নিজেরাই আন্দোলনে নামে। প্রোলেতারিয়েত হচ্ছে একমাত্র যথার্থ অবিচলিত বিপ্লবী শ্রেণী। এই প্রোলেতারিয়েত লক্ষ লক্ষ কৃষককে জাগিয়ে তুলছে প্রকাশ্যে বৈপ্লবিক সংগ্রামের পক্ষে। এই ঝড় প্রথম উঠেছিল ১৯০৫ সালে। আর এই দ্বিতীয়বার আমাদের চোখের সামনেই ফেটে পড়ছে।"

মাত্র কয়েক মাস আগে আনা এসেছিলেন প্যারিসে, লেনিন তখন আনাকে বলেছিলেন, 'আমি জানি না আবার যখন জোয়ার উঠবে তা দেখার জন্যে আমি বেঁচে থাকব কিনা।' মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই লেনিন দেখলেন, ঝড় উঠেছে, জনগণ নিজেরাই আন্দোলনে নেমেছে, তিনি বেঁচে আছেন, তাঁর সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে সেই ঝড় উপলব্ধি করছেন।

১৯১০ সালের শেষদিক থেকে রুশদেশে বিপ্লবী জাগরণ শুরু হয়েছিল। ১৯১১ থেকে শ্রমিক আন্দোলনের তীব্রতা ক্রমেই বাড়তে থাকে। এবারে যে-শ্রমিকরা লড়াইয়ে নামছেন তাঁরা উনিশ-শো পাঁচের আগেকার শ্রমিক নন, পুরো একটি বিপ্লবের উত্থান ও পতনের অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁরা এসেছেন, কারা তাঁদের শত্রু কারা তাঁদের মিত্র তা ভালো করে চিনেছেন এবং পথের বাধা সারিয়ে দেবার মতো ক্ষমতা অর্জন করেছেন। এ-অবস্থায় লেনায় জারের পুলিসের গুলি চালাবার ঘটনাও একটা স্ফুলিঙ্গের মতো গোটা দেশে দাবানল জাগিয়ে তুলল।

রুশদেশের সমস্ত বড়ো বড়ো শহরের শ্রমিকরা ধর্মঘট করে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন। এমনি সর্বাত্মক ধর্মঘট ১৯০৫ সালে হয়েছিল, আবার এই ১৯১২ সালে।

এই আগুনে ঝড়ের মুখেই প্রকাশিত হল বলশেভিক দৈনিক পত্রিকা 'প্রাভদা' (সত্য)।

প্রাভদা প্রকাশের জন্যে সরকারী অনুমতি নিয়েছিলেন ডুমার বলশেভিক সদস্য পোলেতায়েফ। প্রাভদা-র অন্যতম সম্পাদক ছিলেন চের্নোমাজভ, প্রকাশক—মালিনোভস্কি। অধিকাংশ সম্পাদকীয় ও নীতিগত ব্যাখ্যামূলক প্রবন্ধ লিখতেন লেনিন।

প্রাভদা প্রকাশিত হয়েছিল শ্রমিকদের পয়সায়। শ্রমিকরা দল বেঁধে চাঁদা তুলে তা পৌঁছে দিয়ে যেতেন। ১৯১২ সালে চাঁদা পাওয়া গিয়েছিল এমনি ৬২০টি দলের কাছ থেকে, ১৯১৩ সালে ২,১৮১টি দলের কাছ থেকে, ১৯১৪ সালের জানুয়ারি-মে মাসে ২,৮৭৩টি দলের কাছ থেকে। এই স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত দানকে লেনিন খুবই দাম দিতেন, পার্টির সভ্যপদের জন্যে দেয় চাঁদার মতো। শ্রমিকরা যদি পাশে না দাঁড়াতেন তাহলে প্রাভদা কখনোই প্রচণ্ড পুলিসী নির্যাতনের মুখে টিকে থাকতে পারত না। প্রাভদার সম্পাদকরা মোট চার বছর জেল খেটেছিলেন। প্রাভদার মোট ৪১টি সংখ্যা বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। তবে ওই বাজেয়াপ্ত করা পর্যন্তই। পুলিস এসে পৌঁছবার আগেই শ্রমিকদের হাতে হাতে বেশির ভাগ পত্রিকাই বিলি হয়ে যেত, অল্প কয়েকটি পুলিস নিয়ে যেতে পারত। এমনকি প্রতিক্রিয়াশীল পত্রিকার মধ্যে ঢুকিয়ে প্রাভদার এই বাজেয়াপ্ত সংখ্যাগুলো পাঠানো হত লেনিনের কাছে ও বিদেশের গ্রাহকদের কাছে। জারের গভর্নমেণ্ট একবার-দুবার নয়, আটবার প্রাভদার

ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন, তবুও পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করা যায় নি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অন্য নামে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, 'শ্রমিকদের প্রাভদা', 'উত্তরাঞ্চলের প্রাভদা', 'মজুর প্রাভদা', 'প্রাভদার জন্য', 'প্রোলেতারীয় প্রাভদা', 'প্রাভদার পথ', 'শ্রমজীবীদের প্রাভদা' ইত্যাদি।

দু-বছরের কিছু বেশি সময় প্রাভদা বেরিয়েছিল। মোট ৬৩৬টি সংখ্যা। প্রচার-সংখ্যাও ক্রমেই বেড়েছিল। লেনিনের লেখা ২৮০টি প্রবন্ধ ও সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল এই পত্রিকায়। নানা নামে তিনি লিখতেন।

প্রাভদার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২২এ এপ্রিল (৫ই মে) তারিখে। আগের দিন রাত্রি থেকে শ্রমিকরা অপেক্ষা করছিলেন। ছাপা শেষ হতেই শ্রমিকদের হাতে হাতে রাজধানীর প্রত্যেক শ্রমিক-অঞ্চলে প্রাভদা পৌঁছে গেল। তারপর থেকে এই ৫ই মে তারিখটি শ্রমিকদের সংবাদপত্র দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। এখনো হয়।

প্রাভদার প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পরেই লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া প্যারিস ছাড়বার তোড়জোড় করতে লাগলেন। পোল্যাণ্ডের ক্র্যাকাও (রুশী উচ্চারণে ক্রাকভ) শহরে (গ্যালিসিয়া) ডেরা বাঁধবার ইচ্ছে তাঁদের। রুশদেশ থেকে ক্র্যাকাও প্রায় ঘরের পাশে। তবে কারণ শুধু এইটুকুই নয়, ক্র্যাকাও থেকে রুশদেশের সঙ্গে যোগাযোগ অনেক সহজ। ফরাসী পুলিস রুশ পুলিসের সঙ্গে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করে চলে, কিন্তু ক্র্যাকাওর পোলদেশীয় পুলিসের সঙ্গে রুশ পুলিসের খানিকটা শত্রুতার সম্পর্ক—শুধু রুশ পুলিসের কেন রুশ সরকারেরও। কাজেই. ধরে নেওয়া চলে, ক্র্যাকাও-এ চিঠিপত্র মাঝপথে আটক হবে না এবং শহরে নতুন লোক উপস্থিত হলে তার পিছনে গোয়েন্দা লাগবে না। তাছাড়া রুশ সীমান্ত ক্র্যাকাওর গা ছুঁয়ে গিয়েছে, রুশদেশ থেকে ক্র্যাকাও-এ যাতায়াত করাটাও সহজ ব্যাপার।

প্যারিসের নির্বাসিত রুশীরা রুশদেশে ফিরে যেতে পারলেই সবচেয়ে খুশি হন। লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়ার পক্ষে আপাতত তা সম্ভব নয়। তবে রুশ-দেশের আরো কাছাকাছি যেতে পারছেন, এমন এক জায়গায় যেখানে রুশদেশের হাওয়া এসে গায়ে লাগে, তাতেই লেনিন যেন খুশির হাওয়ায় ভাসতে লাগলেন।

যে কামরায় তাঁরা থাকতেন সেটি ভাড়া দিয়ে দেওয়া হল। আসবাব সমেত কামরাটি যিনি ভাড়া নিলেন তিনি পাকা সংসারী। অন্যান্য খোঁজখবর

নেবার পরে লেনিনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা বলুন তো এখানে হাঁসের মাংসের দাম কত? বাছুরের মাংসের?' লেনিন কোনোটারই দর জানতেন না, না হাঁসের মাংসের, না বাছুরের মাংসের। সংসার করতে হলে যে-সব খবর জানা দরকার তা লেনিনকে কোনোদিনই জানতে হয় নি। জানতেন ক্রুপ্‌সকায়া। তবে হাঁসের বা বাছুরের মাংসের দর তাঁরও অজানা ছিল। প্যারিসে থাকতে দুটোর কোনোটাই কোনোদিন কেনেন নি। বরং বলতে পারতেন ঘোড়ার মাংস ও লেটুস শাকের দর।

ক্র্যাকাও-এ বাস করতে হলে পুলিসের সদর-দপ্তর থেকে অনুমতি নিতে হয়। লেনিনকেও তাই পুলিসের সদর-দপ্তরে এসে কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দিতে হল। একটি প্রশ্ন ছিল জীবিকা ও উপার্জন সম্পর্কে। লেনিন বললেন, 'আমি দুটি কাগজের বিশেষ সংবাদদাতা। একটি হচ্ছে প্রাভদা—সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত রুশদেশের গণতান্ত্রিক সংবাদপত্র। অপরটি হচ্ছে সোৎসিয়াল-দেমোক্রাৎ—প্যারিস থেকে প্রকাশিত রুশী সংবাদপত্র। এ থেকেই আমার উপার্জন।' 'আপনি ক্র্যাকাও-এ আসতে চান কেন?' লেনিন এ-প্রশ্নের জবাবে বললেন, 'কৃষি-সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করতে ও পোলদেশীয় ভাষা শিখতে।'

ক্র্যাকাও-এ এসে কয়েক দিনের মধ্যেই লেনিন চিঠি লিখলেন গর্কিকে: "যাই হোক, শেষপর্যন্ত আমরা দৈনিক 'প্রাভদা' বার করতে সমর্থ হয়েছি। প্রসঙ্গত বলি, এজন্যে ধন্যবাদ দিতে হবে সেই (জানুয়ারি) সম্মেলনকেই, গর্দভরা যে-সম্মেলনের উদ্দেশে গাল পাড়ছে।"

ক্র্যাকাও-এ এসে নির্বাসনের অর্ধেক কষ্ট চলে গেল। রুশদেশের সঙ্গে ও প্রাভদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তুলতে মোটেই সময় লাগল না। লেনিন প্রায় প্রতিদিনই প্রাভদার জন্যে প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লেখা ও লেখক যোগাড় করার কাজও। জিনোভিয়েফ হয়ে উঠলেন প্রাভদার নিয়মিত লেখক। গর্কিও যাতে হন সেজন্যে লেনিন বিশেষ চেষ্টা করলেন।

যোগাযোগের সূত্রগুলোও পাকাপাকিভাবে গড়ে উঠল। নিয়মিত চিঠিপত্র আসতে লাগল, যেতেও লাগল। ক্র্যাকাওর কমরেডদের পরামর্শ এ-ব্যাপারে বিশেষ কাজের হয়েছিল। তাঁরা বলেছিলেন চিঠিপত্র এমনভাবে পাঠাতে

হবে যেন তার ওপরে বিদেশের ডাকঘরের ছাপ না পড়ে। রুশদেশ থেকে চাষী মেয়েরা ক্র্যাকাওর বাজারে আসত সওদা নিয়ে। সামান্য কিছু পয়সা তাদের হাতে গুঁজে দিলেই চিঠিগুলো নিয়ে গিয়ে তারা পোস্ট করত রুশ-দেশের কোনো ডাকবাক্সে। তারপরে আর দুশ্চিন্তা করবার কোনো কারণ থাকত না।

সীমান্ত পারাপারের সহজ রাস্তাও ক্র্যাকাওর কমরেডরা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। সীমান্তে এক ধরনের অস্থায়ী পাসপোর্ট দেওয়া হত, স্থানীয় অধিবাসীদের জন্যে। এগুলোকে বলা হত 'পলুপাস্‌কা', এজন্যে খরচও পড়ত খুব কম। এই পলুপাস্‌কা সংগ্রহ করে রুশদেশ থেকে দলে দলে কমরেডরা আসতে লাগলেন লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে।

এমনিভাবে একবার স্তালিনও এসেছিলেন।

প্রাগ সম্মেলন যখন চলছিল স্তালিন তখন নির্বাসনে। সম্মেলন শেষ হবার অল্প কিছুদিন পরেই তিনি নির্বাসন থেকে পালিয়ে আসেন। মালিনোভস্কি ফিরে এসেছিল রুশদেশে। তার সঙ্গে স্তালিনের যোগাযোগ হয়। স্তালিন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন।

তারপরে এক বছরের সামান্য কিছু বেশি সময় স্তালিন বাইরে থাকতে পেরেছিলেন। নাম নিয়েছিলেন ইভানফ। থাকতেন সেণ্ট পিটার্সবুর্গের ছোট একটি হোটেলে। আর সারা রুশদেশে পার্টির সংগঠন গড়ে তোলবার জন্যে প্রচণ্ডভাবে কাজ করতেন। ১৯১২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে একটি চিঠি লিখেছিলেন লেনিনকে: "অবস্থা ভালোই বলতে হবে। ভালোই থাকবে মনে হয়। মানুষের মন এমন অবস্থায় রয়েছে যাতে ভরসা পাওয়া যায়।"

স্তালিনের সঙ্গে আরো একজনকে পরে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য করা হয়েছিল। তাঁর নাম স্ভের্দলফ। প্রাগ সম্মেলনের সময়ে তিনিও ছিলেন নির্বাসনে। স্তালিনের মতো তিনিও নির্বাসন থেকে পালিয়ে আসেন এবং সেণ্ট পিটার্সবুর্গে এসে আশ্রয় নেন ডুমার বলশেভিক ডেপুটি কমরেড বাদায়েফের বাসায়। এ-ঘটনা ১৯১৩ সালের গ্রীষ্মকালের।

সভের্দলফ অল্প কয়েকদিন মাত্র বাইরে থাকতে পেরেছিলেন। তিনি

গ্রেপ্তার হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্তালিনও গ্রেপ্তার হন। কেন্দ্রীয় কমিটির এই দুজন সদস্যের গ্রেপ্তারের পিছনে হাত সেই গুপ্তচর মালিনোভস্কির। কিন্তু ঘটনা-দুটো ঘটে যাবার পরেও মালিনোভস্কির ওপরে নতুন করে কারও সন্দেহ জাগল না।

মালিনোভস্কির ওপরে প্রচণ্ড একটা সন্দেহ নিয়ে যিনি গ্রেপ্তার ও নির্বাসিত হয়েছিলেন সেই বুখারিনও কিন্তু ইতিমধ্যে নির্বাসন থেকে পালিয়ে এসেছেন। তিনি সেণ্ট পিটার্সবুর্গে যান নি, রুশ সীমান্ত পেরিয়ে একেবারে ক্র্যাকাও-এ, লেনিন যেখানে ছিলেন। লেনিনকে তিনি মালিনোভস্কি সম্পর্কে সতর্ক করে দিলেন। কিন্তু লেনিন বা জিনোভিয়েফ কেউ-ই কথাটা বিশ্বাসযোগ্য মনে করলেন না। মালিনোভস্কি তখন রুশদেশে পার্টির মাথা গোছের লোক, পার্টির প্রায় সমস্ত কাজ তার হাত দিয়ে হচ্ছে, পার্টির সমস্ত কাজে সে বীরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে, বলতে গেল রুশদেশে পার্টির কাজে লেনিনের প্রায় ডান হাত। বুখারিনের সন্দেহ লেনিন বা জিনোভিয়েফের কাছে আমল পেল না।

আরো একটি ঘটনা ঘটে গেল।

১৯১২ সালের ডিসেম্বরে ক্র্যাকাও-এ লেনিনের বাসায় পার্টি পরিষদের একটি অধিবেশন বসেছিল। সেণ্ট পিটার্সবুর্গ, মস্কো, উরাল, ককেসাস ও রুশদেশের অন্যান্য অঞ্চলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন এই অধিবেশনে। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন ডুমার বলশেভিক ডেপুটিরা এবং লেনিন, কামেনেফ, জিনোভিয়েফ, ক্রুপ্‌সকায়া, মালিনোভস্কি ও স্তালিন। আরো একজন উপস্থিত ছিলেন, তাঁর নাম আলেকসান্দর ত্রয়ানোভস্কি (পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত)।

এই ত্রয়ানোভস্কির স্ত্রী এসেছিলেন অস্ট্রিয়া থেকে, লেনিনের ডাক পেয়ে। ডুমার বলশেভিক গোষ্ঠীর সেক্রেটারির কাজ করবার জন্যে তাঁকে পাঠানো হল। যাবার পথে সহু গোপন দলিলপত্র সমেত কিয়েভ-এ তিনি গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন।

ত্রয়ানোভস্কির স্ত্রীর খবরটা জানাজানি হবার কথা নয়। তবুও তিনি গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। উঁচু মহলের খবর রাখে এমন একজন গুপ্তচরের হাত না থাকলে এ-ব্যাপার কখনো সম্ভব নয়। বুখারিন ও ত্রয়ানোভস্কি দুজনেই সন্দেহ করলেন মালিনোভস্কিকে। কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে লিখিতভাবে তাঁদের সন্দেহের কথা জানালেন। কিন্তু এবারেও লেনিনকে বা জিনোভিয়েফকে কথাটা বিশ্বাস করানো গেল না।

তারপরে কয়েক মাসের মধ্যেই পর পর ঘটে গেল স্‌ভের্দলফ ও স্তালিনের গ্রেপ্তারের ঘটনা।

স্‌ভের্দলফ লুকিয়ে ছিলেন ডুমার ডেপুটি বাদায়েফের বাসায়। কয়েক দিন পরে বাড়ির দরওয়ান এসে বাদায়েফের কাছে খোঁজ করল—স্‌ভের্দলফের মতো চেহারার কোনো লোককে কি তিনি বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন? বাদায়েফ মুখে অস্বীকার করলেন কিন্তু মনে মনে বুঝে নিলেন তাঁর বাসায় স্‌ভের্দলফের থাকাটা আর নিরাপদ নয়। তখন মালিনোভস্কির সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন স্‌ভের্দলফকে অন্যত্র সরাতে হবে। ঠিক হল স্‌ভের্দলফ জানলার কাছে অপেক্ষা করবেন আর বাদায়েফ ও মালিনোভস্কি বাইরের দিকে নজর রাখবেন, যখন তাঁরা বুঝতে পারবেন বাইরেটা নিরাপদ, কোথাও কোনো সন্দেহজনক লোক নেই, একসঙ্গে সিগারেট ধরিয়ে তাঁরা সংকেত দেবেন, স্‌ভের্দলফ বেরিয়ে আসবেন তখন। সংকেতমতো বেরিয়ে এলেন স্‌ভের্দলফ, তাঁকে তুলে দেওয়া হল একটা গাড়িতে, প্রথমে নিয়ে যাওয়া হল মালিনোভস্কির ফ্ল্যাটে, সেখান থেকে অপর একজন বলশেভিক ডুমা-সদস্য পেত্রোভস্কির বাড়িতে। সেদিন রাত্রিতেই তিনি গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন ও আবার সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হলেন।

এ-ঘটনার কয়েক দিন পরে (২২-এ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৩) বলশেভিকদের উদ্যোগে একটি নিরীহ গোছের গানবাজনার আসর বসানো হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল প্রাভদার জন্যে অর্থ সংগ্রহ এবং অবশ্যই বিপ্লবীদের পরস্পরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ। এ-ধরনের আসর সেণ্ট পিটার্সবুর্গে প্রায়ই বসত। সেদিনকার আসরে যোগ দিয়েছিলেন স্তালিন ও মালিনোভস্কি।

স্তালিন সবে পৌঁছেছেন, ভালো করে চারদিকে তাকিয়ে দেখারও সময় পান নি, হঠাৎ টের পেলেন সাদাপোশাক পুলিস তাঁকে ঘিরে ফেলেছে। বিপদ বুঝে সংগঠকরা তাঁকে নিয়ে হাজির করল পোশাক বদলাবার ঘরে, যাতে তিনি পোশাক বদলে ছদ্মবেশ নিতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে সাদাপোশাক পুলিসও দরজা ঠেলে সেখানে হাজির। একজন তাঁর হাত চেপে ধরে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, 'দয়ুগাশভিলি, এবার আর আপনার রেহাই নেই!' স্তালিন স্থির গলায় বললেন, 'আমি দয়ুগাশভিলি নই, আমার নাম ইভানফ।' পুলিসের লোকটি হো-হো করে হেসে উঠে বলল, 'ওসব গপ্‌পো আপনার ঠানদির কাছে গিয়ে বলবেন!'

সেই গানবাজনার আসর থেকেই স্তালিনকে সোজা নিয়ে যাওয়া হল কারাগারে, সেখান থেকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে। এবারে আর পালাতে পারেন নি, বিপ্লব পর্যন্ত নির্বাসনেই থাকতে হয়েছিল।

পর পর এই দুটি গ্রেপ্তারের পরে একটা সন্দেহ জাগল যে পার্টির উঁচু মহলে নিশ্চয়ই কোনো গুপ্তচর আছে। কিন্তু এই গুপ্তচর যে মালিনোভস্কি তা তখনো প্রকাশ পেল না।

ক্র্যাকাও-এ এসে লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া বাড়িভাড়া নিয়েছিলেন শহরতলীর দিকে, জিনোভিয়েফদের (জিনোভিয়েফ, লিলিনা ও তাঁদের একটি ছেলে) সঙ্গে। শহরতলীর এদিকটায় রাস্তাঘাট কাঁচা, ফলে প্রচণ্ড কাদা। কাছেই ভিস্তুলা নদী, সেখানে স্নান করা চলত। আর পাঁচ কিলোমিটার দূরে অতি সুন্দর একটি অরণ্য। লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া সাইকেলে চেপে প্রায়ই বেড়াতে যেতেন সেই অরণ্যে।

পোলদেশীয় ভাষা সবচেয়ে ভালো বলতে পারতেন লিলিনা। তবে বাজার-হাট চালাবার মতো ভাষাজ্ঞান ক্রুপ্‌সকায়ারও ছিল। ক্রুপ্‌সকায়ার ছেলেবেলার তিনটি বছর কেটেছে পোলদেশে, দু-বছর থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত। কাজেই পোলদেশীয় ভাষা ক্রুপ্‌সকায়ার কাছে অপরিচিত নয়, তারপরে সাইবেরিয়ার উফায় নির্বাসনে থাকার সময়ে পোলদেশীয় ভাষা কিছুটা চর্চাও করেছিলেন। পোলদেশীয় ভাষা লেনিনেরও জানা ছিল, অন্তত স্থানীয় খবরের কাগজ পড়তে তাঁর কোনো অসুবিধে হত না।

জেনিভা থেকে প্যারিসে গিয়ে ক্রুপ্‌সকায়ার মনে হয়েছিল ঘরকন্নার কাজ প্যারিসে জেনিভার মতো সহজ ও সরল নয়। এবারে ক্র্যাকাও-এ এসে মনে হতে লাগল ঝামেলাটা এখানে আরো বেশি। ক্র্যাকাও-র বাড়িতে গ্যাস নেই, অতএব রান্নার জন্যে রোজই উনুন ধরাতে হয়। প্যারিসে শুধু মাংস কিনতে পাওয়া যেত, হাড় বাদ দিয়ে। ক্র্যাকাও-র বাজারেও হাড়ছাড়া মাংস কিনতে গিয়েছিলেন। কটমট করে তাকিয়ে দোকানী জবাব দিয়েছিল, 'মাদাম, স্বয়ং ঈশ্বর গোরুজাতটাকে সৃষ্টি করেছেন হাড়সমেত, আপনার কাছে কি করে হাড়ছাড়া মাংস বিক্রি করি বলুন!' মাংস না হয় হাড়সুদ্ধ কেনা

গেল কিন্তু তাছাড়াও তো অন্যান্য জিনিসের কেনাকাটি আছে। কোনো দোকানেই তা এককথায় হবার নয়। প্রচুর দরাদরি করার পরে দোকান ছেড়ে বেরিয়ে যাবার ভান করতে হয়, তখন পিছন থেকে ডেকে দোকানী জিনিস বিক্রি করে। ইহুদীদের দোকান আলাদা, সেখানে দামও অপেক্ষাকৃত সস্তা, কিন্তু দরাদরির রেওয়াজটা সব জায়গাতেই সমান। রুটির দোকানগুলো সোমবার বন্ধ থাকে, "আগের রাত্তিরের জের" নাকি সোমবারও কাটতে চায় না। আগে থেকে খেয়াল রেখে সোমবারের জন্যে রুটি কিনে রাখতে হয়।

ইহুদীরা থাকে শহরের পৃথক একটি এলাকায়। তাদের সাজ-পোশাকও অন্য ধরনের। স্থানীয় ক্যাথলিক অধিবাসীদের চোখে ইহুদীরা খানিকটা অন্য ধরনের জীব, ক্যাথলিক গিন্নীদের মুখে এমন আলোচনাও শোনা যায় যে ইহুদীদের বাচ্চারা মানুষের বাচ্চার মতো দেখতে হয় কিনা, ইত্যাদি।

শহরের ক্যাথলিক অধিবাসীদের ওপরে গির্জার প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রচণ্ড রকমের বেশি। এই গির্জার প্রশ্রয়েই দাসতন্ত্রের অনেক প্রথা এখনো টিকে আছে। যেমন, একটি হচ্ছে দাস বা বাড়ির চাকর-চাকরানী সংগ্রহ করার বাজার। চাষীঘরের মেয়েরাই সাধারণত এসে এই বাজারে ভিড় করে। বড়োলোকের বাড়ির গিন্নীরা এসে দাঁড়ালেই তারা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে চাকরানীর কাজ পাবার জন্যে উমেদারি শুরু করে দেয়।

কিন্তু এই মানুষগুলোর মনেও প্রভুদের সম্পর্কে প্রচণ্ড ঘৃণা। জিনোফিয়েভদের বাচ্চাকে দেখাশোনা করার জন্যে একটি দাই রাখা হয়েছিল। অত্যন্ত ধর্মভীরু এই দাইও ক্রুপ্‌সকায়াকে বলে যে বিপ্লব যদি শুরু হয় তাহলে সে-ই সবার আগে উকনঠেঙা নিয়ে প্রভুদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। তার মুখে আগেকার এক প্রভুপত্নীর গল্পও শুনতে পান ক্রুপ্‌সকায়া। সেই প্রভুপত্নী বেলা এগারোটা পর্যন্ত ঘুমোত, বিছানায় শুয়ে শুয়ে কফি খেত, নিজের পোশাকটিও নিজে পরত না, চাকরানীদের পরিয়ে দিতে হত—পায়ের মোজা পর্যন্ত, কী ঘেন্না কী ঘেন্না।

ক্র্যাকাও-এর এই জীবন লেনিন দেখতেন আর তাঁর মনে পড়ত রুশদেশের কথা। ক্র্যাকাও ভালো লেগেছিল লেনিনের। ভালো লেগেছিল ক্রুপ্‌সকায়ারও। উঠোনের দিকে চওড়া বারান্দাটায় দাঁড়ালে বাগানের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে পড়ত ছেলেবেলার দিনগুলি। তখনো ছিল এমনি একটি বারান্দা। একদল ছেলেমেয়ের সঙ্গে ক্রুপ্‌সকায়া খেলা করতেন সেই বারান্দ

স্মৃতি জাগত ক্রুপ্‌সকায়ার মায়ের মনেও। চওড়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনিও যৌবনের দিনগুলির কথা ভাবতেন।

লেনিনের কাছে প্যারিসের জীবনও এখন শুধু স্মৃতি। সেই ইতর ঝগড়ার পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসতে পেরে তাঁর খুশির আর শেষ নেই। রুশদেশ এখন তাঁর স্পর্শের মধ্যে। মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে ক্রুপ্‌সকায়াকে বলেন, পোলদেশের দই আর পোলদেশের 'মোৎস্না স্তার্কা'-র (শস্য থেকে তৈরী হুইস্‌কি) স্বাদ যে পায় নি তার জীবনই ব্যর্থ।

ক্রুপ্‌সকায়া ও তার মা থাকাতে দই ও মোৎস্না স্তার্কার অভাব লেনিনের নিশ্চয়ই হয় নি। তার ওপরে প্রতিদিন নির্ভুল নিয়মে প্রকাশিত হচ্ছে প্রাভদা, সারা রুশদেশে বিপ্লবী জাগরণের সুস্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে, অবলোপকারীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি জিতেছেন, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলশেভিকদের পার্টি—লেনিনের চেয়ে সুখী মানুষ কে!

তবুও মনের মধ্যে যে একটা গোপন ব্যথার জায়গা ছিল তা বাইরে থেকে বোঝা যেত না। ক্র্যাকাও-এ এসে লেনিন ও জিনোভিয়েফ, এই দুটি পরিবার বেশ কিছুকাল একসঙ্গে ছিলেন। বাড়ি বদলাতে হয়েছে, কিন্তু তবুও ছাড়াছাড়ি হয় নি। দুই পরিবারেরই স্বামী-স্ত্রী দুজনেই পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। দুই পরিবারের কর্তাই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। তবুও সবদিক থেকে সমান এই দুটি পরিবার কিন্তু একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল না। একটি বিশেষ ক্ষেত্রে এই দুটি পরিবারে অনেক অনেকখানি তফাত। জিনোভিয়েফের পরিবারে আছে একটি শিশু, লেনিনের পরিবারে নেই। বাচ্চারা লেনিনের অসম্ভব প্রিয়, বাচ্চাদের দেখলে ভুলে যেতেন সবকিছু। তাঁর নিজের বাড়িতে যদি একটি থাকত, জিনোভিয়েফের বাড়ির স্তেপার মতো! স্তেপার মা লিলিনার কাছে দুঃখ করে বলতেন, 'আমাদের যদি স্তেপার মতো একটি ছেলে থাকত!' স্তেপার মুখে তখনো কথা ফোটে নি, লেনিন স্তেপার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতেন। স্তেপা কান্না শুরু করলে ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। তারপরে স্তেপা হাঁটতে শুরু করল, কথা বলতে শুরু করল। লেনিন হয়ে উঠলেন স্তেপার খেলার সঙ্গী, স্তেপার বল খাটের নিচে চলে গেলে তিনি হামাগুড়ি দিয়ে ঢোকেন, স্তেপাকে পিঠে বসিয়ে ঘোড়া হন, স্তেপাকে কাঁধে বসিয়ে ছুটোছুটি করেন, স্তেপা যা করতে বলে তাই করেন। দুজনের খেলার দাপটে অনেক সময়ে গোটা বাড়ি তছনছ হয়ে যায়। কেউ কিছু

বলতে এলেই কপট গাম্ভীর্য বজায় রেখে লেনিন বলেন, 'গোল কোরো না, আমরা খেলা করছি।'

এই শিশু স্তেপাও কিন্তু বুঝত, লেনিন যখন কাজ নিয়ে বসবেন তখন আর তাঁকে বিরক্ত করা চলবে না। লেনিন লিখতে বসলেই স্তেপা একেবারে চুপ হয়ে যেত।

স্তেপাকে পোষ্য নিতে চেয়েছিলেন লেনিন। কিন্তু স্তেপার বাবা-মা রাজী হন নি।

কাগজে-কলমে না হলেও কার্যত লেনিন-ই ছিলেন প্রাভদার প্রধান সম্পাদক। প্রায় প্রতিদিন তিনি এই পত্রিকার জন্যে প্রবন্ধ লিখতেন।

কিন্তু সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে যাঁরা পত্রিকাটি বার করতেন, গোড়ার দিকে অবলোপকারীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক তর্কবিতর্কে নামতে তাঁদের অনিচ্ছা ছিল। পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক এই বলে আপত্তি তুলেছিলেন যে অবলোপকারীদের বিরুদ্ধে লেনিনের প্রবন্ধগুলির সুর "বড়ো বেশি ক্রুদ্ধ।" লেনিন একটি চিঠি পাঠালেন তাঁর কাছে: "যা খারাপ, ক্ষতিকর, অসত্য, তার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ সুর কবে থেকে··· একটি দৈনিক পত্রিকার পক্ষে ক্ষতিকর বিবেচিত হচ্ছে ?? তা নয় বন্ধুগণ, সত্যি কথা এবং খাঁটি কথা এই যে ব্যাপারটা তা নয়। যা ক্ষতিকর তার বিরুদ্ধে 'ক্রোধ'-এর সঙ্গে লিখতে না পারলে লেখা হয়ে ওঠে ক্লান্তিকর।" গোড়ার দিকে লেনিনের লেখায় যেখানেই অবলোপ-কারীদের বিরুদ্ধে কোনো কথা থাকত তা বাদ দিয়ে ছাপা হত। এমনটি করার কারণ জানতে চেয়ে লেনিন কড়া চিঠি দিলেন। শেষপর্যন্ত প্রাভদার কর্মীদলে খানিকটা অদলবদল হবার পরে অবলোপকারীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াইয়ে প্রাভদা পুরোপুরি সামিল হল।

১৯১২ সালের শরৎকালে শুরু হল চতুর্থ ডুমার নির্বাচনের প্রচার-অভিযান। মেনশেভিক অবলোপকারীরা চেষ্টা করেছিল নির্বাচনী সভায় দুই দলের দুই ভিন্ন রাজনীতি নিয়ে আলোচনা বন্ধ রাখতে। কিন্তু লেনিন বললেন, রাজনীতির ভিন্নতা তুলে ধরাই হবে প্রাভদার প্রধান কাজ এবং ক্যাডেটদের বিরুদ্ধে ও অবলোপকারীদের বিরুদ্ধে প্রাভদাকে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাতে হবে। তিনি বললেন, প্রগতিশীল গণতন্ত্রের পতাকা তুলে ধরেছে যে পত্রিকা তাকে জঙ্গী হতেই হবে, লড়াই চালিয়ে যেতেই হবে। দেশকে জানাতে হবে কোন

নীতির জন্যে আমরা লড়াই করছি। নির্বাচনের সময়ে লড়াই না করার অর্থ সবকিছুর সর্বনাশ করা। নির্বাচনে তিনি জোর দিলেন "বামপন্থী ব্লক" গঠনের কৌশলের ওপরে। অর্থাৎ, ক্যাডেদের সঙ্গে জোট বাঁধবার যে কৌশল মেনশেভিকরা চালাতে চাইছে তার বিরুদ্ধে পাল্টা চাপ হিসেবে ক্রুদোভিক, সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনারি ও পপুলার সোশ্যালিস্টদের সঙ্গে সাময়িক নির্বাচনী চুক্তি।

নির্বাচনে বলশেভিক প্রচার-অভিযানের ফলাফল দেখে লেনিন খুশি হলেন। ছ'টি শিল্প-এলাকা থেকে ছ'জন বলশেভিক শ্রমিক নির্বাচনে জিতেছেন। মেনশেভিকরা যে সাতটি এলাকায় জিতেছেন তার কোনোটিই শিল্প-এলাকা নয়। বলশেভিকরা শ্রমিকদের ভোট পেয়েছেন দশ লক্ষেরও বেশি, মেনশেভিকরা আড়াই লক্ষেরও কম।

লেনিন মনে করতেন, প্রাভদা হচ্ছে বৈপ্লবিক আন্দোলন গড়ে তোলবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক হাতিয়ার। পার্টির গোপন বেআইনী কার্যকলাপকে আরো ছড়িয়ে দেবার জন্যে যে লোকবল ও অর্থবল চাই তা পাওয়া যাবে প্রাভদার মাধ্যমেই। এজন্যে প্রাভদার প্রচার বাড়াতে হবে, প্রাভদার সংগ্রামী তহবিলে শ্রমিকদের দান বাড়াতে হবে।

লেনিন বললেন, শ্রমিক-ঐক্য যাতে তলা থেকে গড়ে ওঠে সেজন্যে প্রাভদাকে প্রচণ্ড প্রচার চালাতে হবে এবং স্থানীয় পার্টি-স্তরে বেআইনী কাজ গড়ে তোলার প্রত্যেকটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। ১৯১৩ সালের বসন্তকালে প্রাভদার কর্মীমণ্ডলে প্রয়োজনীয় রদবদল ঘটল, প্রাভদার ওপরে কেন্দ্রীয় খবরদারি আরো আঁটোসাঁটো করা হল, অবলোপকারীদের প্রাভদা থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। লেনিন এমনটিই চেয়েছিলেন, এমনটি হলে পরেই প্রাভদা হয়ে উঠতে পারে শ্রমিকশ্রেণীর সত্যিকারের মুখপত্র।

১৯১৩ সালের মার্চ মাসে প্রাভদার প্রচারসংখ্যা দাঁড়াল ৩০,০০০ থেকে ৩২,০০০, ছুটির দিনে ৪০,০০০ থেকে ৪২,০০০। তারপরেও আরো জোরের সঙ্গে, আরো তীব্রতার সঙ্গে প্রচার চালিয়ে যাওয়া, মেনশেভিকদের পত্রিকা 'লুচ'-কে হটিয়ে দিয়ে প্রত্যেকটি কারখানা প্রাভদার দখলে নিয়ে আসার ওপরে লেনিন জোর দিতে লাগলেন। "পার্টির নীতির জয় প্রাভদার জয়, প্রাভদার জয় পার্টির নীতির জয়।" এই বলে তিনি ডাক দিলেন প্রাভদার প্রচার ৫০,০০০ থেকে ৬০,০০০-এ তুলতে, পরে একলক্ষে।

লেনিন মনে করতেন প্রাভদা হচ্ছে বলশেভিক পার্টির আদরের সন্তান। এই সন্তানকে বড়ো করে তোলবার জন্যে তিনি তাঁর সমস্ত ভালোবাসা নিয়ে লেগে রইলেন।

১৯১২ সালের আগস্ট মাসে ভিয়েনায় একটি তথাকথিত পার্টি সম্মেলন হয়ে গেল। সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন ট্রটস্কি। ঘোষণা করা হয়েছিল, সম্মেলনের লক্ষ্য সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা।

'ভ্পেরিয়দ'-পন্থীরা (অর্থাৎ প্রত্যাহারবাদী বলশেভিকরা) এই কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্যে ডাক পেয়েছিলেন। তাঁদের পক্ষ থেকে যোগ দিয়েছিলেন আলেক্সিনস্কি। কেন্দ্রীয় কমিটির সমর্থক বলশেভিকরা এই সম্মেলন থেকে দূরে ছিলেন। শুধু তাঁরাই নন, দূরে ছিলেন প্লেখানফপন্থী মেনশেভিকরাও, এমনকি ঐক্যপন্থী বলশেভিকরাও। রুশদেশ থেকে প্রতিনিধি এলেন দু-একজন মাত্র, তাও কোনো বড়ো শহর থেকে নয়, কোনো বড়ো সংগঠন থেকেও নয়। আলেক্সিনস্কিকে পর্যন্ত সম্মেলনের এই একপেশে চেহারার সমালোচনা করতে হল। এমন একটি সম্মেলন থেকে কী ধরনের প্রস্তাব নেওয়া হবে তা আগে থেকেই অনুমান করা যাচ্ছিল। হলও ঠিক তাই। প্রস্তাবগুলো সবই ছিল স্পষ্টভাবে অবলোপবাদের পক্ষে। গণতান্ত্রিক রিপাব্লিকের যে-আওয়াজ তোলা হয়েছিল তা এই সম্মেলনে বাতিল হয়ে গেল, জমিদারি বাজেয়াপ্ত করার করার আওয়াজও, তার জায়গায় শুধু বলা হল যে তৃতীয় ডুমার কৃষি আইনের রদবদল চাই।

বোরিস গোল্ডমান ছিলেন সম্মেলনের একজন প্রধান বক্তা। তিনি ঘোষণা করলেন, পার্টির আর কোনো অস্তিত্ব নেই, অতএব এই সম্মেলন থেকেই নতুন পার্টির গোড়াপত্তন হোক। আলেক্সিনস্কিকে পর্যন্ত এই উক্তির প্রতিবাদ করতে হল। ঐক্যের নামে ডাকা এই সম্মেলন আসলে ছিল বলশেভিকদের বিরুদ্ধে জোট বাঁধার সম্মেলন।

ভিয়েনার এই তথাকথিত পার্টি-সম্মেলন থেকে ফিরে আসার চার মাসের মধ্যেই আলেক্সিনস্কি প্যারিসের 'ভ্পেরিয়দ'-পন্থী গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে চিঠি দিলেন প্রাভদার সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে। চিঠিতে জানালেন যে প্রাভদার সঙ্গে তাঁরা সর্ববিষয়ে সহযোগিতা করতে চান। 'ভ্পেরিয়দ'-পন্থী পত্রিকা 'না

তেমি দ্নিয়া'-র (চলতি প্রসঙ্গ) পৃষ্ঠায় তিনি এই মর্মে একটি প্রবন্ধও লিখলেন যে বলশেভিকদের মধ্যে আভ্যন্তরিক সংগ্রাম বন্ধ করা এবং অবলোপকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার জন্যে সকল বলশেভিককে জোটবদ্ধ করা দরকার। প্রাভদার সম্পাদকমণ্ডলী আলেক্সিনস্কির এই প্রস্তাবে সাড়া দিলেন এবং আলেক্সিনস্কি ও প্যারিস গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের শুধু নয়, এমনকি বোগদানফকেও প্রাভদার লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। অতঃপর আলেক্সিনস্কির লেখা একাধিক প্রবন্ধ প্রাভদায় প্রকাশিত হল।

এ-ঘটনাকে লেনিন কি-ভাবে নিয়েছিলেন তা জানা যায় গর্কির কাছে লেখা তাঁর চিঠি থেকে : "ভ্পেরিয়দ-পন্থীরা ফিরে আসাতে আপনি আনন্দিত, আমিও সর্বান্তঃকরণে আপনার এই আনন্দের অংশভাগী হতে প্রস্তুত যদি… যদি, আপনি যা ধারণা করেছেন, মাখ্বাদ, ঈশ্বর-সৃষ্টি* এবং এ-ধরনের অন্য সমস্ত বিষয়, আপনার ভাষায়, অতীতের বিষয়বস্তু হয়ে গিয়েছে। যদি সত্যই তাই হয়ে থাকে, যদি ভ্পেরিয়দ-পন্থীরা কথাটা বুঝে থাকে বা এখনো বোঝে তাহলে ওরা ফিরেছে বলে আপনার আনন্দে আমার অন্তরের সায় আছে। কিন্তু এর মধ্যে 'যদি' আছে, আমি এই 'যদি'-র ওপরে জোর দিতে চাই। কেননা এ-ব্যাপারটায় এখনো পর্যন্ত যতোটা না ইচ্ছাপূরণ ঘটেছে, ঘটনা ততোটা নয়। আমি জানি না, ১৯০৮-১১ সালের কষ্টকর অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার ক্ষমতা বোগদানফ, বাজারফ, ভোল্স্কি(একজন আধা-নৈরাজ্যবাদী), লুনাচারস্কি ও আক্সেলরদের কাছে কিনা। ওরা কি এই শিক্ষা নিতে পেরেছে যে ওরা যতোটা ভাবতে পারে মার্কসবাদ তার চেয়েও গুরুতর ও গভীরতর ব্যাপার? মার্কসবাদকে নিয়ে ঠাট্টাতামাশা করা চলে না, যেমন আলেক্সিনস্কি করেছে। মার্কসবাদ মৃত বস্তু—এই বলে অবজ্ঞা করা চলে না, যেমন অন্যান্যরা করেছে। যদি ওরা কথাটা সত্যিই বুঝে থাকে, আমি ওদের হাজার বার অভিনন্দন জানাই। তাহলে ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলো (তীব্র লড়াইয়ের সময়ে যা অবশ্যম্ভাবী) পলকের মধ্যেই মিলিয়ে যায়। কিন্তু ওরা

* নতুন ধর্ম নতুন বিশ্বাস সৃষ্টি। লেনিন মনে করতেন, বোগদানফ, লুনাচারস্কি ও তাঁদের অনুগামীরা এমন এক নতুন ধর্ম নতুন বিশ্বাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন যা অনেক বেশি সূক্ষ্ম, আচার-অনুষ্ঠানের নিগড় থেকে অনেক বেশি মুক্ত, অনেক বেশি উদার, ফলে অনেক বেশি ক্ষতিকর। বোগদানফ, লুনাচারস্কি ও তাঁদের অনুগামীদের বলা হত ঈশ্বর-স্রষ্টা বা ঈশ্বর-অনুসন্ধানী।

যদি কথাটা বুঝে না থাকে, ওরা যদি শিক্ষা না নিয়ে থাকে তাহলে আমাকে দোষ দেবেন না। বন্ধুত্ব এক কথা, কর্তব্য কর্তব্য-ই। মার্কসবাদের গায়ে কাদা ছোঁড়ার চেষ্টা হলে বা শ্রমিকদের পার্টির নীতিকে গুলিয়ে ফেলার চেষ্টা হলে আমরা প্রাণ দিয়েও লড়াই করব।"

লেনিনের এই একটি বিশেষ গুণ—ব্যক্তিগত বিরোধ ও নীতিগত বিরোধকে আলাদা করে দেখতে পারা। সবকিছুর ওপরে স্থান দিতেন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে। এজন্যে প্রয়োজন হলে যার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি গালি-গালাজ খেয়েছেন তার সঙ্গে জোট বাঁধতেও পিছু-পা নন। মানুষটি যদি হন প্লেখানফ, তাহলেও। নীতির শুদ্ধতা সম্পর্কে যেমন তিনি সজাগ, মানুষ সম্পর্কেও তেমনি আশাবাদী। এমনই এক আশাবাদ যে মানুষের বিচারে কখনো-বা ভুলও করেছেন, কিন্তু সব মিলিয়ে দেখলে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাধনের সহায় হয়েছে তাঁর এই আশাবাদ।

•

ডুমার ছ'জন বলশেভিক সদস্যের একজন হচ্ছেন কমরেড মুরানফ। নির্বাচন শেষ হতে তিনিই প্রথম এলেন লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে। পার্টির বেআইনী গোপন কাজে এতই তিনি অভ্যস্ত যে ডুমা-সদস্য হিসেবে তিনি যে সর্বত্র খোলাখুলি চলাফেরা করতে পারেন, তিনি যে পুলিসের ধরাছোঁয়ার বাইরে, সে-খেয়াল তাঁর ছিল না। ক্র্যাকাও-এ তিনি এলেন বেআইনীভাবে সীমান্ত পার হয়ে, ভুয়ো নামে। লেনিন তো একেবারে থ', প্রায় আঁতকে উঠে বললেন, 'আপনি যদি ধরা পড়তেন তাহলে কী কেলেঙ্কারি হত বলুন তো! আপনি হচ্ছেন ডুমার সদস্য, সংসদীয় নিরাপত্তা ভোগ করার অধিকারী, আপনি খোলাখুলি এখানে আসতে পারতেন, তাতে আপনার কোনো ক্ষতি হত না। কিন্তু আপনি যে-ভাবে এসেছেন তাতে একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যেতে পারত।' 'সংসদীয় নিরাপত্তা' কথাটার মানেই মুরানফের কাছে স্পষ্ট ছিল না। লেনিন তাঁর সঙ্গে ডুমার কাজকর্ম সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করলেন। এই ঘটনার পরে ডুমার সদস্যরা খোলাখুলিই লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন।

ডুমার সদস্যদের সঙ্গে লেনিন একটি বৈঠকে বসলেন ডিসেম্বরের শেষ ও জানুয়ারির গোড়ার দিকে।

ডুমার ছ'জন বলশেভিক ডেপুটির মধ্যে একজন ছিলেন মালিনোভস্কি। তিনিই প্রথম হাজির হলেন। ক্রুপ্‌সকায়া লিখছেন, "মনে হল কোনো একটা বিষয় নিয়ে তিনি ভয়ানক উত্তেজিত। তাঁকে দেখে প্রথমে আমার ভালো লাগে নি, তাঁর চোখের দৃষ্টি আমার কাছে অপ্রীতিকর মনে হয়েছিল। তিনি একটা চেষ্টাকৃত সড়গড় ভাব দেখাচ্ছিলেন, তাও আমার ভালো লাগে নি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হতেই আমার এই ধারণা কেটে গেল।"

সাজিয়ে গুছিয়ে বলার ক্ষমতা মালিনোভস্কির ছিল অসাধারণ। পুলিসের গুপ্তচর হয়েও সে যে লেনিনের মতো নেতার বিশ্বাসভাজন হয়ে থাকতে পেরেছিল তা অনেকটা এই ক্ষমতার জোরে। বেশ কিছু লোক মালিনোভস্কিকে সন্দেহ করত, বিশেষ করে মেনশেভিকরা, কিন্তু লেনিন কারও কথায় মালিনোভস্কি সম্পর্কে ধারণা পাল্‌টান নি। বরং ভাবতেন, মালিনোভস্কিকে পছন্দ করে না এমন কিছু লোক উদ্দেশ্যমূলক কুৎসা রটনা করছে। রাজনৈতিক বিরোধিতার জন্যে কুৎসা রটনা তিনি আদপেই পছন্দ করতেন না, এক্ষেত্রেও করেন নি।

তারপরে এলেন আরো দুজন ডেপুটি: পেত্রোভস্কি ও বাদায়েফ। দুজনেই লাজুক প্রকৃতির, কিন্তু তাঁরা যে প্রোলেতারীয় পার্টির সৎ ও বিশ্বস্ত প্রতিনিধি, তা তাঁদের দেখে ধারণা করা যাচ্ছিল।

গত এক মাসে ডুমার ও ডুমার বাইরে তাঁদের কাজের বিবরণ দিতে গিয়ে বাদায়েফ বললেন, 'কথাটা কি জানেন কমরেড লেনিন, গত কয়েক বছরে জনগণ বিরাট বড়ো হয়ে গিয়েছে।'

বৈঠকে আলোচনা হল ডুমার ডেপুটিরা কি ধরনের বক্তৃতা দেবেন, জনগণের মধ্যে কি ধরনের কাজ করা হবে, পার্টির বেআইনী গোপন কাজের সঙ্গে এই কাজ কি-ভাবে যুক্ত করা হবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। প্রাভদার কাজ দেখাশোনা করার ভার দেওয়া হল বাদায়েফের ওপরে।

এই তিনজন ডেপুটির সঙ্গে আরো একজন কমরেড এসেছিলেন, তাঁর নাম মেদ্‌ভেদেভ। তিনি জানালেন ইস্তাহার ছাপাবার কাজ কি-ভাবে করা হচ্ছে।

সব শুনে খুশি হলেন লেনিন। ১৯১৩ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে একটি চিঠি লিখলেন গর্কিকে: "মালিনোভস্কি, পেত্রোভস্কি ও বাদায়েফ আপনাকে অন্তরের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। ক্র্যাকাও-এ ঘাঁটি

করাটা কাজের হয়েছে, ক্র্যাকাও-এ আমাদের আসাটা সার্থক হয়েছে (উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিক থেকে)।"

শরৎকালে বল্‌কানের ব্যাপার নিয়ে বৃহৎ শক্তিবর্গ হস্তক্ষেপ করে বসল। একটি যুদ্ধ যে আসন্ন তার লক্ষণ আর অস্পষ্ট রইল না।

এ-সময়ে প্রাভদা ছাড়াও আরো একটি বৈধ পত্রিকা বলশেভিকরা প্রকাশ করতেন। একটি মাসিক পত্রিকা, নাম 'প্রোসভেশ্‌চেনিয়ে' (শিক্ষা)। ১৯১১ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯১৪ সালের জুলাই—প্রায় এই তিন বছর ধরে পত্রিকাটি সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে নিয়মিত বেরিয়েছিল। গর্কিকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন লেনিন এই পত্রিকার সাহিত্য বিভাগের ভার নিতে। গর্কি রাজী হয়েছিলেন। লেনিন একটি চিঠি লিখেছিলেন গর্কিকে: "আমরা যদি কথা-সাহিত্যিকদের একটু একটু করে টেনে আনতে পারি, 'প্রোসভেশ্‌চেনিয়ে'কে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি, তাহলে কী চমৎকারই না হয়! সত্যিই কী চমৎকার। পাঠকরা নতুন ও প্রোলেতারীয়। পত্রিকাটির দাম আমরা সস্তা করব। আপনি শুধু গল্প-উপন্যাস এমন ছাপবেন যা হবে গণতান্ত্রিক—বিনা আক্ষেপে, দলত্যাগীদের লেখা বাদ দিয়ে। শ্রমিকদের আমরা সংহত করে তুলব। আর শ্রমিকরাও এখন হয়েছে বড়ো চমৎকার। শ্রমিকদের প্রতিনিধি হয়ে আমাদের যে ছ-জন ডেপুটি ডুমায় আছেন তাঁরা ডুমার বাইরেও উৎসাহের সঙ্গে কাজ করছেন, দেখেও ভালো লাগে। এইভাবেই তো জনগণ সত্যিকারের শ্রমিকদের পার্টি গড়ে তোলে।"

এই পত্রিকায় লেনিন ২৬টি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার মধ্যে তিনটি প্রবন্ধের নাম বিশেষভাবে করা দরকার: 'মার্ক্সবাদের তিনটি উৎস ও তিনটি উপাদানগত অংশ,' 'জাতীয় প্রশ্নে সমালোচনামূলক মন্তব্য' ও 'জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার'।

একই সময়ে প্রাভদায় লিখেছিলেন ২৮০টি প্রবন্ধ ও নোট। ক্র্যাকাও-এ লেনিন ছিলেন মাত্র দু-বছর। এই সামান্য সময়ের মধ্যে এত প্রচুর লেখা এবং এতগুলো গুরুতর বিষয় নিয়ে লেখা লেনিনের জীবনেও আর কখনো হয় নি।

প্রধান বিষয় ছিল অবশ্যই আসন্ন বিপ্লবে প্রোলেতারিয়েতের আধিপত্য ও

শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে কৃষকের জোট। বিপ্লবের আগে এই বিষয়টিই ছিল লেনিনের কাছে সবচেয়ে জরুরী ও সবচেয়ে গুরুতর বিষয়। বারে বারেই তাঁকে এই বিষয়টি নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে হয়েছে। প্রাভদার পৃষ্ঠাতেও লিখেছিলেন।

অনেকগুলো প্রবন্ধে (চল্লিশটিরও বেশি) ছিল বিশেষভাবে কৃষি-সমস্যা ও কৃষকদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা। 'রুশদেশে বৃহৎ জমিদারি ও ছোট কৃষকের জমির মালিকানা', 'দুর্ভিক্ষ', 'কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণী'—পর-পর এমনি কয়েকটি প্রবন্ধে দেখিয়েছিলেন যে ৩০,০০০ বৃহৎ জমিদার ও লক্ষ লক্ষ দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত কৃষকের স্বার্থ কখনো এক হতে পারে না। সামন্তপ্রভু ও স্বৈরতন্ত্রের ক্ষমতা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই বিরোধের মীমাংসা করা যাবে—তা কখনো সম্ভব নয়। ডুমার ডেপুটি শাগফ-এর জন্যে লিখেছিলেন একটি বিস্তৃত স্মারকলিপি, 'বর্তমান গভর্নমেণ্টের কৃষিনীতি (সাধারণ) প্রসঙ্গে'। ডুমার ডেপুটি পেত্রোভস্কির জন্যে লিখেছিলেন একটি বক্তৃতা: 'কৃষি বিভাগের বরাদ্দ প্রসঙ্গে'। হাত দিয়েছিলেন একটি বড়ো কাজে: 'কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশের সূত্র সম্পর্কে নতুন তথ্য'। ধনতান্ত্রিক সমাজে কৃষির অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশ—ভুয়ো সমাজতান্ত্রিক বুলির মোড়কে এমনি একটি তত্ত্ব সে-সময়ে চালু করবার চেষ্টা হচ্ছিল। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা সাগ্রহে তত্ত্বটিকে অবলম্বন করেছিলেন, অ-প্রোলেতারীয় জনগণ না-বুঝে তত্ত্বটিকে সমর্থন জানাচ্ছিলেন। লেনিনকে একটি বই লিখে তত্ত্বটির অসারতা প্রমাণ করতে হল।

শিল্পের অবস্থা, জীবনযাত্রার মান, পুঁজিতন্ত্রের অবস্থায় বাধাগ্রস্ত বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি এবং আন্তর্জাতিক বহু প্রসঙ্গও তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধের আলোচনার বিষয় ছিল। বহু তথ্য উপস্থিত করে তিনি দেখিয়েছিলেন যে উৎপাদনের আধুনিক উপায়ের দিক থেকে বিবেচনা করলে জারতন্ত্রী রাশিয়া হচ্ছে একটি সবচেয়ে পশ্চাৎপদ দেশ। মাথাপিছু ভোগপণ্যের ব্যবহার রাশিয়া থেকে ব্রিটেনে চারগুণ বেশি, জার্মানিতে পাঁচগুণ বেশি, আমেরিকায় দশগুণ বেশি। জীবনযাত্রার মান উন্নত করে তোলার পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা হচ্ছে রুশদেশের জমিদারতন্ত্র। এই জমিদারতন্ত্রের নির্মূলীকরণ অবশ্যই চাই এবং জমি তুলে দেওয়া চাই কৃষকদের হাতে।

এমনি একটি প্রবন্ধের নাম 'সভ্য বর্বরতা'। এই প্রবন্ধে লেনিন দেখালেন পুঁজিতন্ত্রের অবস্থায় সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব নয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার

অগ্রগতিও নয়। অথচ, জীবনের প্রতি পদে মানুষকে যে-সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তার সমাধানও এই মুহূর্তেই সম্ভব। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুঁজিতন্ত্র। এদিক থেকে পুঁজিতন্ত্র হচ্ছে সেই পেটুক ধনীর মতো অতিরিক্ত ভোজনের ফলে যে নিজে ভোগে কিন্তু তবুও নবীনকে বেঁচে থাকার মতো খাদ্য দিতে রাজী নয়। কিন্তু ইতিহাসের নিয়ম সবার বেলাতেই খাটে, নবীনও বড়ো হয় ও সমস্ত বাধা ঠেলে সরিয়ে ক্ষমতা জাহির করে।

কয়েকটি প্রবন্ধে তুলে ধরেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের নীতির প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র। শ্রমিক ও কৃষকদের দাবিয়ে রাখার জন্যে এরা কোনো অপরাধ কোনো বর্বরতা থেকেই পিছু-পা নয়। কিন্তু লেনিন বিশ্বাস করতেন আসন্ন বিপ্লবের জয় হবেই এবং তাঁর এই বিশ্বাসকে সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে।

কয়েকটি প্রবন্ধে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন এশীয় জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন করতে। রুশদেশের ১৯০৫-০৭ সালের বিপ্লব এশীয় জনগণের মধ্যে জাগরণ এনেছে এবং এশিয়ার সর্বত্রই প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু হয়েছে। এই আন্দোলন আরো বাড়ছে, আরো ছড়িয়ে পড়ছে, আরো জোরদার হচ্ছে। এশিয়ার এই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে বুর্জোয়ারা এখনো পর্যন্ত আছে আন্দোলনের পক্ষে। কোটি কোটি মানুষ জেগে উঠেছে—জীবনে, আলোয়, স্বাধীনতায়। শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকশ্রেণীর কাছে এ এক অতি আনন্দের সংবাদ।

এশিয়ার এই আন্দোলনের পুরোভাগে রয়েছে চীনা জনগণ। চীনের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নেতা সান ইয়াৎ-সেন সম্পর্কে লেনিনের উঁচু ধারণা ছিল। সান ইয়াৎ-সেনের রাজনৈতিক মতামতে কিছু ভুলভ্রান্তি তিনি অবশ্য তাঁর লেখায় তুলে ধরেছেন কিন্তু এই মানুষটির সংগ্রাম, মেহনতী শোষিত জনগণের প্রতি তাঁর সহানুভূতি এবং জনগণের শক্তিতে তাঁর আস্থা সম্পর্কে লেনিন সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। আর প্রত্যেকটি লেখায় বারে বারেই লেনিন এই কথাটি নিশ্চিত বিশ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে এশিয়ার জনগণের মুক্তি-আন্দোলনের জয় হবেই।

'মার্কসবাদের তিনটি উৎস ও তিনটি উপাদানগত অংশ' প্রবন্ধটি লেনিন লিখেছিলেন কার্ল মার্কসের মৃত্যুর ৩০শ বার্ষিকী উপলক্ষে।

বুর্জোয়া দার্শনিকরা এই অপবাদ দিয়ে থাকেন যে মার্কসবাদ হচ্ছে একটা

গোঁড়ামি। লেনিন লিখলেন, এই মতবাদে এমন কিছু নেই যাতে মনে হতে পারে—মার্কসবাদ এমন একটি তত্ত্ব যা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, যা জমাট, যার উদ্ভব হয়েছে সভ্যতার বিকাশের রাজপথ থেকে দূরে। বরং এর বিপরীত। মানবজাতির সেরা চিন্তাবিদরা যে-সব প্রশ্ন তুলেছেন তার জবাব দিতে পেরেছেন মার্কস—এখানেই মার্কসের প্রতিভা। উনবিংশ শতকে মানুষ যা-কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ সৃষ্টি করেছে, মার্কসের তত্ত্ব তার বৈধ উত্তরাধিকারী। এই সম্পদের তিনটি উৎস : জার্মান দর্শন, ইংরেজী রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ফরাসী সমাজতন্ত্র।

মার্কসবাদের দর্শন হচ্ছে বস্তুবাদ। লেনিন লিখলেন, এই বস্তুবাদ হুবহু অষ্টাদশ শতকের বস্তুবাদ নয়, মার্কস ও এঙ্গেলস অষ্টাদশ শতকে এসে থেমে যান নি, তাকে আরো অগ্রসর করে নিয়ে গেছেন।

তাঁরা তাঁদের দার্শনিক চিন্তাকে উপস্থিত করেছেন ডায়ালেকটিকাল বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের চেহারায়। ডায়ালেকটিক্স ও বস্তুবাদের চিন্তা তাঁরা পেয়েছেন ক্লাসিকাল জার্মান দর্শন থেকে—বিশেষ করে হেগেল ও ফয়েরবাখ থেকে—কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলসের ডায়ালেকটিকস ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ আরো অগ্রসর চিন্তার ফল। এবং এই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানুষের সমাজকে বিচার করে তাঁরা উপস্থিত করেছেন ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। লেনিন তাঁর প্রবন্ধে মার্কসবাদের যে তিনটি উপাদানগত অংশের কথা বলেছেন তার প্রথমটি হচ্ছে এই ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।

ইংরেজ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পর্যালোচনা করে উপস্থিত করেছিলেন শ্রম-মূল্যের তত্ত্ব। এই তত্ত্ব থেকে যাত্রা শুরু করে মার্কস পৌছেছেন তাঁর উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বে। উদ্বৃত্ত মূল্য—কথাটাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেনিন বলছেন, মজুরি-শ্রমিক তার শ্রম-ক্ষমতা বিক্রি করে জমি কারখানা ও শ্রমের হাতিয়ারের মালিকের কাছে। কিন্তু পুরো দাম পায় না। শ্রমিকের সারাদিনের শ্রম যে মূল্য তৈরি করে তার মজুরি সে-তুলনায় অনেক কম। তার মানে, শ্রমিক সারাদিনে যে শ্রম করে তার খানিকটা মাত্র অংশের মূল্য তার নিজের জন্যে (যা সে পাচ্ছে মজুরি হিসেবে), বাকি অংশের মূল্যে তার কোনো হাত নেই, এই উদ্বৃত্ত মূল্য পুঁজিপতির মুনাফার জন্যে।

মার্কসের অর্থনৈতিক তত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে এই উদ্বৃত্ত মূল্য সম্পর্কিত ধারণার ওপরে।

মার্কসবাদের] তিনটি উপাদানগত অংশের আরো একটি হচ্ছে এই উদ্বৃত্ত মূল্য।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও উদ্বৃত্ত মূল্য—এই গেল দুটি উপাদানগত অংশ। তৃতীয়টি কী? লেনিন বললেন, তৃতীয়টি হচ্ছে শ্রেণী-সংগ্রাম।

মার্কস ও এঙ্গেলসের আগে যাঁরা পুঁজিবাদী সমাজের নিন্দা করেছেন ও সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন—যেমন, সেণ্ট-সাইমন, চার্লস ফুরিয়ের, রবার্ট আওয়েন—তাঁদের সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলস উঁচু ধারণা পোষণ করতেন। কিন্তু তাঁদের সমাজতন্ত্র ছিল কাল্পনিক বা ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র, কারণ শ্রেণী-সংগ্রামের কথা তাঁরা ভাবতেন না, প্রোলেতারিয়েতের যে একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে তা তাঁদের উপলব্ধিতে ছিল না, অর্থাৎ তাঁদের সমাজতন্ত্র একটা কল্পনার বিষয় মাত্র ছিল। মার্কস ও এঙ্গেলস আরো অগ্রসর হয়ে এলেন—তাঁরা উপস্থিত করলেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। লেনিন লিখলেন, কাল্পনিক সমাজতন্ত্র "প্রকৃত সমাধান নির্দেশ করতে পারে না। পুঁজিতন্ত্রের ব্যবস্থায় মজুরি দাসত্বের সঠিক প্রকৃতির ব্যাখ্যা কাল্পনিক সমাজতন্ত্র দিতে পারে না, পুঁজিবাদী বিকাশের সূত্রগুলির উদ্ঘাটন কাল্পনিক সমাজতন্ত্র করতে পারে না, নতুন সমাজের স্রষ্টা হবে কোন সামাজিক শক্তি তা কাল্পনিক সমাজতন্ত্র দেখাতে পারে না।"

ক্র্যাকাও-এ থাকার সময়ে, অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার ঠিক আগের বছরগুলিতে, লেনিন অনেকখানি মনোযোগ দিয়েছিলেন জাতীয় প্রশ্নের ওপরে। জাতীয় নির্যাতন যে আকারই হোক না কেন, তার বিরুদ্ধে লেনিনের ছিল প্রচণ্ড ঘৃণা—তরুণ বয়স থেকেই। একটি জাতি যখন অপর জাতিকে পদানত করে তার চেয়ে বড়ো দুর্ভাগ্য তার আর কিছু হতে পারে না—মার্কসের এই কথাটি ছিল লেনিনেরও কথা।

যুদ্ধ ঘনিয়ে আসছে। বুর্জোয়ারা সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ে চেষ্টা করছে জাতীয় চেতনা ও জাতির বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে। যুদ্ধ যতো এগিয়ে আসছে দুর্বল জাতিগুলির ওপরে নির্যাতন ততো বাড়ছে, দুর্বল জাতিগুলির স্বাধীনতা ততো দমন করা হচ্ছে। তবে লেনিন নিশ্চিতভাবে একথাও জানতেন যে যুদ্ধ শুরু হলেই নির্যাতিত জাতিগুলির মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেবে, স্বাধীনতার জন্যে তারা লড়াই শুরু করে দেবে। স্বাধীনতা তাদের

অধিকার। ১৮৯৬ সালে আন্তর্জাতিক সোশ্যালিস্ট কংগ্রেসের লণ্ডন অধিবেশনেও এই অধিকার স্বীকৃতি লাভ করেছিল। তার ষোল বছর পরে, ১৯১৩ সালে আসন্ন যুদ্ধের মুখে দাঁড়িয়ে, জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার যদি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা হয় তাহলে তার চেয়ে বিরক্তিকর আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু ঠিক এই লক্ষণটিই প্রকাশ পেয়েছে ১৯১২ সালের আগস্টে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত ট্রটস্কিদের সম্মেলনে (যাকে বলা হয় 'আগস্ট ব্লক')। পার্টির কর্মসূচীতে আছে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি। কোথায় পরিস্থিতি বিচার করে আগস্ট ব্লক এই দাবিকে আরো জোরালো ভাবে তুলে ধরবেন, তা নয়, বরং এই মর্মে প্রস্তাব নিলেন যে সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করাটা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করারই সামিল।

লেনিন বললেন, এ হচ্ছে চরম সুবিধাবাদ। এর অর্থ, জাতীয় প্রশ্নে পরাজয় স্বীকার করা এবং জাতীয় প্রশ্নের লড়াইকে নামিয়ে আনা সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের স্তরে। প্রস্তাবটি যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের কাছে একথাটি কি স্পষ্ট নয় যে সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যবস্থার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক?

অথচ প্রশ্নটি জরুরী। যুদ্ধ যতো এগিয়ে আসছে বুর্জোয়ারা ততো খুঁচিয়ে তুলছে জাতীয়তাবোধ ও জাতিদম্ভ। অন্যদিকে নির্যাতিত জাতিগুলি মুক্তির স্বপ্ন দেখছে। বিশেষ করে পোলদেশীয়রা এ-প্রশ্নে খুবই উত্তেজিত। জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের প্রচণ্ড ঘৃণা। তারা স্বপ্ন দেখে স্বাধীন পোল্যাণ্ডের। পোলদেশীয় সোশ্যালিস্টদের ঝোঁকও এইদিকে কিন্তু পোলদেশীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা রুশদেশ থেকে পোল্যাণ্ডের বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিরোধী।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মুখে ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পরে লেনিনকে তাই এই অত্যন্ত জরুরী বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে হল।

১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে ক্র্যাকাও-এ কেন্দ্রীয় কমিটির একটি অধিবেশন বসেছিল। ডুমার বলশেভিক ডেপুটিরা এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্তালিন। ক্র্যাকাও-এ আসার আগে স্তালিন দু-মাস কাটিয়ে এসেছেন ভিয়েনায় ও জাতীয় প্রশ্ন নিয়ে পড়াশুনো করেছেন। লেনিনের সঙ্গে স্তালিনের সাক্ষাৎ এই প্রথম নয়, ইতিপূর্বে আরো তিনবার হয়ে গিয়েছে—লণ্ডন ও স্টকহল্‌ম কংগ্রেসে ও একটি সম্মেলনে। ঠিক এমনি সময়ে জাতীয় প্রশ্ন নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছেন ও বিষয়টি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল—এমন একজন কমরেডের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা

করার সুযোগ পেয়ে লেনিন খুশি হয়েছিলেন। গর্কিকে একটি চিঠিতে লিখলেন, "আমাদের এখানে জর্জিয়া থেকে একজন কমরেড এসেছেন, মানুষটি বড়ো চমৎকার। 'প্রোসভেশ্চেনিয়ে'র জন্যে তিনি মস্ত একটি প্রবন্ধ লিখছেন। এ-সম্পর্কে অস্ট্রীয় ও অন্যান্য যাবতীয় তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছেন।"

স্তালিনের এই প্রবন্ধটির নাম 'জাতীয় প্রশ্ন ও সোশ্যাল-ডেমোক্রেসি'। লেনিন এই প্রবন্ধের প্রশংসা করেন। তাঁর মতে, মূল বক্তব্যটি এই প্রবন্ধে সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পরবর্তীকালে প্রবন্ধটি 'মার্কসবাদ ও জাতীয় প্রশ্ন' এই নামে পুনঃ-প্রকাশিত হয়।

এই সময়েই লেনিন লেখেন তাঁর বিখ্যাত দুটি প্রবন্ধ: 'জাতীয় প্রশ্নে সমালোচনামূলক মন্তব্য' ও 'জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার'।

এই দুটি প্রবন্ধে অসাধারণ বিজ্ঞতার সঙ্গে লেনিন উপস্থিত করেন জাতীয় প্রশ্নের তত্ত্বমূলক বিশ্লেষণ।

পুঁজিবাদের বিকাশের যুগে জাতীয় প্রশ্নের দুটি ঐতিহাসিক ঝোঁক লক্ষ করা যায়। প্রথম ঝোঁক: জাতীয় জীবন ও জাতীয় আন্দোলন জেগে-ওঠা, জাতীয় নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু, জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টি। দ্বিতীয় ঝোঁক: নানা আকারে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ দ্রুত গড়ে ওঠা; জাতীয় আড়াল ভেঙে পড়া; পুঁজি, সাধারণভাবে অর্থনৈতিক জীবন ও রাজনীতি বিজ্ঞান ইত্যাদির আন্তর্জাতিক ঐক্য সৃষ্টি।

পুঁজিবাদ থাকলে এই দুটি ঝোঁক থাকবেই।

প্রথম ঝোঁকটির ঐতিহাসিক যোগ সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদের জয়ের যুগের সঙ্গে। অর্থনৈতিক কারণ থেকেই এর উদ্ভব। পুঁজিবাদকে অবাধে বিকশিত করতে হলে দেশের বাজারটি বুর্জোয়াদের অধিকারে থাকা চাই। সেজন্যে একই ভাষাভাষী সমস্ত এলাকাকে যুক্ত করে একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হয়, সেই ভাষার বিকাশের পথে যা কিছু বাধা তা দূর করতে হয়, সেই ভাষার সাহিত্যকে সংহত রূপ দিতে হয়। এ-কারণে প্রত্যেক জাতীয় আন্দোলনের ঝোঁক থাকে জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে তোলার দিকে। আধুনিক পুঁজিবাদের চাহিদাও তাই। অর্থাৎ, পুঁজিবাদের আওতায় জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে উঠবে, এটাই সাধারণ লক্ষণ। আর এই যে ব্যাপারটি ঘটছে তার মূলে রয়ে গিয়েছে অর্থনৈতিক কারণ অর্থাৎ বাজার তৈরি হওয়া। গোটা সভ্য জগতেই এই ব্যাপারটি ঘটে চলেছে।

দ্বিতীয় ঝোঁকটি প্রকাশ পায় পুঁজিবাদী বিকাশের উচ্চতর পর্যায়ে, সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ে। এ-সময়ে সমুদ্রপথে ও রেলপথে ব্যাপক আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ঘটেছে, তৈরি হয়েছে বিশ্ব-বাজার, রপ্তানি হচ্ছে পুঁজি, ফলে জাতিতে জাতিতে অর্থনৈতিক বন্ধন আরো ঘনিষ্ঠ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রম-বিভাগ ঘটে যাচ্ছে। লেনিনের মতে, উৎপাদন-শক্তি যখন প্রচণ্ড রকমের ব্যাপকতা লাভ করে তখনই এই দ্বিতীয় ঝোঁকটি প্রকাশ পায়। ফলে জাতীয় ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা লোপ পায় এবং উদ্ভব হয় পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার।

লেনিন আরো বলেন, পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার ঘনিষ্ঠতর অর্থনৈতিক বন্ধন কিন্তু সমান সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে অর্জিত হয় নি, হয়েছে বর্বর প্রতিযোগিতা, নির্যাতন, জবরদস্তি, ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক বশ্যতা স্থাপনের মধ্যে দিয়ে, পশ্চাৎপদ দেশগুলিকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও লুটপাট করার মধ্যে দিয়ে। কাজেই এই দ্বিতীয় ঝোঁকটি প্রথম ঝোঁককে চাপা দিতে পারে না, বরং আরো প্রবল করে তোলে এবং নির্যাতিত জাতিগুলির মধ্যে জাগিয়ে তোলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম।

লেনিন বলেন, জাতীয় প্রশ্নে মার্কসবাদী কর্মসূচী এই দুটি ঝোঁককেই বিবেচনায় রাখবে। প্রথম ঝোঁক অনুযায়ী তুলে ধরবে জাতির ও ভাষার সমানাধিকার, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার—এমনকি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তোলার অধিকার পর্যন্ত। দ্বিতীয় ঝোঁক অনুযায়ী তুলে ধরবে প্রোলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার মহান নীতি এবং আপোসহীন লড়াই চালাবে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে।

এই সময়ে জাতীয় প্রশ্ন নিয়ে লেনিন এতখানি ভাবনাচিন্তা করেছিলেন বলেই এবং প্রশ্নটি নিয়ে প্রচণ্ড তর্কবিতর্ক হয়েছিল বলেই পরে যখন সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, জাতীয় সমস্যার সমাধান করতে পার্টিকে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। কেননা কি-ভাবে সমাধান করতে হবে তার সূত্রটি সামনে ছিল। লেনিনের এই সূত্র ধরে অগ্রসর হয়েই ইউনিয়ন অফ সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাব্লিকের প্রতিষ্ঠা।

১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারি। কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক বসতে আর কয়েক দিন বাকি। এমন সময়ে দেশ থেকে একটা পার্সেল এসে হাজির ক্রুপ্‌সকায়ার নামে। পার্সেল খুলে পাওয়া গেল তিনটি খাদ্যবস্তু—স্যালমন, কেভিয়ার ও

স্টার্জন। মাছ ও মাছের ডিম হওয়া সত্ত্বেও এই তিনটি খাদ্যবস্তু সাধারণ মানুষের কাছে কিছুটা মহার্ঘ্য, বিশেষ করে কেভিয়ার। গরীবরা লাখটাকার স্বপ্ন দেখার মতো কেভিয়ার খাওয়ার স্বপ্ন দেখে থাকে।

ক্রুপ্‌সকায়া মায়ের কাছ থেকে একটি রান্নার বই চেয়ে নিলেন, সযত্নে রান্না করলেন, তারপরে এক ভোজের পার্টির আয়োজন করলেন।

কমরেডদের ভালো ভালো জিনিস খাওয়াতে খুবই ভালোবাসতেন লেনিন। এই ভোজের পার্টির আয়োজনে তিনি তো মহাখুশি।

তবে ভোজের আয়োজন তো মাত্র এই একদিন, তাছাড়া লোকজনের যাতায়াত কাজের কথা আলোচনা করবার জন্যে, মাঝে মাঝে কাজের নিয়মেই তা বন্ধ হয়ে যায়। তখন বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ শুধু ডাকপিয়নের মাধ্যমে—বেলা এগারোটার সময়ে একবার আর সন্ধে ছ'টার সময়ে আরেক বার।

স্থানীয় এক কমরেডের মুখে ক্র্যাকাও পার্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস জ্যাকোপেনের গল্প দুজনেই শুনেছিলেন। স্থানটি নাকি খুবই সুন্দর। তবে মানুষের ভিড় একটু বেশি, খরচও বেশি। দুজনে স্থির করলেন জ্যাকোপেন থেকে সাত কিলোমিটার দূরে পোরোনিনো-তে গিয়ে থাকবেন। এই সময়ে (১৯১৩ সালের বসন্তকালে) ক্রুপ্‌সকায়া গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর স্বাস্থ্যের কথা ভেবে ও চিকিৎসকের পরামর্শে জায়গা বদলাবার সিদ্ধান্ত করতে হল।

বড়ো একটি বাংলো ভাড়া নিয়ে পোরোনিনো-তে একসঙ্গে উঠে এল তিনটি পরিবার—লেনিন, জিনোভিয়েক ও বাগোৎস্কি। একটি কুকুরও, বাগোৎস্কি পরিবারের, নাম ঝুলিক। বাগোৎস্কি ছিলেন স্নায়ুরোগ-বিশেষজ্ঞ।

তাত্রা পর্বতের গায়ে সমুদ্র-সমতল থেকে ৭০০ মিটার উঁচুতে এই বাংলোটি। চারদিকের দৃশ্য অতি সুন্দর। মাঝে মাঝে কুয়াশা, মাঝে মাঝে বৃষ্টি, তাঁরই ফাঁকে ফাঁকে বরফ-মোড়া তাত্রা পর্বতের চূড়ো চোখে পড়ে। বাতাস কী চমৎকার, বুক ভরে নিশ্বাস নিলে শরীরে আর যেন কোনো গ্লানি থাকে না। লেনিন হাঁটতে ভালোবাসতেন। পোরোনিনো-তে এসে মাঝে মাঝে তিনি ও বাগোৎস্কি অনেক দূর পর্যন্ত হেঁটে ঘুরে আসতেন।

তবুও ক্রুপ্‌সকায়ার শরীর কিন্তু সারল না। বাগোৎস্কি পরামর্শ দিলেন ক্রুপ্‌সকায়াকে নিয়ে বার্ন-এ যেতে, সেখানে ডাঃ কোচার-কে দিয়ে অপারেশন করাতে। লেনিনের পীড়াপীড়িতে ক্রুপ্‌সকায়াকে রাজী হতে হল।

জুন মাসের মাঝামাঝি লেনিন ও ক্রুপ্‌কসায়া বার্ন-এর উদ্দেশে রওনা হলেন। পথে থামলেন ভিয়েনায়। বুখারিনের সঙ্গে দেখা করলেন, ভিয়েনার অন্যান্য কমরেডদের সঙ্গেও। বুখারিনের স্ত্রী নাদেঝদা মিখাইলোভনা ছিলেন খুবই অসুস্থ, ঘরের কাজকর্ম বুখারিনকেই করতে হত। লেনিনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে স্যুপ রান্না করতে গিয়ে নুনের বদলে চিনি দিয়ে বসলেন। ভিয়েনার কমরেডেরা লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়াকে শহর ঘুরিয়ে দেখাল। শহরটির একটি নিজস্ব সৌন্দর্য আছে, এমনিতেই ভালো লাগার কথা, ক্র্যাকাও থেকে গিয়ে লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়ার আরো ভালো লাগল।

বার্ন-এ ক্রুপ্‌সকায়া হাসপাতালে ছিলেন তিন সপ্তাহ। লেনিন ছিলেন একজন কমরেডের বাড়িতে। দিনের অর্ধেকটা সময় কাটাতেন হাসপাতালে, ক্রুপ্‌সকায়ার বিছানার পাশটিতে। বাকি অর্ধেক সময় লাইব্রেরিতে। যে-বাড়িতে থাকতেন সেখানে ছিল কয়েকটি ছোট মেয়ে, তাদের নিয়েও মাতামাতি করতেন।

প্রচুর পড়েছিলেন এই সময়ে, এমন কি ক্রুপ্‌সকায়ার অসুখ সম্পর্কে কিছু ডাক্তারি বইও। তাছাড়া কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। শুধু বার্ন্‌-এ নয়, বক্তৃতা দেবার জন্যে গিয়েছিলেন জুরিখ জেনিভা ও লুসান-এ। অধিকাংশ বক্তৃতার বিষয় ছিল জাতীয় প্রশ্ন। পার্টির অবস্থা নিয়ে আলোচনার জন্যে লেনিনের উপস্থিতিতে পার্টি কমরেডদের একটি সম্মেলন গোছের ব্যাপারও হয়েছিল।

ঠিক ছিল হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ক্রুপ্‌সকায়া দু-সপ্তাহ কাটাবেন গুটেনবের্গ পার্বত্য এলাকায়। ডাঃ কোচার সেই পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু ক্র্যাকাও থেকে জিনোভিয়েফের তার এসে হাজির। জরুরী কাজ, এক্ষুনি ফিরতে হবে।

আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া ফিরে এলেন পোরোনিনো-তে। ফেরার পথে কয়েক ঘণ্টার জন্যে মাত্র থেমেছিলেন মিউনিকে। ১৯০২ সালে তারা ছিলেন এই শহরে, তারপরে এগারো বছর পার হয়েছে, ইচ্ছে ছিল একটু ঘুরে ঘুরে দেখেন শহরের কতখানি পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু সময় ছিল না। ফেরার তাড়াটাই বেশি। একটি রেস্তোরাঁয় বসে বিখ্যাত হাফ্‌ব্রাউ বীয়ারের স্বাদ নিতে নিতে দু-একজনের সঙ্গে সামান্য কথাবার্তা বলেই পরের ট্রেন ধরতে হল।

পোরোনিনোতে লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়ার জন্যে অপেক্ষা করছিল পোরোনিনোর নিত্যসঙ্গী বৃষ্টি ও রুশদেশের প্রচুর খবর সহ কমরেড কামেনেফ।

একই বাড়িতে কামেনেফের থাকার জায়গা হল। সন্ধেবেলা খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেলে লেনিন ও কামেনেফ কিচেনেই বসে থাকতেন ও রুশদেশের খবরাখবর নিয়ে দীর্ঘ সময় আলোচনা করতেন।

আগস্ট মাসের ৯ তারিখে কেন্দ্রীয় কমিটির একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। ডুমার বলশেভিক ডেপুটিরাও উপস্থিত ছিলেন।

অনেকগুলো জরুরী বিষয় নিয়ে আলোচনা করার ছিল। 'প্রাভদা' বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সে-জায়গায় প্রকাশিত হচ্ছে 'রাবোচায়া প্রাভদা'। কিন্তু পত্রিকার ওপরে হামলা সমানে চলছে, প্রায় কোনো সংখ্যাই রেহাই পাচ্ছে না। শ্রমিকরা ধর্মঘট করছে—সেণ্ট পিটার্সবুর্গে, রিগায়, নিকোলায়েফে, বাকুতে। ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ছে গোটা দেশে।

কেন্দ্রীয় কমিটিতে রুশদেশের পরিস্থিতি নিয়ে বিশদ আলোচনা হল। বিশেষ করে আলোচনা হল পার্টির পত্রিকা ও পার্টির প্রকাশ-ভবন নিয়ে।

পোরোনিনোতে আসার পরেই জার্মানির শ্রমিক-নেতা আউগুস্ট বেবেল-এর মৃত্যু-সংবাদ লেনিন শুনেছিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে তিনি একটি শোকবার্তা পাঠালেন ও 'রাবোচায়া প্রাভদা' পত্রিকায় বেবেলের স্মৃতিতে একটি প্রবন্ধ লিখলেন। বেবেলের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে লেনিন তাঁর এই প্রবন্ধে বলেন যে বেবেল ছিলেন জার্মান প্রোলেতারিয়েতের ও আন্তর্জাতিক সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক আন্দোলনের অগ্রগণ্য নেতা এবং সুবিধাবাদ ও সংস্কারবাদের বিরোধী।

কেন্দ্রীয় কমিটির সভার পর থেকে পার্টি সম্মেলনের জন্যে প্রস্তুতি চলছিল। সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হল পোরোনিনোতেই ২১এ সেপ্‌টেম্বর থেকে ১লা অক্‌টোবর পর্যন্ত। গোপনতা বজায় রাখার জন্যে এই পার্টি সম্মেলনটিকে বলা হল 'গ্রীষ্ম সম্মেলন'।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ডুমার সকল ডেপুটি আর পার্টির কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত নানা স্তরের কর্মীরা। আর সম্মেলন চলতে চলতেই এসে উপস্থিত হলেন ইনেসা। পার্টির কাজে তিনি গিয়েছিলেন রুশদেশে, সেখানে ১৯১২ সালের সেপ্‌টেম্বরে ভুয়ো পাসপোর্ট নিয়ে ধরা পড়েন। এক বছর ছিলেন জেলে। কিন্তু জেলের অবস্থা ছিল এত খারাপ যে এক বছরের মধ্যেই তাঁর

শরীর ভেঙে পড়ে এবং যক্ষ্মারোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ছাড়া পেয়েই সোজা চলে এসেছেন পোরোনিনোতে। শরীর সুস্থ নয়, কিন্তু উৎসাহ ও উদ্দীপনার কিছুমাত্র কমতি নেই। পার্টির কাজেই আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ইনেসা আসাতে সকলেই খুশি হলেন।

ইনেসাকে নিয়ে মোট চব্বিশজন উপস্থিত ছিলেন এই সম্মেলনে। পরে জানা গিয়েছে এই চব্বিশজনের মধ্যে মালিনোভস্কি ছাড়াও একাধিক পুলিসের গুপ্তচর ছিল।

সম্মেলনে স্থির হয় যে নতুন একটি পার্টি কংগ্রেস ডাকার প্রশ্নটি তোলা হবে। পঞ্চম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে লণ্ডনে, ছ-বছর আগে। বহু পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে এই সময়ের মধ্যে। ষষ্ঠ কংগ্রেসের ডাক দেবার সময় অবশ্যই হয়েছে।

সম্মেলনের সামনে আলোচ্য বিষয় ছিল: ধর্মঘট আন্দোলন, সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘটের প্রস্তুতি, প্রচার-আন্দোলনের কর্তব্য, সহজবোধ্য পুস্তিকা প্রকাশ, প্রচার-আন্দোলনের আওয়াজ ইত্যাদি। আরো একটি আলোচ্য বিষয় ছিল: ডুমায় বলশেভিক ডেপুটিদের ওপরে মেনশেভিক ডেপুটিরা যাতে তাদের সিদ্ধান্ত চাপাতে না পারে তার উপায় ঠিক করা। ডুমায় সোশ্যাল-ডেমোক্রাট ডেপুটি ছিলেন মোট তেরজন—বলশেভিক ছ-জন, মেনশেভিক সাতজন। একজন ডেপুটি কম হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিক-প্রতিনিধিত্ব কিন্তু মেনশেভিক ডেপুটিদের তুলনায় বলশেভিক ডেপুটিদের অনেক অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও ডুমার সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক ফ্র্যাকশনে ভোটের জোর মেনশেভিকদের, ফলে তারা যা সিদ্ধান্ত করে একটি মাত্র বাড়তি ভোটের জোরে তা বলশেভিক ডেপুটিদেরও মানতে বাধ্য করা হয়। এই অবস্থা যাতে চলতে না পারে তার উপায় নিয়ে সম্মেলনে আলোচনা হল।

অলোচনার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল জাতীয় প্রশ্ন। প্রচণ্ড তর্ক-বিতর্কের পরে এ-বিষয়ে শেষপর্যন্ত যে প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হল তা লেনিনের মতানুসারী।

সম্মেলন শেষ হয়ে যাবার পরে সপ্তাহখানেক লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া থেকে গেলেন পোরোনিনোতে। এ-সময়ে দল বেঁধে প্রচুর ঘুরে বেড়াতেন। একদিন

গিয়েছিলেন পার্বত্য হ্রদ চের্নি স্তাভ দেখতে। তারপরে আরো কয়েকটি সুন্দর সুন্দর জায়গায়। পোরোনিনোর আশ্চর্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করেছিলেন।

আর ইনেসা হয়ে উঠেছিলেন এই দলটির মধ্যমণির মতো। ক্র্যাকাওর বলশেভিকদের এই ছোট দলটিকে ইনেসা জয় করে নিলেন। ইনেসার উপস্থিতিটাই যেন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ভরা একটা খুশির হাওয়া। প্যারিসে থাকার সময়েও ইনেসা ছিলেন। কিন্তু প্যারিসের চক্রটা ছিল আরো অনেক বড়ো, ইনেসার দেখা পাওয়া যেত অনেক মানুষের ভিড়ের মধ্যে। কিন্তু ক্র্যাকাওর চক্রটি ছোট, অন্য মানুষের ভিড় নেই, এই অন্তরঙ্গ পরিবেশেই ইনেসাকে যেন সত্যিকারের চেনা গেল। ক্রুপ্‌সকায়ার মাও ভারি পছন্দ করে ফেললেন ইনেসাকে। একই বাড়িতে ঘরভাড়া নিয়েছিলেন ইনেসা, ক্রুপ্‌স-কায়ার মা প্রায়ই গিয়ে বসতেন ইনেসার ঘরে।

প্রচুর গল্প করতেন ইনেসা, নিজের জীবনের গল্প, নিজের ছেলেমেয়েদের গল্প। মায়ের কাছে লেখা ছেলেমেয়েদের চিঠি দেখাতেন। আর এমনি সময়ে ইনেসার কথায় পাওয়া যেত প্রগাঢ় একটি উষ্ণতার ছোঁয়া। লেনিন, ক্রুপ্‌সকায়া ও ইনেসা এত প্রচুর ঘুরে বেড়াতে লাগলেন যে জিনোভিয়েফ ও কামেনেফ ঠাট্টা করে এই ত্রয়ীর নাম দিলেন 'হাঁটুরের দল'। হাঁটুরে মানে যারা পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ায়। হাঁটুরের দল কিন্তু এই ঠাট্টা গায়েও মাখলেন না। তাঁরা হাঁটতে যেতেন শহরের বাইরের খোলা মাঠে। পোলদেশীয় ভাষায় খোলা মাঠকে বলা হয় 'ব্লন'। এই শব্দটি থেকেই ইনেসা ছদ্মনাম নিয়েছিলেন ব্লনিনা।

ইনেসা ছিলেন গানবাজনার ভক্ত। নিজেও ভালো বাজাতে পারতেন, বিশেষ করে বেটোফেন। লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়াকে নিয়ে প্রায়ই গিয়ে বসতেন বেটোফেনের কনসার্টের আসরে। লেনিনও ছিলেন বেটোফেনের ভক্ত। বেটোফেনের কয়েকটি কনসার্ট তিনি বার বার শুনতে চাইতেন। পরে সোভিয়েত আমলেও লেনিন বেটোফেনের নেশা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। অতি-ব্যস্ততার মধ্যেও সময় করে নিয়ে বেটোফেনের কনসার্টের আসরে গিয়ে বসতেন।

ইনেসা হয়তো ক্র্যাকাওতেই থেকে যাবেন, ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসবেন রুশদেশ থেকে, এমনি একটা ধারণা সকলের হয়েছিল। এমনকি ক্রুপ্‌সকায়াকে

সঙ্গে নিয়ে সুবিধেমতো ঘরের সন্ধানও তিনি করেছিলেন। কিন্তু ক্র্যাকাওর মতো ছোট জায়গায় ইনেসা হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। ক্র্যাকাও-এ জনকয়েক রুশ বিপ্লবী যে-ধরনের বিচ্ছিন্ন জীবন কাটাতেন তা ছিল নির্বাসিতের জীবনের মতো, তার মধ্যে অফুরন্ত-প্রাণশক্তিসম্পন্না এই মহিলা নিজেকে কিছুতেই ধরে রাখতে পারছিলেন না। তখন তিনি ঠিক করলেন যে বিদেশে বলশেভিক ঘাঁটি-গুলোতে একটা চক্কর দিয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দেবেন, তারপরে নিজে ঘাঁটি করবেন প্যারিসে। যাবার আগে মেয়ে-শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করলেন ক্রুপ্‌সকায়ার সঙ্গে। বিশেষ জোরের সঙ্গে প্রস্তাব করলেন—মেয়েদের মধ্যে প্রচার করার জন্যে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে মেয়েদের একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হোক।

ইনেসার এই প্রস্তাবটি জানিয়ে লেনিন চিঠি লিখলেন আনার কাছে। অল্পকালের মধ্যেই সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে একটি মেয়েদের পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ শুরু হল। নাম 'রারোৎনিৎজা' (মেয়ে-শ্রমিক)। প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হল ১৯১৪ সালের আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসে (৮ই মার্চ), তারপরে আরও দু'টি সংখ্যা। অষ্টম সংখ্যার যখন প্রস্তুতি চলছে, শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ফলে মোট সাতটি সংখ্যাতেই মেয়েদের এই পত্রিকাটির আয়ু শেষ। পত্রিকাটির প্রতি সংখ্যার দাম ছিল চার কোপেক। প্রথম সংখ্যায় ইনেসা লেখা পাঠিয়ে-ছিলেন প্যারিস থেকে, ক্রুপ্‌সকায়া ও লিলিনা ক্র্যাকাও থেকে।

সম্মেলনের পরে সপ্তাহখানেক পোরোনিনোতে কাটিয়ে লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া আবার ফিরে এলেন ক্র্যাকাও-এ (৭ই অক্টোবর)। এ-সময়ে রুশদেশের পার্টি-কর্মীদের সঙ্গে লেনিনের যোগাযোগ ছিল ব্যাপক ও জোরালো। ফলে পার্টির কাজেকর্মে তিনি আরো ভালোভাবে পরামর্শ ও নির্দেশ দিতে পারছিলেন। তিনি যে কৌশলের পক্ষে ছিলেন তা হচ্ছে বৈধ কাজের সঙ্গে অবৈধ কাজ যুক্ত করা, শ্রমিকদের ঐক্য তলা থেকে গড়ে তোলা। এই কৌশলই যে সঠিক কৌশল, বাস্তবে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। ১৯১৩ সালের গ্রীষ্মকালে সেণ্ট পিটার্সবুর্গের ধাতু-শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যনির্বাহক কমিটির নির্বাচনে জয়জয়কার ঘটল বলশেভিকদের। নির্বাচনী সভায় ইউনিয়নের সভ্য উপস্থিত ছিলেন প্রায় ৩,০০০। অবলোপকারীদের পক্ষে ভোট পড়ল মাত্র ১৫০টি, বাকি সব ভোটই পেলেন বলশেভিকরা। শ্রমিকশ্রেণী যে তাঁদেরই পক্ষে তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। রুশদেশের বাইরে থাকা সত্ত্বেও

লেনিন-ই যে রুশদেশের শ্রমিকদের প্রকৃত নেতা তাও বোঝা গেল। ফলাফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ধাতু-শ্রমিকরা অভিনন্দন জানিয়ে তার পাঠালেন লেনিনের কাছে।

এই ঘটনা কি শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের পরিচয় নয়? লেনিন যে ঐক্য চেয়েছিলেন?

শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য অবশ্যই চাই, ঐক্য ছাড়া শ্রমিকশ্রেণী কখনো সফল লড়াই চালাতে পারে না। তবে, লেনিন বললেন, এই ঐক্য হওয়া চাই প্রকৃত ঐক্য, খাঁটি ঐক্য, আর এই ঐক্য সম্ভব করে তুলতে হলে সবচেয়ে আগে ও সবচেয়ে বেশি করে চাই শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ঐক্য—অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির ঐক্য। আলোচনা অবশ্যই চলতে পারবে, মতামত অবশ্যই প্রকাশ করা যাবে। তারই মধ্যে দিয়ে নির্ণয় করতে হবে সংখ্যাধিক্যের মতামত, তাকে সূত্রবদ্ধ করতে হবে একটি সিদ্ধান্তের আকারে—যে-সিদ্ধান্তের মধ্যে পাওয়া যাবে সবচেয়ে জরুরী সমস্যাগুলির সুসংহত পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক জবাব। এবং এই সিদ্ধান্ত সকলে ও প্রত্যেকে পুরোপুরি মেনে চললে তবেই ঐক্য। সংখ্যাল্পরা নতি স্বীকার করবে সংখ্যাধিক্যের কাছে, নইলে ঐক্য সম্ভব নয়।

জারতন্ত্রী রুশদেশে বিপ্লবী প্রোলেতারীয় পার্টিকে টিকে থাকতে হলে বেআইনী সংগঠন আশ্রয় করা ছাড়া পথ নেই। অতএব ঐক্য গড়ে তুলতে হবে তলা থেকে, বেআইনী গোপন প্রোলেতারীয় পার্টির মধ্যে। ঐক্য মানে মার্কসবাদীদের ঐক্য ; ঐক্য মানে মার্কসবাদীদের সঙ্গে মার্কসবাদের শত্রুদের ঐক্য নয়, মার্কসবাদীদের সঙ্গে মার্কসবাদের বিকৃতিসাধনকারীদের ঐক্য নয়।

অবলোপকারীরা শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক অংশের কথা বলে, পার্টিকে বাদ দিতে চায়। অবলোপকারীদের এই তত্ত্বের সমালোচনা করতে গিয়ে লেনিন জোর দিলেন পার্টির সঙ্গে শ্রেণীর সম্পর্কের ওপরে, সংগঠনের ভূমিকার ওপরে।

"পার্টি হচ্ছে শ্রেণীর অগ্রসর অংশ, রাজনৈতিক সচেতন অংশ, পার্টি হচ্ছে শ্রেণীর সম্মুখসারি। এই সম্মুখসারির শক্তি তার সংখ্যা দিয়ে নয়, সংখ্যার চেয়ে তা বেশি—দশগুণ, শতগুণ, শতগুণেরও অধিক গুণ।

তা কি সম্ভব? কয়েক শতের শক্তি কি কয়েক সহস্রের চেয়ে বেশি হতে পারে?

পারে, কয়েক শত যদি হয় সংগঠিত। সংগঠন শক্তিকে দশগুণ বাড়িয়ে তোলে।"

লেনিন বললেন, শ্রমিকশ্রেণীর সম্মুখসারি সংগঠিত হতে পারে—এখানেই তার রাজনৈতিক সচেতনতার প্রকাশ। সংগঠিত হতে পারে বলেই একই ইচ্ছার দ্বারা চালিত হয়, শ্রমিকশ্রেণীর সম্মুখসারির ইচ্ছা। সহস্রের, লক্ষের, কোটির—সমগ্র শ্রেণীর ইচ্ছা।

ঐক্যের কথা তো ট্রটস্কিও বলছিলেন! ১৯১২ সালের আগস্ট মাসে ট্রটস্কির উদ্যোগে যে সম্মেলনটি হয়ে গেল তাও তো ঐক্যের নামেই। আগস্ট ব্লক নামে পরিচিত এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন অবলোপকারীরা, বুন্দ-পন্থীরা, ককেসীয় মেনশেভিকরা ও ভ্পেরিয়দ-পন্থীরা। লেনিন বললেন, এটি হচ্ছে আসলে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে চালিত একটি বিপ্লব-বিরোধী ব্লক। অবলোপকারীরা বিপ্লবী প্রোলেতারীয় পার্টির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে থাকে, সরাসরি পার্টির বেআইনী গোপন সংগঠন বজায় রাখার তারা বিরুদ্ধে, কিন্তু শ্রমিকদের কাছে অবলোপকারীরা ঠাঁই পায় নি। ট্রটস্কির মধ্যপন্থাও পার্টির বিরুদ্ধে একই ধরনের আক্রমণ, তফাত শুধু সাইনবোর্ডে। ট্রটস্কি এমন একটা ভাব দেখাচ্ছেন যেন তিনি দলাদলির বাইরে দাঁড়িয়ে সকলকে মেলাবার চেষ্টা করছেন। তিনি এদিকেও নন, ওদিকেও নন, তিনি মাঝখানে। সবাইকে নিয়ে একটি পার্টি, পেটিবুর্জোয়া সংস্কারবাদী ও প্রোলেতারীয় বিপ্লবী একই আসনে ঠাঁই নিক। লেনিন বললেন, এ এক এমন ধরনের নীতিহীনতা যা বিপ্লবী প্রোলেতারীয় পার্টির অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক।

১৯১৩-১৪ সালে লেনিন কয়েকটি প্রবন্ধ লিখলেন ট্রটস্কির এই মধ্যপন্থার এই রাজনৈতিক হঠকারিতার আসল চেহারাটি তুলে ধরে। ট্রটস্কির এই নীতিহীনতা, এই সকল দিক বজায় রেখে চলার চেষ্টা লেনিনের কাছে বিশেষ নিন্দনীয় মনে হয়েছিল, কেননা এর ফলে আশ্রয় পাচ্ছিল অবলোপকারীরাই, প্রচার করা হচ্ছিল অবলোপকারীদেরই মতামত। এই সময়কার লেখার মধ্যেই লেনিন ট্রটস্কিকে তুলনা করলেন সাল্তিকফ-শেদ্রিনের দুটি উপন্যাসের দুটি চরিত্রের সঙ্গে। বড়ো বড়ো বুলি বলার জন্যে ট্রটস্কিকে তিনি বললেন 'বালালাইকিন' (উপন্যাসের এই চরিত্রটি মুখে ভালো ভালো কথা বলে কিন্তু মিথ্যাবাদী ও হঠকারী) আর নীতিহীনতার জন্যে 'জুডাস' (উপন্যাসের এই চরিত্রটি যদিও ধর্মের কথা বলে আসলে ভণ্ড)। লেনিন মনে করতেন, রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক আন্দোলনের ঐক্যে ট্রটস্কি হচ্ছেন "জঘন্যতম ফাটলসৃষ্টিকারী।"

ট্রটস্কির এই আগস্ট ব্লকে লেট্ সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক সংগঠন যোগ দেওয়াতে লেনিন চিন্তিত ছিলেন। এই সংগঠনে শ্রমিকদের সংখ্যাই বেশি, বলশেভিকরাও আছেন। লেট্ বলশেভিকদের সঙ্গে লেনিনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাঁদের মারফত তিনি প্রস্তাব তুললেন লেট্ সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক সংগঠন 'আগস্ট ব্লক' থেকে বেরিয়ে আসুক। লেনিনকে তাঁর বক্তব্য বলার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হল চতুর্থ লেট্ সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক কংগ্রেসে। এই কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছিল ব্রুসেল্‌স-এ, ১৯১৪ সালের জানুয়ারির গোড়ার দিকে। প্রতিনিধিরা এসেছিলেন বেআইনীভাবে, লাটভিয়ার বিভিন্ন অংশ থেকে। কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হবার আগে লেনিন এই প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি বৈঠকে মিলিত হলেন ও জাতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য রাখলেন।

লেনিন বললেন, উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার লড়াইয়ে লাটভিয়া ও বাল্‌টিক প্রদেশগুলির শ্রমজীবী জনগণকে হাত মেলাতে হবে রুশী শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে। মার্কসবাদী পার্টি তার মহান বিপ্লবী লক্ষ্য থেকে কখনো বিচ্যুত হয় না, জাতিতে জাতিতে সৌভ্রাত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীকে ও শ্রমজীবী জনগণকে এই পার্টি উদ্বুদ্ধ করে, পরিচালিত করে ও সংগঠিত করে। লেট্ মার্কসবাদীদের কাছে লেনিন আবেদন জানালেন, তাঁরা যেন প্রকৃত পার্টি ঐক্যের জন্যে সচেষ্ট হন এবং বিশ্বাসঘাতক ও অস্থিরচিত্তদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পার্টির সাধারণ কর্মীদের রক্ষা করেন।

তারপরে কংগ্রেসের অধিবেশনে লেনিন যে ভাষণ দিলেন তাতে তীব্র সমালোচনা করলেন ট্রটস্কিপন্থী আগস্ট ব্লকে যোগ দিয়ে লেট্ সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটি যে সুবিধাবাদের পরিচয় দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে। তারপরে আবেদন জানালেন—অবলোপকারীদের সঙ্গে লেট্‌রা সম্পর্ক ছিন্ন করুন ও আগস্ট ব্লক থেকে বেরিয়ে আসুন। কংগ্রেসে আপোস-পন্থার দিকে ঝোঁকটাও ছিল প্রবল। তা সত্ত্বেও আগস্ট ব্লক থেকে বেরিয়ে আসার পক্ষে কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

লেনিনের মতে লেট্ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তই ট্রটস্কির জোটকে সবচেয়ে বড়ো ঘা দিয়েছিল। রুশদেশে একটি মধ্যপন্থী পার্টি গড়ে তোলার যে চেষ্টা ট্রটস্কিপন্থীরা শুরু করেছিল, এই ঘা-টি খেয়েই তা শেষ হয়ে যায়।

সেন্ট্ কংগ্রেসে বলশেভিকদের এই জয়লাভের ঘটনা ১৯১৪ সালের জানুয়ারি মাসের। কিন্তু তার আগে বলশেভিকরাও একটি ঘা খেয়েছিল মেনশেভিকদের হাতে। রুশদেশে শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে নয় (সেখান থেকে মেনশেভিকদের ক্রমেই হটে যেতে হচ্ছিল), লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সোশ্যালিস্ট ব্যুরোর সভায়, ১৯১৩ সালের ডিসেম্বরে। এই সভায় 'রুশী প্রশ্ন' নিয়ে আলোচনা শুরু হতে বোঝা গেল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতারা মেনশেভিকদের মদত দিতে চান। রুশী প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার সময়ে লণ্ডনে আন্তর্জাতিক সোশ্যালিস্ট ব্যুরোর সভায় কাউটস্কি ঘোষণা করে বসলেন যে রুশদেশে 'পুরনো পার্টির আর কোনো অস্তিত্ব নেই।"

আর যায় কোথায়, অবলোপকারীরা তাদের পত্রপত্রিকায় কাউটস্কির এই উক্তি ফলাও করে তুলে ধরতে লাগল। আন্তর্জাতিক সোশ্যালিস্ট ব্যুরো নাকি সমস্ত ঘটনা ভালোভাবে জেনেশুনেই লেনিনপন্থীদের কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন আর মেনশেভিকদের অব্যাহতি দিয়েছেন। কথাটার মানে দাঁড়ায় এই যে মেনশেভিক অবলোপকারীদের পার্টি-ভাঙার কাজটাই আরো উৎসাহের সঙ্গে চলুক, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতারা তারই পক্ষপাতী।

কাউটস্কির এই উক্তি সম্পর্কে লেনিন মন্তব্য করলেন, "জঘন্য ও কুৎসিত"। বললেন, "আমাদের ওপরে বক্তৃতা ঝাড়া হচ্ছে যে আমাদের পার্টিকে যারা অবলোপ করতে চাইছে তাদের সঙ্গে আমরা যেন ঐক্য করি, যা অসম্ভব। অবলোপকারীদের বিরুদ্ধে রুশদেশের শ্রমিকদের সমবেত করে ঐক্য গড়ে তুলছি আমরাই।"

জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে ব্রুসেল্স-এ একটি সম্মেলন ডাকল আন্তর্জাতিক সোশ্যালিস্ট ব্যুরো। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক শ্রমিক পার্টির অন্তর্ভুক্ত সকল মতের এগারোটি সংগঠনকে আমন্ত্রণ জানানো হল এই সম্মেলনে। উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হল—মতভেদের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। আমন্ত্রিত সংগঠনগুলোর মধ্যে ছিল মেনশেভিক সংগঠনী কমিটি, মেনশেভিক ককেসীয় আঞ্চলিক কমিটি, ট্রটস্কি 'বোর্বা' গোষ্ঠী, মেনশেভিক ডুমা সদস্যরা, প্লেখানফ ঐক্য গোষ্ঠী, ভ্পেরিয়দ গোষ্ঠী, বুন্দ, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া ও পোল্যাণ্ডের সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক সংগঠন ইত্যাদি। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল এই সম্মেলনের আসল উদ্দেশ্য হবে বলশেভিকদের ওপরে এমন কতকগুলো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া যাতে বলশেভিকরা কোণঠাসা হয়। যে-কোনো উপায়ে

হোক বলশেভিকদের কোণঠাসা করার একটা মরিয়া চেষ্টা যে হবে রুশদেশের অবস্থার দিকে তাকালেও তা বোঝা যেত। সেন্ট পিটার্সবুর্গের আঠারোটি ট্রেড-ইউনিয়নের মধ্যে চৌদ্দটির কার্যনির্বাহক কমিটিতেই বলশেভিকদের সংখ্যাধিক্য। সবচেয়ে বড়ো ও সবচেয়ে জোরদার ইউনিয়ন হচ্ছে ধাতু-শ্রমিকদের। এই ইউনিয়নটি সমেত সবকটি বড়ো বড়ো ইউনিয়ন বলশেভিকদের হাতে। বীমা সংগঠনগুলিও। আগস্ট মাসে ভিয়েনায় যে আন্তর্জাতিক সোশ্যালিস্ট কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবার কথা তার প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন অধিকাংশই বলশেভিক। একই সঙ্গে বলশেভিকদের পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তুতিও পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রতিনিধিরা যাতে অনেক বেশি সংখ্যায় এই কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন সেজন্যে কথা হয়েছে যে ভিয়েনার আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের সময়েই বলশেভিকদের পার্টি কংগ্রেসও অনুষ্ঠিত হবে। একই সময়ে ভিয়েনায় আন্তর্জতিক নারী কংগ্রেসও হবার কথা। সেজন্যেও বলশেভিকরা তোড়জোড় করছেন। সারা দেশ জুড়ে প্রাণের সাড়া। বহু নতুন শ্রমিক পার্টিতে আসছেন। পার্টির বৈধ কাজের সঙ্গে অবৈধ কাজের চমৎকার যোগসাধন করা হয়েছে। পার্টি কংগ্রেসের জন্যে প্রচুর টাকা উঠছে, কংগ্রেসে আলোচনার জন্যে প্রস্তাবের খসড়া ইত্যাদিও।

অবস্থা দেখে বোঝা যাচ্ছিল বলশেভিকদের লাইনটিই সঠিক লাইন। আর এও বোঝা যাচ্ছিল, ঠিক এমনি সময়ে আন্তর্জাতিক সোশ্যালিস্ট ব্যুরোর ক্রসেল্‌স সম্মেলনটির আয়োজন এমনভাবে করা হয়েছে যাতে বলশেভিকদের এই লাইনটি বানচাল করা যায়।

লেনিন স্থির করলেন, ক্রসেল্‌স সম্মেলনে তিনি নিজে যাবেন না।

কিন্তু একজনকে তো যেতেই হয়। এমন একজনকে যিনি একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলশেভিকদের বক্তব্য যোগ্যতার সঙ্গে উপস্থিত করতে পারবেন।

কেন্দ্রীয় কমিটিতে লেনিন নাম প্রস্তাব করলেন, ইনেসা আরমাঁ। সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির আরো দুজন প্রতিনিধি।

ইনেসা সে-সময়ে ছিলেন ত্রিয়েস্ত্র-এ, সমুদ্রের ধারে। গরমের ছুটিতে ছেলেমেয়ের নিয়ে এসেছেন রুশদেশ থেকে। আগামী আগস্টে ভিয়েনায় আন্তর্জাতিক নারী কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবার কথা, সেজন্যে তিনি একটি রিপোর্ট তৈরি করার কাজে ব্যস্ত। এমন সময়ে তাঁর কাছে এসে পৌছল কেন্দ্রীয়

কমিটির পক্ষ থেকে লেনিনের নির্দেশ, সঙ্গে প্রচুর কাগজপত্র। লেনিন বিস্তৃতভাবে লিখে পাঠিয়েছেন ইনেসা কী বক্তৃতা দেবেন, কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে কী জবাব দেবেন ইত্যাদি। পরে আশা প্রকাশ করেছেন, ইনেসা তাঁর "চমৎকার রসনার জোরে শত্রুপক্ষকে ধূলিসাৎ করবেন।" ইনেসা ফরাসী বলেন প্রায় মাতৃভাষার মতোই, মালমশলা ও উপকরণের যোগান দিয়েছেন লেনিন, লেনিনের আশা অহেতুক ছিল না। ব্রুসেল্স সম্মেলনে—যেখানে বিরোধীপক্ষে উপস্থিত ছিলেন আক্সেলরদ, প্লেখানফ, মার্তোফ, ট্রটস্কি ও আলেক্সিনস্কির মতো তুখোড় বক্তারা—ইনেসা সত্যিই রসনার জোরের পরিচয় দিতে পেরেছিলেন।

সম্মেলনে তা সত্ত্বেও কাউটস্কি প্রস্তাব পেশ করলেন যে রুশদেশের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সত্যিকারের মতভেদ কিছু নেই, অতএব বিচ্ছেদেরও কোনো কারণ নেই। সবাই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিল, অবশ্যই ইনেসা ও কেন্দ্রীয় কমিটির অন্য দুজন প্রতিনিধি নয়, আর নয় লেট্ কমরেডরা। এ-ব্যাপারে লেট্ কমরেডদের ওপরে যথেষ্ট তর্জন-গর্জন ও শাসানি চলেছিল কিন্তু কোনো ফল হয় নি।

ব্রুসেল্স-এ আগত অবলোপকারী, ট্রটস্কিপন্থী, ভ্পেরিয়দপন্থী, প্লেখানফপন্থী ইত্যাদিরা আলাদাভাবে মিলিত হয়ে একটি জোট গড়ে তুলল। বলশেভিক-বিরোধী একটি জোট। ঐক্য চাই—এই রব তুলে বলশেভিকদের কি করে খতম করা যায় তাই নিয়ে অনেক সলাপরামর্শ হল।

এই সময়ে লেনিনের অপর একটি দুশ্চিন্তার বিষয় ছিল মালিনোভস্কি। বহুদিন থেকেই মাঝে মাঝে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে, বিশেষ করে মেনশেভিকদের পক্ষ থেকে খানিকটা তীব্রভাবেই যে মালিনোভস্কি হচ্ছে গুপ্তচর। কিন্তু লেনিন কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না।

ক্র্যাকাও-এ ও পোরোনিনোতে মালিনোভস্কি বেশ কয়েকবার এসেছে, কখনো কেন্দ্রীয় কমিটির সভা উপলক্ষে, কখনো পার্টি সম্মেলন উপলক্ষে, কখনো বা শুধুই কাজের বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করার জন্যে। যখনই আসত লেনিন ও ক্রুপ্সকায়ার কাছে ফলাও করে গল্প করত—কত জায়গায় সে গিয়েছে, শ্রমিকদের কত সভা পরিচালনা করেছে। একবার নাকি একটি

সভায় তার বক্তৃতা শুনে একজন পুলিসের লোক দলে ভিড়ে গিয়েছিল। রুশ-জাপান যুদ্ধের সময়ে কেন সে নিজের থেকেই গিয়ে সৈন্যদলে নাম লিখিয়েছিল তাও বলতে বাকি রাখে নি। সে নাকি একটি রিক্রুটিং কেন্দ্রে বসেছিল, এমন সময়ে সামনের রাস্তা দিয়ে একটি মিছিল যায়, নিজেকে সামলাতে না পেরে সে নাকি তখন জানলায় দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড বক্তৃতা দিয়ে বসে। রিক্রুটিং কেন্দ্রের কর্নেল তাকে গ্রেপ্তার করে এবং এই শর্তে তাকে মুক্তি দিতে রাজী থাকে যে সে সৈন্যদলে নাম লেখাবে। বাধ্য হয়ে তাকে যুদ্ধে যেতে হয়।

বক্তৃতায় মালিনোভস্কি আগুন ছোটাতে পারত, কথাটা মিথ্যে নয়। সেটা আরো বিশেষ করে বোঝা গেল মালিনোভস্কি ডুমার সদস্য হয়ে আসার পরে। পোরোনিনোর পার্টি সম্মেলনের সিদ্ধান্তের পরে ডুমার বলশেভিক ডেপুটিরা যখন মেনশেভিক ডেপুটিদের থেকে পৃথক হয়ে গেলেন তখন বিনা প্রশ্নেই মালিনোভস্কি হয়েছিল বলশেভিক ডেপুটিদের নেতা। আগুন ছোটানো বক্তৃতার জন্যে শ্রমিকমহলেও তার জনপ্রিয়তা ছিল।

১৯১৪ সালের এপ্রিলে জারের হুকুমে ডুমার ডেপুটিদের বাক্-স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। প্রতিবাদ করতে গিয়ে সকল সোশ্যাল-ডেমোক্রাট ডেপুটি ও আলেকসান্দর কেরেনস্কির ক্রদোভিক দল পনেরোটি অধিবেশন থেকে বহিষ্কৃত হল।

পনেরোটি অধিবেশনের পরে যেদিন আবার নতুন করে যোগ দেবার দিন, মালিনোভস্কি উঠে দাঁড়িয়ে অধ্যক্ষের নিষেধ অগ্রাহ্য করে প্রচণ্ড একটা বক্তৃতা দিয়ে বসল। মার্শাল ডেকে জোর করে বসাতে হল তাকে। তখন সে প্রস্তাব করল যে যে-ডুমার বাক্-স্বাধীনতা নেই সেখানে ডেপুটিদের আসন অলংকৃত করাটা অর্থহীন, অতএব সকল বামপন্থী ডেপুটির উচিত পদত্যাগ করা। তারপরে নিজেই পদত্যাগ করে বসল।

এই পদত্যাগের আসল কারণ ছিল আরো গভীর। সে-সময়ে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উপমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন জেনারেল পুনকোভস্কি। তিনি আবিষ্কার করে ফেললেন যে মালিনোভস্কি হচ্ছে গোয়েন্দা পুলিসের চর। কথাটা তিনি ডুমার অধ্যক্ষের কানে তুললেন। তারপরেই মালিনোভস্কির এই পদত্যাগ। সেণ্ট পিটার্সবুর্গের পার্টি কমিটির পক্ষ থেকে কৈফিয়ত চাওয়াতে সে শুধু বলল যে ব্যক্তিগত কারণে সে পদত্যাগ করছে।

সেণ্ট পিটার্সবুর্গ ছেড়ে সোজা চলে গেল গ্যালিসিয়ায় লেনিনের কাছে।

বুখারিনও তখন সেখানে। মালিনোভস্কি পুলিসের চর, এ-অভিযোগ বুখারিনের মারফতও লেনিনের কাছে পৌঁছেছে।

লেনিন অবশ্য বিশ্বাস করেন নি, কিন্তু বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করার জন্যে একটি কমিশন নিয়োগ করা হল। কিন্তু এই কমিশনও এমন কোনো নির্দিষ্ট সূত্র বার করতে পারল না যা থেকে প্রমাণ হতে পারে মালিনোভস্কি গুপ্তচর। মালিনোভস্কি কিছুদিন উদ্দেশ্যহীনভাবে পোরোনিনোর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াল, তারপরে হঠাৎ একদিন অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরে প্রথম সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় যে মালিনোভস্কি প্রকৃতই গুপ্তচর। অকটোবর বিপ্লবের পরে রুশদেশে ফিরে আসে সে, নিজের থেকেই ধরা দেয়, সর্বোচ্চ বিপ্লবী ট্রাইবুনালের বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

রুশদেশে সংগ্রামের তীব্রতা ক্রমেই বাড়ছিল। ধর্মঘট আন্দোলন ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছিল, বিশেষ করে বাকুতে। বাকুর ধর্মঘটী শ্রমিকদের প্রতি সারা দেশের শ্রমিকদের সমর্থন ছিল। সেন্ট পিটার্সবুর্গে পুতিলফের ১২,০০০ শ্রমিকের একটি জমায়েতের ওপরে পুলিস গুলি চালাল। ধর্মঘটের ঢেউ জাগল সারা দেশ জুড়ে। ৭ই জুলাই তারিখে সেন্ট পিটার্সবুর্গের ১,৩০,০০০ শ্রমিক ধর্মঘট করে বেরিয়ে এল রাস্তায়। পুলিসের সঙ্গে সজ্ঘর্ষ শুরু হল। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি হল। লড়াই করার জন্যে শ্রমিকরা প্রস্তুত হতে লাগল।

ঠিক এমনি সময়ে শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

আগস্ট মাসে ভিয়েনায় দুটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হবার কথা ছিল—আন্তর্জাতিক সোশ্যালিস্ট কংগ্রেস ও আন্তর্জাতিক নারী কংগ্রেস। সেই সঙ্গে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক শ্রমিক পার্টি (বলশেভিক)-র ষষ্ঠ কংগ্রেস। কোনোটাই হতে পারল না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমস্ত আন্দোলনের ওপরে সাময়িক একটা ছেদ টেনে দিয়ে গেল।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আগে ও পরে

যুদ্ধের কথা অনেক দিন থেকেই শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু সত্যি সত্যিই শুরু হয়ে যেতে সকলেরই যেন চমকে ওঠার মতো অবস্থা। লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া তখনো পোরোনিনোতে। লিলিনা খুবই অসুস্থ থাকার দরুন চিকিৎসার সুবিধের জন্যে জিনোভিয়েফ ও লিলিনা আছেন জ্যাকোপেন-এ। পোরোনিনো ছেড়ে যাওয়া দরকার, কিন্তু কোথায় যে যাবেন লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া তা ঠিক করতে পারলেন না। সৈন্যদলে নাম লেখাবার জন্যে ডাক পড়তেই পোরোনিনোর পার্বত্য এলাকার অধিবাসীরা একেবারে যেন দমে গেল। কেন এই যুদ্ধ, কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ, এসব কোনো ধারণাই তাদের ছিল না। শুধু গির্জার পাদরিমশাই দেশাত্মবোধক বক্তৃতা দিতে লাগলেন আর রুশীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াতে লাগলেন।

২৫এ জুলাই (৭ই আগস্ট) লেনিনের বাড়ি খানাতল্লাশী করার জন্যে স্থানীয় চৌকির বড়ো জমাদার এসে হাজির। সঙ্গে সাক্ষী হিসেবে একজন রাইফেলধারী চাষী। কিসের জন্যে খানাতল্লাশী সে-সম্পর্কে বড়ো জমাদারের স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে শেষপর্যন্ত সে কৃষি সম্পর্কিত পরিসংখ্যান লেখা কতকগুলো কাগজ বিজয়গর্বে বগলদাবা করল। সম্ভবত তার ধারণা হয়েছিল এই কাগজগুলোতে সংখ্যার সাহায্যে লেখা কোনো গোপন বার্তার হদিস পাওয়া যাবে। আর সাক্ষীটি শুধু জড়োসড়ো হয়ে বসে রইল আর ড্যাবড্যাব করে তাকাতে লাগল।

খানাতল্লাশীর কারণ জানা যেতে কিন্তু বোঝা গেল ব্যাপারটা গুরুতর। লেনিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গুপ্তচরবৃত্তির। পরের দিন সকালে তাঁকে পৌঁছে দিতে হবে নোভি তার্গে সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে। শুনে ক্রুপ্‌সকায়ার খুবই দুশ্চিন্তা হল। একটা যুদ্ধ চলছে, সবে শুরু, গুপ্তচর সন্দেহে দু-দশটাকে খতম করে ফেলাটাও সামরিক কর্তৃপক্ষের পক্ষে অসম্ভব নয়।

বড়ো জমাদার লেনিনের ওপরে খানিকটা কৃপা করল। গ্রেপ্তার করে না নিয়ে গিয়ে হুকুম জারি করে গেল যে পরদিন ভোর ছ'টার ট্রেন ধরা যেতে পারে এমন সময় বুঝে লেনিন যেন নিজের থেকেই হাজিরা দেন।

বড়ো জমাদার বিদেয় নিতেই লেনিন ছুটলেন গানেট্‌স্কির কাছে।

ফয়েস্টেনবের্গ গানেট্স্কি, যিনি অস্ট্রীয় গভর্নমেণ্টের কাছে দরবার করে ক্র্যাকাও-এ লেনিনের থাকার অনুমতি পাইয়ে দিয়েছিলেন। গানেট্স্কি সঙ্গে সঙ্গে তার পাঠালেন সোশ্যাল-ডেমোক্রাট ডেপুটি মারেক-এর কাছে আর লেনিন তার পাঠালেন ক্র্যাকাও পুলিসের কাছে। ক্র্যাকাও-এর পুলিস লেনিনের পরিচয় জানে, তিনি আর যাই হোক গুপ্তচর হতে পারেন না, ক্র্যাকাও-এর পুলিস এটুকু অন্তত বলতে পারে—এই ভরসাতেই লেনিনের তার।

স্বামী-স্ত্রী সারা রাত জেগে কাটালেন। তারই মধ্যে লেনিনকে এই ভাবনাও ভাবতে হল তিনি চলে যাবার পরে এই প্রকাণ্ড বাড়িটাতে বুড়ী মাকে নিয়ে ক্রুপ্‌সকায়া একা কি করে থাকবেন।

ভোরবেলা লেনিন বিদায় নিলেন আর লেনিনকে বিদায় জানিয়ে ফাঁকা ঘরে ফিরে এলেন ক্রুপ্‌সকায়া।

গানেট্স্কি কিন্তু চুপ করে ছিলেন না। একটা গাড়ি ভাড়া করে তিনি ছুটলেন নোভি তার্গে। সেখানে স্থানীয় সামরিক কর্তার সঙ্গে দেখা করে তুমুল হৈচৈ শুরু করে দিলেন। জানেন, আপনারা কাকে ধরে এনেছেন! আন্তর্জাতিক সোশ্যালিস্ট ব্যুরোর সদস্য। ওঁর যদি কিছু হয় তো সারা বিশ্বের মানুষের কাছে আপনাকে কৈফিয়ত দিতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। পাব্লিক প্রসিকিউটরের সঙ্গেও দেখা করলেন আর লেনিনের সঙ্গে ক্রুপ্‌সকায়ার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে এলেন। তারপরে পোরোনিনোতে ফিরে এসে চিঠি লিখলেন ভিয়েনায় আন্তর্জাতিক সোশ্যালিস্ট ব্যুরোর সদস্য ও অস্ট্রীয় লোকসভার ডেপুটি ভিক্টর আডলার-এর কাছে। জিনোভিয়েফ ছিলেন জ্যাকোপেনে। লেনিনের গ্রেপ্তারের খবর শুনে প্রচণ্ড বৃষ্টি মাথায় করে সাইকেলে তিনি ছুটলেন দশ মাইল দূরে পোলদেশীয় ডাঃ দলুস্‌কির সঙ্গে দেখা করতে (ডাঃ দলুস্‌কি ছিলেন পুরনো দিনের নারোদনায়া ভলিয়া পার্টির সভ্য)। ডাঃ দলুস্‌কি সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ভাড়া করে ছুটে এলেন জ্যাকোপেনে, প্রচুর তার পাঠালেন, প্রচুর চিঠি লিখলেন, তারপরে কোথায় যেন গেলেন কথাবার্তা চালাবার জন্যে। পোলদেশীয় এক বিখ্যাত লেখক নোভি তার্গে এসে লেনিনের মুক্তির জন্যে চেষ্টা শুরু করলেন। ক্র্যাকাও পুলিসের কাছ থেকেও এই মর্মে তারবার্তা এল যে লেনিনের বিরুদ্ধে অভিযোগটি অমূলক।

আর ক্রুপ্‌সকায়া রোজ সেই ছ'টার ট্রেন ধরে আসেন নোভি তার্গে,

চারঘণ্টা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ান, বেলা এগারোটা থেকে একঘণ্টার জন্যে লেনিনের সঙ্গে দেখা করেন। সামনে কেউ বসে থাকে না, তবুও প্রথম দিন লেনিন তেমন কথা বললেন না, একটু যেন বিভ্রান্ত। কিন্তু পরের দিনগুলিতে আবার সেই আত্মবিশ্বাসে স্থির মানুষটি। চাষীদের গল্প করেন, যে-সব চাষীকে তুচ্ছ সব কারণে কারাগারে আটক করা হয়েছে। সেই শুশেনস্কোয়ে থাকতে যা করেছিলেন এখানেও তা শুরু করেন: চাষীদের আইন-বিষয়ক পরামর্শ দেওয়া ও দরখাস্ত লিখে দেওয়া। তারপরে অন্য বন্দীরা ঘুমোতে গেলে পরিকল্পনা করতে বসেন পার্টির সামনে পথ কী, এই যুদ্ধকে বুর্জোয়া ও প্রোলেতারিয়েতের বিশ্বব্যাপী সঙ্ঘর্ষে পরিণত করার উপায় কী।

ক্রুপ্‌সকায়ার মা ছিলেন খুবই অসুস্থ। তার ওপরে বয়স বাহাত্তর হয়ে গিয়েছে। লেনিন গ্রেপ্তার হয়েছে শোনা সত্ত্বেও কি করে যেন তাঁর ধারণা হয়েছিল যে লেনিনকে যুদ্ধে যেতে হয়েছে। ক্রুপ্‌সকায়াকে বাইরে বেরোতে দেখলেই তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন: যদি লেনিনের মতো ক্রুপ্‌সকায়াও আর না ফেরে!

ওদিকে ভিক্‌টর আডলার সোজা গিয়ে দেখা করলেন অস্ট্রীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে। মন্ত্রীকে এই বলে আশ্বস্ত করলেন যে লেনিন হচ্ছেন জারের গভর্নমেণ্টের ঘোরতম শত্রু, কাজেই লেনিনকে মুক্তি দিলে অস্ট্রিয়া ও জার্মানির উপকৃত হবারই সম্ভাবনা।

মন্ত্রীমশাই সম্ভবত নিশ্চিত হবার জন্যে তবুও প্রশ্ন করলেন, 'কী বললেন, লেনিন জারের গভর্নমেণ্টের ঘোরতম শত্রু?'

আডলার বললেন, 'মান্যবর, আপনার চেয়েও বড়ো শত্রু।'

৬ই (১৯ এ) আগস্ট তারিখে লেনিন মুক্তি পেলেন। তাঁকে সুইজারল্যাণ্ডে যাবার অনুমতি দেওয়া হল।

২৩এ আগস্ট (৫ই সেপ্‌টেম্বর) লেনিন, ক্রুপ্‌সকায়া ও ক্রুপ্‌সকায়ার মা এসে পৌছলেন সুইজারল্যাণ্ডে। প্রথমে ঠিক করেছিলেন জেনিভায় তাঁর পুরনো ডেরাতেই উঠবেন। পরে বার্ন-এর বন্ধুদের পরামর্শ শুনে বাসা নিলেন বার্ন-এ।

সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলির নেতাদের কথায় ও কাজে যে কতখানি অমিল

তা যুদ্ধ শুরু হতেই প্রকট হয়ে পড়ল। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কংগ্রেসে যে যুদ্ধবিরোধী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, নেতারা খোলাখুলি তার বিরোধিতা ও শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন।

৪ঠা আগস্ট তারিখে রাইখস্টাগে (জার্মানির আইনসভায়) বুর্জোয়া-জমিদারদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরাও কাইজার গভর্নমেণ্টকে ৫০০ কোটি মার্ক যুদ্ধ-ঋণ দেবার পক্ষে ভোট দিলেন। অর্থাৎ, প্রোলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার ভরাডুবি হল। জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক পার্টির ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতারা (কাউটস্কি প্রমুখ) জার্মান সাম্রাজ্যবাদের কাছে দাসখত লিখে দিলেন।

অন্যান্য দেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলির নেতাদেরও একই হাল—কি বেলজিয়ামে, কি ফ্রান্সে, কি ব্রিটেনে। আন্তর্জাতিক সোশ্যালিস্ট ব্যুরোর জাঁদরেল সব নেতারা স্ব-স্ব দেশে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া গভর্নমেণ্টের তল্পিদার হয়ে উঠলেন। একই সুরে দেশরক্ষার আওয়াজ তুললেন মেনশেভিক নেতা প্লেখানফ ও আক্সেলরদ। শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের লজ্জাজনক মৃত্যু ঘটল।

বিশ্ব শ্রমিক-আন্দোলনের এই সংকটের সময়ে প্রোলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার গৌরবময় পতাকা উঁচুতে তুলে ধরেছিল একমাত্র বলশেভিক পার্টি। আন্তর্জাতিক সোশ্যালিস্ট কংগ্রেসের যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রস্তাবকে এই পার্টি পুরোপুরি মর্য়াদা দিয়েছিল ও সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বস্ততার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল।

যুদ্ধ শুরু হতেই রুশদেশের শ্রমজীবী জনগণের উদ্দেশে বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটি আবেদন প্রচার করলেন: 'যুদ্ধ নিপাত যাক! যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করো!' সামরিক সমাবেশের প্রথম দিনে সেণ্ট পিটার্সবুর্গের কয়েকটি শিল্পোদ্যোগে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হল, এমনকি একটি মিছিল বার করার চেষ্টাও হল। ডুমার বলশেভিক ডেপুটিরা প্রচণ্ড দেশপ্রেমাত্মক মাতামাতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গেলেন।

রুশদেশের সঙ্গে লেনিনের তখন কোনো যোগাযোগ ছিল না। এই যোগাযোগ ছাড়াই রুশদেশের বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটি ও ডুমার বলশেভিক ডেপুটিরা সঠিক পথেই লড়াই শুরু করেছিলেন।

বার্ন-এ পৌঁছবার পরদিনই লেনিন একটি সম্মেলন করলেন বার্ন-এ সে-

সময়ে যে-সব বলশেভিক ছিলেন তাঁদের নিয়ে। সম্মেলনটি হল জঙ্গলের মধ্যে।

সম্মেলনে এই মর্মে প্রস্তাব নেওয়া হল যে যে-যুদ্ধ শুরু হয়েছে তা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, লুণ্ঠন চালিয়ে যাওয়ার যুদ্ধ, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের যে-সব নেতা যুদ্ধ-ঋণের পক্ষে ভোট দিয়েছেন তাঁরা প্রোলেতারিয়েতের উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।

প্রস্তাবে বলা হল, "রুশদেশের শ্রমিকশ্রেণী ও সকল জাতির শ্রমজীবী জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে একথা বলা চলে যে তাদের পক্ষে জারের রাজতন্ত্রের পরাজয়টাই অনেক কম ক্ষতিকর।" প্রস্তাবে ডাক দেওয়া হল যে সকল দেশে এবং প্রত্যেকটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের সপক্ষে শুরু হোক প্রচার আন্দোলন, জাতিদম্ভ* ও স্বাদেশিকতার বিরুদ্ধে সুদৃঢ় সংগ্রাম।

প্রস্তাবের ভিন্ন সুরটি এই যে প্রস্তাবে বলা হচ্ছে, বিপ্লবী মার্কসবাদীরা এমন নীতি অনুসরণ করবেন যাতে নিজেদের দেশের সাম্রাজ্যবাদী গভর্নমেণ্টের পতন ঘটে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শুরু হলে বিপ্লবী শ্রেণীর কর্তব্য হবে— সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত করা। আর তা করতে হলে নিজেদের দেশের গভর্নমেণ্টের পরাজয় চাইতেই হবে।

এই প্রস্তাবটি বিদেশের সমস্ত বলশেভিক গোষ্ঠীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল। একজন সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন রুশদেশে রুশী কেন্দ্রীয় কমিটি ও ডুমা ফ্র্যাকশনের সঙ্গে আলোচনার জন্যে।

স্থির হল যে একটি ইস্তাহারের আকারে প্রস্তাবটি প্রচার করা হবে।

কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের মতো নিরপেক্ষ দেশেও ইস্তাহারটি ছাপানো সহজ ছিল না। তার ওপর ছিল টাকাপয়সার অভাব। সমস্ত কাজই সারতে হয়েছিল অতি গোপনে। কাগজ পেতে ও ছাপাখানার ব্যবস্থা করতে প্রচণ্ড রকমের বেগ পেতে হয়েছিল।

রুশদেশের সঙ্গে গোড়ার দিকে যোগাযোগ ছিল না। কিছুদিন সময় লাগল স্টকহল্‌ম মারফত একটি গোপন যোগাযোগের সূত্র গড়ে তুলতে। রুশদেশে বলশেভিকদের যুদ্ধবিরোধী তৎপরতায় খবর পাবার পরে বার্ন-এ

* ইংরেজি 'শোভিনিজম' শব্দের অর্থ নিজের দেশের প্রতি উৎকট প্রেম ও অন্য দেশের প্রতি উৎকট বিদ্বেষ। বাংলায় একটি শব্দে এই ইংরেজি শব্দটির পুরো অর্থ বোঝানো শক্ত। জাতিদম্ভ শব্দটি কাছাকাছি অর্থ প্রকাশ করছে।

কেন্দ্রীয় কমিটির বৈদেশিক ব্যুরো সিদ্ধান্ত করলেন যে কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র 'সোৎসিয়াল-দেমোক্রাত' আবার প্রকাশ করা হবে। সমস্ত রকমের অসুবিধে কাটিয়ে উঠে এই পত্রিকার ৩৩নং সংখ্যাটি জেনিভা থেকে প্রকাশিত হল ১৯১৪ সালের ১৯এ অক্টোবর (১লা নভেম্বর) তারিখে। কেন্দ্রীয় কমিটির যুদ্ধ-সম্পর্কিত ইস্তাহারটি হল এই সংখ্যার সম্পাদকীয়। বিদেশের সমস্ত বলশেভিক গোষ্ঠীর মধ্যে এবং গোপন সূত্রে রুশদেশে পাচার করে এই সংখ্যাটি ব্যাপকভাবে প্রচার করা হল।

পৃথক একটি পুস্তিকা হিসেবেও ইস্তাহারটি প্রচারিত হয়েছিল।

বলশেভিক পার্টির কর্মতৎপরতায় ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে এই ইস্তাহারের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইস্তাহারটি উপস্থিত করল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে, জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে ও বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কর্মসূচী। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচী।

এবং এই ইস্তাহারেই দুনিয়ার বিপ্লবী মার্কসবাদীদের উদ্দেশে নতুন একটি আন্তর্জাতিক গড়ে তোলার ডাক দেওয়া হল: "প্রোলেতারীয় আন্তর্জাতিক লোপ পায় নি, লোপ পাবে না। শ্রমজীবী জনগণ সকল বাধা কাটিয়ে উঠবে ও নতুন একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা করবে। সুবিধাবাদীদের বর্তমান জয় ক্ষণস্থায়ী। যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি যতো বেশি হবে শ্রমজীবী জনগণ ততোই স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে যে অস্ত্র ঘুরিয়ে ধরা দরকার স্ব-স্ব দেশের বুর্জোয়া ও গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে।...এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত করো। এই হচ্ছে একমাত্র সঠিক প্রোলেতারীয় আওয়াজ।"

প্লেখানফ তখন ছিলেন প্যারিসে। তিনি নাকি 'ওবোরোনেৎস' (আক্ষরিক অর্থে প্রতিরক্ষাপন্থী, অর্থাৎ পিতৃভূমিকে রক্ষা করার আওয়াজ তুলে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে যে সমর্থন করে) হয়ে গিয়েছেন। বক্তৃতায় ও লেখায় মিত্রশক্তির যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে সমর্থন করার জন্যে ডাক দিচ্ছেন। সম্ভবত তাঁর প্রচারেরই ফল, প্যারিসে বসবাসকারী রুশী বলশেভিক, মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভল্যুশনারিদের মধ্যে গোটা আশিজনের একটি দল ফরাসী সৈন্যবাহিনীতে ভলান্টিয়ার হিসেবে নাম লিখিয়ে বসল। তাদের বিদায়-সম্বর্ধনা জানিয়ে প্লেখানফ বক্তৃতা দিলেন। কথাটা লেনিন যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

প্লেখানফ প্রচার করতে নামবেন যুদ্ধের পক্ষ নিয়ে! ক্রুপ্‌সকায়াকে বললেন, 'কথাটা বিশ্বাস করা যায় না! প্লেখানফ আগে ছিলেন মিলিটারিতে—এ তারই ফল।'

২৭এ সেপ্‌টেম্বর তারিখে লুসান থেকে বুখারিনের তারবার্তা এসে হাজির: প্যারিস থেকে সুইজারল্যাণ্ডে ফেরার পথে প্লেখানফ ভিয়েনায় একটি বক্তৃতা দিয়েছেন। আগামী কাল (২৮-এ সেপ্‌টেম্বর) আরো একটি বক্তৃতা দিচ্ছেন লুসানে, লেনিন যেন অবশ্যই আসেন।

লেনিন সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে নিয়ে লুসানে উপস্থিত। বার্ন থেকে এবং সুইজারল্যাণ্ডের অন্যান্য অংশ থেকে বলশেভিকরাও অনেকে এই মিটিং শোনবার জন্যে উপস্থিত হলেন।

লেনিনকে দেখে প্লেখানফ ঠাট্টার সুরে বললেন, 'ফাঁদে পা দিয়ে ফেললাম দেখছি!'

কথাটা নিতান্তই ঠাট্টার সুরে বলা। বক্তৃতা দিতে উঠে বেশ স্পষ্টভাবেই নিজের বক্তব্য উপস্থিত করলেন। জার্মানি যদি এই যুদ্ধে জয়লাভ করে তাহলে রাশিয়া কার্যত জার্মানির উপনিবেশে পরিণত হবে, রাশিয়ার শিল্পে ভাটা পড়বে, সেই সঙ্গে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি কমবে, জোর বাড়বে জমিদারদের ও জারতন্ত্রের, ঘড়ির কাঁটা কয়েক দশক পিছিয়ে যাবে রুশদেশে, অতএব সমাজতন্ত্রীদের উচিত মিত্রশক্তির যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য করা। শুধু রুশদেশের নয়, ফ্রান্স বেলজিয়াম ও ইংলণ্ডের সমাজতন্ত্রীদের একই কর্তব্য, কেননা লক্ষ্য একই: জার্মান সমরবাদের পরাজয়। এ-প্রসঙ্গে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য করার জন্যে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের ভূমিকার তিনি তীব্র নিন্দা করলেন।

মেনশেভিকদের আয়োজিত সভা, শ্রোতাদের মধ্যে তাদের ভিড়ই বেশি, বক্তৃতা শেষ হতে হলঘরের ঠাসা ভিড়ে হাততালির ঝড় উঠল।

লেনিন উঠে দাঁড়ালেন—তিনি কিছু বলতে চান। মাত্র দশ মিনিট সময় দেওয়া হল তাঁকে। এক গ্লাস বীয়ার হাতে নিয়ে মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন। উত্তেজনায় তাঁর মুখখানা একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছিল।

বুখারিন লিখছেন, লেনিনকে এমন সাদা হয়ে যেতে আগে তিনি কোনোদিন দেখেন নি। শুধু তাঁর চোখদুটো ধক্‌ধক্ করে জ্বলছিল। শুকনো ঘড়ঘড়ে গলায় তিনি বক্তৃতা শুরু করলেন ও প্রতিপক্ষকে তীব্র কশাঘাতে জর্জরিত করে তুললেন।

মাত্র দশ মিনিট সময়। বক্তব্য বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে পারলেন না, শুধু ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেলেন। যুদ্ধ যে শুরু হয়েছে তা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, বুর্জোয়া সমাজের বিকাশের গোটা প্রকৃতিটাই এই যুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলে। স্টুটগার্ট, কোপেনহেগেন ও বাস্‌ল-এর আন্তর্জাতিক সোশ্যালিস্ট কংগ্রেসগুলির প্রস্তাবে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে, আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি কী। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কর্তব্য হবে স্ব-স্ব দেশে জাতিদম্ভের কুয়াশার বিরুদ্ধে লড়াই চালানো, যে-যুদ্ধ শুরু হয়েছে তাকে রূপান্তরিত করা শাসকশ্রেণী ও প্রোলেতারিয়েতের সঙ্ঘর্ষে।

খোঁচা দিয়ে কথা বলতে প্লেখানফ ছিলেন ওস্তাদ। তাই দিয়েই তিনি জবাব দিলেন। মেনশেভিকদের ধারণা হল, প্লেখানফই জিতেছেন।

তিনদিন পরে, অর্থাৎ ১লা অক্টোবর তারিখে, সেই একই হলঘরে লেনিন আবার বক্তৃতা দিলেন। এদিনও হলঘর ঠাসা। লেনিন যথেষ্ট সময় পেলেন নিজের বক্তব্যবিষয়কে ব্যাখ্যা করার ও অত্যন্ত জোরের সঙ্গে তুলে ধরার। বক্তৃতাটি খুবই কাজের হল। পরে এই একই বক্তৃতা—প্রোলেতারিয়েত ও যুদ্ধ—তিনি দিয়েছিলেন জেনিভাতে।

এই বক্তৃতায় প্রসঙ্গক্রমে মার্তোফের কথা তুলেছিলেন লেনিন : "মার্তোফের সঙ্গে প্রায়ই আমার তীব্র মতভেদ হয়েছে। তাই আমি আরো জোরের সঙ্গে ও আরো স্পষ্টভাবে একথাটি বলতে চাই যে এই লেখকটি যা করছেন একজন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটের তাই করা উচিত। তিনি নিজের দেশের গভর্নমেণ্টের সমালোচনা করছেন, নিজের দেশের বুর্জোয়াদের মুখোশ খুলে দিচ্ছেন, নিজের দেশের মন্ত্রীদের তুলোধোনা করছেন।"

মার্তোফ সে-সময়ে যে কাগজটিতে লিখতেন তার নাম 'গোলোস' (কণ্ঠস্বর)। লেনিন তাঁর বক্তৃতায় তৎকালীন ইউরোপের সেরা সমাজতন্ত্রী কাগজ হিসেবে এই কাগজটির নাম উল্লেখ করেছিলেন।

এমনিতেও ঘরোয়া আলাপ-আলোচনায় লেনিন মাঝে মাঝে মার্তোফের কথা বলতেন, 'মার্তোফ আমাদের দিকে থাকলে কী ভালোই না হত!' লেনিন আশা করতেন মার্তোফ আবার ফিরে আসবে। মার্তোফের ওপরে অন্য মানুষের প্রভাব বড়ো বেশি। কিন্তু লেখার সময়ে তিনি একা। তাই তাঁর লেখা অন্য রকম।

রুশদেশের খবর পাওয়া গেল বার্ন-এ ফিরে আসার পরে। এই খবর পাওয়াটা

লেনিনের কাছে দু-দিক থেকে আনন্দের। প্রথমত তিনি জানতে পারলেন যে রুশদেশের বলশেভিকরা ডুমার ভিতরে ও বাইরে গোড়া থেকেই যুদ্ধবিরোধী লড়াই শুরু করে দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি নিশ্চিত হলেন যে রুশদেশের সঙ্গে স্টকহল্ম মারফত একটি গোপন যোগাযোগের সূত্র বজায় রাখা যাবে।

এই সঙ্গেই লেনিন জানতে পারলেন আন্তর্জাতিক সোশ্যালিস্ট ব্যুরোর বেলজিয়াম প্রতিনিধি এমিল ভান্‌ডেরভাল্‌ডে রুশী ডুমার সোশ্যাল-ডেমোক্রাট ডেপুটিদের কাছে কী তারবার্তা পাঠিয়েছেন। যুদ্ধ শুরু হতেই ভান্‌ডেরভাল্‌ডে বেলজিয়াম গভর্নমেণ্টের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছেন, তারপরে তাঁর এই তারবার্তা। বলশেভিক মেনশেভিক নির্বিশেষে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের তিনি ডাক দিয়েছেন যে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে রুশ গভর্নমেণ্টকে তাঁরা যেন সাহায্য করেন।

বলশেভিক ডেপুটিরা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন যে যুদ্ধকে সমর্থন করা ও জারের গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে সরে আসা তাঁদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু মেনশেভিক ডেপুটিদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া একটু শক্ত হয়ে দাঁড়াল। গোড়ার দিকে ডুমার বলশেভিক ডেপুটিদের দৃঢ়তার সামনে মেনশেভিক ডেপুটিরা নতিস্বীকার করেছিলেন। যুদ্ধ-ঋণের পক্ষে তখন তাঁরা ভোট দেন নি। পরে জানতে পারলেন অধিকাংশ সোশ্যালিস্ট পার্টি যুদ্ধকে সমর্থন করছে। তাঁরা তখন ঘোষণা করলেন যে যুদ্ধের বিরোধিতা করবেন না। তারবার্তার জবাবেও তাই বললেন।

দৃষ্টান্ত খুঁজতে গেলে অবশ্য মেনশেভিকদের সিদ্ধান্তের পক্ষেই দল ভারী। সংসদ বা আইনসভাগুলিতে যেখানে যতো সোশ্যাল-ডেমোক্রাট প্রতিনিধি আছেন তাঁদের মধ্যে রুশীদের বাদ দিলে আর মাত্র দুজনকে পাওয়া যাচ্ছে যাঁরা যুদ্ধবিরোধী। দুজনেই সার্ব্। সার্ব্ সংসদের সোশ্যাল-ডেমোক্রাট সদস্যও এই দুজনই। জার্মানিতে তো যুদ্ধ-শুরু হতেই সকল সোশ্যাল-ডেমোক্রাট সদস্য যুদ্ধ-ঋণের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। রাইখ্‌স্টাকের বাইরেও জার্মানির সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের বড়ো অংশ যুদ্ধের পক্ষে। ফ্রান্সের সোশ্যালিস্ট পার্টি গেস্‌দে ও ভাইয়াঁর নেতৃত্বে একেবারে গোড়া থেকেই জাতিদম্ভের পাঁকে ডুব দিয়েছে। বেলজিয়ামের পার্টির চেহারা বোঝা যাচ্ছে ভান্‌ডেরভাল্‌ডের মন্ত্রিত্ব নেওয়ার ঘটনা থেকে। ব্রিটেনের অবস্থাও একই রকম। আর যুদ্ধের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয় এমন নিরপেক্ষ দেশগুলিতে যুদ্ধ-বিরোধিতার নামে যা প্রকাশ পাচ্ছে তা আসলে শান্তিবাদী মনোভাব।

অন্য দিকটি প্রবল না হলেও আছে। জাতিদম্ভের পাঁকে গড়াগড়ি দেবার এমন একটা হুল্লোড়ের মধ্যে অন্য দিকের কণ্ঠস্বর শুনতে না পাওয়ারই কথা। তবুও আছে। জার্মানিতে কার্ল লীব্‌ক্‌নেখ্‌ট, ফ্রান্‌ৎস মেএরিঙ, রোজা লুক্‌সেমবুর্গ ও ক্লারা ৎসেটকিন সেই আগস্ট মাসেই একটি যুদ্ধ-বিরোধী ঘোষণাপত্র রচনা করেছিলেন। জার্মানির কোনো কাগজে তো নয়ই, এমনকি নিরপেক্ষ দেশ সুইজারল্যাণ্ডের কোনো কাগজেও অক্‌টোবরের আগে এই ঘোষণা ছাপানো যায় নি। ফ্রান্সের সোশ্যালিস্টদের মধ্যে নিচের মহলে যুদ্ধ-বিরোধিতার মনোভাব অবশ্যই ছিল, কিন্তু তার কোনো প্রকাশ ছিল না। নিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে একমাত্র ইতালির সোশ্যালিস্ট পার্টির মুখপত্র সোচ্চারে যুদ্ধ-বিরোধী অবস্থানে দাঁড়াতে পেরেছিল।

রুশদেশের মেনশেভিক ডেপুটিরা গোড়ার দিকে যুদ্ধ-ঋণের পক্ষে ভোট দেন নি। বলশেভিক ডেপুটিদের অসাধারণ দৃঢ়তার সামনে পড়ে গিয়ে তাঁরাও ভোট না দিয়ে ডুমা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁদের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ল।

মেনশেভিকদের তো তবু বোঝা যাচ্ছিল। তাঁদের নেতা প্লেখানফ গোড়া থেকেই যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য করার পক্ষে। কিন্তু ট্রটস্কি? তিনি কোথায় দাঁড়িয়েছিলেন? এবারেও স্বভাব অনুযায়ী অনেকটা মাঝখানে। সোশ্যালিস্ট পার্টিগুলির সাফাই গাইছিলেন এই বলে যে এই পার্টিগুলির যুদ্ধের পক্ষে যাওয়াটার মূলে রয়েছে বাস্তব কারণ। তাঁর মতে, বিশ্বের পুঁজিপতিদের স্বার্থ অভিন্ন—এসব কথা বলা হয় বটে কিন্তু আসলে বিশ্বের আন্তর্জাতিক কাঠামো যতোটা না আন্তর্জাতিক তার চেয়ে অনেক বেশি জাতীয়। আন্তর্জাতিক ট্রাস্ট অবশ্য গড়ে উঠেছে কিন্তু সেগুলো ব্যতিক্রম। শ্রমিকরা নাকি বিশ্বাস করে যে দেশ যদি উপনিবেশ জয় করে ও নতুন বাজার পায় তাহলে তাদের জীবনধারণের মান উন্নত হবে। যুদ্ধের সময়ে শোষকদের স্বার্থ আর শ্রমিকদের স্বার্থ অভিন্ন, এই ছিল ট্রটস্কির সিদ্ধান্ত। অতএব তিনি আওয়াজ তুললেন: 'বিনা ক্ষতিপূরণে বিনা দেশদখলে শান্তি! বিনা জয়ে বিনা পরাজয়ে শান্তি!' তাঁর এই 'আন্তর্জাতিকতাবাদের' আক্রমণ গোড়ার দিকে জার্মানির বিরুদ্ধে, পরে যুদ্ধের গতি যখন জার্মানির বিরুদ্ধে যেতে শুরু করে তখন ফরাসী সোশ্যালিস্ট পার্টির স্বাদেশিকতার বিরুদ্ধে।

সুইজারল্যাণ্ডে সে-সময়ে যে-সব রুশী সোশ্যাল-ডেমোক্রাট আশ্রয়

নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মার্তোফ ও মার্তিনফ ছিলেন 'আন্তর্জাতিকতাবাদী'। এই দুই মেনশেভিক নেতা ছাড়াও বলশেভিকদের মধ্যেও কয়েক জনের এই মতে সায় ছিল।

জুরিখের একটি আলোচনা-সভায় ট্রটস্কির এই শান্তির আওয়াজ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লেনিন বলেছিলেন যে এ হচ্ছে একটা অসার কথাকে নীতিবাক্যের মতো করে বলা। শান্তি নয়, বলো গৃহযুদ্ধের কথা। পরিখায় পরিখায় গড়ে তোলো বিপ্লবী সেল। রাইফেল ঘুরিয়ে ধরো তোমার অফিসারদের দিকে, পুঁজিপতিদের দিকে। প্রথম গুলি তোমরাই ছুঁড়েছ, তোমরা বিশ্বের বুর্জোয়ারা। এবারে শ্রমিকেরা জবাব দেবে।

'বিনা জয়ে বিনা পরাজয়ে শান্তি' সম্পর্কে পরে লিখেছিলেন, "এই আওয়াজের অর্থ, আপনারা ভেবে দেখুন, 'পৌর শান্তি', যুদ্ধলিপ্ত সকল দেশে নির্যাতিত শ্রেণীগুলির শ্রেণী-সংগ্রাম পরিহার—কেননা, নিজেদের দেশের বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে, নিজেদের দেশের গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে আঘাত না করলে শ্রেণী-সংগ্রাম অসম্ভব, আর তা করাটা যুদ্ধের সময়ে রাষ্ট্রদ্রোহিতা, কেননা তার অর্থ, নিজেদের দেশের পরাজয়ে সাহায্য করা।"

তবুও, এই যুদ্ধের আবহাওয়ার মধ্যেও, শরৎকালটি এল বার্ন-এর কয়েক কিলোমিটারব্যাপী ছড়ানো জঙ্গলে অনেক রঙ আর অনেক সমারোহ নিয়ে। এই জঙ্গলের পাশেই নির্জন একটি রাস্তার ধারে থাকেন লেনিন আর ক্রুপ্‌সকায়া, উল্‌টো দিকে ইনেসা, মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথে জিনোভিয়েফ, আশেপাশে আরো দু-একজন। জঙ্গলের রাস্তায় দল বেঁধে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁরা ঘুরে বেড়ান, বিশেষ করে তিনজন—লেনিন, ক্রুপ্‌সকায়া ও ইনেসা। খসে-পড়া হল্‌দে পাতা ছড়ানো জঙ্গলের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে লেনিন বিস্তারিতভাবে বলতে শুরু করেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর লড়াইয়ের কথা। এমনি বলতে বলতেই পুরো কাঠামোটি গড়ে তোলেন। গভীর মনোযোগে শোনেন ইনেসা, তিনি ক্রমেই নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন এই সংগ্রামের সঙ্গে। চিঠিপত্র লেখা, দলিলপত্র ফরাসী আর ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করা, উপকরণ সংগ্রহ, লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলা ইত্যাদি অনেকগুলো কাজের ভার তিনি নিজের ওপরে তুলে নিয়েছেন। মাঝে মাঝে তাঁরা গিয়ে বসেন পাহাড়ের

কিনারে সোনালী রোদ্দুরে গা ডুবিয়ে। লেনিন বক্তৃতার খসড়া তৈরি করেন, বক্তব্যবিষয়কে নিজের মনের মধ্যে গুছিয়ে তোলেন। ইনেসার শরীর এখনো পুরোপুরি সারে নি। সারা গায়ে রোদ্দুর মাখিয়ে তিনি স্কার্ট সেলাই করেন। ক্রুপ্‌স্কায়া ব্যস্ত থাকেন ইতালির ভাষা আয়ত্ত করার চেষ্টায়।

সন্ধে হলে সকলে জড়ো হন জিনোভিয়েফের বাড়িতে। সেখানে প্রথমে কিছুক্ষণ চলে স্তেপার সঙ্গে লেনিনের মাতামাতি। ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়লে শুরু হয় কাজের কথা।

নিপীড়ন চরমে উঠেছিল। হাজার হাজার বলশেভিককে গ্রেপ্তার করে পাঠানো হচ্ছিল সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে। বলশেভিক সংগঠনগুলির ওপরে জারের গভর্নমেণ্টের প্রচণ্ডতম হামলা চলছিল। এই ছিল সে-সময়ে রুশদেশের অবস্থা, বিশেষ করে পেত্রোগ্রাদের (সেণ্ট পিটার্সবুর্গের নতুন নাম, যুদ্ধ শুরু হতে আগস্ট মাসে এই নতুন নামকরণ)।

কামেনেফ তখন ছিলেন পেত্রোগ্রাদে (নভেম্বর ১৯১৪)। গোপন সূত্রে লেনিন কামেনেফের কাছে চিঠি পাঠালেন যে কামেনেফ ডুমার বলশেভিক ডেপুটিদের দিয়ে ডুমায় এই মর্মে ঘোষণা করাতে চেষ্টা করুন যে রুশদেশের শ্রমিকশ্রেণী চায় যে যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় হোক। প্রত্যেক শ্রেণী-সচেতন শ্রমিক ও প্রত্যেক বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীর কর্তব্য—জার্মানির বিরুদ্ধে এই যুদ্ধকে রুশদেশের গৃহযুদ্ধে পরিণত করা।

কামেনেফ তখন পেত্রোগ্রাদের উপকণ্ঠে একটি গোপন বৈঠকের আয়োজন করলেন। বৈঠকে উপস্থিত হলেন বলশেভিক সংগঠনের কর্মীরা ও ডুমার বলশেভিক ডেপুটিরা। আলোচনা চলছে এমন সময়ে পুলিসের আবির্ভাব। গোটা দলটি গ্রেপ্তার হয়ে গেল।

ডুমার ডেপুটিরা সহ যাঁরা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে সকলেরই বিচার হল, নির্বাসন দণ্ড ভোগ করার জন্যে সকলকেই যেতে হল সাইবেরিয়ায়।

লেনিন একটি প্রবন্ধ লিখলেন: 'রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক শ্রমিক ডুমা গোষ্ঠীর বিচারে কী প্রকাশ পেয়েছে?' প্রবন্ধে তিনি গর্বের সঙ্গে একথার উল্লেখ করলেন যে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে এই

প্রথম বলশেভিকরা প্রোলেতারিয়েতের বিপ্লবী উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে এবং প্রোলেতারীয় জনগণের মধ্যে বলশেভিকদের বেআইনী যুদ্ধবিরোধী কার্যকলাপ বিস্তৃত করার জন্যে সংসদীয় বক্তৃতামঞ্চের ব্যাপক ব্যবহার করতে পেরেছে। বিচারে বহু দলিলপত্র উপস্থিত করা হয়েছিল: কেন্দ্রীয় কমিটির যুদ্ধ-সম্পর্কিত ইস্তাহার এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিপক্ষে ও প্রোলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার সপক্ষে প্রচুর বেআইনী লেখা। বিচারের সময়ে কামেনেফ যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে নিজের বক্তব্য বলতে পারেন নি। লেনিন বললেন, কামেনেফের এই দুর্বলচিত্ততা বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটের পক্ষে শুধু কাপুরুষতা নয়, একটি অত্যন্ত জরুরী বিষয়ে বলশেভিক পার্টির নীতি থেকে পিছু হটে আসা।

লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া ভীষণ একটা টানাটানির অবস্থায় পড়ে গিয়েছিলেন। ১৯১৫ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে ক্রুপ্‌সকায়া চিঠি লিখলেন লেনিনের বোন মারিয়ার কাছে, "শিগগিরই আমাদের এতদিনকার সমস্ত সংস্থান শেষ হয়ে যাবে।" আরো কয়েক মাস পরে একজন কমরেডের কাছে লেখা লেনিনের একটি চিঠি: "নিজের কথা যদি বলতে হয় তাহলে আমাকে একথা বলতেই হবে যে আমার কিছু আয় করা দরকার, নইলে অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াবে, একেবারেই সঙ্গীন। জিনিসপত্তরের দাম শয়তানের মতো বেড়ে গিয়েছে, অথচ আমাদের খাওয়াপরার কোনো সংস্থান নেই।" তারপরে তিনি কমরেডটির সাহায্য চেয়েছেন তাঁর বইয়ের রুশী প্রকাশকদের কাছ থেকে কিছু টাকা পাইয়ে দিতে এবং অনুবাদ করার জন্যে তাঁকে কিছু বই পাঠাতে। চিঠি শেষ করেছেন এই বলে, "যদি আমার জন্যে এটুকু না করো তাহলে আমি সত্যি সত্যিই টিকে থাকতে পারব না। বিষয়টি খুবই জরুরী, খুবই, খুবই।"

১৯১৫ সালের ১৫ই মার্চ তারিখে ক্রুপ্‌সকায়ার মা য়েলিজাভেতা ভাসিলিয়েভনা মারা গেলেন। এই মহিলা কোনো দিনই পার্টিতে আসেন নি, কিন্তু নিজের মেয়ে ও জামাইয়ের মঙ্গল ছাড়া অন্য চিন্তা তাঁর ছিল না। এমনকি সাইবেরিয়ায় পর্যন্ত গিয়েছিলেন। নিঃশব্দে তিনি লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়ার সংসারের কাজ সামলিয়ে গিয়েছেন ও অন্য নানাভাবে লেনিনের কাজে সাহায্য করেছেন। মৃত্যুর আগে তিনি রুশদেশে ফিরে যাবার জন্যে খুব ব্যগ্র হয়েছিলেন বটে কিন্তু একা ফিরতে চান নি, লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়ার সঙ্গে

ফিরবেন মনস্থ করেছিলেন। শেষ জীবনে তাঁর আর ধর্মে বিশ্বাস ছিল না এবং ইচ্ছা প্রকাশ করে গিয়েছিলেন তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যেন কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান না হয়।

লেনিনের শরীরের ওজন অনেকখানি কমে গিয়েছে, তিনি বেশ রোগা হয়ে গিয়েছেন, কিন্তু পার্টির কাজে তাঁর বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নেই। সুইজারল্যাণ্ডের বলশেভিক সংগঠনগুলিতে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন আর তাদের মেলাতে চেষ্টা করছেন।

১৯১৫ সালের ১৪ই থেকে ১৯এ ফেব্রুয়ারি (২৭এ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ঠা মার্চ) আর-এস-ডি-এল-পির বিদেশস্থিত সংগঠনগুলির একটি সম্মেলন হয়ে গেল বার্ন-এ। লেনিন সভাপতিত্ব করলেন এবং 'যুদ্ধ ও পার্টির কর্তব্য' এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিলেন। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করতে হলে কী কী সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া চাই সে-বিষয়ে সম্মেলনে কতকগুলো প্রস্তাব গ্রহণ করা হল।

প্রস্তাবে যে-সব নির্দিষ্ট ব্যবস্থার কথা বলা হল তা এই: যুদ্ধ-ঋণের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া, বুর্জোয়া গভর্নমেণ্টগুলি থেকে সমাজতন্ত্রীদের পদত্যাগ, বুর্জোয়াদের সঙ্গে কোনো রকম আপোস না করা, 'জাতীয় শান্তি'-র নীতি পুরোপুরি বর্জন, সামরিক আইন জারি হলে এবং সাংবিধানিক অধিকারগুলি লোপ করার ফলে বৈধ কাজকর্ম চালিয়ে যাবার পক্ষে অসুবিধে সৃষ্টি হলে অবৈধ সংগঠন গড়ে তোলা, ফ্রণ্টে সৈন্যদের সঙ্গে মিতালী, সকল বিপ্লবী প্রোলেতারীয় গণ-আন্দোলনের প্রতি সমর্থন।

১৯১৪ সালের নভেম্বরে লেনিন লিখেছিলেন, "আমাদের পার্টির কাজ এখন আরো ১০০গুণ কঠিন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তবুও আমরা পার্টির কাজ চালিয়ে যাব। প্রাভদার শিক্ষায় হাজার হাজার শ্রেণী-সচেতন শ্রমিক বেরিয়ে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে থেকেই গড়ে উঠবে নতুন নেতৃত্ব—পার্টির রুশ কেন্দ্রীয় কমিটি।"

পরে লিখেছিলেন, "প্রায় চল্লিশ হাজার শ্রমিক প্রাভদা কিনছেন, আরো অনেক বেশি সংখ্যক পড়ছেন। যুদ্ধ, কারাবাস, সাইবেরিয়ায় নির্বাসন ইত্যাদি কারণে যদি এই সংখ্যার পাঁচগুণ বা এমনকি দশগুণ শ্রমিকও ধ্বংস হয়ে যায় তাহলেও শ্রমিকদের এই অংশটি কিছুতেই লোপ পেতে পারে না। এই

অংশটি বেঁচে আছে। তাঁরা বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ, জাতিদম্ভের বিরোধী। একমাত্র তাঁরাই দাঁড়িয়ে আছেন জনগণের মধ্যে, জনগণের সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে যুক্ত হয়ে। শোষিত নির্যাতিত ও শ্রমজীবীদের আন্তর্জাতিকতার পতাকা তাঁরাই উঁচুতে তুলে ধরেছেন।…"

এই পতাকা তুলে ধরেই রুশদেশের বলশেভিক সংগঠনগুলি শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক বিপ্লবী তৎপরতা গড়ে তুলল। শ্রমিকরাও যে তাদের পক্ষেই ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯১৫ সালের শরৎকালে পেত্রোগ্রাদে যুদ্ধশিল্প কমিটিগুলোতে শ্রমিক-প্রতিনিধি নির্বাচনে। এই কমিটিগুলোর পত্তন হয়েছিল যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় জারকে সাহায্য করার জন্যে। মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনারিদের সহযোগিতা ছিল। বলশেভিকরা ডাক দিলেন বয়কটের। অল্প কয়েকজন মাত্র শ্রমিককে নির্বাচনে পাওয়া গেল।

শ্রমিকদের এই বিপ্লবী চেতনা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার জন্যে জারের গভর্নমেণ্ট পাল্টা আঘাত করলেন। হাজার হাজার শ্রমিককে পাঠিয়ে দিলেন ফ্রণ্টে। কিন্তু তার ফল হল উলটো। সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনীর মধ্যে বলশেভিক তৎপরতা আগে থেকেই ছিল। এই সচেতন শ্রমিকদের উপস্থিতির ফলে তা আরো ছড়িয়ে পড়ল। কার্যত শাসকশ্রেণী নিজেরাই নিজেদের কবর খোঁড়ার ব্যবস্থা করলেন। যে সৈন্যবাহিনী ছিল জারের হাতের অস্ত্র, তা হয়ে উঠতে লাগল জারকে খতম করার অস্ত্র।

জারের সৈন্যবাহিনী গোড়ার দিকে জয়লাভ করছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে সকল প্রধান প্রধান ফ্রণ্টে পরাজিত হতে থাকে। ১৯১৫ সালের বসন্ত কালে গ্যালিসিয়া থেকে পিছু হটে; পোল্যাণ্ড, বাল্টিক প্রদেশগুলির কিছুটা অংশ ও বাইলোরাশিয়া শত্রুপক্ষ দখল করে নেয়। ফলে দেশের অভ্যন্তরে শুরু হয় লক্ষ লক্ষ আশ্রয়ার্থীর ভিড়। জিনিসপত্রের দাম হয় আকাশছোঁয়া। শ্রমিক পরিবারগুলির দুর্দশা চরমে ওঠে। জারের গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে ও বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বারুদের মতো জমতে থাকে।

অবস্থা দেখে বোঝা যায়, যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে ও নিজেদের দেশের সাম্রাজ্যবাদী গভর্নমেণ্টকে উৎখাত করতে বলশেভিকদের তৎপরতা ফলপ্রসূ হতে চলেছে। এই তৎপরতা ছিল পুরোপুরি অবৈধ। প্রাভদার গড়ে তোলা শ্রমিকরা যে বেঁচে আছেন তার প্রমাণ তাঁরা দিলেন।

লেনিনের ভাষায়, প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধ চলার সময়ে ও সবচেয়ে দুরূহ

অবস্থার মধ্যে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা কি ভাবে কাজ করবেন, রুশদেশের বলশেভিকরা তার অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

প্রোলেতারিয়েতের উদ্দেশ্যের প্রতি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে চালাতেই লেনিন একটি প্রবন্ধ লিখলেন একটি কোষগ্রন্থের জন্যে। প্রবন্ধের বিষয়, কার্ল মার্কস। প্রবন্ধের শুরুতে মার্কসের দর্শন নিয়ে আলোচনা, দুই অংশে—'দার্শনিক বস্তুবাদ' ও 'ডায়ালেক্‌টিক্‌স'। তারপরে মার্কসের অর্থনৈতিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা। শেষ অংশে সমাজতন্ত্র ও প্রোলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের কৌশলের প্রশ্নে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা।

এই প্রবন্ধটি লেখার আগে লেনিন আরো একবার হেগেল ও অন্যান্য দার্শনিকের রচনা পড়ে নিয়েছিলেন। প্রবন্ধটি শেষ করার পরেও পড়া থামান নি। দর্শন তাঁর কাছে শুধু একটা তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় ছিল না। দর্শনকে তিনি আয়ত্ত করতে চেয়েছিলেন একটি পদ্ধতি হিসেবে, যে-পদ্ধতি দর্শনকে রূপান্তরিত করে কাজের নির্দেশে। তিনি যে এই পদ্ধতির প্রয়াসে কতখানি নির্ভুল ছিলেন তার প্রমাণও বহুবারই দিয়েছেন। দৃষ্টান্ত দিতে হলে লেনিনের জীবনের সমগ্র কর্মকাণ্ডকেই তুলে ধরতে হয়। এমনিতে মনে হতে পারে, একই সময়ে, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া আর কার্ল মার্কস সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখা—এই দুটি কাজের মধ্যে একটির সঙ্গে অপরটির কোনো সম্পর্ক নেই। এভাবে দেখলে লেনিনের গোটা জীবনটাই দুটি সমান্তরাল ধারায় ভাগ হয়ে যায়—একদিকে লড়াই, অন্যদিকে পড়াশুনো। আসলে কিন্তু সমান্তরাল ধারা নয়, একটির সঙ্গে অপরটির গভীর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। লড়াই করেন বলেই পড়াশুনো, পড়াশুনো করেন বলেই লড়াই। দুয়ে মিলিয়েই লেনিন।

দর্শনের বিষয়ে পড়াশুনো করতে করতে লেনিন সে-সময়ে যে-সমস্ত নোট, মন্তব্য ও টুকরো লেখা লিখেছিলেন তা পরবর্তীকালে 'দর্শন-বিষয়ক নোটবুক' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদী পার্টিগুলির বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে গিয়ে লেনিন প্রধান শত্রু হিসেবে বেছে নিলেন কাউটস্কিকে। তাঁর ভাষায়, "সুবিধাবাদীরা খোলাখুলিভাবেই বজ্জাত। তবে শিরোমণি কাউটস্কির 'মধ্যপন্থা' হচ্ছে আড়াল-দেওয়া বজ্জাতি, কূটকচালিতে রাঙানো, শ্রমিকদের দৃষ্টি মন ও চেতনাকে যা বিষাক্ত করে তোলে। এর চেয়ে বিপজ্জনক আর কিছু নেই। এখন আমাদের কর্তব্য, আন্তর্জাতিক সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে এবং যারা এই আন্তর্জাতিক সুবিধাবাদকে আড়াল করছে (কাউটস্কি) তাদের বিরুদ্ধে খোলাখুলি লড়াই চালিয়ে যাওয়া এবং সে-লড়াই কিছুতেই না-থামানো।...এটা একটা আন্তর্জাতিক কর্তব্য। এ-কর্তব্য আমাদের ওপরেই বর্তিয়েছে, কেননা আর কেউ নেই। এ-কর্তব্য থেকে আমরা কিছুতেই পিছিয়ে আসব না।"

কাউটস্কিবাদের সবচেয়ে বড়ো বিপদ এই যে শ্রমিকশ্রেণীর কাছে এই মতবাদ একটা মার্কসবাদী মধ্যপন্থা বলে চালানো হচ্ছে, যদিও কাউটস্কিবাদের সঙ্গে সোশ্যালিস্ট পার্টিগুলির সুবিধাবাদী লাইনের কোনো মূলগত তফাত নেই।

লেনিন বললেন—মুখে মার্কসবাদী, কাজে সুবিধাবাদী, তারই একটা দৃষ্টান্ত কাউটস্কি। কাউটস্কি যখন প্রতিরক্ষার আওয়াজ তোলে তখনো মার্কস থেকে উদ্ধৃতি আওড়ায়। অথচ মার্কসের উক্তি যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের যুদ্ধ সম্পর্কে সে-কথাটি বেমালুম চেপে যায়।

লেনিন বললেন—কাউটস্কিবাদ কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের স্ব-বিরোধিতারই ফল।

রুশদেশে কাউটস্কির এই মধ্যপন্থার সমর্থক ছিলেন ট্রটস্কি, মার্তোফ ও আরো কয়েকজন।

তবে সোশ্যালিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে শুধু সুবিধাবাদ নয়, শুধু কাউটস্কিবাদ নয়, তৃতীয় আরেকটি ধারাও ক্রমে জোরালো হয়ে উঠছিল। সেটি হচ্ছে আন্তর্জাতিকতাবাদী বামপন্থী ধারা। বা, আমরা বলতে পারি, লেনিনপন্থী ধারা।

ইতালির সোশ্যালিস্ট পার্টির লাইন গোড়া থেকেই যুদ্ধবিরোধী। জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের বিশ্বাসঘাতকতাকে এই পার্টি নিন্দা করেছে।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন বুলগেরিয়া, হল্যাণ্ড, নরওয়ে ও সুইডেনের বিপ্লবী সোশ্যালিস্টরা। এঁদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই চিঠিপত্রের মাধ্যমে লেনিনের যোগাযোগ ছিল।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সক্রিয় বিরোধিতা করেছিলেন আমেরিকার বামপন্থী সোশ্যালিস্টদের নেতা ইউজিন ভি ডেব্‌স। যুদ্ধবিরোধী কার্যকলাপের জন্যে এই প্রখ্যাত শ্রমিক-নেতা দশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক পার্টির মধ্যেও বামপন্থী বিরোধিতা দানা বাঁধছিল। এই বামপন্থী বিরোধীরাই পরবর্তীকালে গড়ে তুলেছিলেন জার্মানির স্পার্টাকাস লীগ, যার নেতৃত্বে ছিলেন কার্ল লীব্‌কনেখ্‌ট, রোজা লুক্‌সেমবুর্গ, ক্লারা ৎসেটকিন, ফ্রান্‌ৎস মেএরিঙ, জে মার্লেভস্কি ও ভিল্‌হেল্‌ম পীক। রাইখস্টাকে যুদ্ধ-ঋণের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন কার্ল লীব্‌কনেখ্‌ট, বিশ্বের আন্তর্জাতিকতাবাদীদের সামনে একটি সাহসী দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন। 'ইন্টারন্যাশনাল' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন রোজা লুক্‌সেমবুর্গ ও ফ্রান্‌ৎস মেএরিঙ। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পত্রিকাটি সরকারী রোষে পড়ে ও বন্ধ হয়ে যায়। বামপন্থী জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের পক্ষ থেকে একটি আবেদন প্রচার করেছিলেন লীব্‌কনেখ্‌ট: 'আপনাদের শত্রু রয়েছে আপনাদের নিজেদের দেশেই।' হাজার হাজার পার্টি-কর্মী স্বাক্ষরিত একটি খোলা চিঠিও দেওয়া হয়েছিল জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও রাইখস্টাকের কাছে।

তবুও লেনিন কিন্তু এ-বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন যে পশ্চিমের বামপন্থী শক্তিগুলি দুর্বল, আন্তর্জাতিকতাবাদের পক্ষে তাদের প্রচার ক্ষীণ। কিন্তু তিনি হতাশ হন নি। "আমরা সংখ্যায় অল্প হতে পারি কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। আমাদের অনুসরণ করবে লক্ষ লক্ষ মানুষ।" বিশ্বের আন্দোলনে প্রোলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের জয় হবেই, লেনিনের এ-বিশ্বাস কোনো দিন বিন্দুমাত্র টলে নি।

মিত্রশক্তিভুক্ত দেশগুলির (ব্রিটেন, ফ্রান্স ও বেলজিয়াম) সোশ্যালিস্টদের একটি সম্মেলন হয়ে গেল লণ্ডনে, ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে। বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটি এই সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয় নি। তবুও বলশেভিকদের পক্ষ থেকে লিটভিনফ উপস্থিত হয়েছিলেন ও একটি বিবৃতি পড়তে উঠেছিলেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছিল যে সোশ্যালিস্টদের বুর্জোয়া গভর্নমেণ্ট থেকে পদত্যাগ করতে হবে, যুদ্ধ-ঋণের পক্ষে ভোট দেওয়া চলবে না, ইত্যাদি। সম্মেলনের সভাপতি লিটভিনফকে এই বিবৃতি শেষপর্যন্ত পড়তে দেন নি।

১৯১৫ সালে দুটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়ে গেল বার্ন-এ। মার্চ মাসের

শেষ দিকে আন্তর্জাতিক মহিলা সম্মেলন ও এপ্রিলের গোড়ায় দিকে আন্তর্জাতিক সোশ্যালিস্ট যুব সম্মেলন।

আন্তর্জাতিক মহিলা সম্মেলনের ডাক দিয়েছিলেন ক্লারা ৎসেটকিন। কিন্তু এই সম্মেলনের উদ্যোগ-আয়োজনের প্রায় সবটাই একা করেছিলেন ইনেসা। তিনি অনেকগুলো ভাষা জানতেন। কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদক-মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনিই দলিলপত্র অনুবাদ করে দিতেন। প্রতিরক্ষার আওয়াজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি গোড়া থেকেই জড়িত। সম্মেলনের উদ্যোগ-আয়োজন করার জন্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে উপযুক্ত। জার্মান, ফরাসী, ইংরেজ, ইতালীয় ও আরো কয়েকটি দেশের মহিলাদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করলেন। সম্মেলনে সবচেয়ে বড়ো ও সবচেয়ে সংগঠিত দলটি এল জার্মানি থেকে, ক্লারা ৎসেটকিনের নেতৃত্বে। রোজা লুক্সেমবুর্গ আসতে পারেন নি, তিনি গ্রেপ্তার হয়ে গিয়েছিলেন।

সম্মেলনে কিছু প্রতিনিধি এসেছিলেন যাঁরা নিছক শান্তিবাদী। কিছু এসেছিলেন যাঁরা চান যে-কোনো প্রকারেই হোক ঐক্য বজায় রাখতে।

কিন্তু এই ঐক্য সম্পর্কে বলশেভিক প্রতিনিধি-দলের মত ছিল ভিন্ন। ঐক্য অবশ্যই চাই, কিন্তু সে-ঐক্য জাতিদম্ভের বিরুদ্ধে, শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রোলেতারিয়েতের বিপ্লবী সংগ্রামের ঐক্য। যে-কোনো প্রকারে হোক ঐক্য বজায় রাখাটা প্রোলেতারিয়েতের পক্ষে সবচেয়ে ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক—লেনিন এই মত পোষণ করতেন ও বলশেভিক প্রতিনিধিরা সম্মেলনে এই মতই ব্যক্ত করলেন। কিন্তু সম্মেলনে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হল তাতে জাতিদম্ভের বিরুদ্ধে নিন্দা ছিল না। বলশেভিকদের পক্ষ থেকে ইনেসা একটি আলাদা ঘোষণা রাখলেন।

যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া দেশগুলির বহু যুবক—যাঁরা যুদ্ধে যেতে অনিচ্ছুক—সে-সময়ে ছিলেন নিরপেক্ষ দেশ সুইজারল্যাণ্ডে। তারাও একটি সম্মেলনে মিলিত হলেন। এই সম্মেলনের প্রস্তাবেও কিন্তু পুরোপুরি বলশেভিক লাইন গ্রাহ্য হল না।

তবুও ওই দুটি সম্মেলন হবার ফলে বলশেভিকরা তাঁদের বক্তব্য অনেকের সামনে উপস্থিত করতে ও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে পারলেন। আর বলশেভিকরাই যে ঠিক কথা বলছিলেন তার প্রমাণ পেতেও তারপরে আর খুব বেশি সময় লাগে নি।

১৯১৫ সালে লেনিন অনেকগুলো প্রবন্ধ লিখেছিলেন: 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ভরাডুবি', 'সুবিধাবাদ ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ভরাডুবি', 'সমাজতন্ত্র ও যুদ্ধ', 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে নিজের দেশের গভর্নমেণ্টের পরাজয়', 'ইউরোপের যুক্তরাজ্যের জন্যে আওয়াজ প্রসঙ্গে'। ১৯১৬ সালে লিখেছিলেন 'সাম্রাজ্যবাদ—পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়' গ্রন্থটি ও আরো কয়েকটি প্রবন্ধ।

ইউরোপের অধিকাংশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাট নেতার লজ্জাজনক আচরণের মূল কারণটা কী, তা লেনিন পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ভরাডুবির মূলে রয়েছে সুবিধাবাদ। যুদ্ধ শুরু হবার আগে যে-বছরগুলিতে পুঁজিতন্ত্রের বাড়বৃদ্ধি হয়েছিল তথাকথিত "শান্তিপূর্ণ" পথে, সে-সময়েই এই সুবিধাবাদও মাথা চাড়া দিয়েছে। আন্তর্জাতিকেও প্রধান ঝোঁকটি ছিল সুবিধাবাদের দিকেই। তার লক্ষণগুলোও অস্পষ্ট ছিল না। শ্রেণী-সংগ্রাম নয়, শ্রেণী-সমঝোতা; সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নয়, বুর্জোয়া সংস্কারবাদ; প্রোলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা নয়, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ, বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি অন্ধ আনুগত্য, নিজেদের দেশের বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রোলেতারিয়েতের বিপ্লবী তৎপরতার সমর্থনে অস্বীকৃতি। এই সুবিধাবাদের উদ্ভবের পিছনে অর্থনৈতিক কারণও অবশ্যই ছিল। বুর্জোয়ারা দরাজ হাতে ঘুষ দিয়ে "শ্রমিক-নেতাদের" কিনে নিতে পেরেছিল, টাকাপয়সা ছড়িয়ে শ্রমিকশ্রেণীর একটি অংশকে নিজেদের দলে টানতে পেরেছিল, সমাজের মধ্যে তৈরি হয়েছিল বিশেষ সুবিধাভোগী একটি অংশ—সংসদ-সদস্য,, সাংবাদিক, শ্রমদপ্তরের কর্মচারী ইত্যাদি অনেকে এবং কিছু শ্রমিক। বুর্জোয়ারা যে বিপুল মুনাফা তুলত তার অতি অকিঞ্চিৎকর অংশ ছড়িয়ে দিয়ে এই সুবিধাবাদীদের তৈরি করেছিল।

সুবিধাবাদীদের আসল জোট এই বুর্জোয়াদের সঙ্গে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আগে এই জোট গোপন করা হত, যুদ্ধ শুরু হতে গোপনতা খসে পড়েছে।

লেনিন খুব স্পষ্টভাবে দেখালেন, সুবিধাবাদীদের সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক নয়—কি সংগঠনগত, কি মতাদর্শগত। তাঁর ভাষায়, "আমাদের পার্টির (এবং সাধারণভাবে ইউরোপের শ্রমিক-আন্দোলনের) সমগ্র সংগ্রাম পরিচালিত হওয়া উচিত সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে। এই সুবিধাবাদ এখন আর মতামতের একটি ধারা নয়, একটি ঝোঁক নয়, তা (সুবিধাবাদ) হয়ে উঠেছে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে বুর্জোয়াদের সংগঠিত হাতিয়ার।" তিনি বললেন,

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম যদি সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত না হয় তাহলে তা হয়ে ওঠে একটা ফাঁকা বুলি বা প্রতারণা মাত্র।

সুবিধাবাদী সোশ্যাল-ডেমোক্রাট নেতারা শ্রমিকদের এই বলে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করেছিল যে এই যুদ্ধ স্বাধীনতা ও জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা করার যুদ্ধ। যুদ্ধরত প্রত্যেকটি দেশের সুবিধাবাদীদের মুখে শোনা যাচ্ছিল হুবহু একই কথা। প্রত্যেকেই বলছিল যে তার নিজের দেশ ন্যায়যুদ্ধে নেমেছে, অতএব "পিতৃভূমিকে রক্ষা করার" দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া চলে না। কাউটস্কি ও মধ্যপন্থীদের মত ছিল এই যে যুদ্ধরত সকল দেশের সোশ্যালিস্টদের কর্তব্য হচ্ছে স্ব-স্ব দেশের প্রতিরক্ষায় সামিল হওয়া। লেনিন বললেন যে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে এর চেয়ে নির্লজ্জ দালালি আর কিছু হতে পারে না, এ হচ্ছে এক ঘৃণ্য প্রচেষ্টা যাতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-মুনাফা বজায় রাখার জন্যে শ্রমিকরা একে অপরকে খুন করে চলে।

লেনিন তাঁর 'সমাজতন্ত্র ও যুদ্ধ' এবং অন্যান্য রচনায় পরিষ্কার বক্তব্য রাখলেন—যুদ্ধ সম্পর্কে মার্কসবাদীদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে।

লেনিন বললেন, যুদ্ধ হচ্ছে অন্য উপায়ে রাজনীতি চালিয়ে যাওয়া, অর্থাৎ রাষ্ট্র ও তার শাসকশ্রেণীর নীতি শান্তির সময়ে যা যুদ্ধের সময়েও তাই—তফাত শুধু উপায়ের ভিন্নতায়। সাম্রাজ্যবাদী যুগে যুদ্ধ হতে পারে দু-রকমের:

(১) অন্যায় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, যার লক্ষ্য অন্য দেশ অন্য জাতিকে জয় করা ও দাসত্বে আনা, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ধ্বংস করা, সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে দমন করা। সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ে এই ধরনের যুদ্ধের বিরোধিতা করতে হবে, বিপ্লব করতে হবে, নিজেদের দেশের সাম্রাজ্যবাদী গভর্নমেণ্টকে উৎখাত করতে হবে।

(২) ন্যায় যুদ্ধ, যে যুদ্ধ চালানো হয় বৈদেশিক আক্রমণ থেকে ও দাসত্বে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা থেকে জনগণকে বাঁচাবার জন্যে, সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিতান্ত্রিক দাসত্ব থেকে শ্রমজীবী জনগণকে এবং সাম্রাজ্যবাদী নির্যাতন থেকে ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলিকে মুক্ত করার জন্যে, সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ থেকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্যে। শ্রমজীবী জনগণকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে এই যুদ্ধের সহায়তা করতে হবে।

পশ্চিমের কোনো কোনো সোশ্যালিস্ট নেতা বলতেন, শ্রমিকশ্রেণীর দেশ নেই (কমিউনিস্ট ইস্তাহারে মার্কস ও এঙ্গেলসের উক্তি), অতএব মার্কসবাদীরা কোনো সময়েই পিতৃভূমি-রক্ষার আওয়াজ তুলবে না। লেনিন বললেন, এই উক্তির ব্যাখ্যা ভুল, মার্কসবাদের প্রতিটি সূত্র বিবেচিত হওয়া উচিত ইতিহাসের পারম্পর্য, পারস্পরিক সম্পর্ক ও সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, বিচ্ছিন্নভাবে কখনোই নয়। অতএব পিতৃভূমি-রক্ষার আওয়াজ তুলতে হলে গোড়াতেই ভেবে দেখা দরকার—কোন শ্রেণী পিতৃভূমি-রক্ষার আওয়াজ তুলছে ? কী উদ্দেশ্যে ? জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের যুদ্ধ যদি হয় তাহলে জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে শ্রমিকশ্রেণী সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়বে, শ্রমিকশ্রেণী প্রমাণ দেবে যে তারাই প্রকৃত দেশপ্রেমিক। কিন্তু যুদ্ধ যদি হয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, শোষণ ও লুণ্ঠন চালিয়ে যাবার যুদ্ধ, তাহলে শ্রমিকশ্রেণী শুধু যে পিতৃভূমি রক্ষার আওয়াজ বরবাদ করবে তাই নয়, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করবে।

শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক স্বার্থের সঙ্গে জাতীয় স্বার্থের কোনো বিরোধ নেই। বরং উল্‌টো, আন্তর্জাতিক কর্তব্য সম্পর্কে ঠিকমতো ধারণা যদি হয় তবেই শ্রমিকশ্রেণী জাতীয় কর্তব্য পালন করতে পারে।

মায়ের মৃত্যুর পরে ক্রুপ্‌স্‌কায়া আবার সেই পুরনো অসুখে পড়লেন। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন পাহাড়ে চলে যেতে। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন থেকে খুঁজে খুঁজে একটি সস্তার থাকা-খাওয়ার জায়গা পাওয়া গেল। জায়গাটির নাম জোরেনবের্গ, রোটহর্ন পর্বতের পাদদেশে ; আর হোটেলটির নাম মারীনটাল। ১৯১৫ সালের জুন মাসের গোড়ার দিকে লেনিন ও ক্রুপ্‌স্‌কায়া উঠে এলেন জোরেনবের্গে ও পুরো গ্রীষ্মকালটা কাটিয়ে গেলেন।

এই গ্রীষ্মকালেই লেনিন তাঁর দুটি বিখ্যাত রচনা লিখেছিলেন : 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ভরাডুবি' ও 'সমাজতন্ত্র ও যুদ্ধ'।

জোরেনবের্গের মতো অজ গাঁয়ে বসেও বই পেতে কোনো অসুবিধে হয় না। বার্ন বা জুরিখের কোনো লাইব্রেরির ঠিকানায় নিজের নাম-ঠিকানা লেখা একটা পোস্টকার্ড লেখার অপেক্ষা শুধু, দিন দুয়েকের মধ্যেই নির্ভুল নিয়মে বইটি এসে হাজির হয়। সেজন্যে কোনো পয়সা লাগে না বা কারও

সুপারিশেরও প্রয়োজন হয় না। বই পাওয়ার এত সুবিধে বলেই লেনিন জোরেনবের্গের মতো জায়গাতেও লেখাপড়ার কাজ পুরোদমে চালিয়ে যেতে পারেন।

জায়গাটি ভারি সুন্দর। চারদিকে অরণ্য আর উঁচু উঁচু পর্বত। রোটহর্ন পর্বতের চুড়োয় বরফ জমে আছে, তাও চোখে পড়ে।

দিন কয়েকের মধ্যে ইনেসাও হাজির।

ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠেন। দুপুর ঠিক বারোটায় খাওয়া, সুইজারল্যাণ্ডের সর্বত্রই তাই। ততোক্ষণ বাগানের এক-একটি কোণে যে যার নিজের কাজে ব্যস্ত। ইনেসা এ-সময়ে পিয়ানো বাজান, আর দূর থেকে ভেসে আসা পিয়ানোর মিষ্টি সুর শুনতে শুনতে কাজে যেন আরো তন্ময়তা আসে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে কখনো কখনো বেরিয়ে পড়েন তিনজনে। সারাটা দুপুর ও বিকেল পর্বতে ও অরণ্যে ঘুরে বেড়ান। সন্ধ্যার দিকে ওঠেন রোটহর্ন পর্বতের উঁচু একটা চুড়োয়। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। নিচের দিকে তাকালে সূর্যের শেষ আলোয় গোলাপী কুয়াশা আর ওপরের দিকে শুভ্রতুষারকিরীটিনী রোটহর্ন।

পাখির ডাকে শুতে যান, পাখির ডাকে ওঠেন, আর জঙ্গল থেকে কুড়িয়ে আনেন অজস্র ফুল ফল আর ব্যাঙের ছাতা। এমনিভাবে কয়েকটি দিন কাটাবার পরে উত্তেজিত ও উৎসাহিত হবার মতো একটি খবর এসে পৌছল।

বামপন্থীদের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকার তোড়জোড় চলছিল। খবরটি লেনিনের কাছে এসে পৌছতেই তিনি উত্তেজিত ও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। এই সম্মেলনে যাতে বামপন্থীদের প্রাধান্য থাকে সেজন্যে চিঠি লিখতে লাগলেন সর্বত্র। সবাইকে তৈরি হয়ে সম্মেলনে যোগ দিতে বললেন। আগস্ট শুরু হবার আগেই বলশেভিকদের প্রস্তুতি মোটামুটি শেষ। তৈরি হল একটি ইস্তাহার, প্রস্তাব ও খসড়া ঘোষণা। আলোচনার জন্যে সেগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হল বামপন্থী কমরেডদের কাছে। 'সমাজতন্ত্র ও যুদ্ধ' বইটি আগেই জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে রাখা হয়েছিল। সম্মেলনে বিলি করার জন্যে তাও মজুত রাখা হল।

সম্মেলন বসল আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে ৎসিমেরভাল্ট-এ (সুইজারল্যাণ্ডের

একটি গ্রামে)। এগারোটি দেশ থেকে ৩৮ জন প্রতিনিধি এসেছিলেন। রুশী প্রতিনিধিদের মধ্যে লেনিন ও জিনোভিয়েফ ছাড়াও ছিলেন ট্রটস্কি, আক্সেলরদ, মার্তোফ ও আরো তিনজন। সম্মেলনের মোট ৩৮ জন প্রতিনিধির মধ্যে মাত্র ৯ জন ছিলেন প্রকৃত বামপন্থী, সম্মেলন শুরু হবার আগের দিন তাঁরা আলাদাভাবে মিলিত হয়ে জোট বেঁধেছিলেন। ট্রটস্কি এই জোটে যোগ দেন নি।

যুদ্ধ ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কর্তব্য সম্পর্কে বামপন্থীদের ইস্তাহার ও প্রস্তাব সম্মেলনে পেশ করা হল। কিন্তু অধিকাংশ প্রতিনিধি ছিলেন বিরুদ্ধে, ফলে বাতিল হয়ে গেল। যে ইস্তাহার গ্রহণ করা হল তা অনেক অস্পষ্ট ও অনেক নরম। তা সত্ত্বেও বলশেভিকরা পক্ষে মত দিলেন।

পরে ৎসিমেরভাল্ট সম্মেলন সম্পর্কে লেনিন একটি প্রবন্ধ লেখেন: 'প্রথম পদক্ষেপ'। তাতে ব্যাখ্যা করে বলেন অনেক অস্পষ্ট ও অনেক নরম হওয়া সত্ত্বেও ৎসিমেরভাল্ট ইস্তাহারে বলশেভিকরা কেন সই করেছিলেন। বলশেভিকরা তাঁদের মতামত বিন্দুমাত্র গোপন করেন নি; পৃথক একটি ইস্তাহারে, পৃথক একটি প্রস্তাবে, পৃথক একটি ঘোষণায় স্পষ্টভাবে জানিয়ে এসেছেন এবং পরেও জানিয়ে চলবেন। 'সমাজতন্ত্র ও যুদ্ধ' বইটির জার্মান সংস্করণ সম্মেলনে বিলি করা হয়েছে। সমালোচনা করার স্বাধীনতা ছিল, আছে ও থাকবে। কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হয় যে সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে প্রকৃত সংগ্রাম গড়ে তুলতে ৎসিমেরভাল্ট-এর ইস্তাহারটি 'প্রথম পদক্ষেপ'। ইস্তাহারটিকে সমর্থন না জানালে হঠকারিতা করা হত।

মনের মধ্যে প্রচণ্ড একটা জ্বালা নিয়ে লেনিন জোরেনবের্গে ফিরে এলেন। ৎসিমেরভাল্ট ইস্তাহারকে সমর্থন জানাতে হয়েছে বলে নয়, যুদ্ধের ফলে যখন চারদিকে এত সংকট তখন কিনা আন্তর্জাতিক সোশ্যালিস্ট আন্দোলনের গতি এত ধীর!

জোরেনবের্গের পর্বতে ও অরণ্যে দিন কয়েক ঘুরে বেড়াবার পর মনের জ্বালাটা কমল। অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে আবার বার্ন-এ ফিরে এলেন।

বার্ন-এ আবার সেই পুরনো জীবন। লাইব্রেরিতে যাওয়া আর ঘুরে

বেড়ানো। ৎসিমেরভাল্ট সম্মেলনের পরেও বামপন্থীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ গড়ে তোলা গেল না। ইনেসা গেলেন সুইজারল্যাণ্ডের বামপন্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে, তারপরে একটা ভুয়ো পাসপোর্ট যোগাড় করে প্যারিসে।

বার্ন-এ জীবন একই ভাবে কাটতে লাগল। লেনিন ডুব দিলেন তত্ত্বগত চিন্তার মধ্যে। যুদ্ধ অনেকগুলো প্রশ্নকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। যুদ্ধ শুরু হবার গোড়ার দিকে একসময়ে কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করেছিলেন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের আশু রাজনৈতিক আওয়াজ হওয়া উচিত ইউরোপের যুক্তরাষ্ট্র গঠন। পরে এ-বিষয়টি নিয়ে প্রচণ্ড তর্কবিতর্ক হয়। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয় যে সাম্রাজ্যবাদ যতোদিন কায়েম আছে ততোদিন ইউরোপের যুক্তরাষ্ট্রের আওয়াজ প্রতিক্রিয়াশীল হতে বাধ্য। তবে কি বিশ্ব-যুক্তরাষ্ট্র? কমিউনিজম সম্পূর্ণ বিজয়ী হলে রাষ্ট্রের আর কোনো অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু তার আগে সম্পূর্ণ পৃথক একটি আওয়াজ হিসেবে বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্রের আওয়াজে ভুল ধারণা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা।

এই চিন্তা ধরে অগ্রসর হয়েই লেনিন বুঝতে পারলেন, বিশ্বযুদ্ধের অর্থনৈতিক কারণগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার।

লেনিন এই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করলেন 'সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের উচ্চতম পর্যায়' বইটি লিখে।

১৯১৬ সালের শুরু থেকে লিখতে শুরু করেছিসেন, শেষ করলেন গ্রীষ্মকালে। প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছিল এজন্যে। শুধু নোট নেবার জন্যেই কাগজ ব্যবহার করেছিলেন প্রায় ৫০ দিস্তে। পরে এই নোটগুলোও পৃথক একটি বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

বইয়ের নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে, এই বইয়ে লেনিনের বক্তব্য—সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে পুঁজিবাদের উচ্চতম পর্যায়। এমন একটি পর্যায় যখন পুঁজিতন্ত্রের প্রগতিশীল ভূমিকা শেষ হয়ে গিয়েছে, পুঁজিতন্ত্রে পচন ধরেছে। এই মুমূর্ষু পুঁজিতন্ত্রই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাজ। কিন্তু তার মানে এই নয় যে এই পচা-গলা পুঁজিতন্ত্র নিজের থেকেই অক্কা পাবে। তা কখনো নয়। পুঁজিতন্ত্রকে অক্কা পাওয়াতে হলে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব চাই। তার মানে, সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে প্রোলেতারিয়েতের সমাজ-বিপ্লবের প্রাক্‌কালও। এখানে দুটি কথা স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসছে: সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে পুঁজিবাদের শেষ অবস্থা, মুমূর্ষু

অবস্থা। সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে প্রোলেতারিয়েতের সমাজবিপ্লবের আগের অবস্থা।

লেনিন দেখালেন, সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিতন্ত্রের বাঁধন আরো শক্ত হয়ে এঁটে বসে, পুঁজিতন্ত্রের অত্যাচার চরমে ওঠে, আবার পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রোলেতারিয়েতের বিদ্রোহও বেড়ে চলে।

পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ সব দেশে সমান মাত্রার নয়, পুঁজিতন্ত্রের মধ্যেই আছে নানা বিরোধ। লেনিন দেখালেন, সাম্রাজ্যবাদের যুগে এই অসমতা ও এই বিরোধ বিশেষ রকমের তীব্র হয়ে ওঠে। শুরু হয় লড়াই—বাজার দখল করার জন্যে, পুঁজি রপ্তানি করার জায়গার জন্যে, উপনিবেশের জন্যে, কাঁচামালের উৎসের জন্যে। আর এই সবকিছুর অবশ্যম্ভাবী ফল—গোটা বিশ্বকে নতুন করে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেবার জন্যে মাঝে মাঝে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ।

লেনিন আরো দেখালেন, পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ অসম বলেই যেমন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শুরু হয় তেমনি আবার এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই সাম্রাজ্যবাদের শক্তি কমিয়ে দেয়। তার ফলে সাম্রাজ্যবাদের ফ্রণ্টে সবচেয়ে দুর্বল জায়গাটিতে ভাঙন ধরানো চলে।

মার্কসের 'ক্যাপিটাল' প্রকাশিত হবার পঞ্চাশ বছর পরে লেনিনের এই 'সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়।' এই বইয়ে এই পঞ্চাশ বছরের পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের পথটি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে লেনিন উপস্থিত করলেন সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক রূপটির এক গভীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। মার্কসীয় অর্থনৈতিক তত্ত্বে এই বইটি এক নতুন লেনিনীয় পর্বের সূচনা করেছে।

সাম্রাজ্যবাদের ফ্রণ্ট চূর্ণ হবে এমন জায়গায় যেখানে সেই ফ্রণ্ট সবচেয়ে দুর্বল। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে এই বিশ্লেষণের পরেই লেনিনকে যেতে হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বের বিশ্লেষণে।

এঙ্গেলস তাঁর এই একটি বইয়ে এই মত প্রকাশ করেছেন (এবং মার্কস এই মতের সঙ্গে একমত) যে "কমিউনিস্ট বিপ্লব…ঘটবে সকল সভ্য দেশে একসঙ্গে, অর্থাৎ, অন্ততপক্ষে, ইংলণ্ডে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ফ্রান্সে ও জার্মানিতে।"

বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশে প্রোলেতারীয় বিপ্লবের বিষয়গত আয়োজন কতখানি তা নিয়েও তাঁরা আলোচনা করেছিলেন। সমগ্রভাবে পুঁজিতন্ত্র আরো পরিণতি লাভ করার পরেই সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটবে, এই ছিল তাঁদের মত। কোনো একটি দেশে সমাজতন্ত্র সম্ভব কিনা, এ-প্রশ্ন তাঁরা তোলেন নি বা এ-নিয়ে কোনো আলোচনা করেন নি। মার্কস ও এঙ্গেলস যে-সময়ে এই আলোচনা তুলেছিলেন তখনো একচেটিয়া পুঁজির যুগ শুরু হতে দেরি ছিল।

মার্কস ও এঙ্গেলসের শিক্ষাকে লেনিন আরো অগ্রসর করে নিয়ে এলেন নতুন ঐতিহাসিক কালে, সাম্রাজ্যবাদের যুগে। লেনিন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে সমাজতন্ত্র একটিমাত্র দেশেও জয়লাভ করতে পারে—অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক থেকে সে-দেশটির স্থান যদি খুব উঁচুতে না হয়, তবুও। সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ অসম—ফলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিণতিও অসম।

সমাজতন্ত্র কোনো একটিমাত্র দেশেও বিজয়মণ্ডিত হতে পারে—লেনিনের এই তত্ত্ব মার্কসীয় বিজ্ঞানে মস্ত একটি আবিষ্কার। এই তত্ত্ব শ্রমিকশ্রেণীর সামনে ও মার্কসবাদী পার্টির সামনে বিপ্লবের পথটিকে আরো পরিষ্কার করে তুলল।

১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে লেনিন ও ক্রুপ্‌স্কায়া উঠে এলেন জুরিখ-এ। গোড়ায় এসেছিলেন দু-সপ্তাহের জন্যে, জুরিখের লাইব্রেরিতে লেনিনের কিছু কাজ করার ছিল—সেই উপলক্ষে। বার্ন-এর চেয়ে জুরিখে প্রাণের সাড়া বেশি, জুরিখ ভালো লেগে গেল, জুরিখেই থেকে গেলেন।

প্রথমে ঘর ভাড়া নিলেন ফ্রাউ প্রেলোগ নামে এক মহিলার বাড়িতে। কিন্তু পুরনো ভাড়াটে ফিরে আসাতে সেই ঘর ছেড়ে উঠে এলেন কামেরের নামে এক মুচির বাসায়। এই নতুন বাসার ঘরটি খুবই অসুবিধের। উঠোন থেকে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ ভেসে আসত, জানলা খোলা যেত না। তবুও, সমস্ত অসুবিধে সহ্য করে সেই চুনবালি-খসে-পড়া মান্ধাতার আমলের বাসাতেই লেনিন ও ক্রুপ্‌স্কায়া থেকে গেলেন। পরিবেশটি ছিল সত্যিকারের আন্তর্জাতিক। দুটি ঘর নিয়ে থাকতেন 'বাড়িওলা', অর্থাৎ কামেরের। একটি

ঘরে ছেলেমেয়ে নিয়ে একজন জার্মান সৈনিকের স্ত্রী, আরেকটি ঘরে বাদামী রঙের একটি বেড়াল সহ কয়েকজন অস্ট্রীয় অভিনেতা, অন্য আরেকটি ঘরে একজন ইতালীয়। একদিন এই আন্তর্জাতিক সমাবেশের মহিলামহল রান্নাঘরে বসে যখন গল্প করছিলেন, ফ্রাউ কামেরের ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'সৈন্যদের উচিত নিজেদের দেশের গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ঘুরিয়ে ধরা!' কথাটা লেনিন শুনলেন তারপরে আর সেই বাসা থেকে নড়বার নামও করলেন না। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরে পেত্রোগ্রাদে ফিরে গিয়েছিলেন ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে, ততোদিন এই বাসাতেই ছিলেন।

প্রথম ৎসিমেরভাল্‌ট সম্মেলন হয়ে যাবার আট মাস পরে দ্বিতীয় ৎসিমেরভাল্‌ট সম্মেলন ডাকা হল সুইজারল্যাণ্ডের কীন্‌টাল গ্রামে। সম্মেলনের তারিখ ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসের ২৪ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত। লেনিন ব্যস্ত ছিলেন তাঁর 'সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়' বইটি নিয়ে। তারই মধ্যে তিনি এই সম্মেলনের জন্যেও প্রস্তুতি করলেন।

এই আট মাসে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। যুদ্ধরত দেশগুলিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে যুদ্ধবিরোধী মনোভাব ছড়িয়ে পড়েছে।

জার্মান প্রতিনিধিরা সম্মেলনে ঘোষণা করলেন যে আগামী শরৎকাল পর্যন্ত যদি যুদ্ধ চলে তাহলে জার্মানিতে বিপ্লব হয়ে যাবে। মোটামুটি সব প্রতিনিধিই যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতা দিলেন।

কিন্তু প্রচণ্ড তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে গেল বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব নিয়ে। প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে আন্তর্জাতিক সোশ্যালিস্ট ব্যুরো অ্যাংলো-ফরাসী জাতিদম্ভীদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে, আন্তর্জাতিকতাবাদীদের উচিত এই আন্তর্জাতিকের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখা। লেনিন তাঁর বক্তৃতাতেও জোরের সঙ্গে একই কথা বললেন। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে, বেরিয়ে আসাটাই প্রোলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার পথ।

প্রথম সম্মেলনে ৎসিমেরভাল্‌ট বামপন্থীদের সংখ্যা ছিল আট, দ্বিতীয় সম্মেলনে তাঁদের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে হল বারো। এই বারোজন বামপন্থী লেনিনকে সমর্থন করলেন।

সম্মেলনের প্রস্তাবে পুরোপুরি না হলেও বামপন্থীদের দাবির কিছুটা স্বীকৃতি ছিল। প্রস্তাবে আন্তর্জাতিক সোশ্যালিস্ট ব্যুরোর তীব্র সমালোচনা করা হল, দাবি তোলা হল যে আন্তর্জাতিক সোশ্যালিস্ট ব্যুরোর কার্যনির্বাহক কমিটি পদত্যাগ করুক, যারা বুর্জোয়া গভর্নমেণ্টে যোগ দিয়েছে তাদের দল থেকে বহিষ্কার করা হোক।

সম্মেলনে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় ছিল শান্তির প্রশ্নে প্রোলেতারীয় কৌশল। বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে শান্তির সমস্যাটি সরাসরি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সমস্যার সঙ্গে জড়িত।

"যুদ্ধে যারা ধ্বংস হচ্ছে ও প্রাণ হারাচ্ছে" তাদের উদ্দেশে সম্মেলন থেকে একটি আবেদন প্রচার করা হল:

"যুদ্ধের দ্বারা যুদ্ধকে কখনো খতম করা যায় নি। বরং উলটো, যুদ্ধ প্রতিহিংসার স্পৃহা জাগিয়ে তোলে। হিংসা থেকে হিংসা জন্ম নেয়।

এ-কারণে, আপনারা যতোই আত্মত্যাগ করুন, আপনাদের নির্যাতনকারীরা আরো আত্মত্যাগ করতে বলবে। এটা একটা পাপচক্র, যা থেকে বুর্জোয়া শান্তিবাদীরা আপনাদের কখনো মুক্তি দিতে পারবে না।

যুদ্ধ বন্ধ করার পথ একটিই: শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় ও পুঁজিবাদী সম্পত্তি লোপ।

'স্থায়ী শান্তি' লাভের পথ একটিই—সমাজতান্ত্রিক জয়।"

সম্মেলনে বলশেভিকদের আওয়াজ ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করার, "নিজেদের" দেশের সাম্রাজ্যবাদী গভর্নমেণ্টের পরাজয়ের, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠার। কোনো আওয়াজই সম্মেলনে গ্রাহ্য হয় নি। তা সত্ত্বেও কীনটাল সম্মেলন আন্তর্জাতিকতাবাদী শক্তিগুলিকে সংহত করতে সাহায্য করেছিল।

সম্মেলন শেষ হবার পর দিনটি ছিল মে দিবস। আল্‌পস পর্বতমালার মধ্যে এই নতুন দিনের ভোর হল।

সাম্রাজ্যবাদ একদিকে যেমন পুঁজিবাদের শেষ পর্যায়, অন্যদিকে তেমনি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা। লেনিন তাঁর তত্ত্বগত চিন্তার মধ্যে এই সময়টিকে পুরোপুরি ধরতে চাইছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদের অর্থনীতির চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেনিনকে তাই জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন নিয়েও ভাবতে হল। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবটা কখনোই একটা ফ্রণ্টে একক লড়াই নয়, অনেকগুলো ফ্রণ্টে লড়াইয়ের সমষ্টি। সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে পুঁজিতন্ত্রের পচা-গলা চেহারাটা যখন প্রকট হয়ে পড়েছে, সে-সময়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্যে এই পূর্ণাঙ্গ লড়াইয়ের একটা চেহারা তিনি দাঁড় করালেন।

জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন এমনি একটি ফ্রণ্ট। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্যে এই ফ্রণ্টের লড়াইয়েও জিততে হবে।

১৯১৯ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে লেনিন তাঁর নিবন্ধ খাড়া করলেন: 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার'। একই বছরে গ্রীষ্মকালে লিখলেন আরো দুটি প্রবন্ধ: 'য়ুনিয়ুস পুস্তিকা' ও 'আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আলোচনার সারকথা'। য়ুনিয়ুস ছিল রোজা লুক্সেমবুর্গের ছদ্মনাম (শব্দটির অর্থ জুনিয়র বা কনিষ্ঠ)। 'য়ুনিয়ুস পুস্তিকা' রোজার 'সোশ্যাল-ডেমোক্রেসির সংকট' পুস্তিকার জবাবে। রোজা বলেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী যুগে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের আওয়াজ বর্জন করা উচিত। লেনিন তাঁর এই তিনটি প্রবন্ধে ও অন্যান্য রচনায় সাম্রাজ্যবাদ ও প্রোলেতারীয় বিপ্লবের যুগে জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন সম্পর্কে বলশেভিক-তত্ত্ব ও কৌশল ব্যাখ্যা করলেন।

জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নে লেনিনের মূল ব্যাখ্যা ছিল এই:

বিশ্বের দেশগুলিকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথম ভাগে পশ্চিম ইউরোপের অতি-উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এদের বলা হয় "বৃহৎ" জাতি। এই বৃহৎ জাতিরা তাদের উপনিবেশে ও স্বদেশে অন্য জাতিকে শোষণ করে। এখানকার প্রোলেতারিয়েত দাঁড়াবে উপনিবেশগুলির এবং নিজদেশের শোষিত জাতিগুলির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকারের পক্ষে। এখানকার প্রোলেতারিয়েতকে অবশ্যই নিজেদের জাতির বৃহৎ-জাতিসুলভ জাতিদম্ভের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।

দ্বিতীয় ভাগে পূর্ব ইউরোপ—অস্ট্রিয়া, বলকান দেশগুলি ও বিশেষ করে রাশিয়া। এই দেশগুলিতে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে উঠেছে বিংশ শতকে। জাতীয় সংগ্রাম এই দেশগুলিতে অনেক বেশি তীব্র। এই দেশগুলিতে প্রোলেতারিয়েতকে যদি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সংস্কার ও সমাজ-

তান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্য সম্পাদন করতে হয় তাহলে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি তুলে ধরতেই হবে। এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে সাধারণ শত্রু জমিদার ও বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে শোষণকারী ও শোষিত জাতিগুলির শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করা, একীভূত করা।

তৃতীয় ভাগে আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলি—চীন, পারস্য, তুরস্ক—এবং উপনিবেশগুলি। এই দেশগুলি দাঁড়িয়ে আছে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিদ্রোহের মুখে। এ-সমস্ত দেশের মার্কসবাদী পার্টিগুলিকে অবশ্যই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে সামিল হতে হবে এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকারে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

দেশ তিন ধরনের, শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্যও তিন ধরনের। তাহলে শ্রমিকশ্রেণী আন্তর্জাতিকতা-বোধের শিক্ষা পাবে কি করে? লেনিন বললেন, এক্ষেত্রেও দেশে দেশে ভেদ এসে যাচ্ছে, কেননা জাতীয় প্রশ্নের দিক থেকে সব দেশের শ্রমিক একই জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। শোষণকারী দেশের শ্রমিকদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো। তাদের দেশের বুর্জোয়ারা পদানত জাতিগুলিকে শোষণ করে যে অতি-মুনাফা ঘরে তোলে তার ছিঁটেফোঁটা ভাগ শ্রমিকরাও পেয়ে থাকে। এদিক থেকে, লেনিন বললেন, শোষণকারী দেশের শ্রমিকরা কিছুটা পরিমাণে নিজ দেশের বুর্জোয়াদের লুণ্ঠনকার্যের অংশীদার। শোষিত জাতির শ্রমিকদের তুলনায় শোষণকারী জাতির শ্রমিকরা রাজনৈতিক জীবনেও কিছুটা সুযোগসুবিধা ভোগ করে থাকে। তাছাড়া বুর্জোয়াদের শিক্ষাই এমন যে শোষণকারী জাতির শ্রমিকদের মনে শোষিত জাতির শ্রমিকদের প্রতি ঘৃণার ভাব সৃষ্টি হয়ে থাকে।

তাই লেনিন মনে করতেন শোষণকারী জাতিগুলির প্রোলেতারিয়েতের আন্তর্জাতিকতা-বোধ আসবে উপনিবেশ ও শোষিত জাতিগুলির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার দাবি তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে। অন্যদিকে উপনিবেশ ও শোষিত জাতিগুলির সমাজতন্ত্রীরা প্রচার করবে শোষিত ও শোষণকারী জাতির শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের পক্ষে, লড়াই চালাবে জাতীয় সংকীর্ণতা, অহংবাদ ও বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে।

লেনিন আরো বললেন, প্রোলেতারীয় বিপ্লব হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা-বোধের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে না। পুরনো

জড় তখনো থেকে যাবে, থাকবে শোষণকারী জাতির প্রতি শোষিত জাতির বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষ দূর হবে সমাজতন্ত্রের জয় হবার পরে, জাতিতে জাতিতে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবার পরে।

যাঁরা বলতেন, সাম্রাজ্যবাদের আওতায় জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কখনো বাস্তব হতে পারে না, লেনিন বিস্তারিত যুক্তি উপস্থিত করে দেখালেন তাঁদের মতামত কতখানি ভুল।

এই সঙ্গে, সাম্রাজ্যবাদের অর্থনীতির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেনিন আরো একটি কথা বললেন যার সত্যতা আজকের দিনে আরো বেশি স্পষ্ট। তিনি বললেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা মানেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা নয়। তাঁর ভাষায়, "সকল অর্থনৈতিক ও সকল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ফিনান্স পুঁজি এমন একটা, যাকে বলা যায়, প্রকাণ্ড ও চূড়ান্তনির্ধারক শক্তি যে পূর্ণমাত্রার রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করে এমন সব রাষ্ট্রের ওপরেও ফিনান্স পুঁজি আধিপত্য বিস্তার করতে পারে, প্রকৃতপক্ষে করেও থাকে।" কাজেই সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা শোষিত জাতিকে অর্জন করতে হবে শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও। লেনিন বললেন, একমাত্র সমাজতন্ত্রই শোষিত জাতিগুলিকে প্রকৃত মুক্তি দিতে পারে।

জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কি সমাজতান্ত্রিক সমাজেও প্রযোজ্য? রোজার মতে, প্রযোজ্য নয়, কেননা সমাজতন্ত্রের আমলে জাতির দ্বারা জাতির শোষণ লোপ পায়, অতএব জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্থহীন। লেনিন বললেন, কথাটা ভুল। সমাজতন্ত্রের আমলে অবশ্যই ছোট ছোট রাষ্ট্রের অস্তিত্ব লোপ পাবে, জাতির বিচ্ছিন্নতা লোপ পাবে, কিন্তু এ-অবস্থায় পৌছতে হবে রূপান্তরণের একটি কালের মধ্যে দিয়ে। শ্রেণী লোপ করতে হলে যেমন যেতে হয় শোষিত শ্রেণীর একনায়কত্বের মধ্যে দিয়ে, তেমনি জাতিতে জাতিতে একাত্মতায় পৌছতে হলে জাতিসমূহের পূর্ণ মুক্তির মধ্যে দিয়ে, অর্থাৎ তাদের বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার স্বীকার করে নিয়ে।

পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে পৌছতে প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্ব ছাড়া কি অন্য কোনো পথ নেই? লেনিন বললেন, না নেই। "কেউ যদি আশা করে থাকে যে সমাজতন্ত্র অর্জন করা যাবে সামাজিক বিপ্লব ছাড়া ও প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্ব ছাড়া, সে সমাজতন্ত্রী নয়।"

কিছু কমরেড এই মত পোষণ করতেন যে প্রোলেতারিয়েত কোনো

আকারেই রাষ্ট্র বজায় রাখার পক্ষপাতী নয়, অতএব রাষ্ট্রকে উড়িয়ে দাও। লেনিন বললেন, শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির লড়াইয়ে বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে ব্যবহার করা চলে, তারপরে প্রোলেতারীয় বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে উড়িয়ে দেওয়া হয় ও পত্তন হয় প্রোলেতারীয় রাষ্ট্রের বা প্রোলেতারীয় একনায়কত্বের। তিনি বললেন, বিজয়ী সমাজতন্ত্র যতোদিন না পরিপূর্ণ কমিউনিজমে বিকশিত হয়ে ওঠে ততোদিন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকবে।

১৯১৭ সালের ৯ই (২২এ) জানুয়ারি তারিখে জুরিখের তরুণ শ্রমিকদের একটি সভায় ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লব সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে গিয়ে লেনিন বলেছিলেন, "ইউরোপে এখন কবরের মতো নিস্তব্ধতা, কিন্তু তা থেকে আমরা যেন ভুল ধারণা না করে বসি। ইউরোপে বিপ্লব আসন্ন।"

এই উক্তির কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রুশদেশে বিপ্লব হয়ে গেল। জারতন্ত্র উৎখাত হল।

খুব সংক্ষেপে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পটভূমিটি এই :

তিন বছর ধরে যুদ্ধ চলছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ খুন হয়েছে এই যুদ্ধে। কিন্তু যুদ্ধ থেকে মুনাফা তুলছে বুর্জোয়ারা আর জমিদাররা। শ্রমিকদের ও কৃষকদের দুর্দশার শেষ নেই। কলকারখানায় কাজ করবার লোকগুলোকে ফ্রন্টে পাঠানো হয়েছে। ফলে অনেক কারখানা বন্ধ। জমিতে চাষ করার মতো শক্তসমর্থ চাষী বড়ো একটা নেই। ফলে চাষের কাজও প্রায় বন্ধ। দেশের অর্থনৈতিক জীবনে দারুণ একটা সংকট ঘনিয়ে এসেছে।

ওদিকে ফ্রন্টেও দারুণ বিশৃঙ্খলা। গোলাবারুদ নেই, রাইফেল নেই, জারের সৈন্যবাহিনী একটার পর একটা যুদ্ধে হারছে। স্বয়ং যুদ্ধমন্ত্রী এবং সেনাপতিদের মধ্যে অনেকেই জার্মানির সঙ্গে গোপন যোগাযোগ রাখছে ও বিশ্বাসঘাতকতা করছে। ওদিকে জারের দরবারে রাসপুটিন নামে একটা শয়তানের প্রচণ্ড প্রভাব। স্বয়ং জারের মহিষী জার্মানির কাছে গোপন সামরিক তথ্য ফাঁস করে দিচ্ছেন শোনা গেল। এ-অবস্থা রাজতন্ত্রী রুশ বুর্জোয়াদের পক্ষেও অসহ্য হয়ে উঠল। ওদিকে ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের আশঙ্কা ছিল—জার জার্মানির সঙ্গে পৃথকভাবে শান্তি-চুক্তি করে না বসেন। আবার জার যে যুদ্ধ চালাতে পারছেন না তাও স্পষ্ট। অতএব

রাজতন্ত্রী রুশ বুর্জোয়ারা ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থন নিয়ে একটা প্রাসাদ-বিপ্লব ঘটাতে চেষ্টা করছিল।

কিন্তু বিপ্লব ঘটাল রুশদেশের জনগণ।

১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ধর্মঘট শুরু হল পেত্রোগ্রাদের পুতিলফ কারখানায়। তারপরে এই ধর্মঘট ছড়াতে ছড়াতে বিশাল আকার নিল। ২৭এ ফেব্রুয়ারি তারিখে পেত্রোগ্রাদের সৈন্যরা শ্রমিকদের ওপরে গুলি চালাতে অস্বীকার করল।

শুরু হল শ্রমিকদের ও সৈনিকদের বিদ্রোহ। জারের মন্ত্রীরা ও সেনাপতিরা গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। কারাগার থেকে বিপ্লবীদের মুক্ত করা হল। বিপ্লব জয়ী হল।

সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠতে লাগল শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েত। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের সময়েই দেখা গিয়েছিল এই সোভিয়েতগুলো হয়ে উঠতে পারে সশস্ত্র বিপ্লবের হাতিয়ার, আবার নতুন বিপ্লবী শক্তির ভ্রূণও। তবে ১৯০৫ সালে গড়ে উঠেছিল শুধু শ্রমিক ডেপুটিদের সোভিয়েত। এবারে শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েত। এই সোভিয়েতগুলোতে সংখ্যাধিক্য ঘটে মেনশেভিকদের ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের। পেত্রোগ্রাদ, মস্কো ও আরো কয়েকটি বড়ো বড়ো শহরের শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েতের কার্যনির্বাহক কমিটি এই দুই পার্টির দখলে এসে যায়। চতুর্থ ডুমার লিবার‍্যাল বুর্জোয়া সদস্যরা এই দুটি পার্টির সঙ্গে হাত মিলিয়ে রুশদেশের অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট গঠন করলেন। গভর্নমেণ্টের প্রধান হলেন প্রিন্স ল্‌ভোফ, গভর্নমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত হলেন ক্যাডেটদের নেতা মিলুয়ুকফ, অক্টোব্রিস্টদের নেতা গুচ্‌কফ সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনারি কেরেনস্কি ও কয়েকজন পুঁজিপতি।

লেনিন খবর পেলেন ২রা (১৫ই) মার্চ তারিখে, প্রথমে একজন কমরেডের মুখে, তারপরে খবরের কাগজের বিশেষ সংস্করণ পড়ে। দুপুরের খাওয়ার পরে লেনিন তৈরি হচ্ছিলেন লাইব্রেরিতে যাবার জন্যে, এমনি সময়ে এই খবর। ক্রুপ্‌সকায়া লিখছেন, তারপরে "সারাটি দিন ও সন্ধ্যা যে কি-ভাবে কেটে গেল তা আমার মনে নেই।"

লেনিন সারা রাত ঘুমোতে পারেন না, নানা রকমের উদ্ভট সব পরিকল্পনা করেন। কিসের পরিকল্পনা? রুশদেশে ফিরে যাবার। একটা এরোপ্লেন এসে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে না? কিংবা ভুয়ো পাসপোর্ট নিয়ে সুইডেনের মানুষ সেজে? কিন্তু কোনোটাই হবার নয়, লেনিন ছটফট করতে থাকেন।

"এই সময়ে এখানে বসে থাকাটা যে কী যন্ত্রণা তা কি বলব!" একজন কমরেডের কাছে লেখা একটি চিঠিতে এই কথাটি লিখেছিলেন।

কিন্তু যতো যন্ত্রণাই হোক, জুরিখ থেকে পেত্রোগ্রাদে ফিরে যাবার কোনো রাস্তা খোলা আছে, বা খোলা পাওয়া যাবে, এমন কোনো সম্ভাবনার আভাস-টুকুও পাওয়া গেল না।

৫ই মার্চ থেকে পেত্রোগ্রাদে প্রাভদা আবার নতুন করে বেরোতে লাগল। ৭ই মার্চ থেকে লেনিন প্রাভদার ঠিকানায় 'দূর থেকে লেখা চিঠি' পাঠাতে শুরু করলেন। মোট পাঁচটি চিঠিতে তিনি রুশদেশের বৈপ্লবিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলেন এবং বলশেভিক পার্টির কৌশল সম্পর্কে বক্তব্য রাখলেন।

সুইজারল্যাণ্ডে যে-সব বামপন্থী কমরেড সে-সময়ে ছিলেন তাঁদের নিয়ে একটা সভা ডাকা হল ১৯এ মার্চ তারিখে। আলোচ্য বিষয়, কি-করে রুশদেশে ফিরে যাওয়া যায় তার উপায় ঠিক করা। মার্তোফ প্রস্তাব করলেন, রুশদেশে যে-সব জার্মান ও অস্ট্রীয় যুদ্ধ-বন্দী রয়েছে তাদের বিনিময়ে প্রবাসী রুশীদের দেশে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করা হোক। লেনিন এই প্রস্তাবটি আঁকড়ে ধরলেন।

এই প্রস্তাবমতো কাজ হতেও বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল। রুশদেশের অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট গোড়ার দিকে ইতস্তত করলেন, নিরপেক্ষ দেশ সুইজার-ল্যাণ্ডের মারফত জার্মানির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাতেও নানারকম বাধা বিপত্তি দেখা দিতে লাগল। শেষপর্যন্ত সুইজারল্যাণ্ডের সোশ্যালিস্ট পার্টির সেক্রেটারি ফ্রিৎস প্লাটেন-এর মধ্যস্থতায় এই প্রস্তাবমতো কাজ হল।

প্লাটেনের দৌত্য সফল হয়েছে, এই মর্মে বার্ন থেকে চিঠি এসে পৌঁছতেই লেনিন লাফিয়ে উঠলেন।

'চলো পরের ট্রেনেই চলে যাই।' ক্রুপ্‌স্কায়াকে বললেন। পরের ট্রেনের আর মাত্র দু-ঘণ্টা বাকি। এই দু-ঘণ্টার মধ্যে এতদিনের একটা সংসারের পাট চোকানো সহজ ছিল না। জিনিসপত্র গোছানো ছাড়াও বাড়িভাড়া মেটানো, লাইব্রেরির বই ফেরত দেওয়া ইত্যাদি অনেক কাজ বাকি। লেনিন পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। দু ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত পাট চুকিয়ে ফেলা হল।

বার্ন-এ এসে মিলিত হলেন পুরো দলটি, প্রায় ত্রিশ জন। তাঁদের মধ্যে জিনোভিয়েফ পরিবার ও ইনেসাও ছিলেন। মার্তোফ আসেন নি, অন্য কোনো মেনশেভিকও নয়।

খবরটি ছড়িয়ে পড়তেই, যা আশা করা গিয়েছিল, প্রতিরক্ষাপন্থীদের মধ্যে একেবারে ছি-ছি পড়ে গেল। সাম্রাজ্যবাদী রক্তখেকো কাইজার গভর্নমেণ্টের অনুমতি নিয়ে এভাবে জার্মানির মধ্যে দিয়ে যাওয়াতে বিপ্লবীর সমস্ত সতীত্ব নাকি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! লেনিন বললেন, তাহলে কি রুশী বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের কাছে নতি স্বীকার করে বিদেশে থেকে গেলেই প্রোলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার প্রতি সততার পরিচয় দেওয়া হত! নিজের দেশের সাম্রাজ্যবাদ কি অন্য দেশের সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে কম নিকৃষ্ট!

৩রা এপ্রিল ভোরবেলা লেনিন ও পুরো দলটি ফিনল্যাণ্ডের সীমান্তে পৌঁছলেন।

অক্‌টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে

পেত্রোগ্রাদে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধে হয়ে গেল। লেনিনই প্রথম ট্রেন থেকে নামলেন। দশ বছর পরে আবার তাঁর পায়ের নিচে রুশদেশের মাটি। এক বিপ্লবের পরে দেশ ছেড়েছিলেন, আরেক বিপ্লবের পরে দেশে ফিরে এলেন। সেদিন পালিয়ে যেতে হয়েছিল, আজ বিজয়গর্বে ফিরছেন।

৩রা এপ্রিল ছিল ছুটির দিন। পেত্রোগ্রাদে সেদিন কাগজ বন্ধ, কলকারখানা বন্ধ। কিন্তু এমন একটি খবর কি চাপা থাকে! শ্রমিক, সৈনিক নাবিক ও বিপ্লবী সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা লালঝাণ্ডা উড়িয়ে, ফুলের মালা নিয়ে, ব্যাণ্ড বাজিয়ে স্টেশনে হাজির। লেনিন নামতেই সাড়া পড়ে গেল। চারদিক থেকে হাততালি আর অভিনন্দন, ব্যাণ্ডে ইণ্টারন্যাশনালের সুর, তারই মধ্যে ভাইবর্গ জেলা কমিটির সেক্রেটারি এসে লেনিনের হাতে একটি পার্টি-কার্ড তুলে দিলেন। এই পার্টি-কার্ডটির নম্বর ছিল ৬০০, পরে ১৯২৭ সাল থেকে লেনিনের পার্টি-কার্ডের নম্বর হয় ১। এখনো পর্যন্ত এই ১নং পার্টি-কার্ডটি লেনিনের নামে দেওয়া হচ্ছে, লেনিন চিরকালই ১নং পার্টি-কার্ডের অধিকারী হয়ে থাকবেন।

শ্রমিকরা ও সৈনিকরা লেনিনকে তুলে দিল একটা সাঁজোয়া গাড়ির ওপরে। সেই সাঁজোয়া গাড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে লেনিন রুশদেশের বিপ্লবী প্রোলেতারিয়েতকে অভিনন্দন জানালেন।

চারদিকে ভিড় আর ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যেই পথ করে নিয়ে সাঁজোয়া গাড়ি লেনিনকে নিয়ে চলল ক্শেসিনস্কায়া প্রাসাদের দিকে। বিপ্লবের আগে এই প্রাসাদটি ছিল জারের প্রিয়পাত্রী এক ব্যালে-নর্তকীর, এখন বলশেভিক পার্টির সদর-দপ্তর। এখানে লেনিনকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে উপস্থিত ছিলেন বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটির ও পেত্রোগ্রাদ কমিটির সদস্যরা ও পার্টির সক্রিয় কর্মীরা। সারা রাত ধরে মিটিং চলল। সাম্প্রতিক পরিস্থিতির ওপরে মতামত ব্যক্ত করে লেনিন বক্তৃতা দিলেন।

ভোরবেলা লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া গিয়ে উঠলেন আনার (লেনিনের দিদি) ফ্ল্যাটে। ছোটবোন মারিয়াও থাকত সেখানে। লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া আলাদা একটি ঘর পেলেন, এই ঘরেই জুলাই মাস পর্যন্ত ছিলেন।

ঘরে ঢুকে লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া দেখলেন, আনার পালিত ছেলে গোরা মামা ও মামীমাকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে বিছানার ওপরে মস্ত একটি ফেস্টুন টাঙিয়ে দিয়ে গেছে : দুনিয়ার মজদুর, এক হও !

পরের দিনটি (৪ঠা এপ্রিল) বিপ্লবী পেত্রোগ্রাদে লেনিনের প্রথম কাজের দিন। প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকতে হল তাঁকে। কিন্তু তারই মধ্যে সময় করে নিয়ে গেলেন ভোলকোভো কবরখানায়। মা ও ছোটবোন ওল্‌গার সমাধি আছে এই কবরখানায়।

স্তালিন, স্ভের্দলফ ও কামেনেফ ছিলেন সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরে তাঁরাই সবার আগে পেত্রোগ্রাদে ফিরলেন। তাঁদের সঙ্গে আরো একজন ছিলেন, নাম মুরানফ। সাইবেরিয়ার নির্বাসন থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে মার্চ মাসের প্রথম দিকেই তাঁরা উপস্থিত হলেন পেত্রোগ্রাদে।

বিপ্লবের পরে রাজনৈতিক পার্টিগুলির মধ্যে তখন একটা গলাগলি ভাব চলছে। নির্বাসন থেকে ফিরে আসা এই চারজন কমরেডকেও এই আবহাওয়া স্পর্শ করল।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ঠিক পাঁচদিন পর থেকেই প্রাভদা আবার প্রকাশিত হচ্ছে। দায়িত্বে রয়েছেন মলোতফ ও শ্লিয়াপ্‌নিকফ। প্রাভদার লেখায় তাঁরা কিন্তু অস্থায়ী গভর্নমেণ্টকে আক্রমণ করে চলেছেন।

স্তালিন, কামেনেফ ও মুরানফ ফিরে আসার পরে তাঁরাই প্রাভদার দায়িত্ব নিয়ে বসলেন। তাঁদের সম্পাদনায় ও পরিচালনায় প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হল ১৫ই মার্চ তারিখে। এই সংখ্যা থেকে প্রাভদার লেখাতেও গলাগলির সুর বেজে উঠতে লাগল। গলাগলি অস্থায়ী গভর্নমেণ্টের সঙ্গে, গলাগলি অন্যান্য সোশ্যালিস্ট পার্টিগুলির সঙ্গে।

১৪ই মার্চ তারিখে পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের একটি সর্বসম্মত প্রস্তাবে বিশ্বের জনগণের উদ্দেশ্যে কিছু বক্তব্য রাখা হল। বলা হল—ফেব্রুয়ারি বিপ্লব গণতান্ত্রিক শান্তির দিকে একটি পদক্ষেপ, যে শান্তি আসবে রাজতন্ত্রী জার্মানির পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সম্পর্কে লেনিনের বক্তব্যের সঙ্গে এই বক্তব্যের অনেকখানি অমিল। এই প্রস্তাব সম্পর্কে ১৫ই মার্চের প্রাভদায় স্তালিন লিখলেন, শ্রমিক ও সৈনিকদের ডেপুটিদের সোভিয়েত বিশ্বের

জনগণের কাছে আবেদন জানিয়েছে, আপন আপন দেশের গভর্নমেণ্টকে তারা যেন এই পাইকারি নরহত্যা বন্ধ করতে বাধ্য করে—এই প্রস্তাবকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারা যায় না। আরো লিখলেন, যুদ্ধ নিপাত যাক !—শুধু এই আওয়াজ তোলার অর্থ হয় না, জার্মান সৈন্যবাহিনী যতোক্ষণ কাইজারের হুকুমমতো যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, রুশী সৈন্যকেও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে, বুলেটের বদলে বুলেট, গোলার বদলে গোলা। লেনিন তখনো এসে পৌছন নি। স্তালিন, কামেনেফ ও মুরানফ সমস্ত দিক বজায় রেখে চলার নীতি নিলেন।

কারখানায় কারখানায় শ্রমিকরা হতভম্ব। প্রাভদার দপ্তরে টেলিফোন করে তাঁরা জানতে চাইলেন, ব্যাপারটা কি ! প্রাভদা বলশেভিক লাইন থেকে সরে যাচ্ছে কেন !

বলশেভিক পার্টি-কর্মীরা দাবি তুললেন, স্তালিন কামেনেফ ও মুরানফকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হোক।

লেনিনের 'দূর থেকে লেখা চিঠির' প্রথমটি মাত্র প্রকাশিত হল প্রাভদার পৃষ্ঠায় মার্চ মাসের ২১ ও ২২ তারিখে, অনেক বাদসাদ দিয়ে। বিশেষ করে যে-সব অংশে লেনিন অস্থায়ী গভর্নমেণ্টের তীব্র সমালোচনা করেছেন, অস্থায়ী গভর্নমেণ্টকে সমর্থন করার বিরোধিতা করেছেন—সেগুলো পুরোপুরি বাদ দেওয়া হল। ২, ৩ ও ৪ নং চিঠি তিনটি দপ্তরেই পড়ে থাকল, প্রকাশ করার কোনো ব্যবস্থা হল না। ৫নং চিঠিটি লেনিন নিজেই পাঠাতে পারেন নি।

১৩ই মার্চ তারিখের বলশেভিক পার্টির পেত্রোগ্রাদ সম্মেলনে প্রস্তাব উঠল যে বামপন্থী মেনশেভিকদের সঙ্গে বলশেভিক পার্টির মিলন হোক। স্তালিন এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন। অস্থায়ী গভর্নমেণ্টকে সমর্থন করার কথাও বললেন, কেননা, তাঁর মতে অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট অনিচ্ছা সত্ত্বেও বৈপ্লবিক অধিকারগুলি রক্ষা করতে চাইছেন।

মলোতফ এই বক্তৃতার প্রতিবাদ করতে উঠলে স্তালিন বললেন, 'মতভেদ চাপা দেবার কোনো প্রয়োজন নেই, আমরা একই পার্টির সভ্য, এই সামান্য মতভেদ মিলিয়ে যাবে।'

মতভেদ মোটেই সামান্য ছিল না। কিন্তু ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে পেত্রোগ্রাদে সে-কথা স্পষ্ট করে বলবার মতো লোক কেউ ছিলেন না। বিপ্লবে কতখানি অর্জন করা গেল, নতুন পরিস্থিতি কী দাঁড়িয়েছে, বিপ্লবকে

আরো অগ্রসর করে নিয়ে যেতে হলে কোন পথে চলতে হবে—ইত্যাদি বিষয়গুলো স্পষ্ট করে তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল। এ-কাজটি করলেন লেনিন।

সূত্রপাত হয়েছিল প্রথম দিনই, বলশেভিক পার্টি কর্মীদের সঙ্গে সারা-রাত্রির সভায়। অভিনন্দনের পালা চলছিল, লেনিন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কমরেডস, বিপ্লবের জন্যে পরস্পরকে যথেষ্ট অভিনন্দন জানানো গেছে, এবারে কাজের কথায় আসা যাক।' তারপরে কাজের কথায় এসে গোড়াতেই ঘোষণা করলেন, 'অস্থায়ী গভর্নমেণ্টের প্রতি কোনো সমর্থন নয়।'

লেনিনের মুখে কথাটা আচমকা নয়। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ঘটে যাবার পরে জুরিখ থেকে কমরেডদের কাছে যে-সব চিঠি লিখেছিলেন তাতেও এই কথাটির ওপরেই নানাভাবে জোর পড়েছিল। লুনাচারস্কিকে লিখেছিলেন, অন্য কোনো পার্টির সঙ্গে সমঝোতা নয়, বামপন্থী সোশ্যালিস্টদের বিশ্বাস করা চলে না, এমনি সব কথা।

কিন্তু পেত্রোগ্রাদের প্রথম দিনেই সম্বর্ধনার জবাবে লেনিনের মুখের এই কথাটিতে ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হল। স্তালিন ও কামেনেফ প্রাভদার পৃষ্ঠায় যে-সব কথা বলে আসছিলেন, লেনিনের বক্তৃতায় তা নস্যাৎ হয়ে গেল।

৪ঠা এপ্রিল সকালে লেনিন উপস্থিত করলেন তাঁর বিখ্যাত রিপোর্ট 'বর্তমান বিপ্লবে প্রোলেতারিয়েতের কর্তব্য।' শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েতসমূহের সারা-রুশ সম্মেলন উপলক্ষে যে-সব বলশেভিক প্রতিনিধি এসেছিলেন, তাঁদের একটি সভায় রিপোর্টটি পড়লেন লেনিন। রিপোর্টটিকে বলা হয় লেনিনের 'এপ্রিল থিসিস'। এই থিসিস পার্টির হাতে তুলে দিল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণের জন্যে একটি সংগ্রামের পরিকল্পনা।

যুদ্ধ সম্পর্কে পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে? এটাই ছিল থিসিসের প্রথম ও প্রধান কথা। সে-সময়ে শুধু পার্টির কাছে নয়, গোটা রুশদেশের জনগণের সামনে গোটা বিশ্বের জনগণের সামনে এটাই ছিল সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন। রাশিয়া যে-যুদ্ধ চালাচ্ছে, অস্থায়ী গভর্নমেণ্টের আমলেও সেটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই রয়ে গেছে, কেননা অস্থায়ী গভর্নমেণ্টের চরিত্র হচ্ছে বুর্জোয়া। পুঁজিবাদী শ্রেণী একটিমাত্র যুদ্ধই চালাতে জানে, তা হচ্ছে সাম্রাজ্যব্যাদী যুদ্ধ। কাজেই পুঁজির ক্ষমতাকে উৎখাত না করা পর্যন্ত যুদ্ধের অবসান অসম্ভব।

যুদ্ধ শেষ করতে হলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা আসা চাই প্রোলেতারিয়েত ও তাদের মিত্র সবচেয়ে গরীব স্তরের কৃষকদের হাতে। একমাত্র এই গভর্নমেণ্টই জনগণকে দিতে পারে শান্তি, রুটি ও স্বাধীনতা। একমাত্র এই গভর্নমেণ্টই দেশকে নিয়ে যেতে পারে সমাজতন্ত্রের পথে। অতএব বলশেভিক আওয়াজ হবে: অস্থায়ী গভর্নমেণ্টকে সমর্থন নয়! অস্থায়ী গভর্নমেণ্টের প্রতি বিন্দুমাত্র আস্থা নয়! সকল ক্ষমতা সোভিয়েতের হাতে!

সেই ১৯০৫ সালেই লেনিনের ধারণা হয়েছিল যে সোভিয়েতগুলি শুধু সশস্ত্র বিপ্লবের হাতিয়ার নয়, নতুন বিপ্লবী গভর্নমেণ্টের ভ্রূণও। প্যারি কমিউন, ১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারির রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে এবারে আরো স্পষ্ট ধারণা করতে পারলেন যে এই সোভিয়েতই হচ্ছে প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বের রাজনৈতিক রূপ। "সংসদীয় রিপাব্লিক নয়—শ্রমিক ডেপুটিদের সোভিয়েত থেকে সংসদীয় রিপাব্লিকে ফিরে যাওয়াটা হবে পিছু হটা—গড়ে তুলতে হবে শ্রমিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ডেপুটিদের সোভিয়েত রিপাব্লিক।"

তাই লেনিন আওয়াজ তুললেন, সকল ক্ষমতা সোভিয়েতের হাতে।

লেনিন প্রস্তাব করলেন, সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক পার্টির নাম বদলে রাখা হোক কমিউনিস্ট পার্টি। মার্কস ও এঙ্গেলস যে প্রোলেতারীয় পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার নাম ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। আর সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক নামটি আরো বর্জন করা উচিত এ-কারণে যে সারা বিশ্বে সরকারী সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক নেতারা সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাছাড়া প্রোলেতারিয়েতের পার্টি শেষপর্যন্ত কমিউনিস্ট সমাজই প্রতিষ্ঠা করতে চায়, কাজেই কমিউনিস্ট পার্টি নাম নেওয়াটা বৈজ্ঞানিক বিচারেও সঠিক। লেনিন লিখলেন, "পুরানো নোংরা জামাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পরিষ্কার জামা গায়ে দেবার সময় এসে গিয়েছে।"

৭ই এপ্রিলের প্রাভদায় লেনিনের 'এপ্রিল থিসিস' প্রকাশিত হল।

প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে প্রচণ্ড আলোচনা চলল পার্টি-মহলে। লেনিনের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ কমরেডদের কয়েকজন গোড়ার দিকে এই থিসিসের বিরুদ্ধে গেলেন। সবচেয়ে বিরোধিতা করলেন কামেনেফ। তাঁর মত ছিল এই যে পার্টির এখন লক্ষ্য হওয়া উচিত বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্ণতাসাধন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণ নয়, আর এজন্যে চাই প্রোলেতারিয়েত ও

কৃষকের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব। লেনিন একটি পুস্তিকা লিখে কামেনেফের জবাব দিলেন : মার্কসবাদী যদি বাস্তব জীবন ও বাস্তব ঘটনা অস্বীকার করে, পুরনো তত্ত্বটাকেই যদি শুধু আঁকড়ে বসে থাকে, তাহলে যে কী বিপজ্জনক মতান্ধতা সৃষ্টি হয় কামেনেফ তার প্রমাণ। এক সময়ে ভাবা হত বটে যে বুর্জোয়াদের শাসনের পরে আসবে প্রোলেতারিয়েত ও কৃষকের শাসন বা একনায়কত্ব, কিন্তু বাস্তব জীবন ইতিমধ্যেই ভিন্ন একটা ছবি উপস্থিত করেছে। এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটির পরে অপরটির আসা নয়, একটির সঙ্গে অপরটি জড়িয়ে আছে, যা অত্যন্ত মৌলিক অভিনব ও অভূতপূর্ব। এখানে পাশাপাশি রয়েছে বুর্জোয়ার শাসন (অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট) এবং প্রোলেতারিয়েত ও কৃষকের বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব।

লেনিন এমনিভাবে বিরোধীদের প্রত্যেকটি যুক্তি খণ্ডন করলেন। ক্রমে ক্রমে বলশেভিক পার্টির মধ্যে লেনিনের 'এপ্রিল থিসিসে'র পক্ষে অধিকাংশের সমর্থন গড়ে উঠল।

কিন্তু অন্যদিকে লেনিনের এই 'এপ্রিল থিসিস' বিপ্লবী প্রোলেতারিয়েতের শত্রুপক্ষকে খেপিয়ে তুলল যেন। বুর্জোয়া পত্রপত্রিকায় লেনিনের বিরুদ্ধে জঘন্যতম কুৎসাপ্রচার হতে লাগল। লেনিন জার্মানির ভিতর দিয়ে রুশদেশে ফিরে এসেছেন, এই ঘটনাকে ব্যবহার করে বলা হতে লাগল—জার্মান সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করবার জন্যেই লেনিনের এই 'এপ্রিল থিসিস'। বুর্জোয়া প্রচারে গা ভাসিয়ে একদল লোক রাস্তায় মিছিল করে বেড়াতে লাগল এই আওয়াজ তুলে যে লেনিনের মাথা চাই। মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের পত্রপত্রিকায় প্রচার হতে লাগল যে রুশদেশের বিপ্লবী গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক কালাপাহাড়ী শত্রু লেনিন। প্লেখানফ বললেন, লেনিনের 'এপ্রিল থিসিস' হচ্ছে নৈরাজ্যবাদ ও ব্লাঙ্কুইবাদ।

এই তুমুল কুৎসারটনা ও প্রতিবাদের মধ্যেও ১৪ই এপ্রিল তারিখে যখন বলশেভিকদের পেত্রোগ্রাদ নগর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল, অধিকাংশ প্রতিনিধিই সমর্থন করলেন লেনিনের 'এপ্রিল থিসিস'। অস্থায়ী গভর্নমেণ্টকে কী চোখে দেখা হবে সে-সম্পর্কে লেনিন যে প্রস্তাব তুললেন তা বিপুলভাবে সমর্থিত হল। রুশদেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতি গড়ে তোলবার জন্যে ডাক দেওয়া হল বলশেভিকদের।

এই পেত্রোগ্রাদ সম্মেলন চলবার সময়েই শহর কাঁপিয়ে বিশাল এক মিছিল

বার করলেন পেত্রোগ্রাদের শ্রমিকরা ও সৈনিকরা। ঘটনার সূত্রপাত অস্থায়ী গভর্নমেণ্টের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিলিয়ুকফের একটি নোট থেকে। এই নোটটি পাঠানো হয়েছিল মিত্রশক্তিবর্গের কাছে। তাতে ঘোষণা ছিল যে রুশদেশ মিত্রশক্তিবর্গের কাছে কথার খেলাপ করবে না, চূড়ান্ত জয়লাভ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া হবে। অস্থায়ী গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ধিক্‌কার-সূচক আওয়াজ তুলে মিছিল পেত্রোগ্রাদের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াল।

এই মিছিল চলার সময়েই কয়েকজন বলশেভিক আওয়াজ তুলেছিলেন যে অবিলম্বে অস্থায়ী গভর্নমেণ্টকে উৎখাত করার ডাক দেওয়া হোক। কিন্তু ঠিক এই সময়ে এই ডাক দেওয়াটা হত হঠকারিতা। আগে প্রয়োজন ছিল সোভিয়েতগুলিকে জোরদার করা, বিপ্লবী প্রোলেতারিয়েতের পাশে জনগণের অধিকাংশকে সামিল করা। বিপ্লব গড়ে তুলতে হবে শান্তিপূর্ণ পথে -- এই ছিল সে-সময়ে পার্টির নীতি। লেনিন ও কেন্দ্রীয় কমিটি এই হঠকারী কমরেডদের সংশোধন করলেন।

পেত্রোগ্রাদ নগর সম্মেলনের পরেই পেত্রোগ্রাদে অনুষ্ঠিত হল বলশেভিকদের সারা-রুশ সম্মেলন, ২৪এ এপ্রিল তারিখে। রুশদেশে পার্টির এই প্রথম বৈধ সম্মেলন। ভালোভাবে প্রস্তুত হয়ে লেনিন সম্মেলনে যোগ দিলেন।

এই সম্মেলনে যে-সমস্ত প্রস্তাব নেওয়া হল তার প্রত্যেকটিই লেনিনের 'এপ্রিল থিসিসে'র ভিত্তিতে। অন্য একটি প্রস্তাবে বলা হল, প্রকৃতই যাঁরা প্রোলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার পক্ষে তাঁদের সংহত করে তোলার চেষ্টা হবে। এই প্রস্তাব এবং পরবর্তীকালের ষষ্ঠ পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে এঁদের অনেককেই বলশেভিক পার্টির সভ্য করা হয়েছিল। আরো দুটি প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল দু-মাসের মধ্যে নতুন খসড়া কর্মসূচীর রচনা শেষ করতে ও একটি তৃতীয় আন্তর্জাতিক গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে।

তারপরে মে-দিবসের দিন বিপ্লবের শহর পেত্রোগ্রাদ সমুদ্রের মতো ফুঁসে উঠল। রুশদেশে এই প্রথম অবাধ মুক্ত মে-দিবস। সমাবেশ হল এমন বিরাট যে মে-দিবস উপলক্ষে বিশ্বের আর কোথাও এমনটি দেখা যায় নি। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত লেনিন অনেকগুলো সভায় বক্তৃতা দিলেন। ক্রুপ্‌সকায়া সেদিন অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন বলে বাইরে বেরোতে পারেন নি। কিন্তু তিনি লিখছেন, "ইলিচ যখন ফিরে এল আমি তার উত্তেজিত চেহারা দেখে অবাক

হয়ে গেলাম।” উত্তেজনা হবে বৈকি, ক্রুপস্কায়া লিখছেন, এতদিন পর্যন্ত মে-দিবসের মিছিল করা হয়েছে পুলিসের অনুমতি নিয়ে, এই প্রথম বিপ্লবী জনগণের বিজয়দৃপ্ত মে-দিবস, যে-জনগণ জারতন্ত্রকে উৎখাত করেছে!

১২ই মে তারিখে পুতিলফ শ্রমিকদের একটি সভা ডাকা হল। ঘোষণা করা হল যে অস্থায়ী গভর্নমেণ্টের কৃষি-মন্ত্রী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি নেতা চের্নফ এই সভায় বক্তৃতা দেবেন। সভা ডাকার উদ্দেশ্য ছিল অস্থায়ী গভর্নমেণ্টের প্রতি শ্রমিকদের সমর্থনকে আরো জোরদার করে তোলা। পুতিলফ কারখানার অধিকাংশ শ্রমিক তখনো পর্যন্ত ছিলেন প্রতিরক্ষার পক্ষে। কাজেই চের্নফের বক্তৃতায় যে রীতিমতো সাড়া জাগবে সে-বিষয়ে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা প্রায় নিঃসন্দেহ ছিলেন।

হাজার হাজার শ্রমিক সভায় যোগ দিলেন। পুতিলফ কারখানার বলশেভিক কমরেডদের কাছ থেকে খবর পেয়ে লেনিন উপস্থিত হলেন এই সভায়।

চের্নফের বক্তৃতা ছিল যুদ্ধের পক্ষে। শ্রমিকদের তিনি ডাক দিলেন আরো বেশি কামান তৈরি করতে, অস্থায়ী গভর্নমেণ্টকে আরো বেশি করে সমর্থন করতে। শ্রমিকদের মধ্যে যাতে সাড়া জাগে সেজন্যে সাধ্যমতো তিনি চেষ্টা করলেন।

চের্নফের বক্তৃতার পরে মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন লেনিন। তিনি বললেন সম্পূর্ণ বিপরীত কথা। যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই, রক্তপাত বন্ধ করা চাই, রুশদেশের জনগণকে যে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ ভোগ করতে হচ্ছে তা জয় করা চাই।

শ্রমিকদের মধ্যে সাড়া জাগাবার জন্যে এই সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সাড়া জাগিয়ে তুললেন লেনিন। লেনিন যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, মনে হতে লাগল কথা বলছেন লেনিন একা নন, সভার চল্লিশ হাজার শ্রমিক একযোগে। শ্রমিকরা তাঁদের মনের আসল কথাগুলো প্রকাশ করার ভাষা এতদিন ঠিক খুঁজে পাচ্ছিলেন না, এই মানুষটির মুখে তা যেন শোনা গেল।

লেনিনের এই বক্তৃতার পরেই পুতিলফ কারখানায় মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের সংগঠন ভেঙে পড়ল। শ্রমিকরা চলে এলেন বলশেভিকদের দিকে।

এমনি ঘটনা ঘটতে লাগল কারখানার পর কারখানায়, এমনকি কৃষক ডেপুটিদের প্রথম সারা-রুশ কংগ্রেসেও। শেষোক্ত কংগ্রেসে অধিকাংশ

প্রতিনিধিই ছিলেন সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও অস্থায়ী কোয়ালিশন গভর্নমেণ্টের* সমর্থক। লেনিন যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, গোড়ার দিকে চারদিক থেকে বাধা পড়ছিল, বিরূপ মন্তব্য করা হচ্ছিল। আস্তে আস্তে সমস্ত থেমে যায়। বক্তৃতার শেষে হাততালির ঝড় ওঠে।

কারখানার পর কারখানা, রেজিমেণ্টের পর রেজিমেণ্ট, গ্রামের পর গ্রাম মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের হাতছাড়া হয়ে বলশেভিকদের পক্ষে চলে আসে।

জুনমাসের গোড়ার দিকে অনুষ্ঠিত হল সোভিয়েতসমূহের প্রথম সারা-রুশ কংগ্রেস। মোট প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন ১০৯০ জন, তাঁদের মধ্যে বলশেভিক প্রতিনিধির সংখ্যা মাত্র ১০৫। অধিকাংশ প্রতিনিধি ছিলেন মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি দলের। এমনি একটি সভায় বলশেভিকরা তাঁদের বক্তব্য কাউকে শোনাতে পারবেন, এমন আশা বিশেষ ছিল না।

পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের কার্যনির্বাহক কমিটির পক্ষ থেকে বক্তৃতা দিলেন মেনশেভিক নেতা লীবের। তারপরে বক্তৃতা দিতে উঠলেন কোয়ালিশন গভর্নমেণ্টের ডাক-তার মন্ত্রী মেনশেভিক নেতা ৎসেরেতেলি। সোভিয়েত গভর্নমেণ্ট গড়ে তোলার জন্যে বলশেভিকদের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে তিনি বললেন, বর্তমানে রুশদেশে এমন পার্টি একটিও নেই যে বলতে পারে, আমাদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে তোমরা সরে দাঁড়াও, আমরা তোমাদের জায়গা নিচ্ছি।

শ্রোতারা নির্বাক। এমন সময়ে হলঘরের মাঝখান থেকে শান্ত ও দৃঢ় গলার স্বর শোনা গেল, 'এমন একটি পার্টি আছে!'

এই গলার স্বর লেনিনের।

তারপরে লেনিন মঞ্চে উঠলেন। বক্তৃতায় তিনি বিশ্লেষণ করে দেখালেন, মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা যে বিপ্লবী গণতন্ত্রের কথা বলছে তা আসলে বিপ্লবী নয়, বুর্জোয়া। রুশদেশের বিপ্লবে জনগণ সৃজনশীল উদ্যোগের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁরা সৃষ্টি করেছেন সোভিয়েত, যার মধ্যে রূপ পেয়েছে

* অস্থায়ী কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট গঠিত হয়েছিল ১৯১৭ সালের ৫ই মে তারিখে। এই গভর্নমেণ্টে বুর্জোয়া প্রতিনিধিরা ছাড়াও ছিলেন সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি কেরেন্‌স্কি ও চের্নভ, মেনশেভিক স্কোবেলেভ ও ৎসেরেতেলি ও এমনি আরো কয়েকজন।

প্রকৃত গণতন্ত্র। এই সোভিয়েতকেই সমস্ত ক্ষমতা হাতে নিতে হবে। সোভিয়েতের বিরোধিতা করার মতো গোষ্ঠী বা শ্রেণী রুশদেশে নেই। বিপ্লব কারও মর্জিমাফিক চলে না। অন্যান্য দেশে বিপ্লব হয়েছে দুরূহ ও রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু রুশদেশের বিপ্লব হবে শান্তিপূর্ণ এবং তা হবে একটি ব্যতিক্রম। তবে বিপ্লবের সময়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাল ঠোকা যায় না—হয় এগিয়ে যেতে হয় নয়তো পিছিয়ে পড়তে হয়।

লেনিনের বক্তৃতায় এমন প্রচণ্ড একটা সাড়া জাগল যে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা ভয় পেয়ে গেলেন। তখন তাঁরা যাঁদের সেরা বক্তা মনে করতেন এমনি কয়েকজনকে মঞ্চে তুললেন লেনিনের বক্তৃতার প্রভাব কাটাবার জন্যে। একে একে বক্তৃতা দিতে উঠলেন কেরেন্স্কি, স্কোবেলেফ (শ্রমমন্ত্রী), চের্নফ (কৃষিমন্ত্রী) ও মেনশেভিক নেতা দান্। একটি অধিবেশনেই নয়, পর-পর আটটি অধিবেশনে তাঁরা চেষ্টা করলেন লেনিনের বক্তব্য খণ্ডন করতে। কিন্তু বিশেষ সুবিধে করতে পারলেন না।

কংগ্রেসে লেনিন দ্বিতীয় বক্তৃতা দিলেন ৯ই জুন তারিখে। এই বক্তৃতায় তাঁর বক্তব্য ছিল যুদ্ধ সম্পর্কে। তিনি বললেন, রাজ্য-জয়ে শ্রমিকশ্রেণীর কোনো স্বার্থ নেই। জনগণকে বুঝতে হবে—বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদী নীতি চালিয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে যুদ্ধ। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে জয় হওয়া না পর্যন্ত এই যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়।

প্রতিনিধিরা, বিশেষ করে সৈনিকরা আগ্রহের সঙ্গে লেনিনের বক্তৃতা শুনলেন।

কংগ্রেসের প্রস্তাবে কোয়ালিশন গভর্নমেণ্টকে সমর্থন জানানো হল এবং সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার বিরোধিতা করা হল। মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি নেতারা যে বিপ্লব থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন, এই কংগ্রেসে তা আর বুঝতে বাকি থাকল না। প্রস্তাব বলশেভিকদের বিরুদ্ধে গেলেও লেনিনের বক্তৃতার প্রভাব কিন্তু থেকেই গেল।

পেত্রোগ্রাদের শ্রমিক-এলাকাগুলোতে বিক্ষোভ ফেটে পড়ছিল। জিনিস-পত্রের দাম আগুন, অর্থনৈতিক জীবন তছনছ, অস্থায়ী গভর্নমেণ্টের নীতি, প্রতিক্রিয়াশীলদের দাপট—ইত্যাদি সবকিছুর বিরুদ্ধে শ্রমিকদের অসন্তোষ একটা আক্রোশের চেহারা নিতে চলেছিল।

৮ই জুন তারিখে, সারা-রুশ সোভিয়েতের কংগ্রেস তখনো চলছে, বলশেভিকরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে শ্রমিকদের এই বিক্ষোভকে সংগঠিত রূপ দেবার জন্যে ১০ই জুন তারিখে একটি মিছিলের আয়োজন করা হবে। মিছিলে আওয়াজ তোলা হবে 'যুদ্ধ নিপাত যাক!' 'শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের সারা-রুশ সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই!' 'রুটি, শান্তি ও স্বাধীনতা!' ইত্যাদি। পরদিন শ্রমিক এলাকাগুলো বলশেভিক পোস্টারে ছেয়ে গেল।

সারা-রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসে সংখ্যাধিক্য ছিল সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের। এই সংখ্যাধিক্যের জোরে সমস্ত রকমের মিছিলের ওপরে সেদিনের জন্যে নিষেধাজ্ঞা জারি হল। বলশেভিকদের বলা হল মিছিলের আয়োজন বন্ধ করতে।

বলশেভিকরা এই প্রস্তাব মেনে নিলেন, কেননা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যাওয়ার মানে দাঁড়াত সারা-রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যাওয়া।

সোভিয়েতের পেত্রোগ্রাদ কমিটি ১৮ই জুন তারিখে একটি মিছিলের ডাক দিয়েছিলেন। সারা-রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও মেনশেভিক নেতৃত্ব এই মিছিলের আয়োজনে সমর্থন জানালেন। বিশেষ করে ১৮ই জুন তারিখটি বেছে নেওয়া হয়েছিল এ-কারণে যে অস্থায়ী গভর্নমেন্টের যুদ্ধ-মন্ত্রী কেরেন্স্কি ঐ তারিখে ফ্রন্টে রুশী আক্রমণ শুরু করবেন ঠিক করেছিলেন। অস্থায়ী গভর্নমেন্টের সমর্থকরা আশা করেছিলেন যে একই সঙ্গে ফ্রন্টের তৎপরতা ও ভিতরের মিছিল অস্থায়ী গভর্নমেন্টের প্রতি জনগণের সমর্থন জোরালো করে তুলবে।

লেনিন আওয়াজ তুললেন, ১৮ই জুনের মিছিলকে বলশেভিক মিছিলে পরিণত করো!

আর হলও তাই। ১৮ই জুন তারিখে পাঁচলক্ষ সৈনিক ও শ্রমিক বলশেভিক আওয়াজ তুলে পেত্রোগ্রাদের রাস্তায় বেরিয়ে এলেন।

এই ১৮ই জুনের মিছিল সম্পর্কে লেনিন লিখেছেন, "এই মিছিল বিপ্লবী প্রোলেতারিয়েতের শক্তি ও নীতির প্রথম প্রকাশ।" এই মিছিলের মুখ বিপ্লবের দিকে। বিপ্লবের শহীদদের উদ্দেশে মিছিল বা মে-দিবসের মিছিল থেকে এ-মিছিল আলাদা। শহীদদের উদ্দেশে মিছিল শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে, মে-দিবসের মিছিল শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত থেকে শুভেচ্ছা ও আশা জানাবার জন্যে। কিন্তু এই দুটি মিছিলের কোনোটিই বিপ্লবের

পথটিকে নির্দিষ্ট করছে না। এখানেই ১৮ই জুনের মিছিলের ঐতিহাসিক তাৎপর্য। এই মিছিলের মুখ বিপ্লবের দিকে।

জুন মাসের শেষদিকে লেনিন কয়েক দিনের জন্যে মারিয়াকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্রাম নিতে গেলেন বঞ্চ-ব্রুয়েভিচের গ্রামের বাড়িতে। পেত্রোগ্রাদে আসার পর থেকেই প্রচণ্ড একটা চাপের মধ্যে ছিলেন তিনি, রাত্রিবেলা ঘুমোতে পারতেন না, তাঁর শরীর খুবই কাহিল হয়ে পড়েছিল, বিশ্রামের খুবই প্রয়োজন ছিল।

কয়েকটা দিন কাটল গাছের ছায়ায় কম্বল বিছিয়ে চোখ বুজে শুয়ে থেকে কিংবা লেকের জলে দাপাদাপি করে। লেনিন খুব ভালো সাঁতার জানতেন। অন্যরা ভয় পেত কিন্তু তিনি একদমে চলে যেতেন প্রকাণ্ড লেকটার মাঝ-বরাবর পর্যন্ত। কারও বারণ শুনতেন না। ডুব-সাঁতারে অনেকক্ষণ জলের নিচে থাকতে পারতেন।

এমনি কাটছিল, শরীরটাও তাজা বোধ করছেন, এমন সময়ে একদিন (৪ঠা জুলাই) ভোরবেলা পেত্রোগ্রাদ থেকে লোক এসে হাজির। কী খবর? না, পেত্রোগ্রাদে অভ্যুত্থান শুরু হয়ে গিয়েছে।

খবর শুনে লেনিন সঙ্গে সঙ্গে একটা ছ্যাকরা গাড়ি ভাড়া করে ছুটলেন স্টেশনের দিকে। অপেক্ষা করার সময় নেই। তাঁকে যেতেই হবে। দিন আগত ঐ।

শুরু হয়েছিল আগের দিন, ৩রা জুলাই তারিখে। দলে দলে শ্রমিক ও সৈনিক বেরিয়ে এসেছিলেন পেত্রোগ্রাদের রাস্তায়, দাবি তুলেছিলেন—সোভিয়েতের হাতে সকল ক্ষমতা চাই!

তার আগে অস্থায়ী গভর্নমেণ্টের পরিকল্পনা মতো ফ্রণ্টে রুশী বাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়েছিল, কিন্তু সফল হয় নি। নতুন করে বহু সৈনিক প্রাণ হারায়। খবরটা এসে পৌঁছতে পেত্রোগ্রাদের শ্রমিকরা ও সৈনিকরা ফুঁসে ওঠেন।

৩রা জুলাই সারা রাত ধরে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক বসে। পরিস্থিতি

খুবই সংকটজনক। এই মুহূর্তেই সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করা চলে না, তার সময় এখনো আসে নি। সশস্ত্র সংগ্রামের জন্যে যে-প্রস্তুতি দরকার তা এখনো অসম্পূর্ণ। অথচ পরদিনের মিছিলকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিতে বুর্জোয়ারা প্রস্তুত। সারা রাত আলোচনার পরে স্থির হল পরদিনের মিছিলে বলশেভিক সংগঠনগুলি যোগ দেবে যাতে মিছিল সংগঠিত ও শান্তিপূর্ণ থাকে।

পরদিন সকালে লেনিন এসে পৌছলেন পেত্রোগ্রাদে। কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত তিনি অনুমোদন করলেন।

দুপুর থেকে শুরু হল মিছিল। পেত্রোগ্রাদের পাঁচ-লক্ষ শ্রমিক ও সৈনিক সামিল হলেন এই মিছিলে। আওয়াজ তুললেন, 'সকল ক্ষমতা সোভিয়েতের হাতে!', 'পুঁজিবাদী মন্ত্রীরা নিপাত যাক!', 'রুটি, শান্তি, স্বাধীনতা!'

মিছিল ছিল সম্পূর্ণ শান্ত ও সংগঠিত।

ক্রোন্‌সটাট থেকে এসেছিলেন ২০,০০০ শ্রমিক, হাতে রাইফেল। কৃশেসিনস্কায়া প্রাসাদের বারান্দা থেকে তাঁদের উদ্দেশ করে বক্তৃতা দিলেন লেনিন। লেনিনের পরে লুনাচারস্কি। দুজনেই আবেদন জানালেন, নাবিকরা যেন কিছুতেই প্ররোচিত না হন, শান্ত ও সংহত থাকেন,'সোভিয়েতের হাতে সকল ক্ষমতা!' এই আওয়াজ জয়যুক্ত হবেই।

লুনাচারস্কিকে সামনে রেখে ক্রোন্‌সটাট নাবিকদের মিছিল এগিয়ে চলল সোভিয়েতের সদর-দপ্তর তরিদা প্রাসাদের দিকে। এই মিছিল চারদিকের আরো অজস্র মিছিলের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়ে তরিদা প্রাসাদকে ঘিরে বিরাট এক সমুদ্রের মতো গর্জন তুলতে লাগল।

মিছিল থেকে দাবি উঠল, অস্থায়ী গভর্নমেণ্টের সোশ্যালিস্ট মন্ত্রী চের্নফ বেরিয়ে আসুন ও কিছু বলুন।

সেই বিরাট সমুদ্রের গর্জন উপেক্ষা করে এমন সাহস কার! চের্নফকে বেরিয়ে এসে কিছু বলতে হল। তিনি থামতেই সেই সমুদ্র থেকে একটা ঢেউ বেরিয়ে এসে টেনে নিয়ে গেল তাঁকে।

একদল শ্রমিক ছুটে এলেন প্রাসাদের ভিতরে, নেতাদের কাছে আবেদন জানালেন, 'চের্নফকে জনতা ধরে নিয়ে গেছে! আপনারা বেরিয়ে আসুন, চের্নফকে বাঁচান।'

কামেনেফ, মার্তোফ ও ট্রটস্কি বেরিয়ে এলেন। ট্রটস্কির বক্তৃতায় কাজ হল। চের্নফ ছাড়া পেলেন।

পেত্রোগ্রাদের শ্রমিক ও সৈনিকরা কিন্তু ছাড়া পেলেন না। মিছিলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে তোলপাড় শহর বুর্জোয়াদের ও তাদের তল্পিদার মেনশেভিকদের ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের আতঙ্কিত করেছিল। ফলে মিছিলের ওপরে গুলি চলে, পেত্রোগ্রাদের রাস্তায় রক্তের বন্যা বইতে শুরু করে।

৪ঠা জুলাই রাত্রে লেনিনের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় কমিটির ও পেত্রোগ্রাদ কমিটির একটি সভা বসে। সভা থেকে মিছিল শেষ করার আবেদন জানানো হয় এবং শ্রমিক সৈনিক ও নাবিকদের ফিরে যেতে বলা হয় কারখানায় ব্যারাকে ও জাহাজে।

আর এই ৪ঠা জুলাই রাত্রি থেকেই শুরু হল বলশেভিক সংগঠনগুলির ওপরে ফৌজী হামলা। ৫ই ভোরবেলা প্রাভদার সম্পাদকীয় দপ্তর ও তার ছাপাখানা তছনছ করে দিয়ে গেল মিলিটারি ক্যাডেটরা। ৬ই জুলাই অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করলেন লেনিন, জিনোভিয়েফ, কামেনেফ, লুনাচারস্কি ও আরো অনেকের নামে। ক্শেসিনস্কায়া প্রাসাদে বলশেভিকদের সদর-দপ্তর দখল করে বসল সরকারী ফৌজ।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল লেনিনের বিরুদ্ধে কুৎসা-প্রচারের অভিযান। বলা হতে লাগল যে লেনিন হচ্ছেন জার্মানদের বেতনভুক গুপ্তচর। একদল লোকও পাওয়া গেল যারা লেনিনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দলিলপত্র সহ প্রমাণ করতে প্রস্তুত। এই দলের একজন হচ্ছে সেই আলেক্‌সিনস্কি, পুরনো আমলের ভ্‌পেরিয়দ-পন্থী ও এক সময়ে ডুমার ডেপুটি।

কিন্তু অভিযোগটি ছিল এত আজগুবি যে সোভিয়েতসমূহের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারলেন না।

লেনিন আত্মগোপন করতে বাধ্য হলেন। জারের আমলের মতো অস্থায়ী গভর্নমেণ্টের আমলেও গ্রেপ্তার এড়াবার জন্যে গোপন ঠিকানায় আশ্রয় নিতে হল তাঁকে। ঠিকানার পর ঠিকানা বদলে শেষপর্যন্ত এসে উঠলেন আলিলুয়েফ (স্তালিনের ভাবী শ্বশুর) নামে একজন বলশেভিক শ্রমিকের বাড়িতে। একই বাড়িতে জিনোভিয়েফও আত্মগোপন করেছিলেন।

৭ই জুলাই সকালে ক্রুপ্‌সকায়া ও মারিয়া দেখা করতে এলেন লেনিনের সঙ্গে। তাঁরা দেখলেন লেনিন যেন একটু বিচলিত। ভাবছেন, নিজের থেকেই গিয়ে আদালতে ধরা দেবেন। তাঁর ধারণা, আদালতে দাঁড়াতে পারলে তাঁর বিরুদ্ধে যে বীভৎস কুৎসাপ্রচার চলছে তার জবাব দেবার সুযোগ পাওয়া

যাবে। মারিয়া ভীষণভাবে আপত্তি জানালেন কিন্তু কোনো ফল হল না। ধরা দেবার জন্যে লেনিন নিজেকে এতখানি প্রস্তুত করে তুলেছিলেন যে ক্রুপ্‌সকায়াকে রীতিমতো বিদায়-সম্ভাষণ জানালেন ও বললেন, 'এই হয়তো আমাদের শেষ দেখা!'

লেনিন যদি ধরা দিতেন তাহলে হয়তো তাই হত। কিন্তু হয় নি। সন্ধের সময় লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে এলেন স্তালিন ও আরো কয়েকজন। স্তালিন ভীষণভাবে আপত্তি জানিয়ে বললেন, লেনিনকে হাতে পেলে ওরা কারাগার পর্যন্তও নিয়ে যাবে না, তার আগেই খুন করবে।

তবুও দুজন কমরেডকে পাঠানো হল পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের সভাপতির সঙ্গে কথা বলতে। তাঁর কাছে স্পষ্ট করে জানতে চাওয়া হল লেনিন যদি ধরা দেন তাহলে তাঁর প্রাণহানির আশঙ্কা আছে কিনা। তিনি কোনো আশ্বাস দিতে পারলেন না।

তখন চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে লেনিন কিছুতেই ধরা দেবেন না। আরো কয়েকটি ঘটনা থেকে বোঝা গেল স্তালিনের কথাই ঠিক, ধরা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই লেনিনকে খুন করা হত।

এদিকে পেত্রোগ্রাদে লেনিনের সন্ধানে যত্রতত্র খানাতল্লাশি চালানো হচ্ছে। লেনিনের সঙ্গে চেহারার সামান্য সাদৃশ্য আছে, এমন লোকও রেহাই পাচ্ছে না। ৯ই জুলাই তারিখে বিরাট একদল সেপাই এসে হাজির আনা ও তাঁর স্বামী মার্ক দিমোফেয়েভিচ এলিজারফের ফ্ল্যাটে খানাতল্লাশি চালাতে। এই প্রথম নয়, আগেও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এবারে গোটা বাড়ি তছনছ করে বাড়িসুদ্ধু লোককে (আনা; আনার স্বামী, ক্রুপ্‌সকায়া ও একজন পরিচারিকা) গারদে ধরে নিয়ে যাওয়া হল। শেষপর্যন্ত অবশ্য ছাড়া পেলেন কিন্তু অনেক হেনস্তার পরে।

পেত্রোগ্রাদে থাকা লেনিনের পক্ষে আর মোটেই নিরাপদ নয়। তখন কেন্দ্রীয় কমিটি লেনিনের জন্যে অন্য একটি আস্তানা ঠিক করলেন। জায়গাটির নাম রাজলফ, ফিনল্যাণ্ডের সীমান্তের কাছে। সেখানে লেনিনের থাকার জায়গা হল ইয়েমেলিয়ানফ নামে একজন বলশেভিক শ্রমিকের বাড়িতে।

৯ই জুলাই সন্ধে থেকেই লেনিন যাত্রার জন্যে তৈরি হতে লাগলেন। দাড়ি কামিয়ে ফেললেন, জুলপি ছাঁটলেন, গায়ে চাপালেন বাদামী লাল ওভারকোট, মাথায় ছাইরঙা ক্যাপ। তাঁকে দেখাচ্ছিল ফিনল্যাণ্ডের একজন চাষীর মতো।

রাত এগারোটার সময়ে বাড়ি থেকে বেরোলেন, সঙ্গে স্তালিন ও আলিলুয়েফ। স্টেশনের কাছে ইয়েমেলিয়ানফ হাজির ছিলেন। লেনিনকে নিয়ে তিনি শেষ ট্রেন ধরলেন। যাত্রা নির্বিঘ্নেই শেষ হল।

জিনোভিয়েফও আশ্রয় নিলেন এই একই ঠিকানায়।

থাকার জায়গা হল একটা গোলাঘরের মাচায়। শোবার ব্যবস্থা হল খড়ের গাদার ওপরে।

রাজলফ হচ্ছে পেত্রোগ্রাদের মধ্যবিত্তদের বেড়াতে আসার জায়গা। গ্রীষ্মকালে তাদেরই ভিড়। তারা বলাবলি করতে লাগল লেনিন সম্পর্কে নানা মধ্যবিত্তসুলভ গালগল্প। লেনিন সারাটি দিন কাটান সেই মাচার ওপরেই। বাইরে বেরোলে লোকের চোখে পড়ে যেতে পারেন, এজন্যে খুব সাবধানে থাকতে হয়।

এদিকে গোয়েন্দা পুলিস লেনিনের খোঁজে পেত্রোগ্রাদের আশেপাশে গোটা এলাকা তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে। রাজলফেও তারা ঢুঁ মেরে গেল। ক্রমেই অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে দেখে লেনিন ও জিনোভিয়েফকে নিজের বাড়িতে রাখতে ইয়েমেলিয়ানফ আর ভরসা পেলেন না। একটা নিরাপদ জায়গা ঠিক করতে গিয়ে তিনি স্টেশন থেকে পাঁচ-ছ' কিলোমিটার দূরে রাজলফ লেকের ধারে ঘন জঙ্গলের মধ্যে জলাভূমিতে একটি ঘাসের জমি ভাড়া নিলেন।

লেনিন ও জিনোভিয়েফকে নৌকো করে লেক পার করানো হল। গাছের ডাল পুঁতে আর খড়ের ছাউনি দিয়ে বানানো হল আস্তানা। পাশে ছিল একটা খড়ের গাদা। রাতে খুব শীত পড়লে এই খড়ের গাদা হত শোবার ঘর। এমনি একটা আস্তানায় ঠাঁই নিয়ে লেনিন ও জেনোভিয়েফকে ভান করতে হল যেন তাঁরা ফিনদেশীয় ঘেসেড়া ঘাস কাটতে এসেছেন। একটা ঝোপের পাশে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে তৈরি হল লেনিনের পড়ার জায়গা। সেখানে থাকল দুটি গাছের গুঁড়ি—একটি হচ্ছে টেবিল, অপরটি চেয়ার। এই পড়ার ঘর থেকে খানিকটা দূরেই রান্নাঘর। গুল্‌তির আকারের দুটি গাছের ডাল মাটিতে পোঁতা, তার ওপরে লম্বালম্বি কয়েকটি গাছের ডাল আর এই ডালটি থেকে ঝুলছে খাবারের পাত্র। খাবার ও খবরের কাগজ পৌঁছে দিয়ে যেত ইয়েমেলিয়ানফের বৌ ও ছেলেরা।

টুরিস্টরা অনেক সময়ে ব্যাঙের ছাতা কুড়োতে লেক পার হয়ে জঙ্গলের

মধ্যে চলে আসত। লেনিন ও জিনোভিয়েফ সঙ্গে সঙ্গে ঘাস কাটতে শুরু করে দিতেন।

লেনিনকে ধরিয়ে দেবার জন্যে মোটা টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হল, গোয়েন্দা পুলিসের তৎপরতার আর শেষ নেই, টুরিস্টরা লেনিন সম্পর্কে নানা গালগল্প ছড়ায়, কিন্তু ফিনদেশীয় এই দুই ঘেসেড়াকে দেখে সবাই ভাবত একমাত্র ঘাস কাটা ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে এই দুই ঘেসেড়ার আগ্রহ নেই।

লেনিন কিন্তু এই অবস্থার মধ্যেও সুযোগ-সুবিধা করে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন, সাঁতার কাটতেন, মাছ ধরতে বসতেন।

রাজলফ লেকের ধারের এই আস্তানাটি সংরক্ষিত হয়েছে, ১৯১৭ সালে যেমন ছিল ঠিক সেই অবস্থায়। লেনিনগ্রাদের (১৯২৪ সাল থেকে পেত্রোগ্রাদের নতুন নাম) শ্রমিকরা এখানে একটি গ্রানাইট পাথরের ফলক বসিয়েছেন, তাতে লেখা: "এখানে বুর্জোয়াদের পিছু-ধাওয়া থেকে লুকোবার জন্যে, ১৯১৭ সালের জুলাই ও আগস্টে, গাছের ডাল দিয়ে তৈরি তাঁবুতে থেকেছিলেন অক্টোবর বিপ্লবের নেতা এবং 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' বইটি লিখেছিলেন। এই ঘটনার স্মৃতিতে আমরা এখানে একটি গ্রানাইটের তাঁবু তৈরি করেছি। লেনিনের নগরের শ্রমিকরা। ১৯২৭।"

এত অসুবিধের মধ্যে থেকেও লেনিন প্রচণ্ড পরিশ্রম ও প্রচুর লেখাপড়া করতেন, কয়েকজন কমরেডের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। এখানে থাকার সময়েই লেখেন তাঁর থিসিস 'রাজনৈতিক পরিস্থিতি', পুস্তিকা 'শ্লোগান প্রসঙ্গে' ও কয়েকটি প্রবন্ধ। এই সমস্ত লেখায় নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেন জুলাইয়ের ঘটনাবলীর পরবর্তী কালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং এই নতুন অবস্থায় পার্টির কৌশল।

লেনিন লেখেন, বিপ্লবের অগ্রগতি জুলাইয়ের ঘটনাবলীতে একটি মোড় নিয়েছে। প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়ারা নিজেদের সংগঠিত ও সংহত করতে পেরেছে এবং কার্যত রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা দখল করেছে। এই ক্ষমতা তারা তুলে দিয়েছে সমরবাদীদের একটা দলের হাতে। মেনশেভিকরা ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা বিপ্লবের উদ্দেশ্যের প্রতি পুরোপুরি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়াদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। তাদের নেতৃত্বে সোভিয়েতগুলি কার্যত সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিয়েছে সামরিক চক্রের হাতে

এবং বুর্জোয়া গভর্নমেন্টের অসহায় লেজুড়ে পরিণত হয়েছে। এ-অবস্থায় বিপ্লব শান্তিপূর্ণ পথে অগ্রসর হবে, এমন আশা আর নেই।

'শ্লোগান প্রসঙ্গে' পুস্তিকায় লেখেন, 'সোভিয়েতের হাতে সকল ক্ষমতা চাই!' এই আওয়াজ অল্প সময়ের জন্যে হলেও মুলতুবি রাখতে হবে। বিপ্লবের অগ্রগতি যখন শান্তিপূর্ণ পথে অগ্রসর হচ্ছিল সে-সময়ে (৪ঠা জুলাই পর্যন্ত) এই আওয়াজ সঠিক ছিল। তখনো পর্যন্ত রাষ্ট্রশক্তিতে ভারসাম্য ছিল, অস্থায়ী গভর্নমেন্ট ও সোভিয়েতের মধ্যে আপোসে রাষ্ট্রশক্তি ভাগাভাগি হয়েছিল। কিন্তু এখন আর এই আওয়াজ সঠিক নয়, কেননা সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও মেনশেভিক পার্টিগুলো সোভিয়েতের ওপরে আধিপত্য করছে এবং তার ফলে সোভিয়েত ব্যর্থ হয়েছে। এখন যদি ডাক দেওয়া হয় যে সোভিয়েতের হাতে রাষ্ট্রশক্তি তুলে দেওয়া হোক, তা হবে জনগণকে প্রতারণা করার সামিল।

লেনিন বলেন, তার মানে এই নয় যে বলশেভিক পার্টি সোভিয়েত ধরনের রিপাব্লিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরোধী। রুশ বিপ্লবের নতুন অভ্যুত্থান ঘটবে এবং সর্বক্ষমতাসম্পন্ন সোভিয়েতের আবির্ভাব হবে। এখনকার মতো সোভিয়েত নয়, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের আধিপত্যে যে-সোভিয়েত হয়ে উঠেছে বুর্জোয়াদের লেজুড়, এমন সোভিয়েত যা হবে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামের হাতিয়ার।

১৯১৭ সালের ২৬এ জুলাই থেকে ৩রা আগস্ট পর্যন্ত পেত্রোগ্রাদে অনুষ্ঠিত হল বলশেভিক পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেস। লেনিন উপস্থিত থাকতে পারলেন না কিন্তু তাঁর লেখা এই থিসিস ও প্রবন্ধগুলো হয়ে উঠল কংগ্রেসের আলোচনার ও সিদ্ধান্তের ভিত্তি। কংগ্রেসে সর্বসম্মতিক্রমে তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন।

জারতন্ত্র উৎখাত হবার পাঁচ মাস পরে বলশেভিকদের এই পার্টি কংগ্রেস। কিন্তু তবুও তার খবর গোপন করতে হল। সারা দেশ জুড়ে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে দমন-অভিযান চলছিল। এ-অবস্থায় বলশেভিকদের পক্ষে খোলাখুলি বেরিয়ে আসা কিছুতেই সম্ভব ছিল না।

কংগ্রেসের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি। দুটি বিষয়েই রিপোর্ট পেশ করেন স্তালিন। রিপোর্টের ভিত্তি ছিল লেনিনের থিসিস ও প্রবন্ধ, যার মূল কথা

হচ্ছে এই যে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও মেনশেভিক অধ্যুষিত সোভিয়েত বুর্জোয়াদের লেজুড়ে পরিণত হয়েছে, 'সোভিয়েতের হাতে সকল ক্ষমতা চাই!' এই আওয়াজ সাময়িকভাবে মুলতুবি রাখতে হবে, জুলাইয়ের দিনগুলির পরে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত, শান্তিপুর্ণ পথে বিপ্লব হওয়ার দিন শেষ, এখন ক্ষমতা দখল করতে হবে বলপ্রয়োগ করে, অস্থায়ী গভর্নমেণ্টকে উৎখাত করে।

ষষ্ঠ কংগ্রেসে পার্টির যে পথ তৈরি হল তা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথ।

ষষ্ঠ কংগ্রেসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ট্রটস্কি ও তাঁর অনুগামীদের পার্টিতে গ্রহণ করা। দিনকয়েক আগেই ট্রটস্কি খবরের কাগজে চিঠি লিখে প্রকাশ্যে বলশেভিক পার্টির প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছিলেন। ষষ্ঠ কংগ্রেসকে তাঁরা জানালেন যে বলশেভিক পার্টির সঙ্গে সকল বিষয়ে তাঁরা একমত, অতএব তাদের পার্টিতে নিয়ে নেওয়া হোক। কংগ্রেস এই অনুরোধ মঞ্জুর করল।

কংগ্রেসে প্রতিনিধি এসেছিলেন ২৮৫ জন। এ-সময়ে পার্টির সদস্য-সংখ্যা ছিল প্রায় ২,৪০,০০০। ৩রা জুলাইয়ের আগে পার্টির যখন বৈধ অস্তিত্ব ছিল, পার্টি-প্রকাশিত পত্রিকার মোট সংখ্যা ছিল ৪১। প্রতিনিধিদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে জেলাগুলিতে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের প্রভাব কমছে, শ্রমিকদের ও সৈনিকদের মোহভঙ্গ হচ্ছে, তাঁরা ক্রমেই বেশি সংখ্যায় ঝুঁকছেন বলশেভিক পার্টির দিকে।

সারা বছর ধরে ঘাস কাটা চলে না, তারও শেষ আছে। তার ওপরে শুরু হয়েছে শিকারীদের ভিড়। লেনিন ও জিনোভিয়েফের পক্ষে এভাবে থাকাটা আর নিরাপদ ছিল না। ওদিকে শহরে জোর গুজব যে লেনিন আশেপাশেই কোথাও আছেন। ফলে গোয়েন্দা পুলিস পেত্রোগ্রাদের শহরতলি এলাকা চষে বেড়াচ্ছে। এমনকি পুলিস-কুকুরের পর্যন্ত সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

অতএব লেনিন ও জিনোভিয়েফকে আরো নিরাপদ আস্তানায় সরানো দরকার। কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত করলেন, লেনিন ও জিনোভিয়েফের জন্যে ফিনল্যাণ্ডে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। ষষ্ঠ কংগ্রেসে প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন শটমান। তাঁর ওপরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার ভার দেওয়া

হল। তিনি পরামর্শ করলেন ফিনদেশীয় শ্রমিক বলশেভিক আইনো রাজার সঙ্গে।

তারপরে শটম্যান গেলেন লেনিন ও জিনোভিয়েফের কাছে। শেষপর্যন্ত স্থির হল যে স্থানীয় শ্রমিকের ছদ্মবেশে লেনিন ও জিনোভিয়েফ ফিনল্যাণ্ডের সীমান্ত পার হবেন। স্থানীয় শ্রমিকরা অনেকেই আসেন ফিনল্যাণ্ড থেকে, এজন্যে তাঁদের বিশেষ অনুমতি-পত্র দেওয়া হয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহজেই পাওয়া গেল। লেনিন ছদ্মবেশ নিতে গিয়ে দাড়িগোঁফ পরিষ্কার করে কামিয়ে ফেললেন ও একটি পরচুলা পরলেন। জিনোভিয়েফ দাড়ি গজালেন ও ঘন চুল ছোট করে ছেঁটে ফেললেন। দুজনের ছদ্মবেশী চেহারার ফটো নেওয়া হল ও ভুয়ো কাগজপত্রের ওপরে তা সেঁটে দেওয়া হল।

পরিকল্পনা ছিল এই রকম: লেনিনকে নিয়ে যাওয়া হবে ফিনল্যাণ্ড পর্যন্ত কিন্তু জিনোভিয়েফ তার আগেই ফিনদেশীয় এক শ্রমিকের বাড়িতে থেকে যাবেন। শটম্যান ও রাজা ফিনল্যাণ্ড পর্যন্ত সঙ্গী হবেন লেনিনের। ট্রেনের পথটুকু লেনিনকে পার হতে হবে সাধারণ যাত্রী হিসেবে নয়, ইঞ্জিনের ফায়ারম্যান হিসেবে। হুগো ইয়ালাভা নামে একজন ইঞ্জিন-ড্রাইভার এ-ব্যাপারে সাহায্য করতে সম্মত হলেন।

৮ই আগস্ট রওনা হবার দিন। শটমান ও রাজা ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত। লেনিন ও জিনোভিয়েফের ছদ্মবেশ এত নিখুঁত হয়েছিল যে রাজা পর্যন্ত দূর থেকে দেখে চিনতে পারলেন না।

দশ কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে পার হয়ে তবে স্টেশন। সোজা রাস্তায় যেতে সাহস হল না, ইয়েমেলিয়ানফের কথামতো জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সরু একটা রাস্তা ধরলেন। জঙ্গলের একদিকে আগুন জলছিল, এত ধোঁয়া যে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, চোখের সামনে কিছু দেখা যায় না। যে-দিকে ধোঁয়া আর বাতাস তার উল্টো দিক ধরতে গিয়ে তাঁদের ঢুকতে হল গভীর জঙ্গলের মধ্যে। খানিকটা দিশেহারার মতো। সামনে পড়ল একটা নদী। পোশাক ছাড়তে হল, পোশাক হাতে নিয়ে মাথার ওপরে তুলে ধরে নদী পার হলেন। আকাশের তারা দেখে দিক ঠিক রাখতে হচ্ছিল। পুবদিকে চলতে চলতে একসময়ে দূরে দেখা গেল ছড়ানো-ছিটনো কয়েকটা বাড়ি আর ছোট একটা রেলস্টেশন।

ইয়েমেলিয়ানফকে পাঠানো হল অবস্থাটা কি রকম তা একটু বুঝে আসতে।

তিনি গিয়ে একেবারে পড়লেন পাহারাদার পুলিসের খপ্পরে ও সারারাত আটক রইলেন। লেনিন, জিনোভিয়েফ, শটমান ও রাজা গা-ঢাকা দিলেন একটা খাদের মধ্যে।

একটু পরে শটমান গেলেন ট্রেনের খোঁজ করতে। তাঁকেও আটক করা হল।

লেনিন, জিনোভিয়েফ ও রাজা তখনো সেই খাদের মধ্যে। এমন সময়ে শোনা গেল ট্রেনের বাঁশি। ট্রেনটা স্টেশনে এসে থামল। স্টেশনে তেমন স্পষ্ট আলো ছিল না, লেনিন জিনোভিয়েফ ও রাজা একছুটে পিছনের একটা কামরায় গিয়ে উঠলেন।

উদেল্‌নায়া পর্যন্ত আর কোনো বিপত্তি ঘটল না। সেখানে নেমে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে হেঁটে তাঁরা গিয়ে উঠলেন ফিনদেশীয় শ্রমিক কাল্‌স্কের বাড়িতে। রাজার স্ত্রী তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। রুটি খেয়ে মেঝের ওপরে খবরের কাগজ বিছিয়ে লেনিন ও জিনোভিয়েফ যখন ঘুমোবার আয়োজন করলেন তখন ভোর চারটে। শটমান এসে গেলেন একটু পরেই।

পরদিন আবার যাত্রা শুরু। জিনোভিয়েফ থেকে গেলেন, এবারে লেনিন একা, সঙ্গী শটমান ও রাজা। সোনালী চুলের পরচুলা পরা পরিষ্কার দাড়ি গোঁফ কামানো মানুষটিকে দেখে খাঁটি ফিনদেশীয় বলেই মনে হচ্ছিল।

এবারের যাত্রায় লেনিনকে গিয়ে দাঁড়াতে হল ইঞ্জিনের ফুটবোর্ডে। ইয়ালাভার সহকারী ফায়ারম্যান তিনি। আস্তিন গুটিয়ে চুল্লীর মধ্যে কাঠের টুকরো ফেলে চললেন।

এক-একটা স্টেশনে ট্রেন থামে আর শটমান ও রাজা লাফিয়ে নেমে এসে ইঞ্জিনটা দেখে যান।

ট্রেন এসে থামল বেলো-অস্ত্রোফ স্টেশনে। সীমান্তের এই স্টেশনে কুড়ি মিনিট ট্রেন থামে আর কাগজপত্র পরীক্ষা করা হয়।

ট্রেনটাকে দাঁড় করিয়েই ইয়ালাভা করলেন কি, ইঞ্জিনটাকে ট্রেন থেকে খুলে নিয়ে সোজা চলে গেলেন জলের পাম্পের কাছে। ট্রেনে যতোক্ষণ ধরে কাগজপত্র পরীক্ষা হতে লাগল ইয়ালাভা ততোক্ষণ ধরে ইঞ্জিনের ট্যাংকে জল ভরতে লাগলেন। ফিরে এলেন ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টার ঠিক আগে। মিনিট পনেরোর মধ্যেই নিশ্চিন্ত নিরাপদ ফিনল্যাণ্ডের এলাকা। তেরিওকি পৌঁছে দেখা গেল লেনিনকে স্টেশন থেকে চোদ্দ মাইল দূরের একটা গ্রামে নিয়ে যাবার জন্যে ঘোড়া তৈরি।

গ্রামের নাম ইয়ালকালা। এখানে এসে লেনিন উঠলেন পারভিয়ানেন নামে একজন শ্রমিকের বাড়িতে।

কয়েকটা দিন এখানেই কাটল লেখাপড়ার ব্যস্ততার মধ্যে। তারই মধ্যে অবসর সময়ে গৃহস্বামীকে বাগানের কাজে সাহায্য করেন, ব্যাঙের ছাতা সংগ্রহ করতে জঙ্গলে যান, কাফি লেকে স্নান করেন, দাঁড় টানেন ও মাছ ধরতে বসেন আর পারভিয়ানেনের বাড়ির বাচ্চাদের সঙ্গে মাতামাতি করেন। বাচ্চাদের সঙ্গ লেনিনের সবসময়েই ভালো লাগে।

কিন্তু ইয়ালকালাও খুব একটা নিরাপদ জায়গা ছিল না। শটমান চলে গিয়েছিলেন হেলসিঙ্কিতে আরো নিরাপদ জায়গার সন্ধানে। ফিনল্যাণ্ডের আইন-সভার একজন সদস্যের সহায়তায় ব্যবস্থাও হয়ে গেল। জায়গাটির নাম হেলসিঙ-ফোর্স। যাঁর বাড়িতে এসে লেনিন উঠলেন তিনি হচ্ছেন হেলসিঙ্কির পুলিস কমিশনার। লেনিনের পক্ষে এর চেয়ে নিরাপদ জায়গা আর কী হতে পারে!

পেত্রোগ্রাদের সঙ্গে যোগাযোগ হতেও দেরি হল না। ইঞ্জিন ড্রাইভার ইয়ালাভা থাকতেন ভাইবর্গে, ক্রুপ্‌সকায়া যে ফ্ল্যাটে থাকতেন তার কাছাকাছি। তাঁরই মারফত যোগাযোগ হল।

পুলিস কমিশনার রোভিও রোজ সন্ধেবেলা স্টেশনে আসতেন, মেলট্রেনে পেত্রোগ্রাদের পত্রিকা এসে পৌছত, সমস্ত পত্রিকা কিনে আনতেন লেনিনের জন্যে। লেনিন সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পত্রিকা পড়ে ফেলতেন, তারপরে অনেক রাত পর্যন্ত প্রবন্ধ লিখতেন। পরদিন সকালে প্রবন্ধগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হত পেত্রোগ্রাদে।

কেউ জানত না লেনিন কোথায় আছেন, কিন্তু নিয়মিত তাঁর প্রবন্ধ পাওয়া যেত 'প্রোলেতারি' ও 'রাবোচি'-র পৃষ্ঠায় ('প্রাভদা'-র ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি হবার পরে বলশেভিকরা যে-দুটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন)। ছাপার হরফে এই প্রবন্ধগুলো সবাইকে এ-খবরও জানিয়ে দিত যে লেনিন ঠিক জায়গাটিতেই আছেন ও নিরাপদে আছেন।

ভুয়ো পরিচয়-পত্র নিয়ে ক্রুপ্‌সকায়া দু-বার এসেছিলেন হেলসিঙফোর্সে লেনিনের কাছে। লেনিন খুবই খুশি হয়েছিলেন।

এই ফিনল্যাণ্ডে থাকার সময়েই লেনিন তাঁর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা শেষ করেন। একটি হচ্ছে 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব'। এই বইটি লেখার জন্যে মালমশলা সংগ্রহ করেছিলেন রাজলফে থাকার সময়ে। নোট বইটি সঙ্গেই ছিল। তারই ভিত্তিতে ১৯১৭ সালের আগস্ট ও সেপ্‌টেম্বরে রচনা শেষ করেন।

রাষ্ট্র হচ্ছে এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে দমন করার যন্ত্র। কিন্তু বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের মতে রাষ্ট্রের স্থান শ্রেণীর উর্ধ্বে, সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থের মধ্যে সমন্বয়সাধন করাটা রাষ্ট্রের কাজ। আসলে এসব তত্ত্ব হচ্ছে শোষণকারী শ্রেণীর শাসনের পক্ষে ওকালতি। মার্কসের শিক্ষা অনুসারে রাষ্ট্রকে কী চোখে দেখতে হবে তার একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুবিন্যস্ত বিশ্লেষণ উপস্থিত করলেন লেনিন তাঁর এই বইয়ে।

ব্যক্তিগত মালিকানা শুরু হবার পরে সমাজ যখন পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায় সে-সময়েই রাষ্ট্রের উদ্ভব। শুধু দাস-সমাজে নয়, শুধু সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজে নয়, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজেও রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রমজীবী জনগণকে শোষণ করার হাতিয়ার। সাম্রাজ্যবাদের যুগে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র—'বুর্জোয়াদের একনায়কত্ব'—আরো অনেক তীব্র।

প্রোলেতারিয়েতেরও চাই রাষ্ট্রশক্তি, শক্তির কেন্দ্রীভূত সংগঠন, বল-প্রয়োগের সংগঠন—যাতে শোষণকারীর প্রতিরোধ চূর্ণ করা যায় ও সমাজ-তান্ত্রিক অর্থনীতি রূপায়ণের কাজে বিশাল জনগণকে নেতৃত্ব দেওয়া যায়। এক্ষেত্রে মার্কসবাদের মূলকথা হচ্ছে প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্ব। শুধু শ্রেণী-সংগ্রামকে স্বীকার করাটাই যথেষ্ট নয়, সেই স্বীকৃতিকে নিয়ে যেতে হবে প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বে—তবেই প্রকৃত মার্কসবাদী হওয়া যায়।

লেনিন বললেন, পুঁজিতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের রাজনৈতিক চেহারাটি নানা ধরনের ও বিচিত্র ধরনের হতে পারে কিন্তু অবশ্যম্ভাবী রূপেই মূল কথাটি সর্বত্র একই: প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্ব।

এই বইয়ে লেনিন আরো একবার কাউটস্কির সুবিধাবাদী চেহারাটি তুলে ধরলেন। মার্কসের শিক্ষায় রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণা কাউটস্কির মতো সুবিধা-বাদীরা কি ভাবে বিকৃত করেছে তা বিশ্লেষণ করে দেখালেন।

১৯১৭ সালের শরৎকালে, যুদ্ধ যখন চতুর্থ বছরে পড়েছে, রুশদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই সংকটজনক হয়ে দাঁড়াল। রেল-চলাচল বিপর্যস্ত, কারখানায় কারখানায় কাঁচামাল ও কয়লার যোগান অনিয়মিত, ধাতু ও কয়লার উৎপাদন ভয়াবহ রকমের হ্রাসপ্রাপ্ত। এই বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে অনিবার্যভাবেই একটা দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি তৈরি হতে লাগল।

বুর্জোয়ারা কিন্তু এই দুর্ভিক্ষের অবস্থাই চাইছিল। তাদের আশা, দুর্ভিক্ষ যতোই ঘনিয়ে আসবে ততোই সোভিয়েতগুলো ধ্বংস হবে, ততোই বুর্জোয়া ও জমিদারদের ক্ষমতা বাড়বে। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে বিপ্লব শ্বাসবদ্ধ হয়ে মারা পড়বে। তখন তারা ইচ্ছে করে কারখানার উৎপাদনে আরো সংকট পাকিয়ে তুলল, কারখানাগুলোকে একে একে বন্ধ করে দিতে লাগল ও শ্রমিকদের ঠেলে দিল বেকারির দিকে।

১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরে পেত্রোগ্রাদে ও মস্কোয় রুটির রেশন বরাদ্দ ছিল দৈনিক ২০০ গ্রাম। ময়দা যা মজুদ ছিল তাতে বড়ো জোর দশ দিন চলতে পারত। শহরের ও গ্রামের লক্ষ লক্ষ মানুষকে দুর্ভিক্ষ গ্রাস করছিল।

ফ্রন্টের পরিখায় পরিখায় এক কোটি সৈনিকের অবস্থাও চরম দুর্দশাগ্রস্ত।

সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও মেনশেভিক মন্ত্রীদের এমন সাহস ছিল না যে বুর্জোয়াদের মুনাফায় হাত দেয়, বরং তারা সর্বপ্রকারে বুর্জোয়াদেরই সাহায্য করতে থাকে।

প্লেখানফ এসে দাঁড়িয়েছিলেন এই মেনশেভিকদের মধ্যেও সবচেয়ে দক্ষিণ পন্থী অবস্থানে। তাঁর মতে, রুশদেশে একটা পুঁজিতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটছে। কাজেই এ সময়ে—দেশে যখন একটা পুঁজিতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটেছে—শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে ক্ষমতা দখল করাটা হবে একান্ত অনুচিত কাজ। প্লেখানফ বললেন, "নিজেদের স্বার্থের ক্ষতি হোক—শ্রমিকশ্রেণী যদি তা না চায়, নিজেদের স্বার্থের ক্ষতি হোক—বুর্জোয়ারা যদি তা না চায়, তাহলে উভয় শ্রেণীরই উচিত আন্তরিকতার সঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতৈক্যের পথ অনুসন্ধান করা।"

এ সেই প্লেখানফ যিনি একসময়ে রুশদেশে মার্কসবাদ প্রচারের জন্যে অনেক কিছু করেছিলেন। ১৯১৭ সালের বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে মার্কসবাদের প্রয়োগ করতে তিনিই ব্যর্থ হলেন। বিপ্লবের পথ থেকে তিনি বাতিল হয়ে গেলেন।

জুলাই মাসের ৮ তারিখে প্রিন্স ল্ভোভ পদত্যাগ করলেন। কেরেনস্কি হলেন প্রধানমন্ত্রী। মাত্র চারদিন আগে জুলাই অভ্যুত্থান ঘটে গিয়েছে, কিন্তু সফল হতে পারে নি। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট

যদি শুধু বলশেভিকদের নির্মূল করতে পারেন তাহলেই তাঁরা পুরোপুরি নিরাপদ।

বলশেভিক নির্মূলীকরণের কাজে কেরেনস্কির দোসর হলেন রুশ সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল কর্নিলফ। আবার এই কর্নিলফকেই সর্বাধিনায়কত্ব থেকে পদচ্যুত করতে হল কেরেনস্কিকেই। ঘটনাটা এই রকম :

জেনারেল কর্নিলফ রুশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হয়েছিলেন আগস্ট মাসের শেষদিকে। কেরেনস্কির ধারণা হয়েছিল যে ফ্রন্টের সৈন্যদের মনোবল ফিরিয়ে আনতে হলে ও দেশের ভিতরকার বিশৃঙ্খলা দূর করতে হলে কর্নিলফের মতো একজন জবরদস্ত মানুষের হাতে সমস্ত ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া চাই।

জেনারেল কর্নিলফ সর্বাধিনায়ক হয়েই স্থির করলেন, সৈন্যবাহিনীকে যদি ঠিক রাখতে হয় তাহলে প্রভাব খর্ব করা দরকার সোভিয়েতের ও পেত্রোগ্রাদ বলশেভিকদের। বিরাট সৈন্যবাহিনী তিনি মোতায়েন করলেন পেত্রোগ্রাদে ও মস্কোতে। উদ্দেশ্য, শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলিকে ছত্রখান করা ও বলশেভিকদের—লেনিন যাদের "পাণ্ডা" জার্মানির সেই "সমর্থক ও গুপ্তচরদের" খতম করা।

এই সময়ে মস্কোতে একটি সমাবেশ ঘটে গেল যার নাম সারা রুশ রাষ্ট্রসভা। সভার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন কেরেনস্কি, তবে মার্তোফের নেতৃত্বে বামপন্থী মেনশেভিকরা ও বলশেভিকরা ছাড়া আর সকলেই ছিলেন এই সভার সমর্থক। প্লেখানফ এই সভায় যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা যে কোনো মার্কসবাদীর পক্ষে অগৌরবের। তাঁর মতে, বিপ্লব ও শ্রেণী-সংগ্রামের আপাতত কোনো প্রয়োজন নেই, "বণিক ও শিল্পপতি শ্রেণীর" সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলাটাই এখন সকলের কর্তব্য।

বণিক, শিল্পপতি, জমিদার, ব্যাঙ্কমালিক ইত্যাদি শ্রেণীর লোকের কাছে কেরেনস্কি রাতারাতি হয়ে উঠলেন স্বনামধন্য পুরুষ। এই সভার আসল সংগঠকও ছিল তারাই ; জেনারেল কর্নিলফের বলশেভিক-বিরোধী অভিযানে মদত দেওয়াই ছিল সভার আসল উদ্দেশ্য।

মস্কোতে সভার অধিবেশন যেদিন বসল বলশেভিক পার্টির ডাকে মস্কোর শ্রমিকশ্রেণী চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে প্রতিবাদ ধর্মঘট করলেন। চারলক্ষেরও অধিক শ্রমিক সামিল হলেন এই ধর্মঘটে।

রাষ্ট্রসভার অধিবেশন শুধু কয়েকটি বক্তৃতার মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। শ্রমিকদের দৃঢ়তার সামনে এই সভার কার্যকর ফল কিছু পাওয়া গেল না।

তারপরে এক সপ্তাহের মধ্যেই ঘটে গেল পর-পর কয়েকটি ঘটনা।

জার্মানরা রিগা দখল করল, ফলে অবরুদ্ধ হবার আশঙ্কা দেখা দিল রাজধানী পেত্রোগ্রাদের। কর্নিলফ চাইলেন পেত্রোগ্রাদের বাহিনীকে সরাসরি নিজের অধীনে নিয়ে আসতে। কিন্তু কেরেনস্কি গররাজী, তিনি সৈন্য তলব করে পাঠালেন পেত্রোগ্রাদে সামরিক আইন বলবৎ করবার জন্যে, "বিশেষ করে বলশেভিকদের আক্রমণ" থেকে অস্থায়ী গভর্নমেণ্টকে বাঁচাবার জন্যে। কর্নিলফ দাবি তুললেন যে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করুক এবং সামরিক ও অসামরিক সমস্ত কর্তৃত্ব সর্বাধিনায়কের হাতে তুলে দেওয়া হোক। এই ঘটনার দু-দিনের মধ্যেই কেরেনস্কি কর্নিলফকে বরখাস্ত করলেন। কর্নিলফ পাল্টা জবাব দিলেন পেত্রোগ্রাদের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী চালনা করে। আর ঠিক এমনি সময়ে পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের ডাকে শ্রমিকরা রুখে দাঁড়ালেন। রেল-শ্রমিকরা জবাব দিলেন কর্নিলফের সৈন্যবাহী ট্রেন চালাতে অস্বীকার করে, টেলিগ্রাফ অপারেটররা জবাব দিলেন কর্নিলফের বার্তা না পাঠিয়ে। কর্নিলফের অভিযান ব্যর্থ হল।

কেরেনস্কি কর্নিলফকে গ্রেপ্তার করলেন। আর সেই দিনই পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতে—যেখানে এতদিন সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের সংখ্যাধিক্য ছিল—বলশেভিকদের একটি প্রস্তাব মঞ্জুর হয়ে গেল।

তারিখটি ছিল ৩১এ আগস্ট (১৩ই সেপ্টেম্বর), পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েত যেদিন বলশেভিকদের প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিল। পাঁচদিন পরে মস্কো সোভিয়েতও। পেত্রোগ্রাদ ও মস্কো সোভিয়েতে বলশেভিকদের বিজয়ের পরে অন্যান্য শহরের সোভিয়েতগুলিতেও ক্রমে ক্রমে একই লক্ষণ প্রকাশ পেল। লেনিন লিখলেন, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা ও মেনশেভিকরা সোভিয়েত-গুলোকে (বিশেষ করে পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েত ও সারা-রুশ সোভিয়েত বা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটিকে) করে তুলেছিল শুধু অকাজের কথা বলার জায়গা কিন্তু কর্নিলফ ঘটনার "তাজা বাতাস" ঝড়ের মতো এসে যা-কিছু পচা-বাসি সমস্তই উড়িয়ে নিয়ে গেছে। জাগিয়ে দিয়ে গেছে বিপ্লবী জনগণের উদ্যোগ যা "মহিমান্বিত, শক্তিশালী ও অপরাজেয়।"

পরদিন ১লা সেপ্‌টেম্বর লেনিন প্রবন্ধ লিখলেন, 'আপোস প্রসঙ্গে'। বললেন, বলশেভিকরা যে কোনো রকমের আপোসের বিরোধী—কথাটা ঠিক নয়। প্রকৃত বৈপ্লবিক পার্টি "কখনোই ঘোষণা করে না যে আপোস অসম্ভব।" আপোস করতেই হয় কিন্তু নীতি ও শ্রেণীর প্রতি বিশ্বস্ততা বিসর্জন দিয়ে নয়।

এই বিশেষ ক্ষেত্রে আপোস হবে এই রকম: বলশেভিকরা গভর্নমেণ্টে যোগ দেবার দাবি তুলবে না, প্রোলেতারিয়েত ও সবচেয়ে গরীব কৃষকদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করার দাবিও তুলবে না, কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে সোভিয়েতগুলির কাজকর্মে, বলশেভিকদের মতামত প্রচারে।

লেনিন বললেন, শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের সুযোগ ইতিহাসে বড়ো একটা আসে না, যদি আসে তা একবারই আসে। বিপ্লবী বলশেভিকদের উচিত এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা।

কিন্তু দু-দিন পরেই ৩রা সেপ্‌টেম্বর তারিখে একই প্রসঙ্গের জের টেনে লিখলেন, "আপোস করার পক্ষে সম্ভবত খুবই দেরি হয়ে গিয়েছে।" শান্তিপূর্ণ পথে চলার ক্ষণস্থায়ী দিনগুলিও সম্ভবত বিগত।

পরের দু-সপ্তাহে আরো কয়েকটি প্রবন্ধ লিখলেন: 'বিপ্লবের একটি মৌল সমস্যা', 'রুশ বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধ' ও 'বিপ্লবের কর্তব্য'। প্রবন্ধগুলোতে আলোচনা করলেন মার্কসবাদী পার্টির পক্ষে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: বিপ্লব শান্তিপূর্ণ হবে, না, সশস্ত্র? প্রোলেতারিয়েত রাষ্ট্র-শক্তি দখল করবে শান্তিপূর্ণ পথে, না, সশস্ত্র পথে?

সেপ্‌টেম্বর মাসের শেষদিকে পত্রপত্রিকায় আলোচনা হতে লাগল বলশেভিকদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া চলে কিনা। ক্যাডেট থেকে শুরু করে মেনশেভিক পর্যন্ত সকলেই একবাক্যে রায় দিলেন যে বলশেভিকরা "বীর শুধু মুখের কথায়।" লেনিন প্রবন্ধ লিখলেন—'বলশেভিকরা কি রাষ্ট্রক্ষমতা বজায় রাখতে পারে?' বললেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের ভয় দেখাবেন না, ভয় দেখিয়ে লাভ নেই!" প্রোলেতারিয়েত এই মুহূর্তেই ক্ষমতা হাতে নিতে রাজী, প্রোলেতারিয়েত ক্ষমতায় এলে জনগণের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ সৃষ্টি হবে, শ্রমজীবী জনগণ যখন দেখবেন যে তাঁরা কাজ করছেন নিজেদের লাভের জন্যে, পুঁজিপতি ও জমিদারদের লাভের জন্যে নয়, তখন তাঁরা অসম্ভবকেও সম্ভব করে তুলবেন।

অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট জুন মাসেই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে সর্বজনীন ভোটাধিকার ও সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে একটা গণ-পরিষদ গঠন করা হবে। সাধারণ নির্বাচনের দিন স্থির হয়েছিল ১২ই নভেম্বর। কিন্তু ইতিমধ্যে সোভিয়েতগুলিতে বলশেভিকদের প্রভাব বাড়তে দেখে তিনি প্রমাদ গুণলেন। সোভিয়েতের ভিতরকার শক্তির সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতেই হবে, নইলে সংকট ঠেকানো যাবে না—একথা বুঝতে পেরে তিনি একটা সম্মেলন ডাকলেন মধ্যবর্তী সময়ের জন্যে একটি প্রাথমিক সংসদ বা প্রি-পার্লামেণ্টের আয়োজন করার জন্যে। সম্মেলনটি বসল পেত্রোগ্রাদে ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে। যোগ দিলেন সকল সোভিয়েত, জেম্স্তভো, ট্রেড-ইউনিয়ন, সমবায় সমিতি ইত্যাদি। ১৩৬ জন প্রতিনিধি নিয়ে বলশেভিকরাও যোগ দিলেন।

লেনিনের কাছে খবর পৌঁছতে তিনি একটি কড়া চিঠি পাঠালেন কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে: "বলশেভিকদের পুরো দলটিকে আপনারা যদি এই মুহূর্তে কারখানায় কারখানায় ছড়িয়ে না দেন তাহলে আপনারা হবেন বিশ্বাসঘাতক ও স্কাউণ্ড্রেল।" লেনিন বললেন, এই তথাকথিত গণতান্ত্রিক সম্মেলন ডাকা হয়েছে বিপ্লবের উত্তাল ঢেউ থেকে জনগণের মনোযোগ সরিয়ে নেবার জন্যে, সোভিয়েতগুলোকে বুর্জোয়াদের লেজুড় করার জন্যে। লেনিনের মতে সম্মেলনে বলশেভিকদের যোগ দেওয়াটা "ভুল" হয়েছে।

কেন্দ্রীয় কমিটি লেনিনের চিঠি পেয়ে প্রি-পার্লামেণ্ট বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু চিঠির ভাষা ছিল এতই কড়া যে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরাও গোড়ায় খানিকটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। বুখারিন লিখছেন, "কেন্দ্রীয় কমিটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত করেন যে কমরেড লেনিনের চিঠিটি পুড়িয়ে ফেলা হবে। আমাদের পার্টির ইতিহাসে এ-ধরনের ঘটনা সম্ভবত আর কখনো ঘটে নি।"

সম্মেলন চলল ২২এ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। সম্মেলনে অস্থায়ী গভর্নমেণ্টের প্রতি আস্থা জানানো হল ও প্রি-পার্লামেণ্ট গঠনের প্রস্তাব অনুমোদিত হল।

সম্মেলনের আস্থা-প্রস্তাবে কেরেনস্কি সম্ভবত জোর পেয়েছিলেন। ২৫এ সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি তাঁর মন্ত্রিসভা ঢেলে সাজলেন। তবে এই শেষবার। অস্থায়ী গভর্নমেণ্টের আয়ু ছিল আর মাত্র একমাস। মন্ত্রিসভা ঢেলে সাজার আর কোনো সুযোগ কেরেনস্কি পান নি।

এই ২৫এ সেপ্টেম্বর তারিখেই পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন ট্রটস্কি। বিদায়ী চেয়ারম্যান মেনশেভিক নেতা চ্খাইদ্জে, মেনশেভিক নেতা ৎসেরেতেলি ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি নেতা গোৎস পদত্যাগ করলেন সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী থেকে।

এই খবর লেনিনের কাছে পৌছতে তিনি মনস্থির করে ফেললেন। বিপ্লবের তরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠেছে, আর দূরে থাকা চলে না। পেত্রোগ্রাদে তাঁকে ফিরতেই হবে।

কিন্তু সীমান্তে তখনও কড়া পাহারা। লেনিনের নিরাপত্তার কথা ভেবে কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত করলেন লেনিন যেন এখনই পেত্রোগ্রাদে ফিরে না আসেন।

লেনিন কিন্তু এই সিদ্ধান্ত পুরোপুরি মানলেন না। বিপ্লবের মধ্যে ফিরে যাবার জন্যে তিনি তখন অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। রোভিওকে বললেন একটি পরচুলা যোগাড় করে দিতে ও ভাইবর্গে একটি জায়গা ঠিক করে দিতে। সেপ্টেম্বর শেষ হবার আগেই হেলসিঙফোর্স ছেড়ে এসে আশ্রয় নিলেন ভাইবর্গে।

শটমান দেখা করতে এলে লেনিন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, পেত্রোগ্রাদে তাঁর ফিরে যাওয়াতে কেন্দ্রীয় কমিটির আপত্তি কেন?

শটমান বললেন, 'কমরেড লেনিন, আপনি যাতে ধরা না পড়েন সেজন্যে।'

ভেস্টের দুই পকেটে দুই বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে লেনিন অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন।

সঠিক তারিখ সম্পর্কে মতভেদ আছে, তবে সাত তারিখের পরে নয়, সেইদিন কিংবা তার আগে লেনিন ফিরে এসেছিলেন পেত্রোগ্রাদে। কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে একাধিক চিঠি দিয়েছিলেন পেত্রোগ্রাদে ফিরে যাবার অনুমতি পাবার জন্যে। ফিরেছিলেন একই ভাবে। সেই ছদ্মবেশ, ইয়ালাভা চালিত ইঞ্জিন। তবে এবারের সঙ্গী দুজন নয়, একা রাজা।

ক্রুপ্সকায়া আগে থেকেই একটা গোপন থাকার জায়গা ঠিক করে রেখেছিলেন (তাঁর সহকর্মিনী শ্রীমতী ফোফানোভার বাড়িতে)। উদেল্নায়া স্টেশনে নেমে সোজা সেই আস্তানায়।

এবারে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি। স্থির লক্ষ্য নিয়ে কাজে নামলেন লেনিন।

হেলসিঙফোর্সে থাকতেই একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন পেত্রোগ্রাদ ও মস্কো কমিটির কাছে। চিঠিতে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন কখন ও কি-ভাবে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটাতে হবে ও ক্ষমতা দখল করতে হবে।

"দুই রাজধানীতেই শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েতে সংখ্যাধিক্য লাভ করার পরে বলশেভিকরা এখন সরকারের ক্ষমতা হাতে তুলে নিতে পারে, অবশ্যই নেবে।"

দুই রাজধানীতেই সক্রিয় বিপ্লবীর সংখ্যা এত বেশি যে জনগণকে তাঁরা পক্ষে আনতে পারবেন, প্রতিপক্ষের প্রতিরোধ চূর্ণবিচূর্ণ করতে পারবেন, ক্ষমতা দখল করতে পারবেন ও তা বজায় রাখতে পারবেন। কেননা, "যদি এই মুহূর্তেই গণতান্ত্রিক শান্তির প্রস্তাব করা হয়, যদি এই মুহূর্তেই কৃষককে জমি দেওয়া যায়, কেরেনস্কি কর্তৃক বিধ্বস্ত গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলো ও স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহলে বলশেভিকরা এমন একটি গভর্নমেণ্ট সৃষ্টি করতে পারবেন যা কেউ উৎখাত করতে পারবে না।"

"বলশেভিকদের কি এখনই ক্ষমতা দখল করা উচিত?

হ্যাঁ এখনই, কেননা পেত্রোগ্রাদের পতন আসন্ন, সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি শতগুণ কঠিন হয়ে পড়বে।"

"আর কেরেনস্কি অ্যাণ্ড কোং যতোদিন সৈন্যবাহিনীর মাথায় ততোদিন পেত্রোগ্রাদের পতন রোধ করার ক্ষমতা আমাদের নেই।"

গণ-পরিষদের জন্যে অপেক্ষা করা?

কখনোই নয়। কেননা পেত্রোগ্রাদের পতন ঘটিয়ে "কেরেনস্কি কোম্পানি তো যে-কোনো সময়েই গণ-পরিষদ বানচাল করে দিতে পারে।"

কাগজে-কলমে বলশেভিকদের সংখ্যাধিক্য না হওয়া পর্যন্ত কি অপেক্ষা করা?

তা হবে অবোধপনা। বিপ্লব কখনো সংখ্যাধিক্য লাভ না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকে না। "কেরেনস্কি কোম্পানিও অপেক্ষা করছে না। তারা তৈরী হচ্ছে পেত্রোগ্রাদের পতন ঘটাতে।" গণতান্ত্রিক সম্মেলন কোনো জায়গাতেই স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। এ-ঘটনা মস্কো ও পেত্রোগ্রাদের

শ্রমিকদের অধৈর্য করে তুলবেই। "আমরা যদি এখন ক্ষমতা হাতে না নিই তাহলে ইতিহাস কখনো আমাদের ক্ষমা করবে না।"

"যন্ত্র তৈরী রয়েছে: সোভিয়েত ও গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলি। ঠিক এই মুহূর্তে, ব্রিটিশ ও জার্মানদের মধ্যে যখন পৃথক একটি চুক্তি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তার প্রাক্কালে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আমাদের অনুকূল। জাতিগুলির কাছে আমরা যদি এখন শান্তির প্রস্তাব করি তাহলে আমরাই জিতব।"

"মস্কো ও পেত্রোগ্রাদে ক্ষমতা দখল করতে হবে একই সঙ্গে।"

চিঠির শেষদিকে উল্লেখ করলেন কি-ভাবে শক্তি-বিন্যাস করতে হবে, কি-ভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো দখল করে নিতে হবে, কি-ভাবে যোগাযোগ রাখতে হবে ইত্যাদি।

দেরি করলে সর্বনাশ!—এই বলে চিঠি শেষ করলেন।

পেত্রোগ্রাদে ফিরে এসে ৮ই অক্টোবর তারিখে প্রবন্ধ লিখলেন—'একজন প্রত্যক্ষদর্শীর পরামর্শ'। এই প্রবন্ধে ও আরো কয়েকটি প্রবন্ধে মার্কস ও এঙ্গেলসের অভ্যুত্থান সম্পর্কিত বক্তব্যগুলোকে উপস্থিত করলেন একটি তত্ত্বের আকারে। বললেন, "সশস্ত্র অভ্যুত্থান হচ্ছে একটি বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক সংগ্রাম, যার আইনকানুনও বিশেষ ধরনের।" সশস্ত্র অভ্যুত্থানকে গ্রহণ করতে হবে একটি আর্ট হিসেবে এবং তার মৌল নিয়মগুলি এই: (১) অভ্যুত্থান নিয়ে কখনো খেলা করতে যেও না। শেষ পর্যন্ত যেতে পারবে, যাবেই, এটা খুব ভালোভাবে বুঝে নিয়ে অভ্যুত্থান করতে যেও। (২) চূড়ান্তনির্ধারক স্থানে ও চূড়ান্তনির্ধারক মুহূর্তে বেশ বড়োরকমের শক্তি সমাবেশ করো। নইলে শত্রুপক্ষ অভ্যুত্থানকারীদের ধ্বংস করবে, কেননা শত্রুপক্ষের প্রস্তুতি ও সংগঠন করার ক্ষমতা অনেক বেশি। (৩) অভ্যুত্থান শুরু হলে প্রচণ্ডতম দৃঢ়তা অবলম্বন করবে এবং অতি অবশ্যই আক্রমণাত্মক পথ ধরবে। সশস্ত্র অভ্যুত্থান আক্রমণাত্মক না হয়ে যদি আত্মরক্ষামূলক হয় তাহলে সেই অভ্যুত্থান খতম হতে বাধ্য। (৪) অভ্যুত্থান করতে চেষ্টা করবে এমন সময়ে যখন শত্রুপক্ষ অপ্রস্তুত এবং শত্রুপক্ষের শক্তি বিক্ষিপ্ত। (৫) প্রতিদিনে, সম্ভব হলে প্রতি ঘণ্টায়, সাফল্য অর্জন করে চলতে হবে, যতো সামান্য পরিমাণেই হোক, যাতে মনোবলের দিক থেকে উৎকর্ষ বজায় থাকে।

এই নিয়মগুলোকে মনে রেখে এবং রুশদেশের বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় রেখে লেনিন পরামর্শ দিলেন যে পেত্রোগ্রাদের ওপরে বলশেভিকদের আক্রমণ

গড়ে তুলতেই হবে। এই আক্রমণ হবে দ্রুত ও আকস্মিক, একই সঙ্গে ভিতর থেকে ও বাইরে থেকে, একই সঙ্গে শ্রমিক-এলাকা থেকে, ফিনল্যাণ্ড থেকে, রেভেল থেকে, ক্রোন্‌স্টাট থেকে। এই আক্রমণে সমাবেশ করতে হবে তিনটি প্রধান শক্তি : শ্রমিক, নাবিক, সৈনিক। আক্রমণ শুরু করার মুখে অবশ্যই দখল করে নিতে হবে টেলিফোন এক্‌সচেঞ্জ, টেলিগ্রাফ অফিস, রেলস্টেশন ও সর্বোপরি ব্রিজগুলো।

সশস্ত্র অভ্যুত্থান এই মুহূর্তেই! দেরি হলে সর্বনাশ!

১০ই অক্‌টোবর তারিখে বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটির গোপন অধিবেশনে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন লেনিন, উপস্থিত ছিলেন জিনোভিয়েফ, কামেনেফ, স্তালিন, ট্রটস্কি, স্‌ভের্দলভ ও আরো ছ'জন।

জুলাইয়ের দিনগুলির পরে অনেকেই লেনিনকে চোখে দেখেন নি। কিন্তু চোখের সামনে দেখেও ঠিক যেন চেনা যাচ্ছিল না। দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার ভাবে কামানো, মাথায় সাদাচুলের পরচুলা, মুখের চেহারাটাই অন্য রকম। টাকে হাত বোলানোর অভ্যেস লেনিনের কোনো কালে ছিল না কিন্তু এই অধিবেশনে দেখা গেল দু-হাত দিয়ে অনবরত মাথার চুল পাট করছেন। মানুষটিকে চেনা যাচ্ছিল শুধু তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে।

বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে গিয়ে লেনিন বললেন, রাজনৈতিক দিক থেকে জমি তৈরী, এই মুহূর্তে বলশেভিকদের ক্ষমতা দখল করতে হবে। গণ-পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা চলে না। সশস্ত্র অভ্যুত্থান এখনই, এই মুহূর্তে।

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তাব তুলতে গিয়ে বলশেভিক নেতাদেরও তীব্র সমালোচনা করলেন। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কথা উঠছে সেপ্‌টেম্বরের গোড়া থেকেই। অথচ বলশেভিক নেতাদের কাছে বিষয়টি তেমন গুরুত্ব পায় নি। লেনিন বললেন, এই উদাসীনতা বরদাস্ত করা চলে না।

লেনিনের প্রস্তাব নিয়ে তুমুল আলোচনা উঠল। দশঘণ্টা একটানা অধিবেশন চলার পরে প্রায় ভোরের দিকে লেনিনের প্রস্তাবের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। সর্বসম্মত নয়, কামেনেফ ও জিনোভিয়েফ বিরুদ্ধে ছিলেন, সম্ভবত আরো দু-একজন (ট্রটস্কি তাঁর স্মৃতিকথায় বিরোধীপক্ষের ভোটের

সংখ্যা দিয়েছেন পাঁচ কিংবা ছয়, কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেই বলছেন, 'সঠিক সংখ্যা আমার মনে নেই')।

১১ থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত লেনিন ব্যস্ত রইলেন কমরেডদের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনায়। বিশেষভাবে আলোচনা করলেন মস্কো পার্টির কমরেড পিয়াৎনিৎস্কির সঙ্গে। এই সমস্ত আলোচনার মধ্যে দিয়ে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের একটি পরিকল্পনা খাড়া করলেন।

১৬ই অকটোবর কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত অধিবেশন বসল। সভাপতিত্ব করলেন কালিনিন। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পক্ষে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব পেশ করে লেনিন বক্তৃতা দিলেন। এবারেও প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন জিনোভিয়েফ ও কামেনেফ। তাঁদের মতে, প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্তির তুলনায় বলশেভিকদের শক্তি খুবই কম, অতএব পার্টির উচিত গণ-পরিষদের অধিবেশন পর্যন্ত অপেক্ষা করা। স্তালিন, স্‌ভের্দলফ, কালিনিন ও আরো কয়েকজন জিনোভিয়েফ ও কামেনেফকে সমালোচনা করে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবের পক্ষে বক্তৃতা দিলেন। এই অধিবেশনেও আলোচনা চলল সারারাত্রি ধরে। এই অধিবেশনেও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পক্ষে সিদ্ধান্ত হল। সর্বসম্মত নয়—দুজন বিরুদ্ধে, চারজন ভোটদানে বিরত।

এই দুটি সভার পরে জোর কদমে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ব্যবস্থা করার জন্যে কেন্দ্রীয় কমিটি খাড়া করলেন একটি বৈপ্লবিক সামরিক কেন্দ্র (স্তালিন, স্‌ভের্দলফ ও আরো তিনজনকে নিয়ে) আর পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতে তৈরি হল বৈপ্লবিক সামরিক কমিটি। কেন্দ্র এই কমিটির অন্তর্ভুক্ত হল। আর শুধু পেত্রোগ্রাদে নয়, সারা দেশ জুড়ে তৈরি হল এমনি ধরনের বৈপ্লবিক সামরিক কমিটি। কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সারা দেশ জুড়ে শুরু হয়ে গেল প্রস্তুতি।

কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটির কয়েকজন সদস্য তখনো পর্যন্ত কিছুটা অনিশ্চিত মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছিলেন। লেনিন তাঁদের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করলেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সামরিক সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গেও একটি বৈঠক করে কিছু নির্দেশ দিলেন।

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি যখন পুরোদমে চলছে এমনি সময়ে, ১৮ই অকটোবর তারিখে, একটি কাণ্ড ঘটে গেল। আধা-মেনশেভিক পত্রিকা নোভায়া ঝিজ্‌ন' (নতুন জীবন)-এর প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে

কামেনেফ নিজের পক্ষ থেকে ও জিনোভিয়েফের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি দিয়ে বসলেন। বিবৃতিতে বললেন যে কেন্দ্রীয় কমিটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার সঙ্গে তাঁরা একমত নন। এই বিবৃতির ফলে কেন্দ্রীয় কমিটির গোপন সিদ্ধান্ত শত্রুপক্ষের কাছে ফাঁস হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষের প্রচণ্ড তৎপরতা। ক্যাডেট, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও মেনশেভিকরা সমস্বরে দাবি তুলল যে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হোক। লেনিনের বিরুদ্ধে নতুন করে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হল। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যাতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পক্ষে প্রচার চলতে না পারে, সর্বপ্রকারে তার ব্যবস্থা করা হল। কেরেনস্কির গোয়েন্দাদল সারা শহর তোলপাড় করে বলশেভিক পার্টির নেতার সন্ধান করতে লাগল।

লেনিন বললেন, "অতীতে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এই কারণে আমি যদি এই দুজন প্রাক্তন কমরেডকে নিন্দা না করি তাহলে আমার পক্ষে সেটা লজ্জার ব্যাপার হবে। আমি খোলাখুলি ঘোষণা করছি, এই দুজনকে আমি আর কমরেড বলে মনে করি না এবং এই দুজন যাতে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয় সেজন্যে···আমি সমস্ত শক্তি নিয়ে লড়াই করে যাব।"

এই চিঠির সুরও আগেকার একটি চিঠির মতো খুবই কড়া। কেন্দ্রীয় কমিটির একটি অধিবেশনে (লেনিন এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন না) চিঠিটি বিবেচিত হল। স্তালিন ও স্ভের্দলফ সমেত অধিকাংশ সদস্যই এই চিঠির বিরুদ্ধে গেলেন। একটি প্রস্তাবে কামেনেফ ও জিনোভিয়েফকে নির্দেশ দেওয়া হল তাঁরা যেন কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো বিবৃতি না দেন। কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে কামেনেফের পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করা হল। পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'রাবোচিপুৎ'-এ (শ্রমিকদের পথ) স্তালিন একই দিনে জিনোভিয়েফের একটি পত্র প্রকাশ করলেন এবং সম্পাদকীয় মন্তব্য করলেন যে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে ধরে নিতে হবে।

লেনিন একটি চিঠি লিখলেন স্ভের্দলফের কাছে আরও কড়া সুরে। চিঠিতে জানালেন যে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত তিনি একেবারেই মানতে পারছেন না।

ট্রটস্কির মত ছিল সোভিয়েতসমূহের দ্বিতীয় কংগ্রেস শুরু হবার দিনটিতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান করার পক্ষে। এই দিনটি ধার্য ছিল ২৫এ অক্টোবর।

সোভিয়েতসমূহের কেন্দ্রীয় কমিটির সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও মেনশেভিক নেতারাও আশঙ্কা করছিলেন যে এইদিনেই বলশেভিকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু হবে। লেনিন তখন জোর দিয়ে বললেন যে সোভিয়েতসমূহের দ্বিতীয় কংগ্রেস শুরু হবার আগেই অস্থায়ী গভর্নমেণ্টকে উৎখাত করা হোক, অর্থাৎ শত্রুপক্ষ যেদিন প্রস্তুত হয়ে থাকছে সেদিন নয়—তার আগেই।

লেনিন আত্মগোপন করে আছেন। গৃহকর্ত্রী ফোফানভার কাছে নানা খবর শুনতে পান। কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বজায় রাখেন রাজা। ২৪এ অক্‌টোবর দুজনের মুখেই একটা খবর শুনতে পেলেন। সরকারী বাহিনী নাকি নেভা নদীর ওপরকার টানা পুলগুলো তুলে নিচ্ছে। শুনে লেনিন বললেন, 'তাহলে আজই শুরু করতে হবে!' তারপর নোট পাঠালেন কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে, স্মল্‌নিতে (বলশেভিক পার্টি ও সোভিয়েতের নতুন সদর-দপ্তর) যাওয়ার অনুমতি চেয়ে। কিছুক্ষণ পরেই কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে তাঁর সেই ঐতিহাসিক চিঠি লিখলেন, যে-চিঠিতে বলা হয়েছিল যে অবিলম্বে অভ্যুত্থান শুরু করা হোক।

"২৪এ তারিখের সন্ধ্যায় আমি এই চিঠি লিখছি। পরিস্থিতি চূড়ান্তরকমের সংকটজনক। বস্তুত, এখন একথা একেবারেই স্পষ্ট যে অভ্যুত্থানে দেরি করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

আর সমস্ত জোর দিয়ে কমরেডদের আমি বোঝাতে চাই যে এখন সমস্ত কিছু একটা সুতোয় ঝুলছে, আমাদের সামনে এখন এমন সব সমস্যা যার সমাধান করতে হবে সম্মেলন বা কংগ্রেসের দ্বারা নয় (এমনকি সোভিয়েত-সমূহের দ্বারাও নয়), একান্তভাবেই জনগণের দ্বারা, সশস্ত্র জনগণের সংগ্রামের দ্বারা।...যে কোনো প্রকারেই হোক, আজই সন্ধ্যায়, আজই রাতে, গভর্নমেণ্টকে গ্রেপ্তার করতে হবে আমাদের, তার আগে অফিসার-ক্যাডেটদের নিরস্ত্র করতে হবে (যদি ওরা বাধা দেয় তাহলে পরাজিত ক'রে)...বিপ্লবীরা যেখানে আজই জয়লাভ করতে পারে (তারা যে আজই জয়লাভ করবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই), সেখানে যদি তারা গড়িমসি করে তাহলে ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না। আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে অনেক কিছুই হারাবার সম্ভাবনা, বস্তুত সবকিছুই হারাবার সম্ভাবনা।"

ফোফানোভার হাত দিয়ে চিঠিটি পাঠিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে। তারপরে সিদ্ধান্ত নিলেন যে কালক্ষেপ না করে নিজেও স্মলনিতে যাবেন।

রাজা বললেন, 'কমরেড লেনিন, স্মলনিতে যাবার চেষ্টা করবেন না, বিপদে পড়তে পারেন।'

লেনিন স্থির গলায় বললেন, 'আমরা যাবই।'

তারপরে একটি চিঠি লিখলেন ফোফানোভার উদ্দেশে: "যেখানে আমি যাই তুমি চাও নি সেখানেই যাচ্ছি। আবার দেখা হবে। ইলিচ।"

মুখে একটা রুমাল বাঁধলেন, মাথায় পরলেন পরচুলা ও ক্যাপ, গায়ে চাপালেন পুরনো একটা ওভারকোট, তারপরে রাজাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

পথ নির্বিঘ্ন ছিল না। বারকয়েক টহলদার অফিসার-ক্যাডটদের হাতে পড়তে হল। তাদের হাত থেকে বাঁচলেন তো স্মলনির গেটের পাহারাদার এই দুজন অপরিচিত মানুষকে কিছুতেই ভিতরে ঢুকতে দিতে রাজী নয়। ভিতরে ঢুকতে বেশ বেগ পেতে হল। লবিতে এসে ট্রট্স্কি ও স্তালিনকে ডেকে পাঠালেন। চারজনে গিয়ে বসলেন পৃথক একটি ঘরে। সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে লেনিনকে অবহিত করলেন ট্রটস্কি ও স্তালিন।

দীর্ঘকাল লেনিনকে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে, দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন বিদেশে, কিন্তু যেখানেই থাকুন, যে-অবস্থাতেই থাকুন, দিনেরাতে চব্বিশ ঘণ্টাই চিন্তা করতেন ও স্বপ্ন দেখতেন বিপ্লবের। অবশেষে সেই লেনিন জীবনের আটচল্লিশটি বছর পার হয়ে নিজেই এসে দাঁড়ালেন বিপ্লবের সদর-দপ্তরে। ১৯০৫ সালের বিপ্লব শুরু হবার সময়ে বাইরে ছিলেন, ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময়েও বাইরে ছিলেন, কিন্তু এবার তিনি একেবারে বিপ্লবের মধ্যে। এ এক ঐতিহাসিক দিন। স্মলনিতে এক ঐতিহাসিক রাত্রি।

স্মলনির এই রাত্রি আলোয় আলোময়। লোকজনের ছুটোছুটির আর শেষ নেই। বিভিন্ন বাহিনী থেকে বিভিন্ন কারখানা থেকে লাল রক্ষীদল ও প্রতিনিধিরা নির্দেশের জন্যে আসছেন। ওদিকে স্মলনির প্রকাণ্ড হলঘরে সোভিয়েতসমূহের দ্বিতীয় সারা-রুশ কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের ভিড়—শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক ও নাবিক। সামনের স্কোয়ারের পাশ দিয়ে সাঁজোয়া গাড়ি আর লরি আর মোটর-সাইকেল সগর্জনে ছুটোছুটি করছে। স্মলনির গেটের সামনে মেশিনগান বসানো হল। তিনতলার একটি ঘরে বৈপ্লবিক সামরিক কমিটির বিরতিহীন অধিবেশন চলছে।

অভ্যুত্থান শুরু করো! এই বার্তা নিয়ে বার্তাবাহকরা ছুটল কারখানায় কারখানায়, জেলায় জেলায়, সৈন্যদলের ইউনিটে ইউনিটে।

আগে থেকেই প্রস্তুতি ছিল। বার্তা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের লাল রক্ষীদল এবং নাবিকরা ও সৈনিকরা শহরের সমস্ত বড়ো বড়ো রাস্তা আটক করলেন, দখল করে নিলেন সমস্ত সরকারী দপ্তর, নেভা নদীর সবক'টি পুল, কেন্দ্রীয় টেলিফোন এক্‌সচেঞ্জ, টেলিগ্রাফ অফিস, পেত্রোগ্রাদ টেলিগ্রাফ এজেন্সি, বেতারকেন্দ্র, রেলস্টেশন ও পাওয়ার-স্টেশন। বাকি রইল শুধু শীত-প্রাসাদ—যেখানে অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট আশ্রয় নিয়েছিলেন—ও পেত্রোগ্রাদ সামরিক বাহিনীর সদর-দপ্তর।

২৫এ অক্টোবর যখন ভোর হল, দুটি জায়গা বাদ দিয়ে গোটা পেত্রোগ্রাদ তখন বিপ্লবী শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিকদের দখলে। পেত্রোগ্রাদে এ এক নতুন ভোর। অভ্যুত্থান বিজয়মণ্ডিত।

এই অভ্যুত্থানের রূপকার ছিলেন লেনিন কিন্তু তার বাস্তব সংগঠনের কাজে সরাসরি যাঁর নেতৃত্ব ছিল তিনি হচ্ছেন পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের সভাপতি ট্রটস্কি। ১৯১৮ সালের নভেম্বরের একটি লেখায় স্তালিন বলছেন, "অভ্যুত্থানের বাস্তব সংগঠনগত সমস্ত কাজ পরিচালিত হয়েছিল পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের সভাপতি কমরেড ট্রটস্কির সরাসরি নেতৃত্বে।"

২৫এ অক্টোবর সকালে বৈপ্লবিক সামরিক কমিটির পক্ষ থেকে, "রুশ-দেশের নাগরিকদের উদ্দেশে' একটি আবেদন প্রচার করা হল: "অস্থায়ী গভর্নমেণ্টকে গদিচ্যুত করা হয়েছে। রাষ্ট্রক্ষমতা এসে গিয়েছে পেত্রোগ্রাদ প্রোলেতারিয়েত ও সৈন্যবাহিনীর নেতা, শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের প্রতিভূ বৈপ্লবিক সামরিক কমিটির হাতে।"

সারা রুশদেশে ও ফ্রণ্টে ফ্রণ্টে পেত্রোগ্রাদের সাফল্যমণ্ডিত বিপ্লবের বার্তা পাঠিয়ে দেওয়া হল।

২৫এ অক্টোবর বেলা আড়াইটার সময় স্মলনির হলঘরে পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের সভা বসল। এই সভায় লেনিন উপস্থিত হতেই অভিনন্দন ও হর্ষধ্বনির ঝড় উঠল চারদিক থেকে। লেনিন বললেন, "এখন থেকে রুশদেশের ইতিহাসে নতুন পর্ব শুরু হল। রুশদেশের এই তৃতীয় বিপ্লবই শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাবে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের দিকে।"

হলঘর কাঁপিয়ে আওয়াজ উঠল: বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জিন্দাবাদ!

রক্তপাতহীন ও সাফল্যমণ্ডিত অভ্যুত্থানকে অভিনন্দন জানিয়ে পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতে প্রস্তাব নেওয়া হল। প্রস্তাবে আস্থা প্রকাশ করা হল যে সোভিয়েত গভর্মমেণ্ট—শ্রমিক-কৃষকের গভর্নমেণ্ট—সমাজতন্ত্রের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হবেন।

২৫এ অক্টোবর সন্ধ্যাবেলা যুদ্ধজাহাজ 'অরোরা' থেকে গোলাবর্ষণ করা হল শীতপ্রাসাদের ওপরে। অনেক নয়, একটি মাত্র, সংকেত দেবার জন্যে—একটি ঐতিহাসিক গোলা। তার আগে কুড়ি মিনিট সময় দিয়ে অস্থায়ী গভর্নমেণ্টকে আত্মসমর্পণ করার জন্যে চরমপত্র দেওয়া হয়েছিল। শুরু হল শীতপ্রাসাদ দখল করার অভিযান। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট বন্দী হলেন, বিদ্রোহী শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিকদের হাতে শীতপ্রাসাদের সম্পূর্ণ দখল চলে এল।

ইতিহাসে এই ২৫এ অক্টোবর (৭ই নভেম্বর) তারিখটি মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের গৌরবমণ্ডিত সাফল্যের দিন হিসেবে চিহ্নিত।

সোভিয়েতসমূহের সারা-রুশ কংগ্রেসে শীতপ্রাসাদ দখলের সংবাদ যখন পৌছল তখন রাত তিনটে, ইংরেজী মতে ২৬এ অক্টোবর (৮ই নভেম্বর) ভোরবেলা। প্রতিবিপ্লবের শেষ ঘাঁটির পতন হয়েছে শুনে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা উল্লাসে জয়ধ্বনি করে উঠলেন। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে কংগ্রেস থেকে 'শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের উদ্দেশে' ঘোষণা করা হল যে রাজধানীতে ও প্রদেশগুলিতে রাষ্ট্র-ক্ষমতা তুলে দেওয়া হচ্ছে সোভিয়েতের হাতে। জন্ম হল সোভিয়েত রাষ্ট্রের—শ্রমিক ও কৃষকের রাষ্ট্রের।

কংগ্রেসের সকালের অধিবেশনে লেনিন উপস্থিত থাকতে পারেন নি, তিনি ছিলেন বৈপ্লবিক সামরিক কমিটির ঘাঁটিতে। শীতপ্রাসাদ দখলের অভিযান তখন শেষ পর্যায়ে। লেনিন তাই ঘাঁটি ছেড়ে নড়তে পারছিলেন না। তারপরে যখন নিশ্চিত হলেন যে শীতপ্রাসাদ পুরোপুরি দখলে এসেছে, অন্য কোনো দিক থেকেও কোনো রকম বিপদের সম্ভাবনা নেই, তখন বিশ্রাম নেবার কথা মনে হল। আটচল্লিশ ঘণ্টা ঠায় জাগা, দু-চোখের পাতা এক করতে পারেন নি, সামনে অনেক কাজ, তারই মধ্যে একটুখানি সময় করে নিয়ে গেলেন বোঞ্চ-ব্রুয়েভিচের ফ্ল্যাটে একটুখানি ঘুমিয়ে নিতে।

পৃথক একটি ঘরে লেনিনের জন্যে বিছানা করে রাখা হয়েছিল। ঘুমের কোনো ব্যাঘাতও ছিল না। তবুও লেনিন ঘুমোতে পারলেন না। মাথার

মধ্যে হাজারটা চিন্তা। রুশদেশে নতুন দিন শুরু হচ্ছে, নতুন ইতিহাস। ঠিক যেমনটি তাঁর ভাবনার মধ্যে ছিল তেমনি ভাবেই। তাই বলে তাঁর দায়িত্ব শেষ হয় নি। দায়িত্ব এখন আরো কঠিন, ইতিহাসের রূপটি গড়ে তোলার।

ভাবতে ভাবতে একসময়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন, পা টিপে টিপে গিয়ে বসলেন টেবিলের সামনে, তারপরে কাগজ-কলম টেনে নিলেন।

আটচল্লিশ ঘণ্টা ঘুমোন নি, তাই তাঁর ঘুমের জন্যে সমস্ত আয়োজন তৈরি। কিন্তু যখন অন্য সবাই ভাবছে যে তিনি ঘুমোচ্ছেন, তিনি তখনো জেগে থেকে একটি ঘোষণার খসড়া লিখতে লাগলেন।

কিসের ঘোষণা, যার ওপরে লেনিন এতখানি গুরুত্ব দিচ্ছেন?

জমিদারের জমি কেড়ে নেবার ঘোষণা। কৃষকের হাতে জমি তুলে দেবার ঘোষণা।

সফল বিপ্লবের পরে সোভিয়েত গভর্নমেণ্টের প্রথম দুটি ঘোষণার একটি ছিল শান্তি সম্পর্কে, অপরটি জমি সম্পর্কে। খসড়ার আকারে দুটি ঘোষণাই তিনি উপস্থিত করলেন সারা-রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের সন্ধ্যার অধিবেশনে।

সফল বিপ্লবের পরে সোভিয়েতের কংগ্রেসে লেনিনের এই প্রথম উপস্থিতি। জন রীড তাঁর 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন'* বইয়ে লিখছেন, "ঠিক ৮টা ৪০ মিনিটে করতালি তরঙ্গের বজ্রনির্ঘোষে সভাপতিমণ্ডলীর আগমন ঘোষিত হল—লেনিন, মহামতি লেনিন আছেন তার মধ্যে। বেঁটে গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা, মস্ত এক টেকো টিপকপালী মাথা কাঁধের ওপর শক্ত করে বসানো। ছোটো ছোটো চোখ, বোঁচাটে নাক, চওড়া উদার মুখ, ভারি চিবুক; মুখটা তখন কামানো, কিন্তু তাঁর অতীত ও ভবিষ্যতের সেই সুপরিচিত দাড়ি খোঁচা খোঁচা গজিয়ে উঠেছে। পরনে জীর্ণ পোষাক, ট্রাউজার জোড়া বেমানান লম্বা। জনতার প্রিয়পাত্র হবার দিক থেকে একেবারেই দাগ কাটার মতো চেহারা নয়, অথচ যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তিনি পেয়ে গেছেন তা বোধ হয় ইতিহাসের খুব কম নায়কের ভাগ্যেই জুটেছে। অদ্ভুত এক জননেতা—

* মস্কো থেকে প্রকাশিত জন রীডের বইয়ের বাংলা অনুবাদের নাম। উদ্ধৃতিও এই বাংলা অনুবাদ থেকে।

যিনি নেতৃত্ব করছেন একান্তই তাঁর মেধার জোরে; অরঙীন, অরসিক, অটল, অনাসক্ত, এমনকি চমকপ্রদ কোনো পাগলামিও যাঁর কিছু নেই, কিন্তু আছে গভীরতম ভাবনাকে সহজে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা, নির্দিষ্ট পরিস্থিতির নিখুঁত বিশ্লেষণের শক্তি। বিচক্ষণতার সঙ্গে মিলনে যা এক মেধাশক্তির মহত্তম স্পর্ধা।...

...এবার লেনিন, ভাষণ স্ট্যাণ্ডের ধারটা চেপে দাঁড়িয়ে রইলেন অপেক্ষা করে, মিটমিটে ছোটো ছোটো চোখে চেয়ে দেখতে লাগলেন জনতাকে, বোঝা যায় খেয়াল নেই করতালি ধ্বনির দিকে যা চলল কয়েক মিনিট ধরে দীর্ঘতরঙ্গিত অভিনন্দনোচ্ছ্বাসে। সেটা থামলে নিতান্ত সাদামাটা স্বরে তিনি বললেন, 'এবার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নির্মাণে আমাদের নামতে হবে।' পুনরায় সেই জলদগম্ভীর মানবগর্জন।"

হলঘরের মধ্যে সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। কোথাও ছুঁচ গলার জায়গা নেই, মানুষের একটা জমাট পিণ্ড যেন। প্রতিনিধিরা ছাড়াও এসেছেন শ্রমিক সৈনিক ও নাবিকরা, উল্লাসে শূন্যে টুপি ছুঁড়ছেন, রাইফেল উঁচিয়ে ধরছেন। লেনিনকে একবার চোখের দেখা দেখবার জন্যে অনেকে উঠে দাঁড়িয়েছেন চেয়ারের ওপরে। জানলাগুলোতে পর্যন্ত সারি সারি মানুষ।

সেই উদ্বেলিত জন-সমুদ্রের সামনে লেনিন উপস্থিত করলেন তাঁর শান্তির ঘোষণা।

জন রীড লিখছেন, "কথা বলার সময় তাঁর প্রশস্ত মুখটা অনেকখানি খুলে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন হাসছেন; কণ্ঠস্বর ভাঙা ভাঙা, তবে অপ্রীতিকর নয়, মনে হয় যেন বছরের পর বছর বক্তৃতা দিয়ে দিয়ে অমনি হয়ে উঠেছে—একটানা বয়েই চলল সে স্বর, যেন অবিশ্রান্তই তা ধ্বনিত হতে পারে...জোর দেবার সময় মাঝে মাঝে একটু ঝুঁকছিলেন। কোনো অঙ্গভঙ্গি নেই। সামনে তাঁর হাজার হাজার সহজ মুখ একাগ্র অনুরাগে উদগ্রীব।"

লেনিন বললেন, সকল যুদ্ধরত জাতির কাছে শান্তির প্রস্তাব তোলা হবে—রাজ্যজয় নয়, ক্ষতিপূরণ নয়, এই শর্তে। যুদ্ধরত দেশগুলির সরকার ও জনগণকে অবিলম্বে শান্তির জন্যে আলাপ-আলোচনা শুরু করার ডাক দেবে সোভিয়েত সরকার। বিনা রাজ্যজয়ে, বিনা ক্ষতিপূরণে শান্তি। তবে এই শর্তই চরম শর্ত নয়, অন্য কোনো শর্তও বিবেচনা করতে সোভিয়েত সরকার প্রস্তুত।

ঘোষণা করা হল যে জারের গভর্নমেণ্ট ও অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে যে-সমস্ত গোপন চুক্তি করেছে তা প্রকাশ করে দেওয়া হবে এবং তার কোনোটাই সোভিয়েত সরকার মানবে না।

ঘোষণার শেষে ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানির প্রোলেতারিয়েতের উদ্দেশে আবেদন: "একটা সর্বমুখী, দৃঢ়চিত্ত ও অতি-সক্রিয় ক্রিয়াকলাপ দ্বারা শান্তির আদর্শ ও সেই সঙ্গে সর্বপ্রকার দাসত্ব ও সর্বপ্রকার শোষণ থেকে মেহনতী ও শোষিত জনগণের মুক্তির আদর্শকে সাফল্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ করতে এই শ্রমিকরা আমাদের সাহায্য করবেন।"

কংগ্রেসে সর্বসম্মতিক্রমে এই শান্তির ঘোষণা গৃহীত হল। রাত তখন ১০টা ৩৫ মিনিট। জন রীড লিখছেন, "হঠাৎ যেন এক যৌথ স্বতঃচেতনায় দেখা গেল সবাই আমরা উঠে দাঁড়িয়েছি, একসঙ্গে গলা মেলাচ্ছি 'আন্তর্জাতিক' সঙ্গীতের মসৃণ দোলায়িত ঐকতানে।…বিপুল সেই ধ্বনিতরঙ্গ হল জুড়ে হিল্লোল তুলে দরজা জানলা ভেদ করে ভেসে গেল প্রশান্ত আকাশে। যুদ্ধ শেষ! যুদ্ধ শেষ!"

তারপরে লেনিন পড়ে শোনালেন জমি সংক্রান্ত ঘোষণার খসড়া। মূল কথা চারটি: (১) বিনা ক্ষতিপূরণে জমির ওপরে জমিদারদের মালিকানা উচ্ছেদ করা, (২) রাজপরিবার, মঠ ও গির্জার যাবতীয় জমি, কৃষি উপকরণ, দালানকোঠা-গোয়াল ও যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা এবং ভূমি-কমিটি ও সোভিয়েতের হাতে তুলে দেওয়া, (৩) বাজেয়াপ্ত সম্পত্তিকে সমগ্র জনগণের সম্পত্তি করে তোলা, (৪) সাধারণ কৃষক ও কসাকদের জমি বাজেয়াপ্ত না করা।

এই ঘোষণাটিও কংগ্রেসে গ্রহণ করা হল। একজন বিরুদ্ধে ছিলেন, আটজন নিরপেক্ষ।

পরদিন, অর্থাৎ ২৭এ অক্টোবর (৯ই নভেম্বর) সকাল পাঁচটায় অধিবেশন শেষ হল। সারারাত্রির অধিবেশনের পরেও ভরাট গলায় আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে প্রতিনিধিরা আওয়াজ তুললেন: ইনকিলাব জিন্দাবাদ! সমাজতন্ত্র জিন্দাবাদ!

সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায়

ইতিহাসে এই প্রথম একজন শ্রমিকশ্রেণীর নেতা, একজন বিপ্লবী মার্কসবাদী রাষ্ট্রের ভার হাতে নিচ্ছেন। তিনি এমন একজন ব্যক্তি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তার সঙ্গে যাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয়, শ্রমিকশ্রেণীর সৃজনশীল কর্মক্ষমতায় যাঁর অগাধ বিশ্বাস, সাংগঠনিক কাজের সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানকে যিনি মেলাতে পেরেছেন।

তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বিশ্বের একটিমাত্র দেশেও প্রোলেতারীয় বিপ্লবের জয়লাভ সম্ভব। তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে।

কিন্তু তার ফলে বিপদ আরো বেশি। সোভিয়েত জনগণকে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে হবে চারদিকের বিরোধী পুঁজিবাদী চক্রের মধ্যে থেকে। দেশের ভিতরেও ক্ষমতাচ্যুত শোষকশ্রেণীর শত্রুতা। তার ওপরে এমন এক দেশে এই রাষ্ট্রের পত্তন শিল্পে ও বিজ্ঞানে যে-দেশ অনগ্রসর, এমন এক সময়ে যখন দেশের অর্থনৈতিক জীবন লণ্ডভণ্ড।

সবচেয়ে বড়ো অসুবিধে, সামনে কোনো দৃষ্টান্ত নেই, সমাজতন্ত্রের পথে পা বাড়ানো বিশ্বে এই প্রথম। সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে হলে যে-সব কঠিন সমস্যা দেখা দেয় তা নিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস আগে থেকে আলোচনা করে যেতে পারেন নি। কিন্তু লেনিন জানতেন, বিপ্লবী তত্ত্ব হচ্ছে কাজের নির্দেশ। এই বিপ্লবী তত্ত্বই মার্কসবাদীকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। লেনিন তাই কঠিন কোনো সমস্যায় পড়লেই বলতেন, 'মার্কস কী বলছেন দেখা যাক।' মার্কসবাদের বিপ্লবী তত্ত্বের নির্দেশ মতোই এই নতুন রাষ্ট্রের সামনে সমাজতন্ত্রের পথটি রচনা করলেন লেনিন।

অক্টোবরের অভ্যুত্থানের সময়ে লেনিন ঘাঁটি করেছিলেন স্মলনিতে। অভ্যুত্থান সফল হতে এই স্মলনিতেই পাকাপাকিভাবে বাসা নিলেন। লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়ার জন্যে দোতলার একটি ঘর ছেড়ে দেওয়া হল। লেনিনের পড়ার ঘর ও গণ-কমিসারদের পরিষদের দপ্তর হল তিনতলায়।

লেনিন ডুবে রইলেন কাজের মধ্যে। শুধু তো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে

তোলার কাজ নয়, ভিতরের ও বাইরের শত্রুদের আক্রমণ থেকে এই রাষ্ট্রটিকে রক্ষা করার কাজও। ফলে সব মিলিয়ে কাজের চাপ ছিল অতি প্রচণ্ড। ক্রুপ্‌সকায়া লিখছেন, "স্মলনিতে আমাদের ঘরটিকে আলাদা করা হয়েছিল একটি পার্টিশন তুলে। ইলিচ পার্টিশনের ভিতরে আসত অনেক রাত্রে, কিন্তু তারপরেও যে ঘুমোতে পারত না তাতে অবাক হবার কিছু নেই। বার বার উঠে গিয়ে টেলিফোন করত, জরুরী নির্দেশ পাঠাত। তারপরে যদিও বা ঘুমোত কিন্তু ঘুমের মধ্যেও কাজের কথা বলে চলত।"

শত্রুরা চুপ করে ছিল না। ক্ষমতা কেড়ে নেবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। শত্রুদের আক্রমণ হটিয়ে দেবার কাজেই অভ্যুত্থানের পরের দিনগুলিতে লেনিনকে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দিতে হল।

প্রথম আক্রমণ এসেছিল কেরেনস্কির দিক থেকে।

মার্কিনী দূতাবাসের গাড়িতে চেপে কেরেনস্কি পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন পেত্রোগ্রাদ থেকে। সোজা গিয়ে উঠলেন প্‌স্কোফ-এ উত্তর ফ্রন্টের সদরদপ্তরে। সেখান থেকে পেত্রোগ্রাদ আক্রমণের আয়োজন করলেন। জেনারেল ক্রাসনফের অধীনে একদল কসাক বাহিনী পেত্রোগ্রাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

২৭এ অক্‌টোবর তারিখে গাৎচিনা শত্রুপক্ষের দখলে চলে গেল। রাজধানী পেত্রোগ্রাদেরও যায় যায় অবস্থা। আক্রমণ ঠেকাবার জন্যে লেনিন একটি পরিকল্পনা তৈরি করলেন, পুতিলফ কারখানায় নিজে গিয়ে তদারক করে এলেন কামান ও সাঁজোয়া গাড়ি ঠিকমতো তৈরি হচ্ছে কিনা।

২৯এ অক্‌টোবর তারিখে পেত্রোগ্রাদে মিলিটারি ক্যাডেটদের বিদ্রোহ দমন করা হল। পরদিন পুলকোভোয় লালরক্ষী বাহিনীর হাতে পরাজিত হল জেনারেল ক্রাসনফের বাহিনী।

সোভিয়েতের বিরুদ্ধে এটাই প্রথম আক্রমণ। শ্রমিকদের লালরক্ষী বাহিনীর দৃঢ়তার সামনে আক্রমণ দাঁড়াতে পারল না।

বিপ্লবের শত্রুরা ভেবেছিল ভিতর থেকে আক্রমণ চালিয়ে সোভিয়েত-শক্তিকে টলানো যাবে। তারা বড়ো রকমের ভরসা রেখেছিল সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের ওপরে। বলশেভিক পার্টির মধ্যেও সুবিধাবাদীরা ছিল।

দাবি তোলা হল, বলশেভিক থেকে শুরু করে পপুলার সোশ্যালিস্ট পর্যন্ত সবাইকে নিয়ে একটি 'সর্বাত্মক সোশ্যালিস্ট গভর্নমেণ্ট' গঠন করা হোক। বলশেভিকদের মধ্য থেকে এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন কামেনেফ, জিনোভিয়েফ ও আরো কয়েকজন। বলশেভিকদের এই অংশ মনে করতেন, কিছুটা সুবিধা ছেড়ে না দিলে বলশেভিকদের পক্ষে এককভাবে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলে রাখা অসম্ভব।

বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্যে সমস্ত দল ও সংগঠনের একটি সভা ডাকা হল। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা প্রস্তাব করলেন যে লেনিনের বদলে আভ্‌ক্সেন্‌ভিয়েফ বা চের্নফকে রাষ্ট্র-প্রধান করা হোক। কামেনেফ ও রিয়াজানফ লেনিনের নামের ওপরে জোর না দিয়ে আরো আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাবার চেষ্টা করে চললেন।

২রা নভেম্বর তারিখে বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় কামেনেফ ও তাঁর অনুগামীদের ভূমিকা তীব্রভাবে নিন্দিত হল। এই নিন্দাবাদে ভ্রূক্ষেপ না করে কামেনেফ ও জিনোভিয়েফ সারা-রুশ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির বলশেভিক ফ্যাক্‌শনে গভর্নমেণ্ট-গঠনের আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাবার সপক্ষে একটি প্রস্তাব পাস করিয়ে নিলেন। প্রস্তাবে স্বীকার করে নেওয়া হল যে গভর্নমেণ্টে বলশেভিকরা হবেন অর্ধসংখ্যক। বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের সমর্থনে প্রস্তাবটি সারা-রুশ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটিতেও পাস হয়ে গেল।

লেনিন বললেন, এ হচ্ছে পার্টি-শৃঙ্খলা না মানা, পার্টির মধ্যে হতাশা ছড়ানো। তাঁর পরামর্শে কেন্দ্রীয় কমিটি (সংখ্যাধিকের সমর্থনে) এবার চরমপত্রের আকারে কড়া শাসানি দিলেন। জবাবে কামেনেফ, জিনোভিয়েফ, রাইকফ, মিলিয়ুতিন ও নোগিন কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে তাঁদের সদস্যপদ ত্যাগ করলেন, শেষোক্ত তিনজন গণ-কমিসারের পদ থেকেও।

এই বিশ্বাসঘাতকতায় লেনিন ক্রুদ্ধ হলেন। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে একটি বাণী প্রচার করলেন 'সকল পার্টি-সভ্য ও রুশদেশের সকল মেহনতী শ্রেণীর উদ্দেশে'। বাণীতে বলা হল যে কেন্দ্রীয় কমিটির এই নির্দেশ-অমান্যকারীরা হচ্ছে বিপ্লবের ধর্মঘটভঙ্গকারী, গুটিকয়েক কাপুরুষ দলত্যাগ করলে পার্টির ঐক্য নাড়া খায় না বা পার্টির প্রতি গণ-সমর্থনে চিড় ধরে না।

বাণীতে বলা হল, দ্বিতীয় সারা-রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসে বলশেভিক

পার্টির সংখ্যাধিক্য ছিল, অতএব গভর্নমেণ্ট হবে বলশেভিক পার্টির এবং এই বলশেভিক পার্টির গভর্নমেণ্টই সোভিয়েত গভর্নমেণ্ট। তা সত্ত্বেও সোভিয়েতের সংখ্যালঘুদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নিতে বলশেভিকরা রাজী—এই শর্তে যে সংখ্যালঘুরা সংখ্যাধিকের সকল সিদ্ধান্ত মেনে চলবেন।

এই শর্ত মেনে নিয়েই শেষপর্যন্ত বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা সোভিয়েত গভর্নমেণ্টে যোগ দিয়েছিলেন (ডিসেম্বর ১৯১৭)। কিন্তু ব্রেস্ত-লিতোভস্ক-এ শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরের পরেই গভর্নমেণ্ট থেকে বেরিয়ে যান ও বিরোধী পক্ষে যোগ দেন।

তারপরেও কিছুকাল পর্যন্ত মেনশেভিক, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা, বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি প্রভৃতি পার্টির অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু সোভিয়েত গভর্নমেণ্টের বিরোধিতা করতে গিয়ে ক্রমেই তারা শোষকশ্রেণীর ও সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপকারীদের পক্ষ নিয়ে দাঁড়াতে শুরু করে। তারপরে গৃহযুদ্ধ শেষ হবার পরে এসব পার্টির নেতারা অনেকে আত্মগোপন করে, অনেক বিদেশে পালিয়ে যায়। সাধারণ সদস্যরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। এমনি একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই রুশদেশে একমাত্র পার্টি হয়ে ওঠে কমিউনিস্ট পার্টি।

কিন্তু মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের অস্তিত্ব যতোদিন ছিল ততোদিন তারা প্রাণপণে সোভিয়েত গভর্নমেণ্টের বিরোধিতা করেছিল।

বুর্জোয়ারা যদি নাশকতামূলক কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকে তাহলে সোভিয়েত গভর্নমেণ্টকে বাধ্য হয়েই পাল্‌টা ব্যবস্থা নিতে হয়—লেনিন তাঁর এই মত বেশ জোরের সঙ্গেই বার কয়েক ব্যক্ত করেছেন। বিপ্লব হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বুর্জোয়াদের পত্রপত্রিকা বন্ধ হয় নি, দমনমূলক ব্যবস্থা নেবারও কোনো প্রশ্ন ছিল না। অস্থায়ী গভর্নমেণ্টের বহু মন্ত্রীকে সোভিয়েত গভর্নমেণ্ট মুক্তি দিয়েছিলেন, এমনকি জেনারেল ক্রাসনফকেও। তারপরে শত্রুপক্ষের আক্রমণ যখন প্রচণ্ড হয়ে উঠল, একমাত্র তখনই সোভিয়েত গভর্নমেণ্ট ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হলেন।

যে-সব পত্রপত্রিকায় খোলাখুলিভাবে সোভিয়েত গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ডাক দেওয়া হচ্ছিল সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া হল। ক্যাডেট,

মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের নাশকতামূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হল। গণ-কমিসারদের পরিষদে প্রস্তাব নেওয়া হল যে বিপ্লবের বিরুদ্ধে যারা উসকানি দিচ্ছে তাদের গ্রেপ্তার করা হোক।

লেনিন বললেন, "পাল্টা আঘাত দিচ্ছে এমন বিত্তবান শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে যখন একটি বিপ্লবী শ্রেণী লড়াই করে তখন সেই পাল্টা আঘাতকেই গুঁড়িয়ে দিতে হয়। বিত্তবান শ্রেণীর পাল্টা আঘাতকে আমরা গুঁড়িয়ে দেব সেই একই উপায়ে যে-উপায়ে ওরা প্রোলেতারিয়েতকে গুঁড়িয়ে দিত—অন্য কোনো উপায় আবিষ্কৃত হয় নি।"

১৯১৮ সালের ১৫ই জানুয়ারি তারিখে গণ-কমিসারদের পরিষদে শ্রমিক ও কৃষকের লালফৌজ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। তার আগে, সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা আসার কিছুদিনের মধ্যেই গড়ে তোলা হয়েছিল শ্রমিক ও কৃষকের মিলিশিয়া, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে। এই সোভিয়েত মিলিশিয়া জনগণের স্বার্থে জনগণের সেবায় জনগণের সঙ্গে একাত্ম, পুঁজিবাদী দেশের পুলিসের মতো জনগণের মাথার ওপরে দাঁড়িয়ে হম্বিতম্বি করার জন্যে নয়।

প্রচণ্ড পরিশ্রমে লেনিনের শরীর ভেঙে পড়ছিল। সকলের পীড়াপীড়িতে দিন পাঁচেকের ছুটি নিলেন। ক্রুপ্‌সকায়া ও মারিয়াকে সঙ্গে নিয়ে ফিনল্যাণ্ডের একটি স্যানাটোরিয়ামে গেলেন বিশ্রাম নেবার জন্যে। পুরো বিশ্রাম অবশ্য হল না, শান্ত পরিবেশের সুযোগ নিয়ে গোটা তিনেক প্রবন্ধ লিখলেন ও আরো কিছু জরুরী লেখাপড়ার কাজ সারলেন। পেত্রোগ্রাদে ফিরে এলেন ২৮এ ডিসেম্বর। তিনদিন পরেই প্রথম সোভিয়েত নতুন বছর। লেনিন ও ক্রুপ্‌সকায়া দিনটি কাটালেন ভাইবর্গ জেলার শ্রমিকদের সঙ্গে।

নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি, অক্টোবর বিপ্লব হয়ে যাবার পনেরো দিন পরে, গণ-পরিষদের নির্বাচন হয়ে গেল। নভেম্বর বিপ্লবের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যে-সব প্রার্থী দিয়েছিলেন তাঁরাই নির্বাচনে দাঁড়ালেন। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তাৎপর্য ও সম্ভাবনা তখনো পর্যন্ত অনেকের কাছে স্পষ্ট নয়। ফলে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরাই সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় নির্বাচিত হলেন (মোট ৭০৭ জন ডেপুটির মধ্যে ৩৭০ জন)। অন্যান্য পার্টির নির্বাচিত

প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল : বলশেভিক ১৭৫, বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ৪০, কাডেট ১৭, মেনশেভিক ১৬, অন্যান্য ৯৯।

লেনিন একটি দলিল রচনা করলেন : 'শ্রমজীবী শোষিত জনগণের অধিকারের ঘোষণা'। দলিলে বলা হল, রুশদেশকে শ্রমিক সৈনিক ও কৃষক ডেপুটিদের সোভিয়েত রিপাব্লিক হিসেবে ঘোষণা করা হোক। স্থির হল যে বলশেভিক প্রতিনিধিরা এই ঘোষণাটি গণ-পরিষদের সামনে রাখবেন।

৫ই জানুয়ারি গণ-পরিষদের অধিবেশন বসল। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা সেখানে সংখ্যায় অধিক, বলশেভিকদের ঘোষণা নিয়ে আলোচনা তুলতে দিতেও তাঁরা নারাজ। বলশেভিকরা তখন গণপরিষদ থেকে বেরিয়ে এলেন। পরদিন প্রথমে গণ-কমিসারদের পরিষদে ও পরে সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সভায় গণ-পরিষদকে ভেঙে দেবার প্রস্তাব নেওয়া হল। লেনিন বললেন, গণ-পরিষদে জনগণের প্রকৃত ইচ্ছার প্রকাশ ঘটে নি, গণ-পরিষদ হয়ে উঠেছিল জনগণের শত্রুদের উদ্দেশ্যসাধনের হাতিয়ার।

তার বদলে বলশেভিকরা সারা-রুশ সোভিয়েতের তৃতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন ডাকলেন। কেননা এই সোভিয়েতের মধ্যেই ঘটেছে জনগণের ইচ্ছার প্রকৃত প্রকাশ, এই সোভিয়েতই হচ্ছে সোভিয়েত ক্ষমতার সর্বোচ্চ সংস্থা। অধিবেশন বসল ১০ই জানুয়ারি তারিখে।

এই কংগ্রেসে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে 'শ্রমজীবী শোষিত জনগণের অধিকারের ঘোষণা' গ্রহণ করা হল।

লেনিন মনে করতেন, সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম করতে হলে যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে, স্থায়ী শান্তি অর্জন করতেই হবে। অক্টোবর বিপ্লবের আগেই বলশেভিকরা আওয়াজ তুলেছিলেন, জার্মানির সঙ্গে শান্তি-আলোচনা শুরু হোক ও যুদ্ধ বন্ধ হোক। সোভিয়েত গভর্নমেণ্ট বারকয়েক মিত্রশক্তিভুক্ত দেশগুলির কাছে শান্তি আলোচনা শুরু করার আবেদন করলেন।

কিন্তু ফ্রান্স, ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এই আবেদন অগ্রাহ্য হল। একদিকে রুশদেশকে যুদ্ধ থেকে বের করে আনবার জন্যে সোভিয়েত গভর্নমেণ্ট অতিমাত্রায় ব্যগ্র। অন্যদিকে অ্যাংলো-ফরাসী-আমেরিকান বুর্জোয়ারা সকল জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে, সাম্রাজ্যবাদী হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যেতে

চাইছে। এই অবস্থার মধ্যে সোভিয়েত গভর্নমেণ্টকে সিদ্ধান্ত নিতে হল যে জার্মানি ও অষ্ট্রিয়ার সঙ্গেই তাঁরা পৃথকভাবে আলোচনা শুরু করবেন।

নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সোভিয়েত প্রতিনিধি-দল ট্রটস্কির ও বুখারিনের নেতৃত্বে জার্মানদের সঙ্গে শান্তি আলোচনার জন্যে রওনা হয়ে গেলেন ব্রেস্ত-লিতোভস্ক-এ।

আলোচনা শুরু হল ২০এ নভেম্বর তারিখে। প্রথমে স্বাক্ষরিত হল যুদ্ধবিরতি। শান্তি সম্মেলন বসল ৯ই ডিসেম্বর তারিখে। শান্তি সম্পাদন সম্পর্কে সোভিয়েত প্রতিনিধি-দলের ঘোষিত নীতি ছিল বিনা রাজ্যজয়ে বিনা ক্ষতিপুরণে শান্তি। কিন্তু জার্মান পক্ষ শান্তির দাম হিসেবে দাবি করে বসল প্রকাণ্ড এক ভূখণ্ড: পোল্যাণ্ড, লিথুয়ানিয়া, লাতভিয়া, এস্তোনিয়া ও বাইলোরুশিয়ার অংশবিশেষ, উপরন্তু জার্মানির তাঁবেদারিত্বে স্বতন্ত্র ইউক্রেন।

দাবির বহর শুনে সোভিয়েত প্রতিনিধি-দল তো হতভম্ব। শান্তির জন্যে জার্মান পক্ষ থেকে এমন অবমাননাকর শর্ত দেওয়া হবে, গোড়ার দিকে তা তাঁরা ধারণা করতে পারেন নি। বরং ভেবেছিলেন, বিনা রাজ্যজয়ে বিনা ক্ষতিপুরণে শান্তি—এই নীতি জার্মানদের কাছেও গ্রাহ্য হবে।

ট্রটস্কি ও বুখারিন সমেত প্রতিনিধি-দলের অধিকাংশ সদস্য জার্মান শান্তি-শর্তের সরাসরি বিরোধিতা করলেন।

বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্যে কেন্দ্রীয় কমিটি ও তৃতীয় সারা-রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের বলশেভিক প্রতিনিধিদের যুক্ত সভা ডাকা হল। লেনিন বললেন, এই শর্তই মেনে নেওয়া যাক, যতো বড়ো ভূখণ্ডই হাতছাড়া হোক, কেননা এই হচ্ছে বিপ্লবকে বাঁচাবার পথ। ট্রটস্কি বললেন, শর্তে সই করার দরকার নেই, যুদ্ধ শেষ হয়েছে ঘোষণা করা হোক, বিপ্লবী প্রচারে জার্মান ও অস্ট্রীয় বাহিনীতে নিশ্চয়ই বিদ্রোহ শুরু হয়ে যাবে। বুখারিন বললেন, জার্মানির বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া হোক। লেনিন ভোট পেলেন পনেরো, ট্রটস্কি ষোল, বুখারিন বত্রিশ।

তিন দিন পরে আবার সভা ডাকা হল। লেনিন জোরের সঙ্গে তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করলেন। সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে ক্লান্ত। তার ওপরে অস্ত্র নেই, রসদ নেই, এ-অবস্থায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে জার্মান সাম্রাজ্যবাদকেই জোরদার করা। আগে বিপ্লবকে বাঁচাতে হবে. নিজেদের শক্ত হয়ে বসতে হবে—সেজন্যে সময় চাই।

কিন্তু এবারেও লেনিনের বক্তব্য অগ্রাহ্য হল। যাঁরা ছিলেন লেনিনের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী তাঁরা এই সংকটের সময়ে লেনিনের বিরুদ্ধে গেলেন। ক্রুপ্‌সকায়া লিখছেন, "ইলিচের চারদিকে অচমকা একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয়ে গেল।"

এবারে ট্রটস্কির পক্ষে ভোট বেশি পড়ল (পক্ষে নয়, বিপক্ষে সাত)। অর্থাৎ, যুদ্ধ-শেষ ঘোষণা, শান্তির শর্তে সই না করা, সেনাবাহিনী প্রত্যাহার। এ-ঘটনা ২৮এ জানুয়ারির (১০ই ফেব্রুয়ারি)।

জার্মানপক্ষ সুযোগ নিতে ছাড়ল না। ১৮ই ফেব্রুয়ারি (নতুন ক্যালেণ্ডার) তারিখে তারা আক্রমণ শুরু করে দিল। এই ভয়ানক বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে সেইদিনই সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় কমিটি লেনিনের প্রস্তাব মেনে নিলেন (পক্ষে সাত, বিপক্ষে পাঁচ, নিরপেক্ষ এক)। জার্মান গভর্নমেণ্টের কাছে সঙ্গে সঙ্গে তারবার্তা পাঠিয়ে জানানো হল যে সোভিয়েত গভর্নমেণ্ট শান্তির শর্ত মেনে নিচ্ছেন।

জবাব কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গেল না। ওদিকে জার্মানদের আক্রমণ চলতেই থাকল। এই বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে গণ-কমিসারদের পরিষদ ডাক দিলেন: সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি বিপন্ন! শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে প্রত্যেকটি ঘাঁটি রক্ষা করো! এই প্রথম লালফৌজকে ফ্রণ্টে পাঠানো হল। প্রচণ্ড যুদ্ধ হল কয়েক জায়গায়। সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমির শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্যে দিয়েই লালফৌজের জন্ম হল।

২৩এ ফেব্রুয়ারি তারবার্তার জবাব পাওয়া গেল। এবারে জার্মানদের দাবির বহর আরো বেশি। সমগ্র লাতভিয়া ও এস্তোনিয়া চাই ও আরো অনেক কিছু।

২৩এ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ডাকা হল। লেনিন এবারে স্পষ্ট শাসানি দিলেন, এভাবে বিপ্লবী বুলি আওড়ানো নীতি যদি চলতে থাকে তাহলে তিনি পদত্যাগ করবেন। ভেস্টের পকেটে দুই বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে ক্রুদ্ধভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে তিনি বললেন, 'এ-ধরনের ব্যাপার আর একমুহূর্ত সহ্য করতে আমি রাজী নই!'

লেনিনের দৃঢ়তায় কাজ হল। লেনিনের পক্ষে ভোট পড়ল সাতটি (লেনিন, স্তালিন, জিনোভিয়েফ, স্ভের্দলফ ও আরো তিনজন), বিপক্ষে চারটি (বুখারিন ও আরো তিনজন), নিরপেক্ষ চারটি (ট্রটস্কি ও আরো তিনজন)।

১৯১৮ সালের ৩রা মার্চ তারিখে জার্মানির শর্তেই জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েত গভর্নমেণ্টের শান্তির চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

শান্তির শর্ত এতই অবমাননাকর যে তা মেনে নেওয়া শক্ত। তবুও লেনিন মুহূর্তের জন্যেও টলেন নি। তিনি জানতেন বিপ্লবকে বাঁচাবার এই একমাত্র পথ। বিপ্লবকে বাঁচাবার জন্যেই কিছু ছাড়তে হচ্ছে।

ইতিহাসই প্রমাণ যে লেনিন সেদিন সত্যিই বিপ্লবকে বাঁচিয়েছিলেন।

ব্রেস্ত চুক্তি স্বাক্ষরের পরেই একটি পার্টি কংগ্রেস ডাকার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এবারের কংগ্রেসটি ছিল সপ্তম, তবে অক্টোবর বিপ্লবের পরে প্রথম। ব্রেস্ত চুক্তি স্বাক্ষরের তিনদিনের মধ্যেই কংগ্রেসের অধিবেশন বসল পেত্রোগ্রাদে এবং দু-দিন ধরে চলল। কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে লেনিন রাজনৈতিক রিপোর্ট উপস্থিত করলেন। এই রিপোর্টে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ব্রেস্ত চুক্তি সম্পর্কেও বিশেষ আলোচনা ছিল, ব্যাখ্যা করা হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কেন এতখানি আপোস করার প্রয়োজন হয়েছে।

রিপোর্টে লেনিন আরো দুটি বিষয়ের উল্লেখ করলেন: পার্টির জন্যে নতুন কর্মসূচী তৈরি করা ও পার্টির নাম বদলে কমিউনিস্ট পার্টি রাখা। নতুন কর্মসূচী চাই কেননা অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে পরিস্থিতি নতুন, কর্তব্যও নতুন। সপ্তম (এপ্রিল) সারা-রুশ পার্টি সম্মেলন ও ষষ্ঠ পার্টি কংগ্রেসের কর্মসূচী পূর্ণতা লাভ করেছে, এখন পার্টিকে হাতে তুলে নিতে হবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার কর্তব্য আর তাই পার্টির চাই নতুন কর্মসূচী। আর পার্টির নাম হওয়া উচিত কমিউনিস্ট পার্টি কেননা কমিউনিজম-ই পার্টির লক্ষ্য।

কংগ্রেসে প্রস্তাব নেওয়া হল যে পার্টির নাম হোক রুশী কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)। আর নতুন কর্মসূচী রচনার জন্যে লেনিনের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করা হল।

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষদিকে গণ-কমিসারদের পরিষদে লেনিন প্রস্তাব তুলেছিলেন, পেত্রোগ্রাদ থেকে মস্কোতে গভর্নমেণ্ট সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক।

১৯১৮ সালের ১১ই মার্চ তারিখে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও গণ-কমিসারদের পরিষদের দপ্তর উঠিয়ে নিয়ে আসা হল মস্কোতে। মস্কো হয়ে উঠল নতুন রাজধানী।

মস্কোতে এসে লেনিন অল্প কিছুকাল ছিলেন হোটেলে, তারপরে ক্রেমলিনে। ১৯২৩ সালের বসন্ত পর্যন্ত এই ক্রেমলিনেই ছিলেন। তারপরে অসুস্থতার জন্যে বাধ্য হয়ে চলে যান মস্কোর কাছে গর্কি নামে একটি অঞ্চলে।

১৯১৮ সালের ১১ই মার্চ মস্কোতে এসেছিলেন। ১৯২৩ সালের ১৫ই মে ক্রেমলিন থেকে গিয়েছিলেন গর্কিতে। পাঁচ বছরের কিছু বেশি সময়। বয়সের দিক থেকে মোটামুটি আটচল্লিশ থেকে তিপ্পান্ন। একজন সাহিত্যিক মনে করতে পারেন, বয়সের এই সীমানার মধ্যে তিনি যদি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত শেষ উপন্যাসটি মনের মতো করে লিখে উঠতে পারেন তাহলেই তাঁর জীবন সার্থক। সাহিত্যিক তাঁর রচনায় মূর্ত করে তোলেন তাঁর ভাবনার জগতের অনেক মানুষ, অন্য এক জগৎ, এদিক থেকে তিনি স্থষ্টিকর্তা। লেনিনকে যদি এই মাপকাঠিতে বিচার করা হয়, তাহলে স্বীকার করতে হবে তাঁর স্থান স্থষ্টিকর্তার চেয়েও উঁচুতে, এই পাঁচ বছরে তিনি রচনা করে গিয়েছেন শেষ আকাঙ্ক্ষিত একটি উপন্যাস নয়, অনেক, অজস্র, প্রায় সংখ্যাতীত, সেখানকার মানুষগুলো ভাবনার নয়—বাস্তবের, সেখানকার জগৎটি এই মাটির পৃথিবীর একটি দেশ। লেনিন তাঁর এই পাঁচ বছরের জীবনে শত মানুষের জীবন বেঁচে গিয়েছেন। .

যদি এই পাঁচ বছরের সুবৃহৎ জীবনকে কতকগুলো অবয়বগত চিহ্ন দিয়ে ধরতে হয় তাহলে এখানে তার একটা ফিরিস্তি মাত্র উপস্থিত করা যেতে পারে।

১৯১৮ সালের ১৪ই মার্চ তারিখে মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয় সোভিয়েতসমূহের চতুর্থ সারা রুশ কংগ্রেস। উদ্দেশ্য, ব্রেস্ত-লিতোভস্ক শান্তি-চুক্তি অনুমোদন।

লেনিন বললেন, ব্রেস্ত-লিতোভস্ক চুক্তি সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে অবশ্যই একটি আপোস্, কিন্তু এই আপোসের প্রয়োজন ছিল, নইলে বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী

শক্তিগুলি জার্মানির সামরিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সোভিয়েত রিপাব্লিককে গুঁড়িয়ে দিতে পারত। এই আপোসের ফলে সোভিয়েত দেশ দম নেবার সময় পাবে, নিজেদের সংহত করে তুলতে পারবে। ব্রেস্ত-লিতোভস্ক চুক্তি কখনোই চিরস্থায়ী হতে পারে না।

কয়েক মাসের মধ্যে প্রমাণ পাওয়া গেল লেনিনের কথাই ঠিক। যুদ্ধে জার্মানি পরাজিত হল। জার্মানিতে বিপ্লব হল। জার্মানির রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হল। এই অবস্থায় লেনিন ব্রেস্ত-লিতোভস্ক চুক্তি বাতিল বলে ঘোষণা করলেন। ইউক্রেন, বাইলোরুশিয়া ও বাল্‌টিক দেশগুলিতে সোভিয়েত শক্তি প্রতিষ্ঠিত হল।

শান্তি অর্জিত হবার পরে এখন সামনে বিরাট দায়িত্ব, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যে সমস্ত শক্তি নিয়ে হাত লাগানো। লেনিন একটি প্রবন্ধ লিখলেন, 'সোভিয়েত গভর্নমেণ্টের আশু কর্তব্য'। প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করে দেখালেন পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ সমস্যাগুলি ও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের একটি পরিকল্পনা উপস্থিত করলেন।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পূর্ণ বিজয়মণ্ডিত করতে হলে তিনটি শর্ত অবশ্যই পুরণ হাওয়া চাই: পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন, উৎপন্ন সামগ্রীর বিলিব্যবস্থা ও উৎপাদন শক্তির বাড়বৃদ্ধি। এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে যাতে বুর্জোয়ারা আর কিছুতেই ফিরে আসতে না পারে।

সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্যে সবচেয়ে আগে চাই উৎপাদনের ও উৎপন্ন সামগ্রীর বিলিব্যবস্থার কড়াকড়ি নিয়ন্ত্রণ ও হিসাবনিকাশ। এছাড়া পরিকল্পিত অর্থনীতি সম্ভব নয়। আর পরিকল্পিত অর্থনীতি বাদ দিয়ে কখনো সমাজতান্ত্রিক সমাজ হতে পারে না।

সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্যে অবশ্যই চাই শ্রমের উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি। সেজন্যে চাই বৃহদাকার শিল্প, শ্রমজীবী জনগণের শিক্ষার ও সংস্কৃতির মান উন্নয়ন এবং দক্ষতা-বৃদ্ধি।

বুদ্ধিজীবীদের কী চোখে দেখা হবে? বৃহদাকার শিল্পের জন্যে চাই বিশেষজ্ঞ। চেষ্টা করতে হবে পুরনো আমলের বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের সমাজ-তান্ত্রিক নির্মাণকার্যের সঙ্গে যুক্ত করতে। এর ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার

যে জ্ঞান পুঁজিপতিরা নিজেদের কাজে লাগাচ্ছিল তা প্রোলেতারিয়েতের আয়ত্ত হবে এবং প্রোলেতারিয়েতরাও সেই জ্ঞান নিজেদের কাজে লাগাতে পারবে। তবে আসল কাজ হচ্ছে নতুন বুদ্ধিজীবী সৃষ্টি করা, যাদের মূল থাকবে জনগণের মধ্যে, যারা বেরিয়ে আসবে শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে থেকে।

লেনিনের এই পরিকল্পনা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েতের সারা-রুশ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটিতে অনুমোদিত হল।

১৯১৮ সালের ২৮এ জুন তারিখে গণ-কমিসারদের পরিষদ সকল বৃহদাকার শিল্পকে রাষ্ট্রীকৃত করার জন্যে ডিক্রি জারি করলেন।

১৯১৮ সালের বসন্তকালে ও বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে গুরুতর খাদ্য-সংকট দেখা দিল। মস্কো, পেত্রোগ্রাদ ও অন্যান্য শহরের শ্রমিকরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ একটুকরো রুটির মুখ দেখতে পেলেন না। গ্রামের ক্ষেতমজুররা উপোস দিয়ে রইলেন। ব্যাপারটা ঘটেছিল কুলাকদের চক্রান্তের ফলে। নির্ধারিত দরে সরকারের কাছে খাদ্যশস্য বিক্রি না করে তারা সমস্ত খাদ্যশস্য লুকিয়ে ফেলেছিল। প্রতিক্রিয়াশীলরা আশা করেছিল দেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে সোভিয়েতকে উৎখাত করা যাবে। বিপ্লবের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল খাদ্যশস্যের ওপরে।

শ্রমিকশ্রেণীর উদ্দেশে ডাক দিয়ে লেনিন বললেন, 'রুটির জন্যে সংগ্রামই সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম।'

লেনিনের ডাকে রাজনীতি-সচেতন শ্রমিকরা দল বেঁধে গ্রামে যেতে লাগলেন ও কুলাকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে গ্রামের গরীবদের জাগিয়ে তুললেন। ফাটকাবাজি ও মজুতদারির বিরুদ্ধে নির্মম ব্যবস্থা নেওয়া হল। মজুদ খাদ্যশস্যের বিলিব্যবস্থাকে ঠিকমতো দাঁড় করানো হল। খাদ্য সরবরাহের পুরো ব্যাপারটি নিয়ে আসা হল খাদ্য দপ্তরের গণ-কমিসারিয়েতের আওতায়।

লেনিন বললেন, এ লড়াই শুধু খাদ্যের জন্যে নয়, গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়লাভের জন্যেও। জমিদারি বাজেয়াপ্ত ও জমি পুনর্বণ্টনের সময়ে গরীব কৃষকদের সঙ্গে কুলাকদের শ্রেণী-সংগ্রাম তীব্র হয়ে উঠল। যে-সব শ্রমিক গ্রামে গিয়েছিলেন তাঁরা গ্রামের গরীব কৃষকদের সমাজতন্ত্রের কথা শোনালেন ও কুলাকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গরীব কৃষকদের পরিচালিত

করলেন। মাঝারি চাষীদের সঙ্গে সমঝোতা করা হল। নির্মমভাবে দমন করা হল কুলাকদের।

১৯১৮ সালের ১১ই জুন তারিখে সারা-রুশ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি গরীব কৃষকদের কমিটি গঠন করার ডিক্রি জারি করলেন।

গরীব কৃষকদের এই কমিটিগুলোর তৎপরতার ফলেই গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিজয়ী হয়েছিল। কুলাকদের পাঁচ-কোটি হেক্টর (আড়াই একরে এক হেক্টর) জমি গরীব ও মাঝারি কৃষকদের মধ্যে বিলি হয়েছিল।

অতঃপর সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের অঙ্গ হিসেবেই গ্রামাঞ্চলে যৌথ-চাষ ও সমাজতান্ত্রিক কৃষি গড়ে তোলার জন্যে পার্টির তৎপরতা শুরু হয়।

লেনিন বললেন, অক্টোবর বিপ্লব বিরাট এক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পথ খুলে দিয়েছে।

শিক্ষা দপ্তরের গণ-কমিসার ছিলেন লুনাচারস্কি। লেনিনের নির্দেশ অনুসারে তিনি দেশের সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করলেন ও স্কুলগুলোকে নতুন করে গড়ে তুললেন।

লেনিন মনে করতেন, শিক্ষকদের সোভিয়েতের দিকে নিয়ে আসতে পারাটাই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ জয়লাভ। জনশিক্ষার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ব্যাখ্যা করে তিনি অনেকগুলো বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

বয়স্কদের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার কাজও শুরু করা হয়েছিল। উচ্চতর শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের দুয়ার খুলে দেওয়া হয়েছিল শ্রমিক ও কৃষকের কাছে। শিল্প-সংগ্রহশালাগুলোকে করে তোলা হয়েছিল জাতীয় সম্পত্তি।

লেনিন বললেন, আগেকার দিনে প্রযুক্তিবিদ্যা ও সংস্কৃতির ফলভোগ করত মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র। বেঁচে থাকতে হলে যতোটুকু প্রয়োজন অন্যরা তাও পেত না। কিন্তু এখন থেকে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির বিরাট ঐশ্বর্য হয়ে উঠবে জাতীয় সম্পত্তি, মানুষের প্রতিভা ও মস্তিষ্ক আর কখনো শোষণ ও নির্যাতনের কাজে লাগবে না।

লেনিন বললেন, কাজ না করলে খেতে পাওয়া যাবে না—এই হচ্ছে বাস্তব

ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের অনুশাসন। বাস্তব ক্ষেত্রে সবকিছু এভাবেই গড়ে তুলতে হবে।

লেনিন জোর দিলেন বৈপ্লবিক সোভিয়েত আইনকানুনকে জোরদার করে তোলার ওপরে, গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার ওপরে। যদি কেউ সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করে, ঘুষ নেয়. লোককে ঠকায়, তাহলে তার বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেবার নির্দেশ দিলেন।

ব্রেস্ত-লিতোভস্ক চুক্তির ফলে দম নেবার যে সময়টুকু পাওয়া গিয়েছে তা যে বেশিদিন থাকবে না এ-ধারণা লেনিনের ছিল। সোভিয়েতসমূহের চতুর্থ কংগ্রেসে এই মর্মে প্রস্তাব নেওয়া হয় যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমিকে রক্ষা করার সকল ব্যবস্থা অবশ্যই চাই।

বলশেভিক পার্টির কর্মসূচীতে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল গণ-মিলিশিয়া গঠনের ওপরে। কিন্তু রুশদেশে বিপ্লব হয়ে যাবার পরে যে অভিজ্ঞতা হল—চারদিকের বিরোধী পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, জমিদার ও বুর্জোয়াদের সশস্ত্র প্রতিরোধ—তার ফলে বিষয়টিকে নতুন দৃষ্টিতে বিবেচনা করতে হল। পার্টির এই উপলব্ধি হল যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে বাঁচাতে হলে সোভিয়েত রাষ্ট্রের শক্তিশালী ও সুসজ্জিত সেনাবাহিনী চাই। লেনিন ছিলেন প্রথম মার্কসবাদী যিনি প্রোলেতারীয় রাষ্ট্রের সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার প্রশ্নটি নিয়ে বিচার করেছিলেন ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে একটি সোভিয়েত সেনাবাহিনী গড়ে তোলার বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন। লেনিন বললেন, সোভিয়েত সেনাবাহিনী হচ্ছে শ্রমজীবী জনগণের মুক্তির সেনাবাহিনী, প্রোলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা-বাদের নীতিতে শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত সেনাবাহিনী। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলিতে সেনাবাহিনী হয়ে ওঠে শোষণকারী শ্রেণীর হাতে মুগুর বিশেষ, নিজ দেশের ও অপর দেশের জনগণকে দাসত্বে নিয়ে আসার যন্ত্র বিশেষ। এই সেনাবাহিনী থেকে সোভিয়েত সেনাবাহিনী পৃথক।

১৯১৮ সালের ২৯এ মে তারিখে সারা-রুশ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটিতে প্রস্তাব নেওয়া হল যে শ্রমজীবী জনগণকে বাধ্যতামূলকভাবে লালফৌজে যোগ দিতে হবে।

১৯১৮ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে শুরু হল সোভিয়েতসমূহের পঞ্চম সারা-রুশ কংগ্রেস। এই কংগ্রেসে অনুমোদিত হল সোশ্যালিস্ট রিপাব্লিক-সমূহের রাশিয়ান সোভিয়েত ফেডারেশনের সংবিধান। লেনিনের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় কমিটির একটি কমিশন এই সংবিধানের খসড়া রচনা করেছিলেন। মুখবন্ধ হিসেবে সংবিধানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল 'শ্রমজীবী শোষিত জনগণের অধিকারের ঘোষণা'।

সংবিধানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেনিন বললেন, এই সংবিধান একটি কমিশনের আবিষ্কার নয়, একদল আইনজ্ঞের মুসাবিদা নয়, শোষণ-কারীদের বিরুদ্ধে প্রোলেতারিয়েতের সংগ্রাম ও সংগঠনের অভিজ্ঞতালব্ধ ফল। প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্ব; শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে ক্ষেতমজুরের মৈত্রী; উৎপাদনের মূল উপায়গুলিকে জনগণের সম্পত্তি করে তোলা; প্রকৃত গণতন্ত্র অর্থাৎ সমগ্র জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা—সোভিয়েত রাশিয়ার শ্রমজীবী জনগণের এই বিপুল অর্জনগুলিকে আইনগত অনুমোদন দিচ্ছে এই সংবিধান।

সাম্রাজ্যবাদীরা আশা করেছিল জার্মানির সেনাবাহিনী রুশ বিপ্লবকে গুঁড়িয়ে দিয়ে যাবে। কিন্তু সে-আশা সফল হল না। তখন তারা নিজেরাই সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে খোলাখুলি সামরিক হস্তক্ষেপ করে বসল। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মেলাল দেশের ভিতরকার শত্রুরা—পুঁজিপতি, জমিদার ও কুলাক। এই শত্রুরা আশা করেছিল বাইরের হস্তক্ষেপকারীদের সহায়তায় সোভিয়েত শক্তিকে উৎখাত করে পুরনো ব্যবস্থা আবার ফিরিয়ে আনা যাবে।

১৯১৮ সালের মার্চে ব্রিটিশ, মার্কিন ও ফরাসী সৈন্যরা এসে নামল মুরমান্স্ক-এ। এপ্রিলে জাপানী ও ব্রিটিশ সৈন্যরা ভ্লাদিভোস্তক দখল করে নিল। মে মাসের শেষদিকে চেক ও স্লোভাক যুদ্ধজীবীদের নিয়ে গঠিত (বিপ্লবের আগে) চেকোস্লোভাক বাহিনী মধ্য-ভলগা অঞ্চলে ও সাইবেরিয়ায় সোভিয়েতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসল। ব্রিটিশরা আক্রমণ করল ট্রান্সককেসিয়া ও মধ্য-এশিয়া। জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা ব্রেস্ত-লিতোভস্ক চুক্তি ভঙ্গ করে দখল করে বসল বালটিক দেশগুলি, বাইলোরুশিয়া ও ইউক্রেন।

১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকালের মধ্যেই সোভিয়েত রিপাব্লিককে এসে দাঁড়াতে

হল একটা আগুনের চক্রের মধ্যে। দেশের তিন-চতুর্থাংশ অঞ্চল হস্তক্ষেপ-কারীদের দখলে। অ্যাডমিরাল কোলচাক, জেনারেল দেনিকিনের মতো সেনাপতিরা (এদের সৈন্যদের বলা হত হোয়াইট গার্ড বা শ্বেতরক্ষী) বিদেশী হস্তক্ষেপকারীদের সাহায্য নিয়ে বুর্জোয়া-জমিদার-প্রতিবিপ্লবীদের শাসন ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর।

লালফৌজ রুখে দাঁড়াল চোদ্দটি বিদেশী রাষ্ট্রের ও দেশের ভিতরকার হোয়াইটের আক্রমণের বিরুদ্ধে। একে একে সমস্ত ফ্রণ্টে হস্তক্ষেপকারীরা পরাজিত হল। জারিৎসিনে (পরে নাম হয়েছিল স্তালিনগ্রাদ, এখনকার নাম ভল্‌গোগ্রাদ) ইতিহাস সৃষ্টি করল লালফৌজ।

১৯২০ সাল পর্যন্ত কোনো না কোনো ভাবে হস্তক্ষেপকারীদের ও হোয়াইটদের আক্রমণ চলেছিল।

১৯১৮ সালের ৩০এ আগস্ট তারিখে মস্কোর একটি শ্রমিক সমাবেশে লেনিনের বক্তৃতা দেবার কথা। লেনিন ঠিক সময়েই এলেন, বক্তৃতা দিলেন, তারপরে যখন ফিরে যাচ্ছেন, গাড়ির পা-দানিতে একটি পা রেখেছেন, এমন সময়ে মাত্র কয়েক ফুট দূর থেকে একটি স্ত্রীলোক লেনিনকে লক্ষ্য করে গুলি করল। লেনিন মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

'লেনিনকে খুন করেছে! লেনিনকে খুন করেছে!' চারদিকে ক্রুদ্ধ হুংকার উঠল। প্রচণ্ড একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

একটু পরে লেনিন নিজেই উঠে দাঁড়ালেন। টলতে টলতে গিয়ে উঠলেন গাড়িতে, নিজের জায়গাটিতে বসলেন, ড্রাইভারকে বাড়ির দিকে যাবার হুকুম দিলেন।

সারাটি রাস্তা লেনিনের মুখ থেকে একবারও গোঙানি বা কাতরানি শোনা গেল না। সীটে ঠেস দিয়ে চোখ বুজে রইলেন। কিন্তু তাঁর ফ্যাকাশে মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে তাঁর খুবই যন্ত্রণা হচ্ছে।

ক্রেমলিনে চারতলায় লেনিনের ফ্ল্যাট। অন্যরা চাইল তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে যেতে। লেনিন রাজী হলেন না। অন্যদের ওপরে ভর রেখে ঘোরানো খাড়া সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে নিজেই চারতলায় উঠলেন।

কয়েক দিন কাটল জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে টানাটানিতে। একটি গুলি

বিঁধেছে তার বাঁ কাঁধে, অপরটি বাঁ ফুসফুস ফুটো করেছে। সকলে দারুণ উৎকণ্ঠিত, একমাত্র লেনিন ছাড়া। তিনি হাসিমুখে সবাইকে আশ্বস্ত করছেন, 'ও কিছু না! বিপ্লবীদের জীবনে তো এ-ধরনের ঘটনা ঘটবেই!'

লেনিনের শরীর ছিল খুবই মজবুত। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি ফাঁড়া কাটিয়ে উঠলেন। দুটি গুলি তাঁর শরীরের মধ্যেই রয়ে গেল।

যে স্ত্রীলোকটি গুলি করেছিল তার নাম ফানিয়া কাপ্‌লান। জবানবন্দীতে সে বলেছে, "···আজ আমি লেনিনকে গুলি করেছি। এটা আমার একার কাজ। কার কাছ থেকে রিভলবার পেয়েছি তা আমি বলব না···বিস্তারিত কোনো খবরই আমি বলব না···আমি অনেক আগেই ঠিক করেছিলাম লেনিনকে খুন করব···আমার মা-বাবা আছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে···"

ফানিয়া কাপলানের মুখ থেকে বিস্তারিত খবর জানার কোনো প্রয়োজনও ছিল না। এই ঘটনার পিছনে যে কাদের হাত তা বুঝতে কারও বাকি থাকল না। সারা দেশ জুড়ে ধিক্‌কারের ধ্বনি উঠল—কারখানায় কারখানায়, গ্রামে গ্রামে, ফ্রন্টে ফ্রন্টে।

১৬ই সেপ্‌টেম্বর তারিখে লেনিন আবার কাজ শুরু করলেন।

অক্টোবরে ও নভেম্বরে লেনিন একটি বই লিখলেন: 'প্রোলেতারীয় বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউটস্কি'। কাউটস্কি এ-সময়ে প্রবন্ধ ও বই লিখে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছিলেন যে প্রোলেতারীয় বিপ্লব ও প্রোলেতারীয় একনায়কত্বের কোনো প্রয়োজন নেই। মার্কসবাদকে তিনি বিকৃত করছিলেন। লেনিনকে তাই একটি বই লিখে কাউটস্কির সংশোধনবাদ ও বিশ্বাসঘাতকতার মুখোশ খুলে দিতে হল।

রুশী কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর অষ্টম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল মস্কোতে, ১৯১৯ সালের ১৮ই মার্চ তারিখে। এই কংগ্রেসে পার্টির নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের গোটা সময়কালে পার্টির কর্তব্যকে সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরা হয় এই কর্মসূচীতে। এটি ছিল পার্টির দ্বিতীয় কর্মসূচী। প্রথম কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে।

কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হবার দু-দিন আগে সারা-রুশ কেন্দ্রীয় কার্য-নির্বাহক কমিটির সভাপতি স্ভের্দলফ মারা গিয়েছিলেন। কংগ্রেসে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

কর্মসূচীতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় শিল্পের ও কৃষির কাঠামো সম্পর্কে। দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি নানামুখী হতে বাধ্য। মাঝারি কৃষকরা যুক্ত থাকে ছোট আকারের পণ্য-উৎপাদনের সঙ্গে, অতএব উৎপাদনের এই বিশেষ চেহারাটিও বাতিল হবার নয়। তেমনি, সাম্রাজ্যবাদ অবশ্যই পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়, কিন্তু এই পর্যায়েও একচেটিয়া পুঁজি সৃষ্টি হবার আগেকার পুঁজিতন্ত্রও থেকে যায়। পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এই বিভিন্নতা অবশ্যই মনে রাখা দরকার।

ফলে, মাঝারি কৃষকদের সম্পর্কে কী নীতি নেওয়া হবে, সেটাই কংগ্রেসের একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠল। লেনিন বললেন, মাঝারি কৃষকরাই কৃষকদের একটি বড়ো অংশ, মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে সুদৃঢ় মৈত্রী ছাড়া সমাজতন্ত্র গঠন সম্ভব নয়।

কর্মসূচীর কৃষি অংশে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হল কৃষির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের জন্যে কী কী ব্যবস্থা চাই: রাষ্ট্রীয় খামার, যৌথ চাষের সমিতি ও কৃষি-সমবায়।

১৯১৯ সালের ১০ই মে তারিখে মস্কো-কাজান রেলপথের শ্রমিকরা দিনের কাজের শেষে বিনা মাইনেতে অতিরিক্ত সময় কাজ করে চারটি ইঞ্জিন ও ষোলটি কামরা মেরামত করেন ও অনেকগুলো মালগাড়ি খালাস করেন। এই স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত শ্রমদানকে রুশভাষায় বলা হয় 'সুবোৎনিক'। এই ঘটনাকে অভিনন্দন জানিয়ে লেনিন প্রবন্ধ লিখলেন 'একটি মহান সূত্রপাত'। বললেন, "এই হচ্ছে কমিউনিজমের প্রকৃত সূত্রপাত।" সারা দেশ জুড়ে সুবোৎনিক আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। লেনিন নিজেও ক্রেমলিনে সুবোৎনিক হলেন।

১৯২০ সালের এপ্রিল-মে মাসে লেনিন লিখলেন 'বামপন্থী কমিউনিজম, শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা' বইটি।

রুশ বিপ্লব গোটা বিশ্বকে নাড়া দিয়েছে, শ্রমজীবী জনগণের বিশ্বব্যাপী মুক্তি-আন্দোলনকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে। "অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে", লেনিন লিখলেন, "প্রোলেতারীয় বিপ্লবের কতকগুলো অতি-অপরিহার্য প্রশ্নে সকল দেশকে অনিবার্যভাবেই রুশদেশের পথ ধরতে হবে।" অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে রুশদেশের কমিউনিস্টদের পথের সঙ্গে পরিচিত করাবার উদ্দেশ্যেই বইটি লেখা।

লেনিন বললেন, কমিউনিস্ট পার্টি বড়ো হয়ে উঠেছে ও শক্তিসঞ্চয় করেছে সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াই চালিয়ে। দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ, সংস্কারবাদ ও শোধনবাদই হচ্ছে শ্রমিক-আন্দোলনের সামনে সবচেয়ে মারাত্মক বিপদ। "সুবিধাবাদ আমাদের প্রধান শত্রু।" সঙ্গে সঙ্গে লেনিন শিশুসুলভ "বামপন্থী" বুলি আওড়ানো সম্পর্কেও সতর্ক করে দেন। বুর্জোয়া পার্লামেণ্টে ও ট্রেড-ইউনিয়নে কমিউনিস্টদের কাজ করা উচিত নয়, অন্যান্য পার্টির সঙ্গে চুক্তি বা আপোস করা উচিত নয়—এসব কথা যাঁরা বলেন তাঁরা নিজেরাই শ্রমিকশ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেন।

নবম পার্টি কংগ্রেসে (২৯এ মার্চ থেকে ৫ই এপ্রিল ১৯২০) কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে লেনিন উপস্থিত করেন দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের কর্তব্য। এই কংগ্রেসে লেনিনের সমগ্র রচনাবলী প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

হস্তক্ষেপকারী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণ শেষ হল ১৯২০ সালের গোড়ার দিকে। লালফৌজের আঘাতে প্রতিটি ফ্রণ্টে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। যুদ্ধ শেষ হবার পরে লেনিন উপস্থিত করলেন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে তোলার একটি কর্মসূচী। বললেন, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম গড়ে তুলতে হলে দেশব্যাপী বিদ্যুতীকরণ চাই। "কমিউনিজম হল সোভিয়েত ক্ষমতার সঙ্গে গোটা দেশের বিদ্যুতীকরণের যোগফল।" কথাটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, বৈদ্যুতীকরণের ভিত্তিতে বৃহদাকার শ্রমশিল্প—এই হচ্ছে

সমাজের অর্থনৈতিক জীবনকে কমিউনিস্ট সংগঠনের দিকে নিয়ে যাবার প্রথম গুরুত্বপুর্ণ পদক্ষেপ। বললেন, কৃষির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের জন্যে ও গ্রামাঞ্চলে পুঁজিতন্ত্রের অর্থনৈতিক মূল উৎপাটিত করার জন্যে যে জিনিসটি অবশ্যই চাই তা হচ্ছে ভারীশিল্প।

১৯২১ সালের গোড়ার দিকে দেশে এক আকালের অবস্থা সৃষ্টি হয়। মাঠ থেকে না পাওয়া যায় ফসল, না পশুখাদ্য। গবাদি পশুর সংখ্যা কমে যায়। কৃষকদের দুরবস্থা চরমে ওঠে। জ্বালানির অভাবে কলকারখানাগুলো পর্যন্ত বন্ধ হবার উপক্রম।

এই অবস্থার সুযোগ নেয় শ্রেণী-শত্রু কুলাকরা। দেশের নানা অংশে তারা বিদ্রোহ উস্কিয়ে তোলে। বিশেষ করে ক্রোন্স্টাটে এই বিদ্রোহ একটা ব্যাপক আকার নিয়ে ফেটে পড়ে। সে-সময়ে মাঝারি কৃষকদের ফসলের উদ্বৃত্ত অংশ বাধ্যতামূলকভাবে ছেড়ে দিত হত। এই ব্যবস্থার ফলে তাদের মধ্যে প্রচণ্ড একটা বিক্ষোভ ছিল। এই বিক্ষোভের সুযোগ নিয়ে প্রতিবিপ্লবীরা মাঝারি কৃষকদের সহজেই দলে টানতে পেরেছিল।

লেনিন বললেন, "এ-ব্যাপারটা যে ঘটেছে তার কারণ অর্থনৈতিক অভিযান চালাতে গিয়ে আমরা বড়ো বেশি এগিয়ে গিয়েছি।" পরিস্থিতি বিচার করে দশম পার্টি কংগ্রেসে (৮ই থেকে ১৬ মার্চ, ১৯২১) লেনিন উপস্থিত করলেম নতুন অর্থনীতিক নীতি (নেপ্)। এই নীতির মূল কথা হচ্ছে বাড়তি ফসল বাধ্যতামূলকভাবে ছেড়ে দেবার বদলে ফসল দিয়ে কর দেবার আইন প্রবর্তন। লেনিন বললেন, নতুন অর্থনীতিক নীতি হচ্ছে পুরনো পুঁজিবাদী অর্থনীতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরাসরি আঘাত হেনে চুর্ণবিচুর্ণ করার বদলে ধীরে ধীরে উৎখাত করার নীতি, দুর্গকে দখল করবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার বদলে অবরোধ করে রাখার নীতি।

দশম পার্টি কংগ্রেসের অপর একটি সিদ্ধান্ত ছিল জাতীয়তার প্রশ্ন সম্পর্কে। কংগ্রেস পার্টির ওপরে এই দায়িত্ব দিয়েছিল যে আগেকার আমলের শোষিত

জাতিগুলির ওপর থেকে সমস্ত অসাম্য দূর করতে হবে। এই জাতিগুলিকে টেনে আনতে হবে সমাজতন্ত্রের নির্মাণকার্যে।

কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয়তা সম্পর্কিত নীতি নিয়ে অতীতে বহু তর্কবিতর্ক হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাই বলে সমস্ত মতভেদ দূর হয়ে যায় নি। পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে গিয়ে এবারেও লেনিনকে বহু মতভেদের সম্মুখীন হতে হল। লেনিনের শরীর তখন পুরোপুরি সুস্থ ছিল না। ডাক্তারের পরামর্শে বিশ্রাম নিতে হচ্ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি এই দুরূহ কর্তব্য স্বভাবগত ত্রুটি-হীনতার সঙ্গে সম্পন্ন করলেন। ১৯২২ সালের ৩০এ ডিসেম্বর তারিখে সোভিয়েতসমূহের প্রথম সারা ইউনিয়ন কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠিত হল ইউনিয়ন অফ সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাব্লিকস (ইউ এস এস আর) বা রিপাব্লিকসমূহের সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট ইউনিয়ন।

১৯২৩ মার্চের গোড়ার দিকে লেনিনের অবস্থা খুবই খারাপ হল। মে মাসে চলে এলেন গর্কিতে।

১৯২৪ সালের ২১এ জানুয়ারি তারিখে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ রোগে লেনিন মারা যান।

লেনিনের শেষ দিনগুলি সম্পর্কে জানাতে গিয়ে গর্কির কাছে লেখা একটি চিঠিতে ক্রুপ্‌স্কায়া বলেছেন, "শেষ দিন পর্যন্ত সে ছিল সেই একই মানুষ—তেমনি প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি ও আত্মসংযম, তেমনি হাসিগল্প ঠাট্টাতামাশা, অপরের সম্পর্কে তেমনি সস্নেহ বিবেচনা।"

মৃত্যুর দু-দিন আগে লেনিনকে একটি গল্প পড়ে শুনিয়েছিলেন ক্রুপ্‌স্কায়া। জ্যাক লণ্ডনের গল্প: জীবন-তৃষ্ণা। ধুধু বরফের রাজ্য পার হয়ে একজন অসুস্থ ও ক্ষুধার্ত মানুষ লোকালয়ের দিকে চলেছে আর তাকে অনুসরণ করছে একটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে। এই লড়াইয়ে মানুষ জয়ী হয়। গল্পটি লেনিনের খুব ভালো লেগেছিল।

লেনিনও ছিলেন এমনি একজন জয়ী মানুষ। জ্যাক লণ্ডনের গল্পের নায়কের মতো তিনিও অনেক মৃত্যুকে জয় করে ইতিহাসের এক নতুন লোকালয়ে পৌঁছেছেন।

লেনিন তাই মৃত্যুহীন।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে

অক্টোবর বিপ্লবেরও আগে বেশ কয়েক বছর ধরে লেনিন বলে আসছিলেন যে সোশ্যালিস্ট পার্টিগুলির বামপন্থী অংশকে নতুন তৃতীয় আন্তর্জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা দরকার। এই কাজটিই তিনি হাতে নিলেন ১৯১৮ সালে, যখন বিপ্লবের উত্তাল তরঙ্গে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট সংগঠন দ্রুত বেড়ে উঠছিল।

এই নতুন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন বসল মস্কোতে, ১৯১৯ সালের মার্চ মাসের গোড়ার দিকে। গোড়ার দিকে বলা হচ্ছিল সম্মেলন, কংগ্রেস নয়, কেননা তখনো পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এই অধিবেশনে ত্রিশটি দেশের বাহান্নজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব তুললেন লেনিন। অধিকাংশ প্রতিনিধির সমর্থন পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবটিকে কার্যকর বলে ধরে নিয়ে তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হয়ে গেল।

কংগ্রেসে লেনিন একটি রিপোর্ট পেশ করলেন, বিষয়—'বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্ব'। রিপোর্টটি গৃহীত হল।

তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের বা কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসের উদ্বোধন হল পেত্রোগ্রাদে, ১৯২০ সালের ১৯এ জুলাই তারিখে। পরে অধিবেশনের স্থান সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় মস্কোতে।

কংগ্রেসের প্রধান প্রধান প্রস্তাব লেনিনের রচনা। প্রস্তাব ছিল কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের মূল কর্তব্য সম্পর্কে, জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন সম্পর্কে, কৃষি প্রশ্ন সম্পর্কে, কমিনটার্নের অনুমোদন লাভ করা সম্পর্কে।

কংগ্রেসে লেনিন একটি রিপোর্ট পেশ করলেন ('আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও কমিনটার্নের মূল কর্তব্য'), কয়েকটি কমিশনে কাজ করলেন এবং জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন সম্পর্কিত কমিশনের রিপোর্ট পেশ করলেন।

এই কংগ্রেসে বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ আলোচনা হয়েছিল জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন সম্পর্কে। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে চীনে, ভারতে,

ইন্দোনেশিয়ায় ও অন্যান্য ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল। লেনিন বললেন, প্রাচ্যের দেশগুলির জাগরণ বিশ্বের সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ শক্তিতে পরিণত হতে চলেছে। বললেন, ঔপনিবেশিক দেশগুলির অধিকাংশ মেহনতী মানুষ এখনও অনগ্রসর থাকলেও বিশ্ব-বিপ্লবের আগামী পর্যায়গুলিতে তারা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ বৈপ্লবিক ভূমিকা গ্রহণ করবে। সমাজতন্ত্রের জয়ের যুগের সঙ্গে তিনি যুক্ত করছেন ইউরোপের প্রগতিশীল শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম ও প্রাচ্যের জাতিগুলির জাগরণ। বললেন, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে বিশ্বব্যাপী বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া থেকে পৃথক করে দেখা চলে না।

অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাবে ভারতে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনও জোরদার হচ্ছিল। ১৯২০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ভারতীয় বিপ্লবীদের একটি সভা হয়। সভা থেকে একটি প্রস্তাব পাঠানো হয় লেনিনের কাছে। নির্যাতিত শ্রেণী ও জাতিগুলির মুক্তির জন্যে সোভিয়েত রাশিয়া যে মহান সংগ্রাম চালাচ্ছে সেজন্যে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় এই প্রস্তাবে। ভারতীয় মুক্তি সঙ্ঘের এই প্রস্তাবের জবাবে লেনিন লেখেন: "এ-খবর শুনে আমি বিশেষ আনন্দিত যে 'শ্রমিক ও কৃষকের প্রজাতন্ত্র' কর্তৃক ঘোষিত দেশীবিদেশী শোষকদের শোষণ থেকে নিপীড়িত জাতিগুলির মুক্তি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি—স্বাধীনতার জন্যে নির্ভীক সংগ্রাম চালাচ্ছেন এমন সমস্ত প্রগতিশীল ভারতবাসীর মধ্যে—সঙ্গে সঙ্গে সাড়া জাগিয়েছে। রাশিয়ার মেহনতী জনসাধারণ ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকদের জাগরণের দিকে নিরলস মনোযোগে নজর রাখছে। মেহনতী মানুষের সংগঠন শৃঙ্খলা ও অধ্যবসায় আর দুনিয়ার শ্রমজীবী সাধারণের সঙ্গে সংহতি তাদের চূড়ান্ত জয়লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। মুসলমান ও অ-মুসলমানদের ঘনিষ্ঠ মৈত্রীকে আমরা অভিনন্দন জানাই। এই মৈত্রী প্রাচ্যের সমস্ত মেহনতী মানুষের দিকে প্রসারিত হোক—এই আমাদের আন্তরিক কামনা। ভারতীয়, চীনা, কোরীয়, জাপানী, পারসী ও তুর্কী শ্রমিক ও কৃষকরা যখন হাত মেলাবে এবং মুক্তির সাধারণ ব্রত উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে একসঙ্গে যাত্রা করবে—একমাত্র তখনই শুধু নিশ্চিত হবে শোষকদের ওপরে চূড়ান্ত জয়লাভ। মুক্ত এশিয়া জিন্দাবাদ!"

এই মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সম্পর্ক কি?

লেনিন বললেন, "রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে পদানত দেশসমূহে

যে-সব বিপ্লবী শক্তি সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে কার্যরত রয়েছে, তাদের সঙ্গে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিককে অবশ্যই সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। বিশ্ব-বিপ্লবের পূর্ণ সাফল্যকে যদি সুনিশ্চিত করতে হয়, তবে ঐ দুটি শক্তিকে অবশ্যই সমন্বিত করতে হবে।"

কথাটা আরও স্পষ্ট করলেন ঔপনিবেশিক প্রশ্নের বিচারে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ও তৃতীয় আন্তর্জাতিকের পার্থক্য তুলে ধরে: "কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক হল বিশ্বে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর সংহত ইচ্ছাশক্তি। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ভূমিকা হল পুঁজিবাদের উচ্ছেদ সাধন এবং কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার জন্যে সারা বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করা। তৃতীয় আন্তর্জাতিক হল একটি সংগ্রামী সংস্থা যাকে পৃথিবীর সব দেশের বিপ্লবী শক্তিগুলিকে একত্র করার দায়িত্ব নিতেই হবে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক যেহেতু বুর্জোয়া কালচারে প্রভাবিত একদল নেতার দ্বারা চালিত হচ্ছে, সেজন্যেই ঔপনিবেশিক প্রশ্নের অনুধাবন তার পক্ষে সম্ভব হল না। ওঁদের কাছে ইউরোপের বাইরে পৃথিবীর কোনো অস্তিত্ব নেই। ওঁরা ইউরোপের বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে অ-ইউরোপীয় দেশগুলির বিপ্লবী আন্দোলনের সমন্বয়ের কোনো প্রয়োজন দেখলেন না। উপনিবেশগুলির বিপ্লবী আন্দোলনে কোনোরূপ নৈতিক ও বৈষয়িক সমর্থন দেবার বদলে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নিজেই সাম্রাজ্যবাদী হয়ে গেল।"

লেনিন দেখালেন, "পরাধীন দেশগুলিতে দুটি পৃথক আন্দোলন পরিস্ফুট হচ্ছে।...একটি হল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক জাতীয় আন্দোলন, যার কর্মসূচী হচ্ছে পুঁজিবাদী প্রথার অধীনস্থ রাজনৈতিক স্বাধীনতা; অন্য আন্দোলনটি হল অজ্ঞ ও দরিদ্র কৃষক এবং শ্রমিকদের গণ-কার্যক্রম। প্রথমোক্ত আন্দোলন দ্বিতীয় আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করছে এবং কখনো কখনো কিয়ৎপরিমাণে সফলও হচ্ছে। কিন্তু কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক এবং সংশ্লিষ্ট পার্টিগুলিও ঐরূপ নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে অবশ্যই সংগ্রাম চালাবে আর উপনিবেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর চেতনা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। উপনিবেশগুলিতে বিপ্লবের প্রথম যে পদক্ষেপ, সেই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদকে উৎসাদনের জন্যে বুর্জোয়া-জাতীয়তা-বাদীদের সহযোগিতা প্রয়োজনীয় হতে পারে।

কিন্তু সর্বপ্রধান ও প্রয়োজনীয় কর্তব্য হল কমিউনিস্ট পার্টিগুলি তৈরি করা—যারা কৃষক ও শ্রমিকদের সংগঠিত করবে এবং তাদেরকে বিপ্লবের দিকে

ও সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র স্থাপনের দিকে পরিচালিত করবে। এভাবেই অনগ্রসর দেশগুলির মানুষ পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার পথকে এড়িয়ে অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত হয়ে কমিউনিজমে পৌঁছে যেতে পারে।"*

লেনিন স্পষ্টই বলছেন, পিছিয়ে থাকা দেশগুলি পুঁজিবাদকে এড়িয়েই কমিউনিজমে পৌঁছতে পারে। লেনিনের কথায়, "মুক্তির পথে এখন যে-সব অনগ্রসর জাতি অগ্রসর হয়েছে এবং যাদের মধ্যে মহাযুদ্ধের পর থেকে কিছুটা অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রেও পুঁজিবাদী স্তর কি অপরিহার্য? এই প্রশ্নের জবাবে আমরা বলি—না।"

ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলির প্রতিনিধিরা কংগ্রেসের অ্যালবামে মন্তব্য করে এলেন যে প্রাচ্যের জনগণের মনে লেনিন নতুন আশা জাগিয়েছেন ও তাদের সুখী জীবনের পথ দেখিয়েছেন।

তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেস ১৯২১ সালের জুন মাসের শেষদিকে। এই কংগ্রেসের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল—রণকৌশল। লেনিন বললেন, বিশ্বের অবস্থা বদলে গিয়েছে, শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে পুঁজি-বাদীদের আক্রমণ বেড়ে চলার দিকে, কয়েকটি দেশে প্রোলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে, সব মিলিয়ে বিশ্ব-বিপ্লবের গতি মন্থর। এই অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে সম্পূর্ণ নতুন রণকৌশল নিতে হবে।

তৃতীয় কংগ্রেস থেকে ঘোষণা করা হল—জনগণকে আন্দোলনে টেনে আনবার জন্যে কমিউনিস্টদের নতুন রণকৌশল হবে যুক্তফ্রন্ট।

* মানবেন্দ্রনাথ রায় তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নে একটি থিসিস পেশ করেছিলেন। লেনিনের সঙ্গে তাঁর মতভেদ ছিল। তিনি মনে করতেন —উপনিবেশ ও অনগ্রসর দেশগুলির জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন ও উদীয়মান বিপ্লবী শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন পরস্পর-বিরুদ্ধ; কমিনটার্ন ও কমিউনিষ্ট পার্টির উচিত জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনকে সমর্থন নয়, সম্পূর্ণভাবে কমিউনিষ্ট পার্টির সংগঠন ও শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলা; প্রাচ্যের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ভেঙে না পড়লে ইউরোপে পুঁজিবাদের উচ্ছেদ সম্ভব নয়। (ঔপনিবেশিক প্রশ্নে লেনিনের লেখার উদ্ধৃতি গঙ্গাধর অধিকারীর একটি প্রবন্ধ থেকে)

ক্রেমলিনে

ক্রেমলিনে লেনিনের পড়ার ঘরটি খুবই ছোট, তবে সাজানো-গোছানো। কোথাও এমন কোনো জিনিস ছিল না যা বাহুল্য। ডেসকের ওপরে সব সময়ে থাকত একটি প্যাড। কোনো কিছু নোট করতে, কাউকে কোনো নির্দেশ পাঠাতে এই প্যাডের কাগজ ব্যবহার করতেন। এই প্যাডের কাগজেই লিখে রাখতেন প্রত্যেক সাক্ষাৎপ্রার্থীর নামধাম। নোট করার জন্যে কখনো কখনো ব্যবহার করতেন ক্যালেণ্ডারের পৃষ্ঠাও। ডেস্‌কের পিছনে একটি সাধারণ আর্মচেয়ার, বেতের। ডেস্‌কের সামনের দিকে আরো একটি টেবিল। এই টেবিলের দু-দিকে দুটি বড়ো আর্মচেয়ার, চামড়ার। এই আর্মচেয়ার দুটি সাক্ষাৎকারীদের জন্যে।

ডেস্‌কের দু-দিকে দুটি ঘুরন্ত বুকস্ট্যাণ্ড। একটিকে পার্টি সম্মেলন ও পার্টি কংগ্রেস সংক্রান্ত কাগজপত্র, রেফারেন্স বই ও অভিধান। অন্যটিতে সারা দিনে কাজে লাগতে পারে এমন সমস্ত ফাইল ও কাগজপত্র, আশু প্রয়োজনের কয়েকটি বইও। ডেসকের পিছনদিককার দুটি বুকস্ট্যাণ্ডে রুশী ও বিদেশী পত্রপত্রিকা। জানালার কাছে একটি শেল্‌ফ, তাতে চলতি মাসের রুশী সংবাদপত্র।

দেওয়াল বরাবর বুককেস, বইয়ে ঠাসা। বইয়ের সংখ্যা হাজার দুয়েক। আরো আট হাজারের বেশি বই রয়েছে গণ-কমিসারদের পরিষদের বৈঠক-কামরার পাশের ঘরটিতে। ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান ও অন্যান্য বিদেশী ভাষায় বইয়ের সংখ্যাও প্রচুর। বই রয়েছে মার্কস ও এঙ্গেলসের, প্লেখানফের, বেবেল, লাফার্গ, মেএরিঙ, রোজা লুকসেমবুর্গ, হেগেল, ফয়েরবাখ, ক্যাম্‌পানেলা, সেণ্ট-সাইমন-এর, রুশদেশীয় বিপ্লবী ডেমোক্রাট হের্‌ৎসেন, বেলিন্‌স্কি, চের্নিশেভস্কি, দোব্রোল্যুবফ ও পিসারেফের। বই রয়েছে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের, অর্থনীতি ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের, সামরিক বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিবিধ বিষয়ের। বই রয়েছে রুশী ও বিদেশী কথা সাহিত্যেরও। বই ছাড়াও রয়েছে প্রচুর মানচিত্র ও অ্যাটলাস।

বই রয়েছে ভারতীয় লেখকদেরও। যেমন, লাজপৎ রায়ের 'ইংল্যাণ্ডস ডেট টু ইণ্ডিয়া', অম্বিকাচরণ মজুমদারের 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ইভোলিউশন',

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিদের ভাষণ, রিপোর্ট ও প্রস্তাব, রবীন্দ্রনাথের 'ন্যাশনালিজম' (রুশ ও জার্মান অনুবাদে), 'ঘরে বাইরে' (রুশ অনুবাদে), সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা ও রচনাবলী, বিপিনচন্দ্র পালের 'দি নিউ ইকনমিক মিনেস টু ইণ্ডিয়া', সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতা ও রচনাবলী, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 'নিউ ইণ্ডিয়া', 'হোয়াট উই ওয়াণ্ট', মানবেন্দ্রনাথ রায় ও অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ইণ্ডিয়া ইন ট্র্যান্‌জিসন', মহেন্দ্র প্রতাপের পাঁচখানি পুস্তক-পুস্তিকা ও আরো কিছু।*

সোফার ওপরে দেওয়ালে ঝুলছে মার্কসের একটি প্রতিকৃতি (পেত্রোগ্রাদের শ্রমিকদের উপহার) ও স্তেপান খালতুরিনের একটি খোদাই-মূর্তি। পড়ার ঘরের সাজসজ্জার মধ্যে উপরন্তু আছে একটি তালগাছ। এই গাছটি লেনিনের খুবই প্রিয় এবং নিজে তিনি গাছটির তদারক করতেন।

জানলায় বা দরজায় পর্দা দেওয়াটা লেনিনের অপছন্দ। ছিলও না। জানলায় কখনো আড়াল নামানো হত না।

বাসায় চারটি কামরা। থাকতেন লেনিন, ক্রুপ্‌সকায়া ও মারিয়া। লেনিনের ঘরটি ছোট, একই সঙ্গে শোবার ও পড়ার ঘর। জানলার সামনে একটি ডেস্‌ক, দেওয়ালের দিকে লোহার খাটিয়ায় বিছানা পাতা। বিছানাটি ঢাকা থাকত একটি চেক ডোরাকাটা চাদরে। এই চাদরটি তাঁর মায়ের উপহার, ১৯১০ সালে মায়ের সঙ্গে যেবার শেষ দেখা সে-সময়ে পাওয়া। চাদরটি লেনিনের খুবই প্রিয়।

ক্রুপ্‌সকায়ার ও মারিয়ার ঘর ও খাবার ঘরও এমনি সাদামাটা ধরনের। কোথাও কোনো রকম আতিশয্য ছিল না।

লেনিন কিন্তু প্রায়ই দুপুরের ও রাত্রের খাওয়া সারতেন ও চা খেতেন রান্নাঘরে গিয়ে। ওই সময়টুকু গল্প করে কাটাতেন পরিচারিকা অলিম্পিয়াদা ঝুরাভলিয়োভার সঙ্গে। খাওয়ার আয়োজনেও ছিটেফোঁটা বাহুল্য ছিল না। রুশদেশের একজন সাধারণ মানুষ সে সময়ে যতোটুকু জোটাতে পারত, রাষ্ট্র-প্রধানের পরিবারেও তার চেয়ে অন্য কিছু নয়, পরিমাণের দিক থেকে বরং হয়তো কম। ক্লারা ৎসেটকিন একবার এসেছিলেন ক্রেমলিনে লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে। রাতের খাওয়ার সময়, ক্লারা ৎসেটকিনও আমন্ত্রণ পেয়ে গেলেন। ভোজ্যতালিকায় ছিল শুধু চা, কালোরুটি, মাখন ও চীজ। মাননীয়া

* এই তালিকা চিন্মোহন সেহানবীশের একটি প্রবন্ধ থেকে নেওয়া।

অতিথিকে একটু মিষ্টি খাওয়াবার ইচ্ছে ছিল ক্রুপ্‌সকায়ার, অনেক খুঁজেপেতে তিনি খানিকটা জেলি মাত্র বার করতে পেরেছিলেন। বাইরে থেকে যাঁরা দেখা করতে আসতেন, বিশেষ করে কৃষকরা, তাঁরা অনেক ভালোবাসার সঙ্গে ভালো ভালো খাবারও উপহার দিয়ে যেতেন লেনিনকে। নিজেদের জন্যে কণামাত্র না রেখে লেনিন সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত খাবার পাঠিয়ে দিতেন হাসপাতালে বা শিশুদের ভবনে।

লেনিনের দিন শুরু হত বেলা এগারোটার সময়ে। আর শেষ হত কখনো কখনো পরদিন সকাল ছ'টায়। এই পুরো সময়টা ঠাসা থাকত সম্মেলনে, সাক্ষাৎকারে ও অন্যান্য কাজে। মাঝে দু-ঘণ্টার জন্যে খেতে যেতেন, একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরে পাঁচটার সময়ে।

সন্ধ্যা ঠিক সাতটার সময়ে ফিরে আসতেন দপ্তরে। শুরু হত গণ-কমিসারদের সভা। রাত একটা কি দুটো পর্যন্ত সভা চলত। তারপরে নিজের ঘরে ফিরে আসতেন। সেখানে আবার সকাল পাঁচটা কি ছ'টা পর্যন্ত কাজ।

সভাপতিত্ব করতেন খুবই দক্ষতার সঙ্গে। কোনো বক্তাকেই কখনো অবান্তর প্রসঙ্গে যেতে দিতেন না। যতো জরুরী বিষয়ই হোক, বক্তৃতার সময় বরাদ্দ থাকত দশ মিনিট। প্রত্যেকের বক্তৃতা মন দিয়ে শুনতেন ও নোট নেবার সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলোর নিচে দাগ টানতেন দুটি কিংবা তিনটি। কখনো কখনো প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আলোচ্য বিষয়ের ওপরে একটা প্রস্তাবের খসড়া লিখে ফেলতেন, কখনো কখনো বক্তাকে থামিয়ে দিয়ে নিজেই পড়তে শুরু করে দিতেন।

সারাদিনের খাটুনির পরে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে জেগে মিটিং করতে অনেকেই ক্লান্ত বোধ করত। কিন্তু লেনিন উপস্থিত থাকলে আবহাওয়াই অন্যরকম। লেনিন প্রাণখোলা হাসি হাসতেন আর সেই হাসির ছোঁয়াতেই সবাই যেন সতেজ ও সজাগ হয়ে উঠতেন।

নিজে ধূমপান করতেন না, সামনে বসে অন্য কেউ ধূমপান করলে অস্বস্তি বোধ করতেন। গণ-কমিসারদের সভা চলার সময়ে ধূমপায়ী গণ-কমিসাররা মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে বাইরে থেকে ধূমপান করে আসতেন।

অপরের স্বাস্থ্য ও শারীরিক কুশলের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। সাধ্যমতো চেষ্টা করতেন চিকিৎসা ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিতে। সে-সময়ে

দায়িত্বশীল কমরেডদের ওপরে প্রচণ্ড কাজের চাপ পড়েছিল। শরীরপাত করে কাজ করতে হত। মানুষগুলো হয়ে উঠেছিল একরোখার মতো। বাধাবিপত্তি গ্রাহ্যের মধ্যেও আনতে চাইত না, শরীরের অসুখ তো সামান্য ব্যাপার। কিন্তু ক্রেমলিনের একজন মানুষ ঠিকই নজর রাখতেন। প্রথমে বন্ধুভাবে পরামর্শ দিতেন, না শুনলে সরকারী পদাধিকার খাটিয়ে হুকুম। ক্রুপ্‌সকায়াকে পর্যন্ত এমনি হুকুম করে বিশ্রাম নেওয়াতে হয়েছিল: "শিক্ষা দপ্তরের ডেপুটি গণ-কমিসার কমরেড ক্রুপ্‌সকায়াকে পনেরো দিনের জন্যে বিশ্রাম নিতে বলা হচ্ছে।" ক্রুপ্‌সকায়া ছিলেন মস্কোর কাছেই একটি স্যানাটোরিয়ামে। আনাকে সঙ্গে নিয়ে লেনিন তাঁকে দেখতে যেতেন। আনা ও তাঁর স্বামী প্রায়ই ক্রেমলিনে আসতেন লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে।

১৯১৭ সালের এপ্রিলে লেনিনের সঙ্গে যাঁরা রুশদেশে ফিরে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যেও ইনেসাও ছিলেন। তাঁর যা স্বভাব, পার্টির কাজে ঝাঁপ দিয়েছিলেন একেবারে। বিপ্লবের পরে তাঁকে অনেকগুলো দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার নিতে হয়। ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

লেনিনের কাছে খবর পৌঁছয়। লেনিন একটি চিঠি লেখেন ইনেসাকে। চিঠিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন, শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ইনেসা যেন বাইরে না বেরোন, ডাক্তারের কথামতো চলেন।

আগস্ট মাসে ইনেসাকে নিয়ে যাওয়া হয় উত্তর ককেসাসের একটি স্যানাটোরিয়ামে, লেনিন-ই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেখানে যাওয়ার পরে ইনেসার শরীরটা সারে। বান্ধবী পলিনা দেখা করতে এলে ইনেসাকে আবার পিয়ানো বাজাতে শোনা যায়। এরই মধ্যে একদিন প্রতিবিপ্লবীদের হামলার আশঙ্কায় স্যানাটোরিয়ামের রোগীদের সরিয়ে ফেলবার কথা ওঠে। ইনেসাকে যখন অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, পথে কলেরা হয়ে তিনি মারা যান।

১১ই অক্টোবর তারিখে ইনেসার মৃতদেহ নিয়ে আসা হয় মস্কোতে। লেনিন, ক্রুপ্‌সকায়া, ইনেসার ছেলেমেয়েরা ও মহিলা কর্মীদের একটি প্রতিনিধি-দল শবযাত্রায় যোগ দেন। কাজান স্টেশন থেকে সমাধিস্থান অনেকখানি পথ। লেনিনের জন্যে গাড়ির ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু লেনিন পায়ে হেঁটে শবানুগমন করেন।

ইনেসায় মৃত্যুতে লেনিন বড়ো রকমের শোক পেয়েছিলেন।

অক্টোবর বিপ্লবের পরে গর্কির সঙ্গে লেনিনের কোনো যোগাযোগ ছিল না। ২১এ নভেম্বর তারিখে 'নোভায়া ঝিজন' পত্রিকায় গর্কির একটি লেখা বেরিয়েছিল। তীব্র ভাষায় গর্কি ধিক্কার জানিয়েছিলেন লেনিন ও তাঁর সহকর্মীদের "সমস্ত রকমের অপরাধ" অনুষ্ঠানের জন্যে—পেত্রোগ্রাদের রক্তাক্ত লড়াই, মস্কোর ধ্বংসকার্য, বাক্-স্বাধীনতা হরণ, নির্বিচার হত্যা, ইত্যাদি।

অনেকে বলতে লাগলেন, গর্কি প্রোলেতারিয়েতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। লেনিন কোনো মন্তব্য করলেন না।

আততায়ীর গুলিতে লেনিন আহত হয়েছেন শুনে গর্কি ছুটে এলেন পেত্রোগ্রাদে লেনিনকে দেখতে।

লেনিন খুবই খুশি হলেন। আবার পুরনো দিনের মতো বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন দুজনে। লেনিন বার বার অনুরোধ জানালেন গর্কি যেন তাঁর শরীরের যত্ন নেন।

এই গর্কিই পরে লিখেছিলেন : "রাশিয়ার নতুন দিনের জনগণ, নতুন রাষ্ট্রের তোমরা স্রষ্টিকর্তা। আমার কাছে তোমরা পরম আনন্দ, পরম গর্বের বস্তু।"

দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেসে লেনিন যোগ দিতে পারেন নি। একাদশ কংগ্রেসের আগে থেকেই তাঁর অসুস্থতা প্রকাশ পাচ্ছিল। প্রায়ই ছুটি নিচ্ছিলেন। একাদশ কংগ্রেসের (মার্চ ১৯২২) পরে স্তালিন হয়েছিলেন পার্টির সাধারণ সম্পাদক।

লেনিন নিজে কিন্তু দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। ১০ই মার্চ তারিখে লেনিনের অসুখ আর একবার জানানি দিয়ে গেল। এবারেরটা খুবই প্রচণ্ড। লেনিনের মুখের কথা জড়িয়ে গেল, ডান হাত ও ডান পা অসাড়।

দ্বাদশ কংগ্রেস হয়ে গেল ১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে। লেনিন অনুপস্থিত। কিন্তু প্রত্যেকটি আলোচনায় প্রত্যেকটি প্রস্তাবে টের পাওয়া গেল লেনিন প্রবলভাবে উপস্থিত। তাঁর শেষ দিককার লেখা প্রবন্ধ ও চিঠি থেকে নির্দেশ নিয়ে কংগ্রেসের কাজ চালানো হল।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি অভিনন্দন-বাণী পাঠানো হল লেনিনের কাছে : "পার্টি, প্রোলেতারিয়েত ও সকল শ্রমজীবী জনগণের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে কংগ্রেস অভিনন্দন ও উষ্ণ ভালোবাসা জানাচ্ছে তার নেতাকে,

প্রোলেতারীয় চিন্তা ও বিপ্লবী কর্মের প্রতিভাকে, ইলিচকে, যিনি এই গুরুতর পীড়ার সময়েও এবং দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থেকেও তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্বারা কংগ্রেস ও সমগ্র পার্টির সমাবেশ ঘটিয়েছেন।"

মে মাসে শরীরটা একটু ভালো হতেই লেনিনকে নিয়ে যাওয়া হল গর্কিতে। সেখানে আরো ভালো হয়ে উঠলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরে পেলেন উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা। একটা চাকা-লাগানো গাড়িতে চেপে পার্কে বেড়াতে যেতে শুরু করলেন।

রোগী হিসেবেও তিনি ছিলেন অসাধারণ। প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন পরিষ্কার কথা বলার ক্ষমতা ফিরে পেতে ও বাঁ-হাতে লেখা আয়ত্ত করতে।

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি একটি আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। সকালে উঠেই ঘোষণা করে বসলেন মস্কো যাবেন। চিকিৎসকরা ও ক্রুপ্‌স্‌কায়া তো থ'। ক্রুপ্‌স্‌কায়া লিখছেন, "এক শুভদিনে তিনি গ্যারেজে গেলেন, উঠে বসলেন গাড়িতে, বললেন মস্কো যাবেন। সেখানে তিনি সমস্ত ঘর ঘুরে ঘুরে দেখেন, নিজের অফিস-ঘরে ঢোকেন, গণ-কমিশনারদের পরিষদের অধিবেশন-ঘরে উঁকি দেন, তারপর শহর ঘুরে দেখতে চান।"

এই তাঁর শেষ মস্কো-দর্শন।

১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসেও চিকিৎসকরা আশা করছিলেন লেনিন সেরে উঠবেন। ১৯এ জানুয়ারি তারিখে সোভিয়েতসমূহের একাদশ সারা-রুশ কংগ্রেসে কালিনিন ঘোষণা করলেন—কমরেড লেনিন আবার ফিরে আসছেন! প্রতিনিধিরা সহর্ষে আওয়াজ তুললেন, কমরেড লেনিন জিন্দাবাদ।

২২এ জানুয়ারি তারিখে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ঘোষণায় বলা হল: কমরেড লেনিনের শারীরিক মৃত্যু তাঁর উদ্দেশ্যের মৃত্যু নয়। আমাদের পার্টির প্রত্যেক সভ্যের হৃদয়ে তিনি বেঁচে আছেন। আমাদের পার্টির প্রত্যেক সভ্য লেনিনের অংশ।

ক্রেমলিনের কাছে রেড স্কোয়ারে একটি স্মৃতিসৌধে তাঁর শরীরটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় রক্ষিত হয়েছে। সেখানে সবসময়েই দুনিয়ার মানুষ। আমি, তুমি, আমরা সকলে।

কী দেখতে যাই? নিজেকেই। আমিই তো লেনিন।

কমরেড লেনিন জিন্দাবাদ! এ তো আমারই জয়ধ্বনি। আমার, তোমার, আমাদের সকলের।

টীকা

শ্রেণী—সমাজের এক অংশ অপর অংশের শ্রম আত্মসাৎ করতে পারে যে ব্যাপারটি থাকার ফলে তার নাম শ্রেণী। দাস সমাজে শ্রেণী ছিল প্রভু ও দাস। ফিউডাল সমাজে সামন্তপ্রভু ও ভূমিদাস। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়া ও প্রোলেতারিয়েত। একদল শোষক—তারাই সম্পদের মালিক। অন্যদল শোষিত—তাদের সম্বল শুধু শ্রম-শক্তি। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়ারাই কলকারখানা শেয়ার ও পুঁজি ইত্যাদির মালিক। তারাই শোষক। প্রোলেতারিতের শ্রম-শক্তি ছাড়া কিছুই নেই। জীবনধারণের জন্যে প্রোলেতারিয়েত বুর্জোয়াদের কাছে এই শ্রম-শক্তি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এই প্রোলেতারিয়েতের শ্রম আত্মসাৎ করেই বুর্জোয়াদের মুনাফা।

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে প্রধান দুটি শ্রেণী যদিও বুর্জোয়া ও প্রোলেতারিয়েত, কিন্তু মাঝখানে রয়ে গিয়েছে অনেকগুলো স্তর—ছোট ও মাঝারি চাষী, কারিগর ইত্যাদি। এরা সম্পদের মালিক, এদিক থেকে বুর্জোয়াদের সমগোত্রীয়; এরা শ্রমজীবী, এদিক থেকে প্রোলেতারিয়েতের সমগোত্রীয়। মাঝখানের এই স্তরগুলোকে বলা হয় পেটিবুর্জোয়া।

স্পার্টাকাস লীগ—১৯১৪ সালে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা যখন বিশ্বযুদ্ধ বাধাল এবং দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্রাট নেতারা পিতৃভূমির প্রতিরক্ষার আওয়াজ তুলে যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকেই মদত নিতে লাগলেন তখন জার্মানিতে স্টুটগার্ট প্রস্তাব অনুযায়ী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিলেন একমাত্র বামপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরাই। তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন কার্ল লীব্‌কনেখ্‌ট, রোজা লুকসেমবুর্গ ও ভিলহেলম পীক। তাঁরাই গঠন করেছিলেন স্পার্টাকাস লীগ। জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর এই বিপ্লবী অগ্রবাহিনী স্পার্টাকাস লীগ ১৯১৮ সালের ৮ই নভেম্বর তারিখে সাধারণ ধর্মঘট ও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ডাক দিয়েছিলেন। বলশেভিকদের সঙ্গে স্পার্টাকাস লীগের মতৈক্য ছিল। জার্মানির নভেম্বর বিপ্লবের সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা—জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা। স্পার্টাকাস ছিলেন একজন দাস-নেতা। তাঁর নেতৃত্বে রোমের দাসরা উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন (খ্রীষ্টপূর্ব ৭৩-৭১ অব্দে)।

রোব্‌স্‌পীয়ের (১৭৫৮-১৭৯৪)—ফরাসী বিপ্লবী ও লেখক। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের তিনি ছিলেন উগ্র সমর্থক। ১৭৯২ সালে ফরাসী বিপ্লব ঘোষিত হবার পরে তিনি প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হন। তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র হয়। নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে শেষপর্যন্ত তিনি গ্রেপ্তার হন এবং গিলোটিনে তাঁর মৃত্যু হয়।

কুলাক—ধনী কৃষক, যারা মজুর খাটিয়ে বা সুদে টাকা ধার ইত্যাদি দিয়ে অপরের শ্রম শোষণ করে। (লেনিন)

ব্ল্যাক হানড্রেড—জারের অনুগত চরম প্রতিক্রিয়াশীল দল।

রুশদেশের চাষী-কমিউন—উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রুশদেশে প্রচলিত ছিল এক সামুদায়িক ভূমি-ব্যবস্থা। গ্রামগুলি এক-একটি চাষী-কমিউন। এর মাথায় থাকত একজন প্রধান। সভা করে স্থির হত জমিতে এবার কোন কোন ফসল তোলা হবে, আর জমির উর্বরতা রক্ষার জন্যে ফসলের আবর্তন হবে কি প্রকারে। মাঝে মাঝে জমি নতুন করে ভাগ-বাঁটোয়ারা হত। কমিউনে ছিল তিন প্রকারের জমি-স্বত্ব। বাস্তুভিটা ও বাগান ছিল চাষীর। মাঠ, গোচর ও জঙ্গল ছিল গ্রামের। খেতখামারগুলিতে স্বত্ব ছিল যৌথ কিন্তু আবাদ হত পৃথক। এর ভাগ বিলি করত কমিউন। তা সত্ত্বেও চাষীরা তখানো ভূমিদাস এবং মালিকের অধিকার ছিল বাঁটোয়ারা রদবদল করবার। এই কমিউনের ওপরে আধিপত্য করত কুলাকরা যাদের ছিল চাষের গোরু ঘোড়া বীজ ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম। গরীব চাষীরা বাধ্য হত এই কুলাকদের হাতে জমি তুলে দিয়ে ক্ষেতমজুর হয়ে চাষ করতে। জার এই কমিউনগুলোর ওপরে হাত দেন নি কেননা এই কমিউনগুলোর মাধ্যমে সহজেই কর আদায় হত।

জেমস্তভো—বলা যেতে পারে 'গ্রাম পঞ্চায়েত'। জারের আমলে এগুলি ছিল আধা-রাজনৈতিক, আধা-সামাজিক প্রতিষ্ঠান, প্রশাসনিক ক্ষমতা বিশেষ কিছুই ছিল না। এগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করত অভিজাতরা।

ডুমা—১৯০৫-১৯০৭ সালের বিপ্লবের ফলে জার রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠান। প্রথম ডুমা (১৯০৬ এপ্রিল-জুলাই), দ্বিতীয় ডুমা (১৯০৭ ফেব্রুয়ারি-জুন) জার সরকার ভেঙে দেয়। তৃতীয়, ডুমায় (১৯০৭-১৯১২) ও চতুর্থ ডুমায় (১৯১২-১৯১৭) প্রাধান্য ছিল ব্ল্যাক হানড্রেড প্রতিনিধিদের।